কুরআন ও হাদীসের আলোকে

পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন

অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন

(বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস সংকলন)

অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান

কামিল (হাদীস) বি.এ. (অনার্স) এম.এ. সমাজ কল্যাণ

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স ঢাকা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে
পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন
অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান

প্রকাশনায়
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪২৩, আল ফালাহ্ বিল্ডিং, ওয়ারলেছ রেল গেট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, মোবাইল: ০১৭১-১২৮৫৮৬

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৪

মুদ্রণে
ক্রিসেন্ট প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ
নাজমুস সায়াদ

বিনিময়
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Quran O Hadith Er Alokey
Purnanggo Manab Jiban
Published by : A M Aminul Islam,
Professor's Publication. Dhaka-1217
Fixed Price : One Hundred Eighty Taka Only.

পূর্বাভাস

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। অসংখ্য দরূদ বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, মহান নেতা, শিক্ষক ও আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং লাখো সালাম সে সব আল্লাহর সৈনিকদের প্রতি, যারা যুগে যুগে আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধানকে যমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের জীবনকে কোরবান করে দিয়েছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী "কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন" বইখানা জ্ঞান-পিপাসু মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদীসের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। আল কুরআন ও আল হাদীস জ্ঞানের জগতে এক মহা সমুদ্র যা হতে প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রামান্য আয়াত বা হাদীস খুঁজে বের করা অনেকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যারা আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের বিভিন্ন দিক খুঁজে পেতে চান এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে জানতে চান তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে হলে বহু বই পুস্তক পড়া শুনা করতে হয়। যা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। যে যতটুকু পড়া শুনা করে ও জানে সে ততটুকুকেই ইসলামের মৌলিক বিষয় বলে মনে করে। তাই একটি বইয়ের মাধ্যমেই যাতে ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা যায় সেজন্য বিভিন্ন খন্ডে প্রকাশ না করে একটি খন্ডেই প্রকাশ করা হয়েছে। এ পুস্তকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ১০৭৭ টি বিষয়, ১১৩৬টি কুরআনের আয়াত এবং ৯৬৭টি হাদীসে রাসূল (স.) সংযোজিত করা হয়েছে।

আল্লাহর রহমতে প্রথম প্রকাশনার ৫০০০ বই শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন থেকে বইটি মার্কেটে নেই। অথচ বইটির বিপুল চাহিদা লক্ষ্য করে বর্দ্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় প্রকাশনার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে বইখানা প্রকাশনায় যে শ্রম ও সময় দেয়ার প্রয়োজন ছিল তা দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। কারো কাছে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে তা জানালে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব এবং তা সংশোধন করার প্রয়াস পাব।

বইখানা পড়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং সে আলোকে নিজদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আমার প্রয়াসকে সফল মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীস থেকে হেদায়েত লাভ করার এবং আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়িত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পল্লবি
১১-সি, ১০-১১-৪
মীরপুর, ঢাকা।

বিনীত
মাওলানা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
কামিল (হাদিস) বি, এ, (অনার্স) এম, এ, সমাজ কল্যাণ

উপহার

প্রাপ্তিস্থান

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অফিস
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮১৭৭

নাসিমা পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা

আজীম পাবলিকেশন্স
১১সি/১০-১১-৪ মিরপুর, ঢাকা
ফোন : ৯০০২৫৮৯

আহ্সান পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ, ঢাকা

❑ এছাড়াও অন্যান্য ইসলামী সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন।

সূচীপত্র

মহান আল্লাহর পরিচয়

মানব জাতির সৃষ্টি

ঈমানিয়াত

তাওহীদ

শিরক

রিসালাত

কিতাব

মালাইকা

তাকদীর

আখেরাত

ইবাদত

তাহারাত

সালাত

নামাজের কতিপয় মাসয়ালা

সাওম

যাকাত

হজ্ব

ইলম

যিকির

দোয়া

ব্যক্তি জীবন

আদর্শ পরিবার

নারীর অধিকার

আদর্শ সমাজ

অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী আন্দোলন

জিহাদ

বায়আত

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী

রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব

যে সব নেতৃত্ব অমান্য করতে হবে

নাগরিকদের সামাজিক অধিকার

জড় পদার্থ

শিল্প

পরিবহন

ইসলামী শ্রমনীতি

শ্রমিকের অধিকার

বিচার ব্যবস্থা

কুরআন ও বিজ্ঞান

পৃথিবী

জ্যোতি বিজ্ঞান

আকাশ

ফলিত আকাশ বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞান

কৃষি বিজ্ঞান

নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞান

কবিরা গুনাহসমূহ

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

মোনাফেকের চরিত্র ও কার্যক্রম

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلحمدُ لِلّٰه رَبِّ العلمينَ والصلوةُ والسّلَامُ عَلى مُحَمد

سَيِدِ المُرسَلينَ وَعَلى اله الطيّبينَ الطّاهرينَ

وعَلى جَمِيعِ الصّحَابَةِ والتا بعين

মহান আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ খালেক (সৃষ্টিকর্তা)

মহান আল্লাহ আসমান, যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সবই সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ

তিনি (আল্লাহ) সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি কোন কিছু সম্পর্কে বলেন হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য এবং সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব চলছে। (আনআম-৭৩)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوات وَ الْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

আল্লাহ তিনিই, যিনি আকাশ মন্ডল ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সাজদা-৪)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِيَدَىَّ فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ؛ و خَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَ خَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ و خَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، خَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَ بَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ (عـ) بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِّنْ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلٰى الَّيْلِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার দিন পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন, সোমবার দিন গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার দিন খারাপ জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন, বুধবার নূর সৃষ্টি করেছেন, বৃহস্পতিবার দিন জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির শেষ দিকে শুক্রবার দিন শেষ প্রহরে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

আল্লাহ রব (প্রতিপালনকারী)

আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করে তার লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রব হিসেবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের সব কিছু লালন-পালন করেন।
(ফাতেহা)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ

তিনি আকাশ মন্ডল, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, প্রতিপালন করেন, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসকারী হও। (দোখান-৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِاءَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ جُزْءً وَاَنْزَلَ فِىْ الْاَرْضِ جُزْءً وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ -

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ রহমতকে একশত অংশে বিভক্ত করে তাঁর নিকট নিরানব্বই অংশ রাখলেন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ পৃথিবীতে বন্টন করলেন। তার দ্বারা সৃষ্ট জীব পরস্পর মায়া-মমতায় আবদ্ধ। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার বাচ্চাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তার ক্ষুর উত্তোলিত করে। (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহর অসীম রহমত দ্বারা সৃষ্টির সব কিছু লালন-পালন করছেন, যেমন মা স্নেহ-মায়া দ্বারা সন্তান লালন-পালন করেন। তবে মায়ের তুলনায় আল্লাহর মহব্বত অনেক বেশি যার দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হাদীসে আছে।

আল্লাহর উলুহিয়াত

তিনি হচ্ছেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মাবুদই বাতিল ও মিথ্যা। তিনি ব্যতীত কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا

তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন মাত্র একজন। তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর।
(আল হাজ্জ ঃ ৩৪)

قَالَ يٰقَوْمِ اُعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

তিনি (নবী) বললেনঃ হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (আ'রাফ–৬৫)

وَعَنْ اَبِى مُوْسٰى (رض) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايَنَامُ وَلَايَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهٗ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلَ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْكَشَفَهٗ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ

আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) পাঁচটি বাক্য নিয়ে আমাদের সামনে দন্ডায়মান হলেন- অতঃপর বললেনঃ (১) নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না এবং তাঁর নিদ্রার প্রয়োজনও হয় না। (২) আমলের মাপকাঠি হ্রাস ও বৃদ্ধি করেন। (৩) রাত্রের আমলগুলো দিনের আমল শুরু হওয়ার পূর্বে এবং (৪) দিনের আমল রাত্রের আমল শুরু হওয়ার আগেই তাঁর কাছে পৌছানো হয়। (৫) তিনি নূরের পর্দা দ্বারা বেষ্টিত। যদি তিনি তা উম্মোচিত করেন, তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সৃষ্টির প্রতি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তা জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম)

আল্লাহ রিযিকদাতা

আল্লাহ সৃষ্টির সকলের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহর উপর নয় এবং যার স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এসব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (হুদ–৬)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَمِيْنُ اللّٰهِ مِلَاىٰ لَاتَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ؟ فَاِنَّهٗ لَمْ يَغِضُّ مَا فِىْ يَمِيْنِهٖ وَالْقِسْطُ بِيَدِهٖ الْاُخْرٰى يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ, যা কোন খরচই কমাতে পারেনা। এমনকি রাত-দিন অবিরাম খরচ করলেও না। তোমরা কি দেখছ না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হতে তিনি এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন? প্রকৃত পক্ষে তাঁর ডান হাতে যা আছে, তা কমেনা। তাঁর অন্য হাতে মাপকাঠি, যা তিনি হ্রাস ও বৃদ্ধি করেন।

একমাত্র আল্লাহ্ গায়েব জানেন

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

গায়েবের সব চাবিকাঠি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যার সম্পর্কে আল্লাহ জানে না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। আর্দ্র ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিস এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (আন' আম-৫৯)

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِى الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى -

ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অদৃশ্যের চাবি পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। (১) আগামীকাল কি ঘটবে (২) মাতৃগর্ভে কি লুকায়িত আছে (৩) কখন বৃষ্টি আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। (৪) আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না যে, কে কোথায় মারা যাবে। (৫) কিয়ামত কখন ঘটবে, মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা জানে না। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের বাদশা

সারা জাহানের মালিক, বাদশা ও শাসক মহান আল্লাহ। সব কিছু তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

বলুনঃ হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (আলে-ইমরান ২৬)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। (বাকারা-২৫৫)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

আল্লাহর রাজত্বে কোন শরীক নেই। (ফুরকান-৩)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ اَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَسَمّٰى مَلِكُ الْاَمْلَاكِ لَا مَالِكَ اِلَّا اللّٰهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে, রাজাধিরাজ নাম গ্রহণ করে। আল্লাহ ছাড়া কেউ রাজা নেই।

সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহর বিধান মেনে চলে

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

তারা (মানুষ) কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন (জীবন বিধান) চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। (আলে-ইমরান-৮৩)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

সাবধান! সৃষ্টি যার, নির্দেশ করার অধিকার তাঁর। (আ'রাফ-৫৪)

আল্লাহ সর্ব শক্তিমান

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

সকল শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর করায়ত্ত। (বাকারা-১৬০)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

আল্লাহ যা ইচ্ছা তা সম্পন্ন করেই ছাড়েন। (বুরুজ-১৬)

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

আল্লাহ ফয়সালা করেন। তাঁর ফয়সালা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (রায়াদ-৪১)

عَنْ اَبِى ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِىْ! اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا- يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِى اَهْدِكُمْ- يَاعِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِى اُطْعِمْكُمْ- يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِى

اَكْسُكُمْ- يَا عِبَادِيْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْ لَكُمْ- يَا عِبَادِيْ اِنَّكُمْ لَنْ
تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَ لَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ- يَا
عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَ اٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى
قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا- يَا عِبَادِيْ لَوْ
اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَ اِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِقَلْبِ رَجُلٍ
وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا- يَاعِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ
وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا صَعِيْدٌ وَاحِدٌ فَسَاَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ
كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ
الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ- يَا عِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ
ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَ مَنْ وَجَدَ
غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ

আবুজার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এবং তিনি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ বলেনঃ হে আমার বান্দাহ! আমি যুলুম করাকে আমার জন্যে হারাম করেছি। এবং তা তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের প্রতি যুলুম করো না। হে আমার বান্দাহ! আমি যাকে হিদায়াত দান করি, সে ছাড়া আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাহ! তোমরা সবাই উলংগ। তবে সে ছাড়া, যাকে আমি পরিধেয় দান করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদেরকে পরিধেয় দান করব। হে আমার বান্দাহ! তোমরা রাত-দিন গুনাহ করছ। আমি সকল গুনাহ মাফ করে থাকি। তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাহ! আমার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই, আর আমার কোন উপকার করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। হে আমার বান্দাহ! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তী কালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পরহেযগার লোকটির মতো খোদাভীরু হয়ে যায়, তাতে আমার সাম্রাজ্যের কোন উন্নতি হবে না। হে আমার বান্দাহ! আর যদি তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তী কালের সকল মানুষ আর জ্বিন মিলে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ লোকটির মত হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার সম্রাজ্যের কোন প্রকার ক্ষতি হবেনা। হে আমার বান্দাহ! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি একত্রিত হয়ে আমার কাছে চাও আর আমি যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুসারে দান করি, তবে সুচাগ্র

সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি কমায়, ততোটুকু ছাড়া আমার ভান্ডার থেকে কিছুই কমবে না। হে আমার বান্দাহ! তোমাদের সকল আমল আমি শুনে শুনে রেকর্ড করে রাখি। অতঃপর তোমাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় দান করবো। সুতরাং তোমাদের যে কল্যাণ লাভ করে, সে যেন আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যার ভাগ্যে অন্য কিছু ঘটে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেও তিরস্কার না করে। (মুসলিম)

যারা বলে সকল শক্তির উৎস জনগণ বা দেশের সরকার, তাদের মিথ্যা দাবীর সুন্দর জবাব উক্ত হাদীসে আছে।

আল্লাহ কিয়ামতের দিনের মালিক

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। (ফাতেহা)

وَ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তারা আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা দেয় না। সমস্ত পৃথিবী শেষ বিচারের দিন তাঁর মুষ্টির ভিতর এবং তাঁর ডান হাতে আকাশ কুন্ডলিকৃত অবস্থায় থাকবে। তিনি অতি পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদাশীল, তিনি মুশরিকদের শিরক হতে অতি পবিত্র। (ঝুমার–৬৭)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আকাশ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করে রাখবেন অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ। পৃথিবীর শাসকেরা এখন কোথায়। (বুখারী)

হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

হে নবী, বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিমের সবই মহান আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন সঠিক পথের দিকে। (বাকারা–১৪২)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَا عَمِّ قُلْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا

اَبَاطَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدُلَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتّٰى قَالَ اَبُوْطَالِبٍ اٰخِرَ مَاكَلَّمَهُمْ هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَمَ وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْالِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِى قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ- اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَاَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব তাবেয়ী তাঁর পিতা হযরত মুসায়্যিব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন; যখন আবু তালিবের নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হল তখন নবী করীম (স.) তার নিকট আসলেন। সেখানে তিনি তার নিকট আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া ইবন মুগীরাকে দেখতে পেলেন। নবী করীম (স.) বললেন, হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমা পাঠ করুন, আমি এর বলে আল্লাহর নিকট আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দান করব। তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? কিন্তু নবী করীম (স.) তার নিকট এ কথাই বারবার পেশ করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালিবের মুখ হতে যে কথা প্রকাশিত হয়, তা ছিল এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই আছে এবং সে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমা পাঠ করতে অস্বীকার করেছে। রাসূলে করীম (স.) বলেছেনঃ এ সত্ত্বেও আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য মাগফেরাতের দো'য়া করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা হতে নিষেধ করা হবে। পরে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেনঃ নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে মুশরিকগণ অবশ্যই জাহান্নামী জানার পর মুশরিক লোকদের জন্য ইসতিগফার করা জায়েয নয়। যদিও তাঁরা নিকটাত্মীয় হোকনা কেন। আর আবু তালিবের সম্পর্কে এক আয়াতে আল্লাহ তাঁকে (রাসূলকে) বললেনঃ হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত করতে পার না, বরং প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন। তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানেন। (মুসলিম)

হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ না হলে কোন মানুষ হিদায়াত লাভ করতে পারে না। অবশ্যই হিদায়াতের জন্য চেষ্টা, সাধনা করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। নবীরা এ দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন।

আল্লাহ চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَنَوْمٌ

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। (বাকারা–২৫৫)

هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمُ

তিনিই সকল সৃষ্টির প্রথম আর সবকিছু বিলীন হওয়ার পরও তিনিই থাকবেন এবং তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত আর তিনি সবকিছু জানেন। (হাদীদ–৩)

আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি

আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদেরকে ভাল বাসেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাত দান করবেন।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভাল বাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারবে। (আলে ইমরান–৩১)

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, যারা তাদের রবকে ভয় করে। (বাইয়েনা–৮)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادٰى يَا جِبْرِيْلُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فَلاَنًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبَّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِىْ السَّمَاءِ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقُبُوْلُ فِىْ الاَرْضِ ·

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, হে জিবরাঈল! আল্লাহ তাঁর অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। ফলে জিবরাঈল তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তিনি আকাশ বাসীকে বলতে থাকেনঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। অতঃপর আসমান বাসীগণ তাকে ভালবাসেন এবং দুনিয়াতেও তিনি গৃহীত হন। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর গযব ও আযাব

যারা কাফের ও আল্লাহর নাফরমান তাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্টি এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

যারা মনের সন্তোষ সহকারে কুফরী গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের উপর আল্লাহর গযব। এসব লোকদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (নাহাল–১০৬)

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا .

তার উপর আল্লাহর গযব এবং তাঁর লানত, তার জন্য বড় রকমের শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। (নিসা–৯৩)

وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعْ اَصَابِعَ اِلاَّ وَفِيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهِ لَو تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَاَخْرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ وَتَجَارُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

আবু জার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আকাশ কেঁপে উঠল, কেননা, আল্লাহর ভয়ে আসমান কেঁপে উঠার উপযুক্ত। আকাশে চার অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও খালি নেই, যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহর সিজদারত অবস্থায় নেই। আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সঙ্গসুখ গ্রহণ করতে না এবং তোমরা উঁচু পাহাড়ের দিকে অবশ্যই চলে যেতে, যেখানে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে। (তিরমিযি).

মু'মিন লোকেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে

কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিগণ মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে।

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কিছু সংখ্যক চেহারা হাসোজ্জ্বল হবে, নিজেদের রবের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে। (কিয়ামাহ-২২)

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِى (رضـ) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ (صـ) اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ .

জারীর ইবন আব্দুল্লাহ আল বাজালি হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় তিনি পুর্নিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখবে, যেমন ভাবে এ চন্দ্রকে দেখছ; যে দেখার মধ্যে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে পার না।

আল্লাহ্ বান্দার কথা শুনেন ও জবাব দেন

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَ لْيُؤْمِنُوْابِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۔

হে নবী। আমার বান্দাহ যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও; হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে। (বাকারা-১৮৬)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) وَاَبِيْ سَعِيْدِنِالْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ عَبْدِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا اللّٰهُ اَكْبَرُ - وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ - قَالَ صَدَقَ عَبْدِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِىْ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ - قَالَ صَدَقَ عَبْدِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ شَرِيْكَ لِى . وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا - لِىَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ . وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِىْ .

আবু হুরাইরা ও আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি যে, বান্দাহ যখন বলেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে- আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহই সর্ব শ্রেষ্ঠ। বান্দা যখন বলেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাহ সত্য বলেছে, অমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি এক ও একক। বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা সত্য কথা বলছে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমার কোন শরীক নেই। বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি নিখিল

সাম্রাজ্যের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তখন আল্লাহ্ বলেনঃ আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আমিই সারা বিশ্বের বাদশা। আর সমস্ত প্রশংসা আমারই জন্যে। বান্দাহ্ যখন বলে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমার ছাড়া কারো কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই।

(ইবনে মাজা)

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ

হাতেম তায়ীর পুত্র 'আদী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অচিরেই তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব কথা বলবেন। তখন উভয়ের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না আর কোন পর্দাও থাকবে না। (বুখারী)

আল্লাহর নাম ও সিফাত

وَ لِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ

আল্লাহ্ ভাল ভাল নামের অধিকারী। তাঁকে ভাল ভাল নামেই ডাক। সে লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। (আল আ'রাফ–১৮০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে সেগুলো আয়ত্ত ও হিফাযত করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহ্মান)- মহান দয়াময়

اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) -অতিশয় মেহেরবান

اَلْمَلِكُ (আল-মালিক)- বাদশাহ

اَلْقُدُّوْسُ (আল্-কুদ্দুস)- মহা পবিত্র

اَلسَّلاَمُ (আস্-সালাম) -শান্তি কর্তা

اَلْمُؤْمِنُ (আল্-মুমিন) -নিরাপত্তা দাতা

اَلْمُهَيْمِنُ (আল্-মুহাইমিন) -আশ্রয় দাতা

اَلْعَزِيْزُ (আল্- আযীয)- মহাপরাক্রমশালী

اَلْجَبَّارُ (আল্-জাব্বার) -দুর্দন্ত প্রতাপশালী

اَلْمُتَكَبِّرُ (আল্-মুতাকাব্বির) -মাহাত্ম্যের অধিকারী

اَلْخَالِقُ (আল্-খালিক) - মহান সৃষ্টি কর্তা

اَلْبَارِئُ (আল্-বারিউ)- উদ্ভাবক

اَلْمُصَوِّرُ (আল্-মুছাউবের)- মহান শিল্পী

اَلْغَفَّارُ (আল্-গাফ্ফার) - মহা ক্ষমাশীল

اَلْقَهَّارُ (আল্-কাহ্হার) - পরম প্রতাপান্বিত

اَلْوَهَّابُ (আল্-ওয়াহ্হাব) - মহান দাতা

اَلرَّزَّاقُ (আর- রায্যাক) - মহান জীবিকাদাতা

اَلْفَتَّاحُ (আল্-ফাত্তাহ) - মহা উম্মোচনকারী

اَلْعَلِيْمُ (আল- আলীমু)-মহা জ্ঞানী

اَلْقَابِضُ (আল-কাবিয়ু) - কব্জাকারী

اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু)- বিস্তৃতকারী

اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু) - নিচুকারী

اَلرَّافِعُ (আর রাফিউ) - উঁচুকারী

اَلْمُعِزُّ (আল- মুইয্যু) - সম্মান দাতা

اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু)-অপমানকারী

اَلسَّمِيْعُ (আস্-সামীউ) - সর্বশ্রোতা

اَلْبَصِيْرُ (আল- বাছীরু) - সর্ব দ্রষ্টা

اَلْحَكَمُ (আল- হাকিমু) - মহা বিচারক

اَلْعَدْلُ (আল- আদলু) - ন্যায় বিচারক

اَللَّطِيْفُ (আল- লাতীফু) - সূক্ষ্ম দর্শী

اَلْخَبِيْرُ(আল-খাবীরু) সর্ব বিষয়ে অবগত

اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু) মহা ধৈর্যশীল

اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু) - মহান

اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফুরো) মহা ক্ষমাশীল

اَلشَّكُوْرُ (আশ্শাকুরো) - ধন্যবাদাই

اَلْعَلِيُّ (আল-আলীয়্যু) - উচ্চতার অধিকারী

اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু) - শ্রেষ্টত্বের অধিকারী

اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীযু) - মহা হেফাযতকারী

اَلْمُقِيْتُ (আল-মুকীতু) - রক্ষণাবেক্ষণকারী

اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীবু)- হিসাব গ্রহণকারী

اَلْجَلِيْلُ (আল- জালীলু) - মহিমাময়

اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীমু) - দানশীল

اَلرَّقِيْبُ (আর-রাকীবু) - নেগাহবান

اَلْمُجِيْبُ (আল- মুজীবু) - জবাবদাতা

اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াসিউ) - প্রশস্তকারী

الحكيم (আল-হাকীমু) - মহা বিজ্ঞ

اَلْوَدُوْدُ (আল - ওয়াদুদ) - প্রেমময়, স্নেহময়

اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু) - গৌরবময়

اَلْبَاعِثُ (আল- বায়িসু) - পুনরুত্থানকারী

اَلشَّهِيْدُ (আল-শহীদু) - সাক্ষ্য

اَلْحَقُّ (আল - হাককু) - একমাত্র সত্য

اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীলু)- অভিভাবক

اَلْقَوِيُّ (আল-কারিয়্যু) - সর্ব শক্তিমান

اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু) - সুদৃঢ়

اَلْوَلِيُّ (আল-ওয়ালীয়্যু) - নিকটতম বন্ধু

اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদ) - প্রশংসার অধিকারী

اَلْمُحْصِيْ (আল-মুহছী) - শুমারকারী, হিসাব গ্রহণকারী

اَلْمُبْدِئُ (আল-মুবদিউ) - সূচনাকারী

اَلْمُعِيْدُ (আল-মুয়ীদু) - পুনরাবৃত্তিকারী

اَلْمُحْيِيْ (আল-মুহয়ী) - জীবন দানকারী

اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু) -মৃত্যুদানকারী

اَلْحَيُّ (আল-হাইয়্যু) - চিরঞ্জীব

اَلْقَيُّوْمُ (আল-কাইয়্যুমু) - সব কিছুর ধারক

اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদু) - সদা পর্যবেক্ষণকারী

اَلْمَاجِدُ (আল-মাজিদ) - গৌরবের অধিকারী

اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু) - এক ও একক

اَلصَّمَدُ (আছ্-ছামাদু) অ-মুখাপেক্ষী

اَلْقَادِرُ (আল-কাদিরু) - সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুকতাদিরু) - সকল কর্তৃত্বের অধিকারী

اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু) - যিনি অগ্রবর্তী

اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুয়াখখিরু) - যিনি পশ্চাৎবর্তী করেন

اَلْاَوَّلُ (আল-আউয়াল) - সর্বপ্রথম

اَلْاٰخِرُ (আল- আখিরু) - সর্বশেষ

اَلظَّاهِرُ (আয-যাহিরু) - প্রকাশ্য

اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিন) - অপ্রকাশ্য

اَلْوَالِىْ (আল-ওয়ালী) - সকলের শাসক

اَلْمُتَعَالِى (আল-মুতা'আলী) - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান

اَلْبَرُّ (আল-বাররু) - পূন্যময়

اَلتَّوَّابُ (আত্তাউয়্যাবু) - সবচেয়ে বড় তাওবা কবুল কারী

اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুনতাকিমু) - প্রতিশোধ গ্রহণকারী

اَلْعَفُوُّ (আল-আফুয়্যু) স্নেহশীল

اَلرَّؤُفُ (আর রউফ) - ক্ষমাশীল

مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মূলক) - রাজাধিরাজ

ذُوالْجَلَالِ (যুল জালাল) - মহিমার অধিকারী

وَالْاِكْرَام (ওয়াল ইকরাম) - মর্যাদার অধিকারী

اَلْمُقْسِطُ (আল-মুক্সিতু) - সমতা বজায় রেখে সুবিচারকারী

اَلْجَامِعُ (আল-জামিউ) - সমবেতকারী

اَلْغَنِىُّ (আল-গানীয়্যু) - অ-মুখাপেক্ষী

اَلْمُغْنِى (আল-মুগনী) - যিনি ধনী করেন

اَلْمَانِعُ (আল-মানিউ) - রোধকারী
اَلضَّارُّ (আদ দাররু) - ক্ষতিকারক
اَلنَّافِعُ (আন-নাফিউ) - উপকারী
اَلنُّوْرُ (আন্নুরু)- আলো
اَلْهَادِيْ (আল্-হাদী) - পথ প্রদর্শক
اَلْبَدِيْعُ (আল্-বাদীউ) - নব উদ্ভাবক
اَلْبَاقِيْ (আল-বাকী) - অক্ষয়, অব্যয়
اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিসু) - উত্তরসূরী
اَلرَّشِيْدُ (আর রাশীদু) - পূণ্য পথের দিশারী
اَلصَّبُوْرُ (আছ- ছাবুরু) - ধৈর্য ও সহনশীলতার অধিকারী

তিরমিযী, সহীহ্ ইবনে হাব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান, এরা সকলেই হযরত আবু হুরায়রা(রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

মানব জাতির সৃষ্টি

আল্লাহর ইচ্ছায় মানব জাতির সৃষ্টি

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۔

যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি অবশ্যই যমীনের বুকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই। (বাকারা–৩০)

সকল মানুষ একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (নিসা–১)

মানুষের জোড়া সৃষ্টি

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে প্রাণ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (নিসা–১)

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۔

তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (রুম-২১)

জোড়া থেকে মানব বংশের বিস্তার

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً .

তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর এ উভয় থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। (নিসা-১)

يَا يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتقكم

হে মানব জাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। (হুজরাত-১৩)

মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য

১। ইবাদত

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ .

আমি মানব জাতি ও জ্বিন জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (যারিয়াত-৫২)

২। খেলাফত

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। (বাকারা-৩০)

মানব জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ শুধু মাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর বিধান মোতাবেক চলবে এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে তাঁর বিধান যমীনে জারী করবে।

মানুষ প্রতিনিধি, মালিক নয়

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। নিজের ইচ্ছা মোতাবেক কোন কাজ করার মালিক নয়; বরং প্রতিটি কাজেই আল্লার নির্দেশ পালন করবে।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ

তিনি আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি বানিয়েছেন। (আন আম-১৬৫)

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

দুনিয়ায় তোমাদেরকে খেলাফত দান করবেন। যাতে করে তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি দেখতে পারেন।

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

হে দাউদ, আমরা তোমাকে দুনিয়ায় আপন প্রতিনিধি বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের ভেতর সত্য সহকারে শাসন কর এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না; কারণ এগুলি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করবে। (সাদ–২৬)

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً .

আমরা বনি আদমকে ইজ্জত দান করেছি এবং স্থল ও জলে সওয়ারির ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তাকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রেজেক দান করেছি এবং আমাদের সৃষ্টি করা বহু জিনিসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (ইসরা–৭০)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ

(হে মানুষ) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তার সবই তোমাদের জন্যে অধীন করে দিয়েছেন। (হজ্জ–৬৫)

اَلَم تَرَاَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

(হে মানব সন্তান)! তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, আল্লাহ সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (লোকমান-২০)

মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ . وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

যারা আমার দেয়া হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোনরূপ শাস্তির ভয় নেই এবং কোন দুশ্চিন্তা নেই। আর যারা নাফরমানী করবে এবং আমার বাণী ও নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইবে, তাদের জন্য রয়েছে দোযখের অগ্নি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাকারা–৩৮)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা মানুষের কর্তব্য ও মুক্তির পথ।

মানুষের শেষ পরিণতি

মানুষের শেষ পরিণতি জান্নাত অথবা জাহান্নাম। যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, তারা জান্নাতী হবে, আর যারা আল্লাহর বিধান অমান্য ও অস্বীকার করবে তারা জাহান্নামী হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং চিরদিন সেখানে বসবাস করবে। (বাকারা-৮২)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لاَ ذِلَّةٌ ط اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহবান জানাচ্ছেন (জান্নাতের দিকে) যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান। যারা ভাল কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভাল ফল লাভ করবে এবং অধিক অনুগ্রহ লাভ করবে। কলংক, কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমণ্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। (ইউনুস- ২৬)

لِلَّذِيْنَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوا بِهٖ اُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ .

যেসব লোক তাদের আল্লাহর আহ্বান কবুল করল তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর যারা কবুল করল না তারা যদি দুনিয়ার সমগ্র সম্পদের মালিক হয়ে বসে, আর তত পরিমাণ আরও সংগ্রহ করে নেয়, তারা আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার জন্য এসব কিছু বিনিময়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, কিন্তু রক্ষা পাবে না। এসব লোকদের নিকট থেকে সাংঘাতিক ভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম। ইহা অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। (রায়াদ-১৮)

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যার মধ্যে তারা চিরদিন থাকবে। (তাওবা - ৬৮)

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

লোকদের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষিভূমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ায় সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রীমাত্র। (আলে ইমরান-১৪)

আখেরাতের জীবন উন্নত ও চিরস্থায়ী

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

প্রকৃত পক্ষে যা ভাল আশ্রয়স্থল, তা তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। বল, আমি কি তোমাদের বলে দিব যে, এসবের (দুনিয়ার বস্তুর) তুলনায় অধিক ভাল জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট বাগিচা রয়েছে–যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সংগিনী হবে এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। (আল ইমরান–১৫)

মানুষের প্রকারভেদ

পৃথিবীর সকল মানুষ আদম (আ.) থেকে, তাই সকল মানুষ একই বংশ উদ্ভূত, ফলে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সে যে জাতির ও ভাষাভাষীর হোক না কেন। কিন্তু মানুষের আসল কার্যক্রম ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

আর প্রত্যেকের জন্য তার আমল অনুসারে শ্রেণী হবে, আপনার রব তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নহেন। (আনআম–১৩২)

আল কুরআনের প্রথমেই মানব জাতিকে তিনটিভাবে ভাগ করা হয়েছেঃ

১। মু'মিন ২। কাফের ৩। মুনাফেক

১। মু'মিন ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। যারা মহান আল্লাহর মূল সত্তা ও গুনাবলী, ফেরেশতা, রাসূলদের, কিতাবসমূহ, আখেরাত ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে মুমিন বলে।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا اَوْ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

যারা ঈমান আনবে আল্লাহ, পরকাল, ফিরেশতা, কেতাব ও নবীদের প্রতি, আর আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন-সম্পদ, আত্মিয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, পথিক, সাহায্য-প্রার্থী ও ক্রীত দাসদের মুক্তির জন্য ব্যয় করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, যারা ওয়াদা পূর্ণ করে, দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এসব লোকই প্রকৃত সত্যপন্থী এবং এরাই মুত্তাকী। (আল বাকারা-১৭৭)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ .

প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক। (আল- হুজরাত -১৫)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) لَيْسَ الايْمَانُ بِالتَّمَنِّىْ وَلاَ بِالتَّحْلِى وَلٰكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ মুমিন হওয়ার আকাংখা করা এবং মুমিনের মত বেশভূষা বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয়না। বরং ঈমান সে সুদৃঢ় আকীদা, যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তির (খেয়ালখুশী) কে আমার আনীত বিধানের অধীন না করে। (মেশকাত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه (صـ) اَلايْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَافْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ اَلايْمَانِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ঈমানের ৭০ টিরও অধিক শাখা আছে। এর সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই-এ ঘোষণা দেয়া এবং সাধারণ (ছোট) শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

عَنْ اَنَس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِىْ الْاَرْضِ – وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ .

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেনঃ তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। অপর বর্ণনায় আছেঃ মুমিনগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী-মুসলিম)

মুমিনের গুণাবলী

وَ عِبَادُ الرَّحمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُوْنَ عَلىَ الاَرضِ هَوْنًا وَّ اذَا خَاطَبَهُمُ الجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا– وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِم سُجَّدًاوَّ قِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ انَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. انَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَّمُقَامًا. والَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا-وَالَّذِينَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالحَقِّ وَ لاَ يَزنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُضٰعَفْ لَهُ العَذَابُ يَومَ القِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. الاَّ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِم حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا. وَ مَن تَابَ وعَملَ صَالحًا فَانَّهٗ يَتُوْبُ الىَ اللّٰه مَتَابًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَشهَدُوْنَ الزُّورَ وَاذَاَ مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّواكِرَامًا. وَالَّذِيْنَ اذَا ذُكِّرُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِم لَم يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن اَزوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلمُتَّقِينَ امَامًا.

রাহমান- এর বান্দা তারাই যারা (১) নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং (২) তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' (৩) এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে; (৪) এবং তারা বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ, আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট! (৫) এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদোভয়ের মাঝে

মধ্যম পন্থায়। (৬) এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। (৭) আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং (৮) ব্যভিচার করে না। যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; (৯) তারা নয়, যারা তওবা করে (১০) ঈমান আনে ও (১১) সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পূন্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমূখী হয়। (১২) এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং (১৩) অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (১৪) এবং যারা, তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না, (১৫) এবং যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য নেতা বানাও। (ফোরকান-৬৩-৭৪)

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(১) তারা তাওবাকারী (২) ইবাদতকারী (সকল অবস্থায় আল্লাহর হুকুম পালনকারী) (৩) আল্লাহর প্রশংসাকারী (৪) সম্পর্কচ্ছেদকারী (অন্যায় কাজের সাথে) (৫) রুকু (৬) ও সিজদা আদায়কারী (৭) সৎকাজের নির্দেশদানকারী (৮) ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং (৯) আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমান গ্রহণকারী লোকদেরকে। (তাওবা-১১২)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

(১) নিশ্চয়ই মুসলমান (আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পনকারী) পুরুষ মুসলমান নারী (২) ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী (৩) অনুগত (আল্লাহর বিধানের) পুরুষ, অনুগত নারী (৪) সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী (৫) ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী (৬) বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী (৭) দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী (৮) রোযা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, (৯) যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী (১০) আল্লাহকে অধিক যিকরকারী পুরুষ, যিকরকারী নারী -তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (আল-আহ্যাব-৩৫)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اَمَرَنِى رَبِّى بِتِسعٍ خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَ نِيَّةِ وَكَلِمَةُ العَدْلِ فِى الغَضَبِ والرِّضَا والقَصْدُ فِى الفَقْرِ وَالْغَنَا وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِى واعطى مَنْ حَرَمَنِى واغْفُو مَنْ ظَلَمَنِى وَاَن يَّكُونَ صَمْتِى فِكْرًا وَنُطقِى ذِكْرًا وَنَظْرِى عِبرَةَ اَنْ اَمْرُبِالْمَعْرُوْفِ وَانْهى عَنِ الْمُنكَرِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে ন'টি কাজের হুকুম দিয়েছেন ঃ

(১) প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আমি আল্লাহকে ভয় করতে থাকি। (২) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলি। (৩) দারিদ্র্য ও বিত্তশীলতা যে কোন অবস্থায়ই যেন আমি সততা ও মধ্যম পন্থার উপর কায়েম থাকি। (৪) যে আমার থেকে কেটে গেছে, তাকে যেন আমি জুড়ে নেই। (৫) যে আমাকে বঞ্চিত করে, তাকে আমি দান করি। (৬) আমার উপর যে জুলুম করে, তাকে যেন আমি মাফ করি। (৭) আমার নীরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয় (৮) আমার কথাবার্তা যেন খোদার স্মরণ মূলক হয়। (৯) এবং আমার দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টি হয়। অতঃপর বললেনঃ সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। (মিশকাত)

২। কাফের

কুফর অর্থ গোপন করা, অস্বীকার করা। যারা সত্যকে গোপন করে, অস্বীকার করে, তারা কাফের। অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ, রাসূল, পরকাল ও আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, তারাই কাফের।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ

নিশ্চয়ই যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। (বাকারা-৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِه

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। (আন-নেছা– ১৫১)

وَمَنْ يَّكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ,ফেরেশতা, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণের উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস করে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে। (আন-নেছা–১৩৬)

আল্লাহর বিধান লংঘনকারী কুফরীতে লিপ্ত

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ الظّٰلِمُوْنَ

যালিম ব্যতীত কেউই আল্লাহর বিধান, নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতে পারে না।
(আনকাবুত-৪৯)

اَلَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ

যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারাই যাকাত প্রদান করেনা। (সূরা ফুচ্ছেলাত-৭০)

যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন করে না তারাও কাফের

ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

যারা আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা ও শাসন করে না, সে সব লোক কাফের। (মায়েদা-৪৪)

ইসলাম গ্রহণ করেও কুফরীতে লিপ্ত

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ

তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলছে, কিছুই আমরা বলিনি। অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরি কথা বলেছে। ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে।
(তাওবা-৭৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اَزْدَادُ وا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ

যারা ঈমান গ্রহণ করার পর কুফরি কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের কুফরি বৃদ্ধি ঘটেছে, কখনও তাদের তওবা কবুল করা হবে না, আর তারা হল গোমরাহ। (আল-ইমরান-৯০)

যারা দ্বীনের ব্যাপারে উপহাস করে তারা কুফরীর কাজে লিপ্ত

قُلْ اَبِاللّٰه وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

তুমি বলঃ তোমরা কি ঠাট্টা-তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহ ও তাঁর রাসূল সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ কর না। তোমরা নিজদের ঈমান প্রকাশ করার পর কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছ। (তাওবা-৬৬)

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاذَامَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ - وَالْعَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ الدَّوَابُّ

আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেনঃ মু'মিন বান্দা (মৃত্যুর পর) পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে শান্তি লাভ করবে। আর কাফের বান্দার (মৃত্যু হলে তার) থেকে মানুষ, জনপদ, বৃক্ষরাজি ও প্রাণী কুল শান্তি লাভ করে। (বুখারী)

৩। মুনাফেক

ইসলামের এক দরজা দিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আর অপর দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। নামে মুসলমান আর কাজে ইসলামের বিধান অমান্যকারী।

কুরআন কারীম মুনাফেক সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

মানুষের মধ্যে কতক লোক আছে যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তাআলার প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়। (বাকারা-৮)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ

যখন তাদেরকে বলা হয় অন্যান্যরা যে ভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে, তোমরাও সে ভাবে ঈমান গ্রহণ কর। তখন তারা বলে, আমরা কি বোকাদের মত ঈমান গ্রহণ করব। (বাকারা-১৩)

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۔

তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তান লোকদের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে আছি আমরা (মুসলমানদের) সাথে উপহাস করছি।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ এ উম্মতের ঐ সমস্ত মুনাফেকদের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, যারা বিজ্ঞ জনের মত কথা বলে আর অত্যাচারীর মত কাজ করে। (বায়হাকী)

(মুনাফিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শেষ অধ্যায়ে পড়ুন)

ঈমানিয়াত

ঈমান ঃ ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের সমস্ত ইবাদত ও নেক আমলের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত ও নেক আমল মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

ঈমান কাকে বলে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ وَعَمَلُ بِالاَرْكَانِ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে সত্যি বলে গ্রহণ এবং ইসলামের মূল বুনিয়াদী বিষয় গুলোর প্রতি আমল। (সিরাজী)

কি কি বিষয়ে ঈমান গ্রহণ করতে হবে?

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه .

রাসুল বিশ্বাস রাখেন ঐসব বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঈমানদার গণও। তাদের সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (বাকারা–২৮৫)

وَ بِالاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

তাঁরা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। (বাকারা–৫)

وَعَنْ عُمَرِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اَلاِيْمَانُ اَنَّ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِه وَكُتُبِه وَرَسُلِه وَتُؤْمِن بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيْزَانِ وَتُوْمِنَ بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُوْمِنَ بِالقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) গ্রহণ। বেহেশত দোযখ ও মিজান বিশ্বাস করা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিশ্বাস করা এবং ভাল ও মন্দ তকদিরের ব্যাপার তাতে বিশ্বাস। (বায়হাকী)

অর্থাৎ একজন ঈমানদার লোককে উল্লেখিত বিষয় গুলো দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যেমন (১) আল্লাহর তাওহীদ (২) ফিরিশতা (৩) আল্লাহর কিতাব (৪) আল্লাহর রাসূলগণ (৫) বেহেশত (৬) দোযখ (৭) মিজান (নেক ও বদ আমল ওজন) (৮) মৃত্যুর পর সকল মানুষ হাশর ময়দানে উপস্থিত (৯) ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি ঈমান

عَنْ سُفِيَانِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الثَّقَفِيْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِي الاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَاَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَقِمْ .

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। আমি একদা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তিনি বললেন, বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর একথার উপর অটল অবিচল থাক। (মুসলিম)

তাওহীদ

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। শিরক বিহীন বিশ্বাস। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ, রব, ও সৃষ্টিকর্তা নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরীক নেই। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সকল নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য তাওহীদের প্রচার।

তাওহীদ চার প্রকার ঃ

১। আল্লাহর নাম ও সিফাতে তাওহীদ

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ, আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক একক এবং নিরঙ্কুশ ভাবে পূর্ণতার অধিকারী কেউ তার অংশীদার হতে পারে না। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সমস্ত নাম ও গুণাবলী, যা আল্লাহ তাআলার শানে ব্যবহৃত হয়েছে. সব গুলোকেই কোন রকম সাদৃশ্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বিশ্বাস করা।

لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَّهُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

তার সমতুল্য কিছুই নেই। তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা। (শূরা-১১)

২। রুবুবিয়াতে তাওহীদ (প্রভূত্বের ক্ষেত্রে তাওহীদ)

সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা ও সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে প্রতিপালনে আল্লাহ এক ও অভিন্ন। তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই। তিনিই সব কিছুর মালিক ও ব্যবস্থাপনাকারী।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بَل لاَ يُوْقِنُوْنَ

তারা কি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না (তুর-৩৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, ডাক, তারা কখনই একটি মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ই দুর্বল। (হজ্জ-৭৩)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

শুনে রাখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা, আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের রব। (আ'রাফ-৫৪)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

তিনি বললেনঃ আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। (ত্বহা-৫০)

৩। তাওহীদে উলুহিয়্যাহ (উপাস্য গ্রহণে তাওহীদ)

আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য যাদের পূজা করা হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা। ইবাদত হচ্ছে একটি কার্যবোধক নাম, আল্লাহর পছন্দনীয় প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য প্রতিটি কথা এবং কাজই এর অন্তর্ভুক্ত।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

বল, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তার কোন অংশীদার নেই, এসব বিষয়ে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (আনআম-১৬২)

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا

লোকেরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে এমন সব উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্টি হয়। তারা নিজদের জন্য কোন কল্যাণ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তারা জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও মালিক নয়। (ফোরকান-৩)

৪। আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ

মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ মেনে চলবে। আল্লাহ যা করতে বলেছেন, তাই করতে হবে এবং আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করতে হবে।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং সব কিছুর দায়িত্ব তারই। (যুমার-৬২)

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

তারা বলে আমাদের বিধান রচনা করার কি কোন অধিকার নেই? তুমি বল, নির্দেশ করার (আইন রচনা করার) সকল অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (আল ইমরান-১৫৪)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

সাবধান! সৃষ্টি মহান আল্লাহর এবং নির্দেশ (সৃষ্টির জন্য আইন রচনা করার) অধিকারও তাঁর, তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক ও বরকতময়। (আল আ'রাফ-৫৪)

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন পথ দেখাবেনও তিনি। অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে জীবনে চলার জন্য বিধান দিয়েছেন। আর আমি শুধু তারই বিধান মেনে চলি। (শোয়ারা-৭৮)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান ফয়সালা চায়? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? (উত্তম আইন প্রণয়নকারী কে) (মায়েদা-৫০)

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফয়সালা করে না (আইন রচনা করে না) তারাই কাফের। (মায়েদা-৪৪)

তাওহীদের যুক্তি

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ .

যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো বহু আল্লাহ হত, তাহলে (যমীন ও আসমান) শৃংখলা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সে সব কথা হতে যা এ লোকেরা বলে বেড়ায়। (আম্বিয়া-২২)

একটি স্কুলে দুজন প্রধান শিক্ষক হলে সে স্কুল শৃংখলা মত চলতে পারেনা। একটি রাষ্ট্রে দুজন রাষ্ট্র প্রধান হলে সে দেশে শান্তি থাকে না। সারা জাহানে যদি দুজন বা অধিক আল্লাহ হত, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে কোন শান্তি-শৃংখলা থাকত না। কারণ দুজনের মত দুরকম হত, তাদের মধ্যে ঝগড়া হত, যুদ্ধ হত। আল্লাহ দাবী করছেন, আমি একাই ইলাহ তাই সবকিছু একটি নিয়ম শৃংখলার মধ্যে চলছে।

তাওহীদ মানুষের মনের সন্দেহ দূর করে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ,) বলেছেনঃ মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে, আল্লাহ তো গোটা সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ যখন এরূপ অনুভব করবে, তখনই যেনো সে বলে উঠেঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি আর তাঁর রাসূলদের প্রতিও।

(বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসূল তাওহীদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তার প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং তার বিপরীত হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা।

তাওহীদের ফযীলত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ . شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

মুয়াজ ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّى فِىْ الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ . قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা শিক্ষাদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি আমাকে বললেনঃ বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল-অবিচল থাক। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থেকে তাঁরই বিধি-বিষেধ মেনে চলা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। (মুসলিম)

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الجَنَّةَ

ওসমান ইবন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সারা জীবন তারই হুকুম মোতাবেক আমল করে মৃত্যু বরণ করার মধ্যেই জান্নাত লাভের প্রত্যাশা।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা দ্বারা কল্যাণ লাভের উপায়

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَزَالُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَنفَعُ مَنْ قَالَهَا وَ تَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ مَالَم يَستَخِفُّوا بِحَقِّهَا قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِ سْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا قَالَ يَظهَرُالْعَمَلُ بِمَعَاصِيَ اللّٰهِ فَلاَ يُنكَرُ وَلاَ يُغَيَّرُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কালেমা লা-ইলাহা উচ্চারণকারী সর্বক্ষণ উপকৃত হতে থাকবে এবং এতে যাবতীয় অনিষ্ট ও অকল্যাণ দূর করে থাকে। যতক্ষণ সে কালেমার হক নষ্ট না করে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কালেমার হক নষ্ট করার অর্থ কি? হুজুর (স) বললেন, আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশ পেলে তা বন্ধ করার ও পরিবর্তন করার চেষ্টা-সাধনা না করা। (তারগীব)

আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন কাজ সমাজে হতে থাকলে তা বাধা না দিলে, বন্ধ করার চেষ্টা না করলে কালেমা তাইয়্যেবা তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না।

শিরক

আল্লাহর মূল সত্তা, গুণাবলী, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্য কেউ শরীক আছে বলে মনে করা শিরক। শিরক ৪ প্রকারঃ

১। আল্লাহর মূল সত্তায় শিরক

আল্লাহর মূল সত্তার সাথে কাউকে অংশীদার মানার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে কারুর থেকে অথবা কেউ আল্লাহ থেকে হওয়া সাব্যস্ত করা। যেমন কুরআন বলেছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

ইয়াহুদীরা দাবী করে উজাইর খোদার পুত্র। আর খৃষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। (তাওবা-৩১)

২। আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক

আল্লাহর খাস গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার করা। যেমন কেউ গায়েব সম্পর্কে জানে এমন বিশ্বাস করা, ভালমন্দ করার ক্ষমতা রাখে এমন কি নবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ

এ লোকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিষের ইবাদত করে, যারা না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে, না কোন উপকার করতে পারে। (ইউনুস–১৮)

৩। আল্লাহর অধিকারে অংশীদার

মানুষের উপর আল্লাহর যে বিশেষ অধিকার রয়েছে, সে অধিকারে অন্য কারো অংশ আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন রুকু, সিজদা, হাত জোড় করে বিনীত ভাবে সম্মুখে দাড়ান। কারো নামে মানত, কুরবানী করা, বিপদে কাউকে ডাকা, গায়েবী সাহায্য চাওয়া, পূজা করা, অন্য কাউকে আল্লাহর মত ভালবাসা, ভয় করা, আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের আইন মানা, আনুগত্য করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অধিকার স্বীকার করা শিরক।

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর ইবাদতের সাথে কোন কিছু শিরক কর না। (নিসা–৩৬)

وَلاَ يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا

তিনি তাঁর নির্দেশ ও বিধান রচনার ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করেন না। (কাহাফ–২৬)

৪। আল্লাহর ইখতিয়ারে শিরক

আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। যেমন অতি প্রাকৃতিক উপায়ে কারো সাহায্য করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, দোয়া শোনা, ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য নষ্ট করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজের সীমা নির্ধারণ করা, মানব জীবনের জন্য আইন রচনা করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ.

জেনে রাখ! সৃষ্টিও তার, ব্যবস্থাপনা তাঁরই ইখতিয়ার ভূক্ত। (আরাফ–৫৪)

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ

আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (ইউসুফ-৪০)

কাফের লোকেরা আল্লাহকে মানত কিন্তু শিরক করত

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ

. وَمَنْ يُدَبِّرُ الاَمْرَ . فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ .فَذَالِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ .

জিজ্ঞাসা করুন! আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকে, বা কর্ণ, চক্ষের উপর কে ক্ষমতাশীল? আর কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত হতে মৃতকে বের করে এবং এ সৃষ্টিকুলের ব্যবস্থাপনা কার হাতে? জবাবে তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ। সুতরাং আপনি বলুন, তাহলে তোমরা তাকে ভয় করছ না কেন? তিনি আল্লাহই তো তোমাদের আসল প্রভু। আসল আল্লাহকে বাদ দিয়ে পথভ্রষ্টতা ছাড়া থাকেই বা কি? তোমরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ? (ইউনুস-৩১)

শিরকের মূল উৎস

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে নেয়, তারা বলে, আমরা এদের ইবাদত ও পূজা এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।

(যুমার-৩)

অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তারা মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে তাই তাদের পূজা করত, খেদমত করত।

وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ .

তারা বলে (এদের ইবাদত এ জন্য করি) এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। (ইউনুস-১৮)

অর্থাৎ আরবের লোকেরা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে বহু সত্তার ইবাদত-পূজা করতো এজন্য যে, তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। আজকের যুগেও অনেকে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও সুপারিশের জন্য বড় বড় বুজুর্গদের মাজারে যেতে হবে এবং জান-মাল কুরবান করে বুজুর্গদের খেদমত করতে হবে। পীর-ওলীরা যদি রাজী হয়ে যায় তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না পরকালে। অতীত যুগে পীর ও বুজুর্গ লোকদেরকে ভক্তি করে আল্লাহর স্তরে পৌছে দিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা নিজদের আলেম ও পীরদেরকে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবা-৩১)

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ لَهُ اِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فَتُحَرِّمُوْنَ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَتُحِلُّوْنَهُ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ .

আদি ইবনে হাতিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাদের (আহবার ও রুহবানদের) পূজা করি না। আল্লাহর রাসূল বললেন, আচ্ছা তোমরা কি এরূপ কর না যে, আল্লাহর হালাল ঘোষিত বস্তুগুলিকে তারা হারাম বলে দেয় আর তোমরা উহা হারাম বলে মেনে লও? আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুগুলিকে তারা হালাল বলে, আর তোমরা তা হালাল বলে মেনে নাও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন তা তাদের ইবাদত। (আহমদ-তিরমিযি) অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বিধি-নিষেধের গুরুত্ব না দিয়ে পীর ও বুজুর্গ ব্যক্তিরা কি বলেছে তা অন্ধভাবে মেনে নেয়াই তাদের ইবাদত।

শিরক বড় জুলুম

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

লোকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বললেনঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়, বড় জুলুম। (লোকমান-১৩)

শিরককারী জাহান্নামী

اِنَّه مَنْ يُّشْرِك بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন। (মায়েদা–৭২)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَا الْمُوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ . وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বিষয় দুটি কি? তিনি বললেনঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, সে জাহান্নামী। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরেছে, সে জান্নাতী। (মুসলিম)

যারা শিরক করে তাদের সকল আমল বাতেল

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওয়াহী করা হয়েছে। যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন তবে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তুভূক্ত হবেন। (ঝুমার-৬৫)

শিরকের গুনাহ্ অমার্জনীয়

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক করা গুনাহ্ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যে সব গুনাহ্ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। (নিসা–৪৮)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ـ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী বোঝাই পাপরাশি নিয়ে আমার দরবারে হাজির হও এমন অবস্থায় যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুই শরীক কর নাই, তখন আমি অবশ্যই পৃথিবী পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমার নিকট এগিয়ে এসে তোমাকে ধন্য করব। (তিরমিযি)

ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া

মানুষকে দেখাবার জন্য মানুষের প্রশংসা পাবার জন্য কোন নেক কাজ করা হচ্ছে রিয়া, যা শিরক।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ .

ধ্বংস সে নামাযীদের জন্য, যারা নিজদের নামাজের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়। যারা লোক দেখানো কাজ করে। (মাউন-৪,৬)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ

শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করল, সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে রোজা রাখল, সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে দান করল, সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ কেবল মাত্র মূর্তির সামনে মাথা নত ও নজর দেয়াই শিরক নয়, বরং অন্যকে সন্তুষ্ট এবং দেখানোর জন্য কোন নেক কাজ করাও শিরকের মধ্যে শামিল হবে।

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُم عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّال ؟ قَالُوْا بَلٰى، قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرَ رَجُلٌ .

আবু সাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেনঃ তোমাদেরকে এমন একটি খবর দিব কি যা আমার নিকট মসিহ দজ্জালের চেয়েও অধিক ভীতি জনক? সবাই বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তা হচ্ছে অপ্রকাশ ও গোপন শিরক। লোকেরা নামাযকে সুন্দর করে আদায় করে যাতে করে অন্য মানুষ দেখে। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহর হক বান্দার হক

فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّه اَحَدًا

ভাল কাজ কর। রবের ইবাদতের সাথে কাউকে শরিক কর না। (কাহাফ-১১০)

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ (صـ) عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِى وَ بَيْنَه اِلاَّ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰه عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلٰى اللّٰهِ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَعْلَمُ قَالَ : فَاِنَّ حَقَّ اللّٰه عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبُ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا .

মুয়াজ ইবনে যাবাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার একই গাধায় আমি নবী (স) এর পিছনে আরোহণ করলাম। আমার ও তাঁর মধ্যে হাওদার হেলান কাঠ ছাড়া আর কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি আমাকে বললেনঃ হে মুয়াজ, তুমি কি জান, বান্দাহর উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দাহর হক কি? আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, তারা এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যে, তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দাহর হক হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না। (বুখারী-মুসলিম)

একটি মাছি মানত করার শিরক

وَعَنْ تَارِك بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ
ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ قَالُوْا وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَاَ يَجُوْزُهُ اَحَدٌ حَتّٰى
يُقَرِّبُ لَهُ شَيْئًا فَقَالُوْا لِاَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْئٌ
اُقَرِّبُ قَالُوْا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْذُبَابًا فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَدَخَلَ
النَّارَ . وَقَالُوْا لِاٰخِرِ : قَرِّبْ فَقَالَ مَا كُنْتُ لاُ قَرِّبَ شَيْئًا دُوْنَ
اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ .

তারেক ইবন শিহাব হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এমনটি কিভাবে হয়? তিনি বললেন, দুজন লোক এমন একটি কওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের জন্য একটি মূর্তি নির্ধারিত ছিল। উক্ত মূর্তিকে কোন কিছু নযরানা বা উপহার না দিয়ে কেউ সে স্থান অতিক্রম করতে পারত না। উক্ত জাতির লোকেরা দুজনের এক জনকে বলল, মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ কর। সে বলল, নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নাই। তারা বলল, অন্ততঃ একটি মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও। অতঃপর সে একটি মাছি মূর্তিকে উপহার দিল। তারাও লোকটির পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেল। অপর ব্যক্তিকে তারা বলল, মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বললঃ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেই না। এর ফলে তারা তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিল। (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) মৃত্যুর পর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।

(আহমদ)

এ হাদীস হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য কারো দরবারে মান্নত করা শিরক।

রিসালাত

মহান আল্লাহ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব জাতির নিকট তাঁর হুকুম-আহকাম বিধান ও হিদায়াত পৌঁছান, তাকে রিসালাত বলা হয়। যারা মানুষের নিকট হিদায়াত পৌঁছান তাদেরকে বলা হয় রাসূল, নবী বা পয়গাম্বর। মানব জাতির নিকট প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী এসেছেন পবিত্র কুরআনে পঁচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাগুতী শক্তিকে বর্জন করতে বলেছেন। (নাহাল-৩৬)

আল্লাহর ইবাদত করার সাথে সাথে তাগুতী শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে, অমান্য করতে হবে। আর তাগুতী শক্তি হচ্ছে, যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেরা আইন রচনা করে মানুষের জন্য এবং তাদের নিজস্ব আইন মানুষকে মানার জন্য বাধ্য করে।

لَقَدْ جَاءَ كم رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ۔

তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তাওবা-১২৮)

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

তিনি সে মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য দ্বীন (আল-ইসলাম) সহ পাঠিয়েছেন। যাতে একে অন্যসব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। এ কাজের জন্য আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। (আল ফাতাহ-২৭)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوحًا وَّ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۔

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের যে নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার উপদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় না। (শুরা-১৩)

সকল বাতিল ব্যবস্থা, আইন, নিয়ম-কানুন অকেজো করে দিয়ে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান কায়েম করা ও বিজয়ী করে দেয়াই নবীদের উদ্দেশ্য। তাই সকল নবীরাই আল্লাহর দ্বীন, জীবন বিধানকে দেশে বিজয়ী করার জন্য বাতিল শক্তির সাথে মোকাবেলা করেছেন।

নবীদের দাওয়াত

সকল নবীরাই আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর বিধান মেনে চলার দাওয়াত দিয়েছেন এবং বাতিল শক্তি ও ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। (আরাফ-৫৯,৬৫,৭২,৮৫ হুদ-৬১,৮২)

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার (নবীর) আনুগত্য কর। (শোয়ারা- ১০৮, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬২, ১৭০)

নবীরা দুনিয়ার সকল মানুষের বিশেষ করে বাতিল নেতা ও শাসকদের আনুগত্য বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ : مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ

উবাদাহ ইবন ছামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, তার জন্যে আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্যের নির্দেশ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

হে ঈমানদারগণ: ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি। (নিসা-১৩৬)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর আর নেতৃবৃন্দের। (নিসা-৫৯)

وَمَا اٰتَاكُمْ الرَّسُوْلُ فَخَذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। (হাশর-৫৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَا تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ .

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না,যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খাহেশ পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি আগমন করেছি। (মেশকাত)

নবী করীম (স) এর চরিত্র

وما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوحٰى

নবী করীম (স) অহী ব্যতিত কোন কথা বলতেন না। (সূরা নাজ্‌ম্-৩)

وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর নবীর স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসলিম)

হযরত মুহাম্মদ (স) সকল মানুষের জন্য নবী

قُلْ يٰا يُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। (আরাফ)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া-১০৭)

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স) আদর্শ ও নীতি পৃথিবীর যেই অনুসরণ করবে, সে কল্যাণ লাভ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَ يَسْمَعُ بِيْ اَحَدُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌ وَّ نَصرَانِىٌ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম, এ উম্মতের যে কেউই ইয়াহুদী হোক বা নাছারা আমার (নবুয়তের) কথা শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করবে, সে অবশ্যই দোযখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম)

হযরত মুহম্মদ (স) শেষ নবী

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍمِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ

মুহাম্মদ (স) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। (আহযাব-৪০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الاَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلاَّ مَوْضِعَ لِبَنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَاَنَاَ اللَّبْنَةُ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنَ .

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপঃ এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ঘুরে দেখল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল, ঐ ইটটি কেন লাগান হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমিই সেই ইট, আমিই শেষ নবী। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ العَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِىُّ (صـ) اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰاتِ وَالاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِىْ الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং লওহে মাহফুজে একথা লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (স) শেষ নবী। (মুসলিম)

রাসূলকে অমান্য করার পরিণতি

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا .

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হবে। (আহযাব-৩৬)

وَ مَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে অনন্ত জীবন বসবাস করবে। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (নিসা-১৪)

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ‎.

তোমার প্রভুর কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংশয় সৃষ্টি হবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নিবে। (নিসা-৬৫)

নবী করীম (স) যে বিষয়ে যে মিমাংসা করে গেছেন, তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নিলে সে মোমেন হতে পারে না। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ব্যতীত অন্য কারো বিধান অনুসরণ করা ঈমানের খেলাফ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الاَّ مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মতের সকল লোকই বেহেশতবাসী হবে। কিন্তু যে অস্বীকার করে (সে বেহেশতে যাবে না)। জিজ্ঞাসা করা হলঃ কে অস্বীকার করেছে হে রাসূল? উত্তরে তিনি বললেনঃ যে আমার অনুসরণ করল, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরন করল না সে-ই অস্বীকার করল। (বুখারী)

আল্লাহর রাসূলের নিয়ম-নীতি ও আদর্শ মেনে চললেই তাকে মানা হয় আর তার বিধি-বিধান ও আদর্শ অমান্য করলেই তাকে অস্বীকার করা হয়।

নবীর প্রতি ভালবাসা

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ‎.

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার পিতা, মাতা সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমি অধিকতর প্রিয় হব। (বুখারী-মুসলিম)

নবীর প্রতি ভালবাসার সঠিক রূপ

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ مُغَفَّلٍ (رضـ) قَالَ رَجُلٌ لِنَّبِيِّ (صـ) يَارَسُوْلَ اللّٰه (صـ) وَاللّٰه اِنِّى لاَ ُحِبُّكَ فَقَالَ اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰه اِنِّى لاَ ُحِبُّكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِى فَاعِدٌ لِفَقْرٍ تِجَفَاقًا فَاِنَّ الفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ مُنْتَهَاءَ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেনঃ তুমি কি বলছ তা ভেবে দেখ। সে বললঃ আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং কথাটি সে তিন বার উচ্চারণ করল। তখন নবী করিম (স) বললেনঃ তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালবাস তবে দারিদ্রের কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, সে নিম্নভূমির দিকে পানি যেভাবে তীব্র গতিতে চলে তা অপেক্ষাও অনেক তীব্র গতিতে দারিদ্রের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। (তিরমিযী)

রাসূলকে ভালবাসা কোন বিলাসিতার জিনিস নয়, বরং এটা কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে। সত্যের পরিপন্থি যারা, তারা ঈমানদারদের দুশমনে পরিণত হয় ফলে সে সমাজে অসহায় ও দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করতে হয়।

ইসলামে নবীর স্থান

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ .

আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে। (নিসা-৬৪)

অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের বাহিরে নিজের ইচ্ছামত নবীকে অনুসরণ করা যাবে না।

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ (صـ) الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا قَالَ فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَائِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

রাফে ইবনে খাদীজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছের রেনুতে (পুরুষ ও স্ত্রী ফুলে) সংযোজন। নবী (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ কি করছ? উত্তরে তারা যা করত তার বর্ণনা দিল। নবী (স) ফুল্যে সমন্বয় ঘটাও তোমরা একাজ না করলে তোমাদের জন্য ভালই হবে বলে মনে হয়। অতঃপর লোকেরা তা পরিত্যাগ করল। সে বছর ফলন কম হল। লোকেরা বিষয়টি রাসূলকে জানালেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন দ্বীন সম্পর্কীয় বিষয়ে কথা বলি, তখন তোমরা তা পুরাপুরি পালন করবে। আর যখন নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে তোমাদেরকে কিছু বলি, তখন আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছু নই। (মুসলিম)

রাসুল আল্লাহর ওহী মোতাবেক কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজ। ওহী ব্যতীত মানবিক চিন্তা ভাবনায় কোন কথা বললে তা পালন করা জরুরী নয়।

وَعَنْ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى اِبْنَ مَرْيَمَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ . فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُه .

ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এরূপ উর্ধে তুল না, যেমন করেছিল নাছারা জাতি ঈসা ইবনে মরিয়ামকে। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল বলে অবহিত করবে। (বুখারী-মুসলিম)

নবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা শিরক

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। (মায়েদা-১৭) অর্থাৎ নবীকে এত ভক্তি করতো যে, তারা নবীকেই আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে ছিল। ফলে তারা কাফের হয়ে গেল।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْنِ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى اَلْمَسِيْحِ اِبْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ .

ইয়াহুদীরা বলে উজাইর আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। (তাওবা-৩০)

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعا وَّ لاَ ضَرًا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّوْمِنُوْنَ

(হে নবী!) লোকদেরকে জানিয়ে দিন, আমার নিজের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা আমার নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়। গায়েব সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকত তাহলে আমার নিজের জন্য অনেক কল্যাণ করে নিতাম এবং কখনও আমার কোন ক্ষতি হতে পারত না। আমিও তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও শুভ সংবাদ দাতা মাত্র, যারা আমার কথা মেনে নিবে। (আরাফ-১৮৮)

মানুষের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা ও গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়া হয়নি, এমন কি কোন নবীরও সে ক্ষমতা বিন্দু মাত্র নেই। অথচ পীর-বুজর্গদের নিকট কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে এবং বিপদে মুক্তি চাওয়া হচ্ছে।

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ .

তুমি আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে একত্রিত করে ডেকো না। যদি তা কর, তাহলে তুমিও শাস্তি প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (শোয়ারা-২১৩)

وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) طَفِقَ يَطْرِحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِه فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স) এর অন্তিম কাল যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তাঁর চেহারা মুবরাক একটি চাদর দ্বারা মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলতেন। আবার যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন খুলে ফেলতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেনঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করেছে। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ .

জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ সাবধান, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকদের কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করেছে। তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি।(মুসলিম)

সুন্নতে রাসূলুল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বিধান-নির্দেশ যে ভাবে পালন করেছেন এবং যেভাবে পালন করতে বলেছেন, তাই সুন্নত।

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে সুন্দর, উত্তম আদর্শ রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সুফলের আশা করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। (আহযব-২১)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ (صـ) يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ (صـ) فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ (صـ) قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْاٰخِرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخِرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ (صـ) إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَ أُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীগণের নিকট তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আসেন। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদতের বিষয় খবর দেয়া হল, তখন তাদের নিকট ইবাদত পরিমাণে কম মনে হল। তারা ভাবলেন, রাসূল (স) হতে আমরা কোথায়? কারণ, তাঁর সকল পূর্বের ও পরের গুনা মাফ করে দেয়া হয়েছে। তখন তাদের একজন বললেন, আমি সারা রাত নামায আদায় করতে থাকব। দ্বিতীয় জন বললেন, আমি সারা দিন রোজা পালন করব, কখনও ইফতার করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনও বিয়ে করব না। তখন রাসূল (স) তাদের সম্মুখে বের হলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এরকম বলছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। এতদসত্ত্বেও আমি সিয়াম পালন করি, রাতে নামায আদায় করি, রাতে ঘুমাই, বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরাবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।

(বুখারী-মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১। আল্লাহর রাসূল যা করেছেন, যতটুকু করেছেন তা অনুসরণ করাই সুন্নত তরিকা।

২। রাসূলের সুন্নতের মধ্যে বেশিকম ও নতুনত্ব সৃষ্টি করা যাবে না।

৩। রাসূলের নির্দেশিত কাজ সবগুলো বাদ দিয়ে একটি বেশি বেশি করলে সুন্নত আদায় হবে না, বরং সব গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। রাসূলের সুন্নত ও আদর্শ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করাই রাসূলের পূর্ন সুন্নত আদায় করার উত্তম পন্থা।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَابُنَىَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِى وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ أَحَبَّنِى وَمَنْ أَحَبَّنِى كَانَ مَعِىْ فِىْ الْجَنَّةِ

আনাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেনঃ হে আমার বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (সকল সময়) এমন ভাবে অতিবাহিত কর যে, কারো প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ ও অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না। অতঃপর বললেনঃ প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে ভাল বাসলো সে আমাকে ভাল বাসল। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

উল্লেখিত হাদীসে যে সুন্নতের কথা বলা হয়েছে, গুরুত্ব সহকারে আমাদের সমাজে উক্ত সুন্নতের ওয়াজ ও প্রচার করা হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ একে সুন্নতই মনে করে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِأَةِ شَهِيدٍ

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দ্বীনি চরিত্র বিপর্যয় কালে আমার সুন্নত অনুররণ করে চলবে তাকে একশ শহীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। (তারগীব-তারহীব)

রাসূল (স.) আকাঙ্ক্ষা

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَّأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَّاحْشُرْنِي فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ يَاعَائِشَةُ لَاتَرُدِّيْ الْمِسْكِيْنَ وَلَوْبِشَقِّ تَمْرَةٍ يَاعَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দিও, মিসকিন অবস্থায় কিয়ামতের দিন দারিদ্রদের সাথে আমার হাশর করিও। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ রকমের দোয়া কেন করলেন? হুজুর (স.) বললেন, দরিদ্র লোকেরা ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! গরীবদেরকে ফেরাবে না, যদিও খেজুরের একটি অংশও থাকে তা দ্বারা সাহায্য কর। হে আয়েশা! মিসকিনদেরকে ভাল বাস এবং মিসকিনের নিকটবর্তী হও। তা হলে তোমার রব তোমাকে কিয়ামতের তাঁর নিকটবর্তী করে নিবেন। (তিরমিযি)

রাসূলের প্রতি ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তির শর্ত

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ ـ

উবাদাহ ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, অল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন। (মুসলিম)

বিদয়াত

শরিয়তে নব সংযোজন, যার সমর্থন কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় না তা-ই বিদয়াত। ইমাম রাগেবের মতে, "কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা।" যে কাজের শরিয়তে যে মর্যাদা আছে, তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়াও বিদয়াত।

ইসলামে বিদয়াত হচ্ছে গোমরাহী

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ

যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়েছে, তুমি তাদের মধ্যে নও। (শুরা ঃ ১৩)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

যারা ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) তালাশ করে তা কখনওগ্রহণীয় হবে না।
(আলে ইমরান ঃ ৮৫)

অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বাইরে কেউ যদি দ্বীন তালাশ করে তা হচ্ছে গোমরাহী।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ-পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-মনোনীত করলাম। (মায়েদা ঃ ৩)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পরিপূর্ণ বিধি-বিধান দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে নতুন কোন বিষয়বস্তু সংযোজনের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هَدْيُ مُحَمَّدٍ (صـ) وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে উত্তম পথ হল মুহাম্মদ (স) এর নির্দেশিত পথ। আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হল দ্বীনের সাথে নব সংযোজন এবং সকল প্রকার বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে লোক এমন আমল করল, যার অনুকূলে ও সমর্থনে আমার উপস্থাপিত শরিয়ত নয় (যা শরিয়ত মুতাবিক নয়) সে আমল অবশ্য প্রত্যাখ্যান যোগ্য। (মুসলিম)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ كُلُّ عِبَادَةٍ لاَ يَتَعَبَّدُهَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَلاَ تَعْبُدُوْهَا فَاِنَّ الْاَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْاٰخِرِ مَقَالاً فَاتَّقُوْا اللّٰهَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ وَخُذُوْا طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

হুযাইফা (রা.) হতে বর্নিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলের সাহাবাগণ যে ইবাদত করতেন না, সে ইবাদত তোমরা কর না। কেননা, পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য বাকি রেখে যাননি। সুতরাং হে ওলামাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববতীদের রাস্তা অনুসরণ কর। (আবু দাউদ)

বিদয়াতকে সুন্নত মনে করা হবে

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةً يَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَتُتَّخَذُ سُنَّةً يَجْرِى النَّاسُ عَلَيْهَا فَاِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَئٌ قِيْلَ تَرَكْتَ سُنَّةً قِيْلَ مَتٰى ذَالِكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ اِذَا كَثُرَ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ اَمْوَا لُكُمْ وَقَلَّ اُمَنَاؤُكُمْ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যদি তোমাদের মধ্যে ফিৎনা আসে, যার ফলে ছোটরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, বয়স্করা বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হবে, তখন তোমরা কি করবে? অতঃপর লোকেরা কতকগুলো নিয়ম ও প্রথা বের করে ঐ প্রথা অনুযায়ী চলবে। যখন ঐ প্রথাসমূহ পরিবর্তন করে সহীহ সুন্নত প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে, তখন বলা হবে সুন্নাহসমূহ পরিত্যাগ করা হচ্ছে। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, কখন এই অবস্থা হবে হে আবু আবদুর রহমান! তিনি উত্তরে বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণকারী বেড়ে যাবে, কিন্তু জ্ঞানের সহীহ জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাবে এবং তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আমানতদার কমে যাবে। পরকালের কর্ম দ্বারা দুনিয়া তালাশ করা হবে। আর অধর্মের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হবে। (দারেমী)

সাধু সাবধান

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمِ الصِّيَامُ وَاِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ بِمِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَاَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ (مسلم ـ ترمزى ـ نسائى)

হযরত যাবের ইবন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিতঃ ফাতেহ মক্কার বছর রাসূল (স) মক্কার দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি রোযা অবস্থায় কারাল গামীম নামক স্থানে পৌছলেন। রাসূল (স) সাথে সকলেই রোযা রাখলেন। তাকে বলা হল, লোকেরা রোযায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। সবাই অপেক্ষা করছে রাসূল (স) কি করছেন? তিনি পানীর পাত্র নিলেন এবং আসরের পরে পানী পান করলেন। লোকেরা তাঁর অবস্থা দেখলেন। কিছু লোক রোযা ভাঙ্গল এবং কিছু লোক রোযা রাখল। হুজুর (স) নিকট খবর আসল কিছু লোক রোযা রেখেছে। হুজুর (স) বললেন, এসব লোকই নাফরমান, অবাধ্য। (মুসলিম, তিরমিযি, নেসাঈ)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ يَتَحَقَّرُوْنَ صَلاَ تَكُمْ مَعَ صَلاَ تِهِمْ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (بخارى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করিম (স)-কে বলতে শুনেছি। তাদের মধ্য থেকে এমন একদল লোক হবে। যাদের নামায তোমাদের নামাযের চেয়ে কম মনে হবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু গলদেশের নীচে যাবে না। তারা দ্বীন থেকে এত দ্রুত ভাগতে থাকবে যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত ছুটে যায়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ ـ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَيَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتّٰى يَعُوْدَ السَّهْمُ اِلٰى فُوْقِهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاسِيْمَاهُمْ قَالَ سِيْمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ اَوْ التَّسْبِيْدُ : (بخارى كتاب الرد على الجهية باب قراة الفاجر والمنافق ـ ١١٢٨ : جلد ـ ٢) رشيديه ـ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পূর্বদিক থেকে একটি দল বের হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশে প্রবেশ করবে না এবং তারা দ্বীন থেকে এতদ্রুত গতীতে দূরে সরে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে তীব্র গতীতে দূরে সরে যায়। অতঃপর তারা দ্বীনের সঠিক পথে ফিরে আসবে না যদিও তীর ওপর থেকে ফিরে আসে। বলাহল হে আল্লাহর রাসূল (স) তাদের চিনবার উপায় কি? তিনি জবাবে বললেন, তারা গোল হয়ে মজলিসে বসবে অথবা মাথা মুড়ান থাকবে। (বুখারী)

(التحليق) অর্থ লোকদেরকে গোল হয়ে বসান মেশকাত হাশীয়া ৩০৮ খণ্ড ঃ ২।

বিদয়াত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا

সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে পড়িও না (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না) (আল ইমরান-১০৩)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু, যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। (ইবনে কাসির)

সকলে মিলে কুরআনের বিধি-বিধানকে মজবুত করে ধারণ করা, পালন করার তাকিদ প্রদান করা হয়েছে এবং কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

মালেক ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দুটো নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটোকে শক্ত করে ধরে রাখবে, কখনও বিভ্রান্ত হবে না; আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। (মোয়াত্তা)

وَعَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

ইব্রাহীম ইবনে মায়ছারা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বেদ'আতীকে সম্মান দেখায় সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনের কাজে সাহায্য করল। (বায়হাকী)

কিতাব

মহান আল্লাহ মানব জাতির নিকট নবীদের মাধ্যমে যে হিদায়াত, বিধান পাঠিয়েছেন, তাই আল্লাহর কিতাব।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমার নিকট হতে যে জীবন বিধান (হিদায়াত) তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার জীবন বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। (বাকারা-৩৮)

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

তোমাদের রবের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ কর, আর তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্প উপদেশই গ্রহণ কর। (আরাফ-৩)

কুরআন নির্ভুল

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এটা আল্লাহর কিতাব, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। (বাকারা ঃ ২)

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ - لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

আসল কথা, এটা একখানা বিরাট কিতাব। বাতিল না সামনের দিক থেকে তার উপর আসতে পারে, না পিছন থেকে। এ এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রশংসিত সত্তার নাযিল করা বিধান। (হামীম সিজদা ঃ ৪২)

কুরআন অপরিবর্তনীয়

وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর। তার কথা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। (কাহাফ-২৭)

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤءِ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ

আপনি বলে দিন যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এ কিতাব পরিবর্তন করার অধিকারী নই। আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। (ইউনুস ঃ ১৫)

কুরআন সকল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

বস্তুতঃ এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ। (আলে ইমরান ঃ ১২৮)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি মানব জাতির সামনে সে শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক, যা তাদের (কল্যাণের) জন্য নাযিল করা হয়েছে। এবং লোকেরা যেন চিন্তা-গবেষণা করে। (আন-নাহ্‌ল-৪৪)

কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যার মধ্যে সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে। (নাহ্‌ল-৮৯)

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ

কুরআনে প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। (ইউসুফ-১১১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে কুরআনকে (হেদায়াতের জন্য) যথেষ্ট মনে করে না, যে কুরআন সুন্দর উচ্চারনে পড়ে না সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়। (বুখারী)

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

আমরা যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করে দিতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ দৃষ্টান্ত এজন্য মানব জাতির সামনে পেশ করলাম যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (হাশর-২১)

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّوحِيَ بِالْاَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحِيْ اَخَذَتِ السَّمٰوٰتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ اَوْ قَالَ رِعْدَةٌ شَدِيْدَةٌ خَوْفًا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا سَمِعَ ذَالِكَ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ صُعِقُوْا اَوْ قَالَ خَرُّوا لِلّٰهِ سُجَّدًا فَيَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يَّرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ مِنْ وَحْيِهٖ بِمَا اَرَادَ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرَائِيْلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَئَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَاجِبْرَائِيْلُ؟ فَيَقُوْلُ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَقُوْلُوْنَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ فَيَنْتَهِي جِبْرَائِيْلُ بِالْوَحِيِ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

নাওয়াছ ইবন ছামআন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ যখন কোন বিষয় অহী করতে ইচ্ছা করেন, তখন অহীর দ্বারা কথা বলেন। তখনই আল্লাহর ভয়ে আকাশ কেঁপে উঠে। যখন আকাশবাসীরা (ফিরিশতা) শুনে, তখন তারা বেহুশ হয়ে যায়, অথবা তিনি বলেন সিজদায় পতিত হয়। সর্বপ্রথম জিবরাঈল মাথা তুলেন। তখন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তার সাথে অহীর কথা বলেন। অতঃপর জিবরাঈল ফিরিশতাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যখন তিনি কোন আকাশ অতিক্রম করেন, আকাশবাসীরা তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন, হে জিবরাঈল! আল্লাহ কি বললেন? তিনি বলেন, তিনি অতীব সত্য বলেছেন, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল এবং মহান। অতঃপর সকলেই জিবরাঈলের মত বলতে থাকেন। আর জিবরাঈল আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অহী পৌঁছিয়ে দেন। (তবারানী)

আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বত, ফিরিশতা কুরআনের ভয়ে অস্থির। অথচ মানুষ, যাদের প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তাদের কাছেই কুরআন অবহেলিত, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস।

কুরআন কিভাবে বিলুপ্ত হবে

لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ

তোমরা কোন কিছুর উপর নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইনজিল কায়েম না কর। (মায়েদা-৬৮)

অর্থাৎ তোমরা ইয়াহুদী ও নাছারা ধর্মাবলম্বী ততক্ষণ হতে পারবে না যতক্ষণ তাওরাত ও ইনজিলের বিধান তোমাদের জীবনে বাস্তবায়িত না কর। তেমনি একজন মুসলমান কখনও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ কুরআনের বিধান তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত না করবে। বর্তমানে সকল মানুষ কুরআনের প্রতি ঈমান এনে তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে।

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ (صـ) شَيْئًا فَقَالَ ذَالِكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ ؟ وَنَحْنُ نَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاؤُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَازِيَادُ اِنْ كُنْتُ لاَ رَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ فِىْ الْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ لاَ يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا

জিয়াদ ইব্‌ন লাবিদ হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) কিছু আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, এটা ইলম উঠিয়ে নেয়ার সময়। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে বিলুপ্ত হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি এবং আমাদের সন্তানদেরকে পড়াই। আর তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি বললেন, হে জিয়াদ, তোমার জন্য তোমার মা কাঁদুক (তোমার বোকামীর জন্য)। আমি তোমাকে মদীনার জ্ঞানীদের অন্যতম মনে করতাম। তুমি কি দেখ না, ইয়াহুদীরা তাওরাত কিতাব পাঠ করে এবং নাছারারা ইনজিল কিতাব পাঠ করে, অথচ তারা এর মধ্যে যা আছে, তা মোটেই আমল করে না। (আহমদ, ইবনে মাজা)

কুরআন শুধু তিলাওয়াত করে কুরআন রক্ষা করা যাবে না। যারা শুধু কুরআন তিলাওয়াত করেই ফায়দা লাভ করতে চায়, রাসূলের ভাষায় তারা নির্বোধ। কুরআনকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে কুরআনের বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা। দুর্ভাগ্য আমরা মুসলিম জাতি কুরআনের বিধান ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন বোধ করি না, তাই কুরআন সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে।

কুরআনের আয়াতের প্রকারভেদ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلاَلٍ وَّحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَ مُتَشَابِهٍ وَ اَمْثَالٍ فَاَحِلُّوْا الْحَلاَلَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالاَمْثَالِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুরআনে পাঁচ প্রকার আয়াত নাযিল হয়েছে। (১) হালাল (২) হারাম (৩) মুহকামা (৪) মুতাশাবিহ (৫) পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত। তোমরা হালালকে হালাল জান, হারাম থেকে দূরে থাক, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কাজ কর, মুতাশাবেহ আয়াতের প্রতি ঈমান রাখ এবং পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। (বুখারী-মুসলিম)

কুরআন বুঝে পড়ার তাকিদ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? (মুহাম্মদ-২৪)

অর্থাৎ কুরআন বুঝে তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। যারা কুরআন বুঝে না, তাদের চিন্তা-গবেষণা করার প্রশ্নই আসে না।

كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

এমন কিতাব, যার মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কুরআনের আয়াত আরবী ভাষায় সে জাতির জন্য যারা কুরআন বুঝে। (ফুস্‌সিলাত-৩)

অর্থাৎ কুরআন সে জাতির জন্য কল্যাণকর, যারা কুরআন বুঝে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সে গাধা, যে পুস্তক বহন করে। (জুময়া-৫)

গাধার পিঠে বই-পুস্তক বোঝাই করে নেয়া হয়, কিন্তু গাধা শুধু বহন করে, সে জানে না এবং মানে না, যা সে বহন করছে। যে জাতির নিকট আল্লাহর কিতাব আছে কিন্তু সে বুঝে না এবং অনুসরণ করে না তার দৃষ্টান্ত গাধার মত।

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ اِنَّ الْفَقِيْهَ حَقَّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِىْ مَعَاصِى اللّٰهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ اِنَّهٗ لَاخَيْرَ فِىْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمَ لَافَهْمَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। প্রকৃত জ্ঞানী সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করে না। আল্লাহর নাফরমনী করতে দেয় না। তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে নিরাপদ মনে করে না। মানুষকে কুরআন ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট করে না। নিশ্চয়ই এমন ইবাদত যাতে ইলম নেই, তাতে কোন উপকারিতা নেই। আর এমন ইলম যা বোধগম্য নয়, তাতে কোন উপকার নেই। আর যে অধ্যয়ন বোধগম্য হয় না, তাতে কোন কল্যাণ নেই। (দারেমী)

আল-কুরআনের বিধান অমান্য করার পরিণতি

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক সমস্যার সমাধান করে না (বিচার ফয়সালা, রাজ্য শাসন করে না) তারা কাফের। (মায়েদা-৪৪)

وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

আমরা স্পষ্ট বয়ান সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব। (মোজাদালা-৫)

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

সোহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে কুরআনে বর্ণিত হারামকে হালাল মনে করে, সে কুরআনের প্রতি ঈমান গ্রহণকারী নয়। (তিরমিযী)

কুরআনের বিধান গোপনকারীর পরিণতি

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানসমূহ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তা বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে। (বাকারা-১৭৪)

কুরআনের কিছু অংশ অমান্য করার শাস্তি

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ اَلاَخِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ

তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর (মান) আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর। জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ আচরণ করবে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। (বাকারা-৮৫)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىٰ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

হারিসুল আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতির দিকে আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামী। যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (মুসনাদে আহমদ-তিরমিযী)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী। (আহমদ, আবু দাউদ)

মুক্তির একমাত্র পথ আল কুরআন

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلاَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

কালের শপথ, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সে লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের জন্য উৎসাহিত করেছে।(আসর)

وَعَنْ عَلِىٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَاُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ-مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই ফিতনা বা অশান্তি সৃষ্টি হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎকালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকার পূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকীম এবং সহজ ও সরল পথ, যা দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না এবং তা দ্বারা মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না ও ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমগণ তৃপ্তি লাভ করে না অর্থাৎ আলেমগণ তা হতে অধিক জ্ঞান লাভ করতে চায়। বার বার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বীন জাতি তা শুনল, তখনই সাথে সাথে তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।" যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল, সে সত্যই বলল। যে তাতে আমল করল, সে সাওয়াব প্রাপ্ত হল, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল, সে ন্যায় বিচার করল। যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী)

কুরআনের বিধান জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

আমরা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য শেফা (সকল সমস্যার সমাধান) এবং রহমত। শুধু জালেম ও অত্যাচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ইসরাঃ-৮২)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ

ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই এ কুরআনের দ্বারা অনেক জাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং এ কুরআনের বিধান (অমান্য) করার কারণে অনেক জাতির পতন ঘটেছে। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَتَبَاهُوْنَ بِهٖ وَاِنَّ بَهَاءَ اُمَّتِيْ وَشَرَفُهَا الْقُرْاٰنُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর একটি গৌরবের বিষয় আছে যার দ্বারা তা গৌরবান্বিত হয়। কিন্তু আমার উম্মতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হল পবিত্র কুরআন। (তাবলীগি নেছাব)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ অসিলা হচ্ছে কুরআন

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ اِلَي اللّٰهِ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِيْ الْقُرْاٰنَ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে বস্তু খোদা হতে নির্গত অর্থাৎ কুরআন, তোমাদের আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ার ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ঐ বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই হতে পারে না। (হাকাম, আবু দাউদ)

কুরআন হচ্ছে বড় মুজিযা

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তারা কি দাবী করে যে, কুরআন (আপনার) বানান? তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি, তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে অন্ততঃ একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে এস। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন, সাধ্যমত তাদেরকে ডেকে নাও।
(ইউনুস-৩৮)

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

আপনি চ্যালেঞ্জ করুন। জগতের সমগ্র মানুষ ও জ্বিন জাতি মিলেও যদি এ ধরনের একখানা কুরআন রচনা করার চেষ্টা করে তাহলেও তারা পারবে না, যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। (ইসরা : ৮৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) مَامِنَ الاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِيَ مَا مِثْلَهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ এমন কোন নবী ছিলেন না, যাকে মুজিযা দেয়া হয়নি, যা থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহী, যা আল্লাহ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। (বুখারী)

কুরআনের ফজিলত

قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

ফজরের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত, নিশ্চয়ই এ তিলাওয়াত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হবে। (ইসরা ঃ ৭৮)

عَنْ اَسِيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ (الجامع الصغير)

কাফে ইবনে আসির ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কুরআন পড়া হচ্ছে উত্তম ইবাদত।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরে কুরআন পাঠ করার জন্য এবং পরস্পরে শিক্ষা নেয়ার জন্য একত্রিত হয়, তখনই তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের সাথে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যার আমল ধীর গতিতে, বংশ মর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারেনা। অর্থাৎ কুরআন পড়ে তার উপর আমল দ্বারাই মানুষ নৈকট্য লাভ করতে পারে। (আহমদ-মুসলিম)

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায় (বুখারী)

কুরআন সুপারিশকারী

عَنْ أَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) يَقُوْلُ اِقْرَءُ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لاَصْحَابِهٖ

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি, তোমরা পবিত্র কুরআন পাঠ কর নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্য সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

মালাইকা (ফেরেস্তাকুল)

ফিরিসতা

ফিরিশতা হচ্ছে আল্লাহর দূত এবং আল্লাহর রাজ্যের সেবক। তাদের প্রতি ঈমান গ্রহণ করতে হবে।

جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلاَثَ وَ رُبَاعَ

তিনি (আল্লাহ) ফিরিশতাদেরকে দূত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ দু'তিন, চার বা ততোধিক ডানা বিশিষ্ট। (ফাতের-১)

يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لاَ يَفْتُرُوْنَ

তারা (ফিরিশতা) আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত, কিন্তু তারা কখনও ক্লান্ত হয় না। (আম্বিয়া-২৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَي رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا سَدَّ الاُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهٖ مِنَ التَّهَا وِيْلِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتَ مَا اللّٰهُ بِهٖ عَلِيْمٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাইলকে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছয়শত পাখা রয়েছে, প্রত্যেকটি পাখা আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার পাখা হতে বিভিন্ন রংয়ের মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ঝরে, যে সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। (আহমদ)

আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যারা আরশকে বহন করছে, আর যারা তার চুতুর্দিকে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আল-ফাতের –৭)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) اُذِنَ لِىْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِّنْ مَلاَئِكَةِ اللّٰهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِهٖ اِلٰى عَاتِقِهٖ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ

যাবের (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী একজন ফিরিশতা সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কানের লতি হতে গর্দান পর্যন্ত সাত শত বৎসরের রাস্তা। (আবু দাউদ)

জাহান্নামের ফিরিশতা

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আকৃতি ও কঠিন হৃদয়ের ফিরিশতারা আছে, যারা কখনও আল্লাহর অবাধ্যতা করে না বরং তারা আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করে। (তাহ্‌রীম-৬)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً اِلٰى قَوْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

জাহান্নামে উনিশ্‌জন বিরাটকায় ফিরিশতা আছে। আর জাহান্নামের মালাইকাদেরকে আমি আশ্চর্য এবং অদ্ভুত আকারে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহর সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ ভাল জানে না। (মুদ্দাসের-৩০-৩১)

মানুষের সাথে ফেরেশতা

لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

মানুষের সম্মুখে পিছনে পালাক্রমে ফিরিশতারা বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর হুকুমে তারা মানুষকে হিফাজত করে। (রায়াদ-১১)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

যখন ডান ও বামের দুজন মালাইকা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, ঐ ব্যক্তি যাই বলবে ও করবে, তাই তারা সংরক্ষিত করে রাখে। (কাফ-১৭)

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য পাহারাদার রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক, তোমরা যা কর তা তারা জানে। (আল-ইনফিতার-১০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْئَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের নিকট রাত্র দিন পালাক্রমে মালাইকা আসা যাওয়া করেন এবং তারা ফজর ও আছরের সময় একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছেন, তারা আকাশে আরোহন করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছে? অথচ তিনি বান্দাদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। উত্তরে তারা বলেন, তাদেরকে সালাত আদায় করতে দেখে এসেছি এবং তাদের কাছে সালাত আদায় অবস্থায় গিয়েছিলাম।(বুখারী-মুসলিম)

ফিরিশতাদের আধিক্য

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلاَ شِبْرٍ وَلاَكَفٍّ اِلاَّوَفِيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ اَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا جَمِيْعًا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اِلاَّ اَنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আকাশে ফিরিশতা ছাড়া পা ফেলার মত এক বিঘত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থানও খালি রাখেন নি। তাঁরা কেউ দন্ডায়মান, কেউ সিজদায় এবং কেউ রুকুতে রত আছেন। তাঁরা কিয়ামতের দিন এক বাক্যে বলে উঠবেন তোমারই প্রশংসা হে আল্লাহ! আমরা তোমার উপযুক্ত ইবাদত করতে পারি নি, তবে তোমার সাথে কাউকেও শরিক করি নি। (তিবরানী)

وَثَبَتَ فِىْ بَعْضِ اَحَادِيْثِ الْمِعْرَاجِ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ الَّذِىْ هُوَ فِيْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَقِيْلَ فِىْ السَّادِسَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ فِى الْاَرْضِ وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ حُرْمَتُهُ فِىْ السَّمَاءِ كَحُرْمَةِ الْكَعْبَةِ فِى الْاَرْضِ وَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ

মি'রাজ সম্পর্কিত কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীর নিকট বায়তুল মামুর' উপস্থিত করা হয়, যা সপ্তম অথবা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। আর যা জমিনে স্মৃতিবহ কাবাগৃহের সমপর্যায়ের মত এবং তার বরাবর আকাশে তার সম্মান। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার মালাইকা প্রবেশ করে। তারপর তারা দ্বিতীয় বার প্রবেশের সুযোগ পায় না। (এভাবে ফিরিশতাদের আধিক্য বুঝানো হয়েছে) (মুসলিম)

ফিরিশতাদের প্রতি সম্মান

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّىْ فَاسْتَحْيُوْا مِنْ مَلاَئِكَةِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ مَعَكُمْ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُفَارِقُوْنَكُمْ اِلاَّ عِنْدَ اِحْدٰى ثَلاَثِ حَالاَتِ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ الْغُسْلِ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ اَوْ بِجِذْمِ حَائِطٍ اَوْ بِغَيْرِهِ

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে নগ্ন হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর মালাইকাদের লজ্জা কর, যারা তোমাদের সাথী, অতি সম্মানিত এবং তোমাদের আমলনামার লেখক এবং তারা তিন অবস্থা ছাড়া তোমাদের হতে পৃথক হয় না। পেশাবের সময়, স্ত্রী সহবাসের সময় এবং গোছলের সময়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খোলা ময়দানে গোসল করে, তখন সে যেন কাপড় অথবা দেয়াল অথবা অন্যকিছু দিয়ে আড়াল করে নেয় (বাজ্জার) হাফেজ ইবনে কাছির বলেছেন, সম্মান করার অর্থ লজ্জা করা। তাদের সামনে খারাপ কাজ করবে না, যা তারা লিপিবদ্ধ করেন। কেননা আল্লাহ তাদেরকে চরিত্রে ও চাল-চালনে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন।

ফিরিশতাদের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ

وَاِذَا قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ

যখন মহান আল্লাহ নির্দেশ করলেন ফিরিশতাদেরকে যে, তোমরা সকলে আদমকে সিজদা কর, তারা সকলেই সিজদা করল শুধু ইবলীস ছাড়া। (বাকারা-৩৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ

আমরা তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আকৃতি দান করেছি, অতঃপরফিরিশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছি। ইবলীস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদা করেছিল। (আরাফ–১১)

ফিরিশতা সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিন্তু মানুষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ আল্লাহর খলীফা ও আবদ্ আর ফিরিশতা আল্লাহর সৃষ্টির জন্য খাদেম ও তাঁর আবদ্। তাই মানুষ ফিরিশতাদের ইবাদত করার চিন্তাই করতে পারে না বরং মানুষ ইবাদত করবে একমাত্র আল্লাহর।

তাকদীর

আমরা তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস করি। তাকদীর হচ্ছে, সবজান্তা হিসাবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যলিপি।

তাকদীদের স্তর :

প্রথম স্তর জ্ঞান বা ইলম

মহান আল্লাহ সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী ও সর্বজান্তা

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ

যা গোপন করা হচ্ছে এবং যা প্রকাশ করা হচ্ছে, আল্লাহ অবশ্যই সব কিছু জানেন। (বাকারা-৭৭)

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ

তাঁর নিকট গায়েবের চাবিকাঠি রয়েছে। এগুলো তিনি ছাড়া কেউ জানেনা। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। (আনআম-৫৯)

দ্বিতীয় স্তর ইচ্ছা

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।

وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

আল্লাহ চাইলে তারা কখনও লড়াই করত না, কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(বাকারা-২৫২)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

তিনি যা চান, তাই করেন। (বুরুজ-১৬)

তৃতীয় স্তর বিধি লিপি

কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তার সব কিছুই আল্লাহ পাক লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ তাআলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ।

(হজ্জ-৭০)

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

বরং এটা মহান কুরআন যা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। (বুরুজ-২২)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কাজ কর্মও তার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

(সাফফাত-৯৬)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

আমরা সকল বস্তু তার ভাগ্যলিপি অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। (কামার-৪৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ قَدَّرَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মানুষের ভাগ্যলিপি (তকদীর) সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর আরশ পানির উপর বিদ্যমান ছিল। (মুসলিম)

وَعَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ

আলী ইব্নে আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নামে লেখা হয়ে গেছে। সাহাবাগণ আবদেন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আল্লাহর এ লেখনীর দিকে তাকিয়ে থাকব, আর আমাদের কাজ কর্ম ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, তোমরা কাজ করে যাও, কেননা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার পক্ষে সহজ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতবাসী তার জন্য সৎ কাজ সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তার জন্য অসৎ কাজ সহজ হবে।

(বুখারী-মুসলিম)

আখিরাত

আখিরাত অর্থ পরকাল, পরিণাম, শেষফল ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যুর পর থেকে অনন্ত জীবন চলতে থাকবে, যে জীবনের নাম আখেরাতের জীবন। আখেরাতের জীবনে রয়েছে বিভিন্ন স্তর যেমনঃ আলমে বরযখ, কবর, হাশর, বিচার ব্যবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নাম।

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رَحْنَا اِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيْهِ وَرَفَعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرَ الدَّجَّالِ اَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ اِنْ يَخْرُجَ وَ اَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُو حَجِيْجُ نَفْسِهٖ وَ اللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهٗ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهٗ طَافِيَةٌ كَاَنِّيْ اُشَبِّهُهٗ بِعَبْدِ الْعُزَّ بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ اَدْرَكَهٗ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، اِنَّهٗ خَارِجٌ خُلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً. يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاَثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا لُبْثُهٗ فِيْ الْاَرْضِ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ.

وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ . وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَذٰلِكَ
اَلْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لا اقدروا له
قدره قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ للّٰهِ ومَا إِسْرُ اعُهُ فِيْ الْأَرْضِ ؟ قَالَ :
كَالْغَيْثِ اِسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِيْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ
فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ
فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَاكَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ
ضُرُوْعاً وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِيْ الْقَوْمُ فَيَدْعُوْهُمْ ، فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ
قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْئٌ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّبِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا : أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ
كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ
بِهِ بِالسَّيْفِ ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمِيَّةَ الْغَرْضِ ، ثُمَّ يَدْعُوْهُ ،
فَيُقْبِلُ ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ
تَعَالَى الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ
الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ ، وَ اضِعًا كَفَّيْهِ
عَلٰى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ
جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ إِلاَّ مَاتَ ، وَنَفْسُهُ
يَنْتَهِيْ إِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ
فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِ عِيْسٰى (صـ)، قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ
عَنْ وُجُوْهِهِمْ ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ
إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى إِلٰى عِيْسٰى (صـ) إِنِّيْ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِيْ
لَايَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادُ إِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ
يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلٰى
بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا ، وَيَمُرُّ أٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ : لَقَدْ
كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى (صـ)، وَأَصْحَابُهُ
حَتّٰى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ
الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ،
فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُوْنَ

فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى، (صـ) وَأَصْحَابُهُ (رضـ) إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأهُ زَهَمَهُمْ وَنَتْنَهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى (صـ) وَأَصْحَابُهُ (رضـ) فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِيْ الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِيْ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِيَ الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِيَ الْفَخِذُ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى رِيْحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ، فَتَقْبَضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ (مسلم)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দাজ্জাল' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি কখনও বিষয়টিকে অবজ্ঞার সুরে প্রকাশ করলেন আবার কখনও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হ'ল দাজ্জাল খেজুর বাগানের কোন একস্থানে লুকিয়ে আছে। যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকাল বেলা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আপনি তা অবজ্ঞাভরে এবং কখনও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছিলেন। এতে আমাদের ধারণা হয়েছিল, সম্ভবতঃ ঐ সময়ে খেজুর বাগানের কোথাও অবস্থান করছে। তিনি বললেনঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি দাজ্জালের ফেতনার খুব একটা আশংকা করি না। যদি আমার উপস্থিতিতে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি নিজে তোমাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব। আর যদি আমার অবর্তমানে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রত্যেকে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ আমার অবর্তমানে তোমাদের রক্ষক। দাজ্জাল ছোট কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তার চোখ হবে ফোলা। আমি তাকে আব্দুল উয্যা ইবনে কাতান' সদৃশ মনে করি। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে সে যেন সূরা কাহাফে'র প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সে তার ডানে ও বাঁয়ে হত্যা, ধ্বংস ও ফিতনা-ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! অটল ও স্থির হয়ে থাক। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে কত সময় পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে, এক বছরের সমান, একদিন হবে

এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের এই দিনের মতই দীর্ঘ হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনে কি এক দিনের নামাজই আমাদের যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, বরং অনুমান করে নামাজের সময় ঠিক করে নিতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে দাজ্জাল কত দ্রুত গতিসম্পন্ন হবে? তিনি বললেন, বাত্যাতাড়িত মেঘের মত দ্রুত গতিসম্পন্ন হবে। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান করবে। তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার হুকুমের অনুসরণ করবে। সে আসমানকে নির্দেশ দেবে, আসমান তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে যমীনকে হুকুম দেবে এবং যমীন উদ্ভিদ উৎপাদন করবে। তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে। এগুলোর কুঁজ সুউচ্চ, দুধের বাঁটগুলো লম্বা এবং স্ফীত হবে। অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান করবে। তারা তার আহবান প্রত্যাখান করবে। দাজ্জাল তাদের কাছ থেকে চলে যাবে। তারা অতি দ্রুত অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের হাতে ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দাজ্জাল এই বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে, তোমার গচ্ছিত সম্পদরাজি বের করে দাও। সাথে সাথে সে এলাকার ধন-সম্পদ মধু মক্ষিকার ন্যায় তার অনুসরণ করবে। অতঃপর সে পুর্ণ বয়স্ক এক যুবককে আহবান করবে। (কিন্তু সে তাকে অস্বীকার করবে) দাজ্জাল তাকে তরবারী দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। অতঃপর টুকরা দু'টোকে পৃথকভাবে একটি তীরের পাল্লা পরিমাণ দূরত্বে রাখবে। অতঃপর সে ডাকবে এবং টুকরা দুটো চলে আসবে। তার চেহারা তখন প্রফুল্ল ও হাস্যময় হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ তাআলা মাসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.) পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের উপরে হালকা জাফরানী (হলুদ) রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফিরিশতাদের কাঁধে ভর দিয়ে নেমে আসবেন। যখন তিনি মাথা নত করবেন, তখন মনে হবে যেন তাঁর মাথায় মুক্তার মত পানির বিন্দু টপকাচ্ছে। যখন তিনি মাথা উঠাবেন, তখনও তাঁর মাথা থেকে মতির দানার মত ঝরছে বলে মনে হবে। যে কাফেরের গায়ে তাঁর নিঃশ্বাসও লাগবে তার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। (সাথে সাথে মরে যাবে)। তাঁর দৃষ্টি যতদুর যাবে, তাঁর নিঃশ্বাসও ততদূর পৌঁছাবে। তিনি দাজ্জালকে পিছু ধাওয়া করবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা (আ.) ঐ সব লোকদের কাছে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারা থেকে মলিনতা দূর করে দেবেন, এবং বেহেশতে তাদের যে মর্যাদা হবে, তা বর্ণনা করবেন। ইত্যবসরে আল্লাহ ঈসা (আ.)-এর কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠাবেন যে, আমি এমন একদল বান্দাহ পাঠিয়েছি, যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার শক্তি কারো হবে না। তুমি আমার এসব বান্দাকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। এরপর আল্লাহ ইয়াজুজ মাজুজের সম্প্রদায়কে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত বেগে বেরিয়ে আসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলগুলো তাবারিয়া হ্রদের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা এ হ্রদের সব পানি পান করে ফেলবে। তাদের পরবর্তী দলও এ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা বলবে, এখানে কোন এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ও তাঁর সংগীরা (রা.) আল্লাহর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজ) প্রত্যেকের ঘাড়ে এক ধরণের কীট সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা সবাই একসাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর নবী (আ.) ও তাঁর সংগীগণ (রা.) পাহাড় থেকে

জনপদে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা পৃথিবীতে এক ইঞ্চি জায়গাও ইয়াজুজ মাজুজের লাশ ও এর দুর্গন্ধ ছাড়া খালি পাবেন না। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ও তাঁর সাহাবা (রা.) আল্লাহর কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাআলা বুকতী উটের কুঁজ সদৃশ পাখী পাঠাবেন। এসব পাখী লাশগুলোকে উঠিয়ে আল্লাহ যেখানে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেবেন, সেখানে ফেলে দেবে। অতঃপর ভূমিকে বলা হবেঃ তোমরা ফল উৎপাদন কর এবং বরকত ফিরিয়ে নাও (এতে বরকত, কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেখা দেবে) একটি ডালিম খেয়ে পূর্ণ একটি দল পরিতৃপ্ত হবে এবং ডালিমের খোসাটি এত বড় হবে যে, তার ছায়ায় তারা আশ্রয় নিতে পারবে। গবাদি পশুতেও এত বরকত দেয়া হবে যে একটি মাত্র দুধেল উটের দুধ হবে একটি বড় দলের জন্য যথেষ্ট। একটি দুধের গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি দুধের বকরী একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। এই সময়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন। এই বাতাস তাদের বগলের নিচে পর্যন্ত লাগবে। ফলে সমস্ত মুমিন ও মুসলমানের রূহ্ কবজ হয়ে যাবে। শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত প্রকাশ্যে সহবাস করবে। তাদের বর্তমানেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)

وَعَنْ رِبْعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : إِنْطَلَقْتُ مَعْ أَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِى إِلٰى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رض) فَقَالَ لَهٗ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ حَدِّثْنِىْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص)، فِىْ الدَّجَّالِ قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وَاِنَّ مَعَهٗ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ اَدْرَكَهٗ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِىْ الَّذِىْ يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهٗ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ : وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهٗ

রিবয়ী ইবনে হিরাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু মাসউদ আনসারীর সাথে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর কাছে গেলাম। আবু মাসউদ তাকে বললেন ঃ আপনি দাজ্জাল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যা শুনেছেন, তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু লোকেরা যে পানি দেখবে, তা আসলে জ্বলন্ত আগুন। আর লোকেরা তার সাথে যে আগুন দেখবে, তা আসল সুপেয় ঠান্ডা পানি। তোমাদের মধ্যে যে লোক সে যুগ পাবে; সে যেন তার কাছে যে দিকটা আগুন বলে মনে হচ্ছে, সেদিকে ঢুকে পড়ে। কেননা তা হবে প্রকৃত পক্ষে সুপেয় পানি। এ হাদীস শুনে আবু মাসউ'দ বললেন ঃ আমিও মহানবী (স)-কে একথা বলতে শুনেছি। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ أُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ، لاَ أَدْرِىْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، أَرْبَعِيْنَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ تَعَالٰى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، (ص) فَيَطْلُبُهٗ فَيُهْلِكُهٗ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ

سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ، عَزَّوَجَلَّ، رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلاَيَبْقَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ أَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ أَوْاِيْمَانٍ إلاَّقَبَضَتْهُ، حَتّٰى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا، وَلاَيُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُوْلُ : أَلاَ تَسْتَجِيْبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذَالِكَ دَارٍ رِزْقِهِمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِىْ الصُّوْرِ، فَلاَيَسْمَعُهُ اَحَدٌ إلاَّ اَصْغٰى لَيْتاً وَرَفَعَ لَيْتاً، وَأَوَّلُ مَنْ يَّسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبْلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ أَوْ قَالَ : يَنْزِلُ اللّٰهُ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذاً هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةً وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ، فَذٰلِكَ يَوْمُ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذٰلِكَ يَوْمُ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী (স) চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমার মনে নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)-কে পাঠাবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। অতঃপর লোকেরা সাত বছর এমন ভাবে কাটাবে যে, দু'জনের মধ্যে কোন রকম শত্রুতা থাকবে না। মহান ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ সৎ কাজের আগ্রহ বা ঈমান আছে। বরং এ ধরণের সব লোকের রূহ কবজ করে নেবে। এমনকি কোন লোক যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে অবস্থান করে এই বায়ু সেখানে গিয়ে তার রূহ কবজ করবে। এরপর শুধু দুস্কৃতিকারীরাই বেঁচে থাকবে। তারা যৌনতা ও কুপ্রবৃত্তির বেলায় পাখির মত এবং যুলুম অত্যাচারের বেলায় হিংস্র জন্তুর মত হবে। তারা ভাল কাজ বলতে কিছুই জানবেনা এবং খারাপ কাজ বলতে কোনটাই না করে ছাড়বে না। শয়তান মানুষের বেশ ধরে তাদের কাছে এসে বলবেঃ তোমরা কি আমার কথা মানবে? তারা বলবে, তুমি আমাদের কি কাজ করতে বল? তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তি পূজার হুকুম দেবে। মুর্তি পূজা চলা কালীন সময়ে তাদের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য চলবে; জীবনটা অত্যন্ত বিলাসী ও আনন্দ উল্লাসময় হবে। অতঃপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। যে ব্যক্তি শিংগার

আওয়াজ শুনতে পাবে, সে ঘাড় বাঁকিয়ে সেদিকে তাকাবে এবং ঘাড় উঠাবে। সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি আওয়াজ শুনতে পাবে, সে তখন তার উটের চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে থাকবে। সে বেহুশ হয়ে পড়বে এবং তার আশে পাশের লোকজনও বেহুশ হযে যাবে। এর পর আল্লাহ শিশির বিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি পাঠাবেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুষলধারে বৃষ্টি নাজিল করবেন। এর দ্বারা মানুষের শরীর গঠিত হয়ে উঠবে। পরে দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তখন সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে মানুষেরা, তোমাদের প্রভুর কাছে এসো। এরপর (হুকুম দেয়া হবে) তাদেরকে দাঁড় করাও। কেননা তাদেরকে পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর বলা হবে ঃ এদের মধ্য থেকে দোযখের অংশটা বের করে ফেল। বলা হবে, কত সংখ্যক? বলা হবে, প্রতি হাজারে নয় শো নিরানব্বই জন (একজন মাত্র বেহেশতী) এটাই সেই দিন; যেদিন তরুণ বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। যেদিন সব কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে। (মুসলিম)

কিয়ামতের আলামত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا لِتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَ اَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَ اَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ سَادَالْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَ كَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَ اُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَ ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُهٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْ تَقِبُوْا عِنْدَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعُ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন সরকারী মালকে নিজের মনে করা হবে, আমানতের মালকে নিজের মালের মত ব্যবহার করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ইসলামী আকিদা বর্জিত বিদ্যা শিক্ষা করা হবে, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হবে, মায়ের সাথে দূর্ব্যবহার করবে, বন্ধুদের আপন মনে করবে, পিতাকে পর ভাববে, মসজিদে শোরগোল করবে (মসজিদ নিয়ে ঝগড়া করবে), পাপী লোক গোত্রের সর্দার হবে, অসৎ ও নিকৃষ্ট লোকেরা জাতির চালক হবে; ক্ষতির ভয়ে কোন লোককে সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হবে, মদ-গানের আধিক্য ঘটবে, এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের বদনাম (লানত) করবে, তখন যেন তারা অপেক্ষা করে লু হাওয়া (গরম বাতাস), ভূমিকম্প, ভূমি ধ্বংস, মানবের রূপান্তর, (শিলা, রক্ত, ইত্যাদী) বর্ষণ ও আরও বিভিন্ন প্রকার আযাবের যা একটার পর আর একটা আসতে থাকবে যেমন হারের সূতা ছিড়ে গেলে মুক্তার দানাগুলো একটার পর একটা পড়তে থাকে। (তিরমিযী)

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

ঈমানদার হওয়ার জন্য আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারা কাফের।

পরকালের পথে গমন

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তোমরা সকলে নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল কিয়ামতের দিন পাবে। (আল ইমরান-১৮৫)

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (মূলক-২)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তুমি যেখানেই থাকনা কেন, মৃত্যু তোমাকে অবশ্যই ধরে ফেলবে। এমনকি তুমি যদি মজবুত দুর্গের মধ্যেও অবস্থান কর। (নিসা-৭৮)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কাফফারা। (বায়হাকী)

কবরের জীবন

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

তারা সব মৃত, জীবিত নয়। আর তারা কিছুই জানেনা, তাদেরকে কবে (পুনরুজ্জীবিত করিয়ে) উঠান হবে। (নাহ্ল-২১)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ الْعَاذِبِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ لَهٗ : مَنْ رَّبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهٗ : مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلاَنِ لَهٗ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ: فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَيَقُوْلاَن لَهٗ : وَمَا يُدْرِيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَاْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ : فَذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" اَلْاٰيَةَ قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهٗ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رُوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهٗ قَالَ : وَيُعَادُ رُوْحُهٗ فِىْ جَسَدِهٖ وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ

فَيَقُوْلاَنِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِى فَيَقُولاَنِ لَهُ مَادِيْنُكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَأَدْرِىْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ- وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ : وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ

বারা ইবনে আযিব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ কবরে রেখে আসার পর মুমিন বান্দাহর নিকট দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার রব কে? জবাবে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ আমার রব। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন; তোমার দ্বীন কি? তিনি বলেনঃ ইসলাম আমার দ্বীন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন; এই যে লোকটি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? জবাবে মুমিন বক্তি বলেন ঃ তিনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর ফিরিশতারা জানতে চান ঃ তুমি কি ভাবে জানতে পারলে? তিনি জানানঃ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং (তাতে তাঁর পরিচয় পেয়ে) তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। এ প্রসংগে নবী পাক (স) কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে বলেন যে, এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা একটি সুদৃঢ় কথার উপর অটল অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। নবী (স) বলেন ঃ অতঃপর আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন ঃ আমার বান্দাহ যথার্থ জবাব দিয়েছে। সুতরাং তার জন্যে বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও আর তাকে বেহেশতের পোষাক পরিয়ে দাও। আর কবর থেকে বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্যে বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম (স) বলেনঃ এতে করে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধ সমীরণ আর সুরভী বয়ে আসতে থাকে এবং তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতঃপর নবী করীম (ছ.) কাফিরদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার রব কে? সে বলেঃ হায় হায়, আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তাঁরা তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলেঃ হায় হায় আমার কিছুই জানা নেই। অতঃপর তাঁরা জিজ্ঞেস করেনঃ এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে জবাব দেয়, হায় হায় আমি কিছুই জানিনা। অতঃপর আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেনঃ সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্যে দোজখ থেকে একটি বিছানা এনে দাও এবং তাকে দোজখের পোষাক পরিয়ে দাও। তার জন্যে দোজখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। নবী করীম (স) বলেনঃ দরজা খুলে দেওয়ার ফলে তার প্রতি দোজখের উত্তাপ ও লু-হাওয়া

আসতে থাকে। তিনি বলেনঃ আর তার কবরকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। এতে তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্যে এমন একজন অন্ধ ও বধির ফিরিশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে থাকে লোহার হাতুড়ী। এটা এমন হাতুড়ী, যদ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হলে পাহাড়ও মাটি হয়ে যেতে বাধ্য। ফিরিশতা সেই হাতুড়ী দিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করতে থাকে। এতে সে এমন বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই শুনতে পাবে। আঘাতের সাথে সাথে সে মাটিতে মিশে যায়। অতঃপর তার দেহে পুনরায় রূহ ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং এভাবে শাস্তি চলতে থাকে (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, এছাড়াও অন্যান্য সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে)

বিশ্ব ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى

আমরা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল এবং দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই সত্যতা সহকারে ও একটি বিশেষ সময় নির্ধারণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। (আহকাফ-৩০)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوْبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

যেদিন প্রথম শিংগার ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে, পরে দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি হবে, সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে। তাদের দৃষ্টি নত হবে। (আল-নাজেয়াত-৬-৯)

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, কবর সমূহ খুলে দেয়া হবে। (ইনফেতার)

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ

সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত। (আল কারেয়া)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَا "اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ চোখে (দুনিয়াতে বসে) কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো (১) সূরা আত্তাকভীর (২) আল ইনফিতার (৩) আল ইনশিকাক পড়ে নেয়। (তিরমিযী)

কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিতি

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং মানুষকে একত্রিত করব। অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (কাহাফ-৪৭)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

সেদিন মুত্তাকী (যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে) লোকদেরকে মহান দয়াবান আল্লাহর নিকট মেহমান হিসেবে একত্রিত করা হবে। (মরিয়ম-৮৫)

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

যেদিন পাপী অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় একত্রিত করব যে, তাদের চক্ষু (ভয়ে) প্রস্তর হয়ে যাবে। (ত্বহা-১০২)

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী উপস্থিত হবে।
(মরিয়ম-৯৫)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার ন্যায় লালিমা যুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে। যেখানে কারো কোন ঘর, বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি, উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাবে। তিনি বললেন ঃ হে আয়শা, সে দিনের অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, একে অপরের দিকে তাকাবার কোন চিন্তাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

আদালত স্থাপন করা হবে

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

কেয়ামতের দিন আমরা সঠিক নির্ভুল ওজন করার দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করব। তার ফলে কোন লোকের উপর এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম হবে না। যার এক বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃত কর্ম হবে, তা আমর সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমি যথেষ্ট। (আম্বিয়া-৪৭)

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আজকের দিনে কারো প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না। অবশ্যই আল্লাহ হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করবেন। (গাফের-১৭)

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ اَقْوَامًا وَيَضَعُ اٰخَرِيْنَ

নাঈম ইবনে হামার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মানদন্ড মহান রহমানের হাতে। কারো পাল্লা উঁচু করে ধরেন, আবার কারো পাল্লা নীচু করে দেন। (আল বাজ্জার) অর্থাৎ মানুষকে ক্ষমা ও নাজাত দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তবে যে যেভাবে আমল করে সে সেরূপ প্রতিদান পাবেন।

পরকালের বিচারের বিষয়বস্তু

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

যেদিন তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। (তাকাছুর)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ

আবু মাসউদ (রা.) নবী করিম (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আদম সন্তান দু'পা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নড়াতে পারবে না। যতক্ষণ না পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে নেয়া হবে (১) সে তার জীবন কোন পথে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন কাজে ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ কি ভাবে উপার্জন করেছে? (৪) সম্পদ কোন্ কাজে ব্যয় করেছে? (৫) দ্বীনের জ্ঞান যতটুকু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে? (তিরমিযী)

বিচারের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ

(১) নিজের সাক্ষী

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا

(তারা বলবে) হায়রে দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট-বড় কোন কাজই এমন থেকে যায়নি, যা এ কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। (কাহাফ-৪৯)

(২) অংগ প্রতংগের সাক্ষী

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চক্ষু এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দিবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করেছিল। (হামীম-সাজদা-২০)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে। আর এদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, এরা পৃথিবীতে কি কি করে ছিল। (ইয়াসিন-৬৫)

(৩) জমিনের সাক্ষ্য

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هٰذِهِ الاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ اَخْبَارُهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ ظَهْرَهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছ.) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করেনঃ যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পারো যমীনের সংবাদগুলো কি কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। নবী (ছ.) বললেনঃ যমীনের সংবাদ হলঃ যমীনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভাল-মন্দ কাজ করেছে (কেয়ামতের দিন যমীন তার সাক্ষ্য দিবে) যমিন বলবেঃ আমার বুকের উপর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এ কাজ করেছে। হুজুর (ছ.) বললেনঃ এ হল যমীনের সংবাদ দান। (আহমদ-তিরমিযী)

(৪) ফেরেশতাদের সাক্ষী

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

দু'জন লেখক তাদের ডান ও বাম দিকে বসে প্রতিটি জিনিষ লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কোন শব্দ তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্য একজন সদা উপস্থিত পর্যবেক্ষক না থাকে। (ক্বাফ-১৭-১৮)

(৫) শয়তানের সাক্ষী

قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ

হে আমার প্রভু! আমি এদেরকে বিদ্রোহী বানাইনি বরং এরা নিজেরাই সুদূর গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। (ক্বাফ-২৬)

কিয়ামতের ময়দানে কেউ উপকারে আসবে না

يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ

আজকের দিনে কোন উপকারে আসবে না সম্পদ ও সন্তান। (আশ-শোয়ারা-৮৮)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنِيْهِ

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে ভাই হতে, তার মাতা, পিতা, তার স্ত্রী ও সন্তান হতে। সে দিন প্রত্যেকের গুরুতর অবস্থা নিজকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (আবাসা-৩৪)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رسول الله (صـ) ما يبكين قالت ذكرت النار فبكيت فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَمَّا فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا. عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আয়েশা কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেনঃ আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে, তাই কাঁদছি। কিয়ামতের দিন কি স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না (১) মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার পাল্লা ভারী হবে কি হালকা। (২) সে সময়, যখন আমল নামা হাতে দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমার রেকর্ড পড়। তখন সকলেই এ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, নাকি পিছনের দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে এবং (৩) তখন যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে।

(আবু দাউদ)

বিচারের ফলাফল ঘোষণা

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ

তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে লাভ করবে আনন্দময় জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া (দোজখ)। (কারেয়া)

যার নেকের পাল্লা ভারী হবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ

যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে, সে সব লোক জান্নাতের অধিকারী। (বাকারা-৮২)

مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে। আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (আলজ্বেন-২৩)

দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা

فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

বেহেশতে তোমরা তা সবই পাবে, যা তোমাদের মন চাইবে ও যা দর্শনে তোমাদের চক্ষু তৃপ্তি ও আনন্দিত হবে। আর তোমরা চিরদিন সেখানে বসবাস করবে। (যুখরুফ)

عَنْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا الدُّنْيَا فِىْ الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهِ وَاَشَارَ يَحْىٰ بِالسَّبَّابَةِ فِىْ الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ

মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেউ যদি তার অংগুলি (অনামিকা) সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সে অংগুলি কতটুকু বহন করে এনেছে। (মুসলিম)

মহাসমুদ্রের তুলনায় অনামিকা অংগুলির বহন করা পানি যতটুকু, আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ততটুকু।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ দুনিয়া মুমিন লোকদের জন্য কয়েদ খানা, আর কাফির লোকদের জন্য স্বর্গ। (মুসলিম)

দুনিয়া ও আখিরাতের ভালবাসা

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى

আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রিয়তম ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তার আখিরাতের ক্ষতি সাধন করবে। আর যে পরকাল অধিক ভালবাসবে, সে অবশ্যই দুনিয়ার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব নশ্বর জগতের মুকাবেলায় স্থায়ী ও অক্ষয় পরকালকে গ্রহণ কর। (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকি)

দুনিয়ায় ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায়

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

আসরের সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানব জাতি ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তাদের ব্যতিরেকে যারা (১) ঈমান এনেছে, (২) সৎকর্ম করে (আল্লাহর বিধান মোতাবেক কাজ করে) (৩) সত্য কথার উপদেশ প্রদান করে এবং (৪) ধৈর্য্যধারণ করার উপদেশ দেয়। (আসর)

অর্থাৎ বাতিলের মোকাবেলায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আল্লাহর পথে অবিচল থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمُ اَوْ مُتَعَلِّمٌ

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সাবধান দুনিয়া ও দুনিয়ার বুকে যা কিছু আছে তার সব কিছুই অভিশপ্ত, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর সঙ্গে যে সব বিষয়ের কোন না কোন সম্পর্ক আছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; আলিম ও দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থী তা হতে মুক্ত। (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

মুমিনের জীবন ধারা

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে আত্ম-যাচাই করতে অভ্যস্ত এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। পক্ষান্তরে দুর্বল সে ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করার কাজে ব্যস্ত এবং আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাঁধ ধরলেন এবং বললেনঃ তুমি দুনিয়ায় একজন প্রবাসী অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّاكَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেনঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, কোন আরোহী পথ চলতে চলতে কোন গাছের নীচে ছায়ায় (অল্প সময়ের জন্য) আশ্রয় নিল এবং কিছুক্ষণ পর সে গাছকে নিজ জায়গায় রেখে সম্মুখে অগ্রসর হয়। (তিরমিযী)

আখেরী নবীকে শাফায়াতের অনুমতি

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهَمُّوْا بِذٰالِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا
فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْا النَّاسِ
خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ
اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا
فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ اَكْلَهُ مِنَ
الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلٰكِنْ اِئْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ
اِلٰى الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ
الَّتِىْ اَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ
الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ
ثَلٰثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ
وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اَنْ لَسْتُ هُنَاكُمْ
وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا عِيْسٰى
عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ
لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاْتُوْنَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّهِ فِىْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ
لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَدَعُنِىْ فَيَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّد وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ
قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ
اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ
اَيْضًا يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ ثُمَّ
فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ
سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ
تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاُثْنِىْ عَلٰى
رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا
فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ
فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى

رَبِّى فِىْ دَارِه فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِى فَاُثْنِيْ عَلٰى رَبِّى بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ ثُمَّ تَلاَهٰذِهِ الْاٰيَةَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا قَالَ وَ هٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِىْ وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ (صـ)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে (হাশরের ময়দানে) আটকে রাখা হবে। এতে তারা খুব চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়বে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করাই, তা হলে হয়তো (বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে) আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদমের (আঃ) কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সব মানুষের পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়েছিলেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে আরাম দান করেন। তখন আদম (আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী (স) বলেন, তিনি (আদম আঃ) গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গোনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছিলো। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত সর্ব প্রথম নবী নূহের (আঃ) কাছে যাও। সুতরাং তারা সবাই নূহের (আঃ) কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গোনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তিনি করেছিলেন অর্থাৎ না জেনে তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও। সুতরাং তারা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে আসলে তিনি যে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন তার কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা মুসার (আঃ) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা তাওরাত কিতাব দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সবাই তখন মুসার (আঃ) কাছে আসলে তিনি এক জনকে হত্যা করে যে গোনাহ করেছেন তার কথা উল্লেখ করবেন (এবং বলবেন) তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ ঈসার (আঃ) কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন তারা সবাই ঈসার (আঃ) কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের (স) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তারা আমার কাছে আসলে আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখবো তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন, এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও।

আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ করো তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি করবো, যা তিনি সে সময়ে আমাকে শিখিয়ে দেবেন। তারপর আমি শাফায়াত করবো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে আসবো। হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাসকে (রাঃ) এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহর দরবার হতে বের হবো এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। তারপর আমি ফিরে আসবো এবং আমার রবের ঘরে (জান্নাতে) তাঁর কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখবো, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। শাফায়াত করো কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা করো (যা প্রার্থনা করবে তা) দেয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি শাফায়াত করবো। এ ব্যাপারে তিনি আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। আমি তখন (আল্লাহর ঘর অর্থাৎ জান্নাত থেকে) বের হবো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। হাদীস বর্ণনাকারী কাতাদা (রাঃ) বলেন আমি আনাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, [নবী (স) বলেছেন] তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার রবের দরবারে প্রবেশ ক[illegible]তি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন [illegible] (রবকে) দেখবো সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলবেনঃ হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বলো, যা বলবে তা শোনা হবে, শাফায়াত করো তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন হামদ ও সানা করবো, যা তিনি আমাকে সেই সময় শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তারপর আমি শাফায়াত করবো। আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন। তখন আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। হাদীস বর্ননাকারী কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, [নবী (স) বলেছেন] আমি সেখান থেকে বের হবো, তাদেরকে দোযখ থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। অবশেষে কোরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে অর্থাৎ যাদের জন্য (কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) চিরস্থায়ী দোযখ বাস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তারা ছাড়া আর কেউ-ই দোযখে থাকবে না। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, এরপর নবী (স) কুরআনের আয়াত "আশা করা যায়, আপনার রব শীগ্‌গিরই আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দেবেন" তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটিই সেই মাকামে মাহমুদ, তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (বুখারী)

কুরআন হচ্ছে মহা সুপারিশকারী

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صـ) مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ لاَنَبِىٌّ وَّلاَ مَلَكٌ وَّلاَ غَيْرُهُ

সাঈদ ইবনে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট কুরআন হতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন শাফায়াতকারী হতে পারবে না। এমন কি নবী, ফেরেশতা বা অন্য কেহই না। (তাবলীগি নেছাব)

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا حِلٌ مُصَدِّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَطَهُ اِلَى النَّارِ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কুরআন পাক এতবড় সুপারিশকারী যে, তার আবেদন রক্ষা করা হবে। এত বড় একরোখা জেদী যে, তার অভিযোগ মেনে নেয়া হবে। ওটাকে যে তার সম্মুখে রাখবে, তাকে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর যে ওটাকে পিছনে ফেলে রাখবে এটা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেবে। (তাবলীগি নেছাব)

কুরআনের বিধান যারা প্রতিটি কাজে মেনে চলবে, কুরআন তাদের জন্য জোর সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে পৌঁছাবে। আর যারা কুরআনের বিধান অমান্য করবে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেবে।

জান্নাত

বিচারের পর আল্লাহর নেক বান্দারা জান্নাতে বসবাস করবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আপনি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিন। যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। (বাকারা-৩৫)

يَا عِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়েছিল, তাদের আজ কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে। তাদের সামনে পান পাত্র ও সোনার থালা থাকবে এবং মন গেলান ও চোখ জুড়ান জিনিষসমূহ সেখানে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা চিরদিন এখানে থাকবে। (যুখরুফ-৬৮-৭২)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لَايَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّ

طُونَ وَلَايَتْفُلُونَ ؛ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ. اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ اللُّوَّةُ عَ دُ الطِّيْبِ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًافِى السَّمَاءِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মত আলোকিত হবে। তাদেরকে পেশাব, পায়খানা করতে হবে না। মুখে থুথু আসবে না আর নাকে ময়লা হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিশকের মত সুগন্ধ। তাদের ধুপদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালান হবে। আয়াত লোচনা হুর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই ধরনের। শারীরিক অভ্যাস একই রকম হবে। উচ্চতায় তারা তাদের আদি পিতা আদম (আ.) এর মত ষাট হাত লম্বা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اٰنِيَتُهُمْ فِى الْجَنَّةِ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ؛ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে মিশকের মত সুগন্ধ। তাদের প্রত্যেককে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। তারা এত সুন্দরী হবে যে, তাদের উরুর হাড়ের মজ্জা মাংসের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতানৈক্য বা হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের মন হবে একই ব্যক্তির মনের মত। সকাল সন্ধায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতে গাছ

وَعَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ(رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضَمَّرُ السَّرِيْعُ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا

আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে একটি গাছ আছে। এক দ্রুতগামী ঘোড়ার ছাওয়ার হয়ে কোন ব্যক্তি যদি একাধারে একশত বৎসর চলতে থাকে, তবুও তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

নিম্নতম মর্যাদার বেহেশত

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنِّى لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ؛ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

فَيَأْتِيْهَا ؛ فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهٗ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٗ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةَ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُنِىْ اَوْ تَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ فَكَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি জানি কোন্ দোযখবাসী সব শেষে দোযখ্ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বেহেশতে সবার শেষে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দোযখ থেকে বেরিয়ে আসবে। মহান আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ যাও বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বেহেশতের নিকট গেলে মনে হবে তা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু, বেহেশত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ তাকে আবার যেতে বলবেন, সে যাবে, কিন্তু তার কাছে বেহেশত পরিপূর্ণ মনে হবে। সে ফিরে এসে বলবে প্রভু, বেহেশত ভরপুর হয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ তাকে আবার বলবেন ঃ তুমি গিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। কেননা তোমার জন্য পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুণ অথবা পৃথিবীর মত দশগুণ জায়গা তোমার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক। বর্ণনাকারী বলেনঃ একথা বলে রাসূলুল্লাহ (স) এমন ভাবে হাসলেন যে, তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেনঃ এই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার বেহেশতী। (বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নাম

জাহান্নাম আগুনের দ্বারা বানানো হয়েছে। শেষ বিচারের পর যারা অপরাধী বলে গণ্য হবে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا-هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ- اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ- اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَاتَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে, আর বলা হবে ঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু, না তোমরা কি চোখে দেখছো না? এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর অথবা ধৈর্য না ধর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা কর, তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হবে।

(তুর-১৩-১৬)

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ- لَايُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ

তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে টগবগ করা কূপের পানি পান করান হবে। কাঁটা যুক্ত ঘাস ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না। (গাশিয়া-৪-৭)

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلاً وَّ اَغْلٰلاً وَّ سَعِيْرًا

আমি অবিশ্বাসীদের জন্য রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেলিহান আগুন। (দাহার-৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ نَارُ كُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اِنْ كَانَتْ لَكَ فِيْهِ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَ سِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। প্রশ্ন করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কেন, এই আগুন কি যথেষ্ট ছিল না। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে উনসত্তর অংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদা আলাদা ভাগে দুনিয়ার আগুনের সমান।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর ধরে তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরো হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর উক্ত আগুন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় ঘন কালো অন্ধকার হয়ে আছে। (তিরমিযী)

কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ

নোমান ইবনে বশির (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে, তা হল দু'পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দুটি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোন চুলার উপর যেমনভাবে ডেকচি ফুটতে থাকে, তেমনিভাবে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাব

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ : لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِنَبِيِّ اللّٰهِ (صـ) نَظَرَ فِى النَّارِ فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيَفَ قَالَ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ : قَالَ : هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যে রাত্রে মে'রাজে যান সে রাত্রে জাহান্নাম দেখেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, কিছু লোক পঁচা মরদেহ খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন হে জিবরাইল, এরা কারা? তিনি বললেনঃ এসব লোক হলো তারা, যারা মানুষের অনুপস্থিতি তাদের গোশ্ত খেতো অর্থাৎ তাদের গীবত করতো। (তারগীব ও তারহীব, আহমদ)

وعن ابى هريرة ان رسول (صـ) اتى بفرس يجعل كل خطوة منه اقصى بصره فساروسار معه جبريل عليه السلام فاتى على قوم يزرعون ف يوم و يحصدون فى يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال ؛ ياجبريل من هؤلاء ؟ قال، هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبع مائة ضعف وما انفقوا من شيئ فهو يخلفه، ثم اتى على قوم ترضخ رؤسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت، ولايفتر عنهم من ذلك شيء، قال : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال، هؤلاء الذين تثاقلت رؤسهم عن الصلاة ثم اتى على قوم على ادبارهم رقاع، وعلى اقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الانعام الى الضريع والرقوم ورضف جهنم قال، ماهؤلاء ياجبريل؟ قال هؤلاء الذين لايؤدون صدقات اموالهم ماظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد ثم اتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لايستطيع حملها وهو يريد ان يزيد عليها، قال : ياجبريل، ماهذا ؟ قال هذارجل من امتك عليه امانة الناس لايشتطيع اداء ها وهو يريد ان يزيد عليها ثم اتى على قوم تقرض شفاهمم والسنتهم، بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت، لايفتر عنهم من ذلك شيء قال : ياجبريل ماهؤلاء؟ قال خطباء الفتنة، ثم اتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فيريد الثور ان يد خل من حيث

خرج فلا يستطيع، قال : ماهذا ياجبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد ان يرد هافلا يستطيع

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ মে'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট এমন একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হয়, যার গতি এত তীব্র ছিলো যে, তার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো। রাসূলুল্লাহ (স) ঐ ঘোড়ায় চড়ে জিবরাইল (আ.) এর সংগে যাত্রা শুরু করেন এবং আসমানে গিয়ে উপস্থিত হন। যাবার পথে তিনি এমন কিছু লোককে দেখেন যারা প্রত্যেক দিন শস্য বপন করছিলো এবং সে দিনই তা কেটে নিচ্ছিল আর কেটে নেওয়ার পর পুনরায় তাদের চাষ পূর্বের মতো তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে জিবরাইল (আ.), এসব লোক কারা? তিনি বলেনঃ এরা হলো আল্লাহর পথে জিহাদকারী। এরা প্রত্যেক নেকীর বদলে সাতশো গুণ পুরস্কার পেয়ে থাকে। এরা দুনিয়াতে যা কিছু খরচ করেছিলো, তার প্রতিদান পাচ্ছে। তারপর তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে ফেলা হচ্ছিলো এবং থেঁতলে দিবার পর তাদের মাথা আবার পূর্বের ন্যায় হচ্ছিলো। লাগাতার তাদের সংগে এরূপ করা হচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ হে জিবরাইল (আ.) এসব লোক কারা? তিনি বলেনঃ এসব লোক হলো তারা, যারা দুনিয়াতে নামাজের বিষয়ে অলসতা করতো। তারপর তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা কেবল ছেঁড়া নেকড়া পরেছিলো এবং যেভাবে জীব-জন্তু খেয়ে থাকে, সেভাবে গাছ-গাছড়া কাঁটা-ঝাড় ও জাহান্নামের গরম পাথর খাচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাইল (আ.) এসব লোক কারা? তিনি বলেনঃ এসব লোক হলো তারা যারা নিজের সম্পদের যাকাত দিতো না। আল্লাহ তাদের যুলুম করেন নি, আল্লাহ তো বান্দাহর উপর আদৌ যুলুম করেন না। তারপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন যে খুব বড় বোঝা একত্রিত করছিলো; অথচ সে তা তুলতে অক্ষম। কিন্তু ক্রমাগত বোঝা বেড়ে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন ঃ এ হলো আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি, যে বহু লোকের আমানত নিয়ে রেখেছিলো– কিন্তু তা আদায় করতে পারতো না, কিন্তু সে আরও বেশী বেশী আমানত নিতে থাকতো। তারপর তিনি এমন কিছু লোকের নিকট উপস্থিত হলেন, যাদের ঠোঁট ও জিহবা কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিলো এবং কাটার পর তা আবার পূর্বের ন্যায় হয়ে যাচ্ছিলো। তাদের সংগে এরূপ লাগাতার করা হচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন; হে জিবরাইল (আ.) এসব লোক কারা? তিনি বলেনঃ এরা হলো সেইসব বক্তা, যারা ফেতনা ও গুমরাহী ছড়াতো। তারপর তিনি এক ছোট গর্তের নিকট উপস্থিত হন ঐ ছোট গর্ত থেকে একটি ষাঁড় বের হয় ও পুনরায় তার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে জিবরাইল (আ.) এটা কি? তিনি বলেনঃ এ ব্যক্তি নিজের মুখ দিয়ে গলদ কথাবার্তা বলতো। তারপর পস্তাতো ও শুধরে নিতে চাইতো। কিন্তু একবার বেরিয়ে গেলে তা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পারা যাবে?

(তারগীব ও তারহীব)

عَنْ شَفِيِّ بْنِ مَاتِعِنِ الْاَصْبَاحِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اَنَّهُ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُؤْذُوْنَ اَهْلَ النَّارِ عَلٰى مَابِهِمْ مِنَ الْاَذٰى يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ يَدْعُوْنَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُوْرِ يَقُوْلُ اَهْلُ النَّارِ

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مَابَالُ هٰؤُلَاءِ قَدْاٰذَوْنَاعَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى؟ قَالَ : فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَمْرٍ وَرَجُلٌ يَجُرُّ اَمْعَاءَهُ وَرَجُلٌ يَّسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَاْكُلُ لَحْمَهُ قَالَ فَيُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوْتِ مَابَالُ الْاَبْعَدِ قَدْ اٰذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ مَاتَ وَفِىْ عُنُقِهٖ اَمْوَالُ النَّاسِ مَايَجِدُ لَهَا قَضَاءً اَوْ وَفَاءً ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَجُرُّ اَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْاَبْعَدِ قَدْ اٰذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ لَايُبَالِىْ اِبْنَ اَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَايَغْسِلُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَّدَمًا، مَا بَالُ الْاَبْعَدُ قَدْ اٰذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَقِفُ عَلٰى كَلِمَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَاكَمَا يَسْتَلِذُّ الرَّفَثُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَاْكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالَ الْاَبْعَدَ قَدْ اٰذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَاْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ وَيَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ

হযরত শাফী ইবনে মাতে' (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জাহান্নামের মধ্যে চার ব্যক্তি এমন হবে যাদের জন্যে জাহান্নামবাসীরাও অসুবিধার মধ্যে পড়বে। তারা ফুটন্ত পানি ও লেলিহান আগুনের মাঝে দৌড়াতে থাকবে ও হায় হায়' করে চিৎকার করতে থাকবে। জাহান্নামবাসীরা একে অপরকে বলবেঃ আমরা তো এমনিতেই কষ্টের মধ্যে পড়েছিলাম, এসব দুর্ভাগারা এসে আমাদের আরও অধিক বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ এই চার ব্যক্তির মধ্যে একজনকে আগুনের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে ও সে সেই বেরিয়ে পড়া নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে, তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হতে থাকবে এবং চতুর্থ ব্যক্তি নিজের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকবে।

সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ জাহান্নামীকে দেখে অন্যান্য লোক বলবে ঃ এই দুর্ভাগা ব্যক্তি, যার পেরেশানির কারণে আমরাও কষ্টের মধ্যে পড়েছি, সে দুনিয়াতে কি করেছিলো, কোন্ অপরাধের কারণে তাকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে? আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ এ এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে যে, তার কাছে অনেকের অর্থ ছিলো, তার ক্ষমতাও ছিলো, কিন্তু সে অন্যের আমানত ফিরিয়ে দেয়নি ও ঋণ পরিশোধ করেনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করতো না। এভাবে যখন তারা তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ যেমন ভাবে ব্যভিচারিরা অশ্লীল কথা থেকে আনন্দ পায়, তেমনিভাবে এই ব্যক্তি মন্দ কথার প্রতি আকৃষ্ট হতো। আর পরিশেষে জাহান্নামবাসীরা যে নিজের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলো, সেই ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ ঐ ব্যক্তি মানুষকে অন্যের চোখে হেয় করার জন্যে তার পিছনে তার দোষ বর্ণনা করতো এবং যাতে মানুষের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও তারা পরস্পর লড়াই ঝগড়া করে, তার জন্যে সে এদিক ওদিক চুগলী করে বেড়াতো। (তারগীব ও তারহীব)

ইবাদত

ইবাদত শব্দটির মূল হচ্ছে عبد থেকে -অর্থ গোলাম। গোলামের কাজ মনিবের নির্দেশ মেনে চলা। মনিবের নির্দেশ অমান্য করার এবং মনিবকে নির্দেশ করার কোন অধিকার গোলামের নেই। মানুষের মনিব হচ্ছেন মহান আল্লাহ আর মানুষ হচ্ছে তাঁর গোলাম। আল্লাহর বিধান নিরঙ্কুশ ভাবে মেনে চলাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাঁর কোন বিধান, অমান্য, অস্বীকার ও লংঘন করার কোন অধিকার মানুষের নেই। মহান আল্লাহর বিধান, নির্দেশ ও নিয়ম কানুন মেনে চলার নামই হচ্ছে ইবাদত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (যারিয়াত-৫৬) অর্থাৎ মানব জাতিকে মহান আল্লাহর জীবন বিধান মেনে চলার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহর বিধান ব্যতীত কারো বিধান মেনে চললে মনিবের অবাধ্য হয়ে যায় এবং তার সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষের প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান মোতাবেক করাই ইবাদত। ইসলামে ইবাদতের ধারণা অতি ব্যাপক। নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব ও যাকাত ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত। এসব অনুষ্ঠান মানুষের গোটা জীবনকে, মানুষের প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করার কারখানা। যারা বুনিয়াদী ইবাদতকে শুধু আল্লাহর ইবাদত মনে করে বাকী জীবনের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধান মেনে ইবাদত করার প্রয়োজন বোধ করে না, তারা ইবাদত সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছে।

ইবাদতের ব্যাপক ধারণা

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

সৎকর্ম এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে, বরং সৎকাজ হচ্ছে, ঈমান পোষণ করা আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশতাদের ওপর এবং সকল নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীত দাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত অঙ্গিকার সম্পাদনকারী এবং অভাবে-রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী আর তারাই মুত্তাকী। (বাকারা-১৭৭)

عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَ نَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ فِى بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِى اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرًا فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রতিবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা একটি সদকা, প্রতিবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলা একটি সদকা, ভালো কাজের নির্দেশ দান একটি সদকা, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া একটি সদকা এবং তোমাদের কারো স্ত্রী-সহবাসও একটি সদকা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রী সহবাসেও সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেনঃ তোমরা কি মনে কর! সে যদি হারাম পথে তার কামলালসা চরিতার্থ করত তবে সে কি গুনাহগার হত না? অনুরূপভাবে সে যখন বৈধপথে নিজের কামনা চরিতার্থ করল-তখন সে সওয়াবেরও অধিকারী হবে। (মুসলিম)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ وَ مَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তুমি নিজে যে খাবার খাও, তা তোমাদের জন্য সদকা, তুমি তোমার সন্তানদেরকে যা খাওয়াও, তাও তোমার জন্য সদকা, তুমি তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও, তাও তোমার জন্য সদকা এবং তুমি তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ প্রত্যেকটি সৎকর্মই সদকা। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَ اَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ সামান্য নেকীর কাজকেও নগণ্য মনে কর না, তোমার কোন ভাইর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও পুণ্যের কাজ এবং তোমার বালতির পানি তোমার ভাইয়ের পাত্রে ঢেলে দেওয়াও পূণ্যের কাজ। (তিরমিযী)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاسْتَطَاعَ اِلاَّ تَقُوْمَ حَتّٰي يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا فَلَهٗ بِذَالِكَ اَجْرٌ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ যদি কিয়ামত এসে যায় এবং তোমাদের কারো হাতে চারাগাছ থেকে থাকে এবং সে তা রোপণ করার মত সময় পায় তাহলে সে যেন তা রোপণ করে দেয়। কেননা সে এ কাজের জন্যও প্রতিদান পাবে। (ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের নির্বাচিত-হাদীস)

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) جَالِسٌ اِذَا ضَحِكَ فَقَالَ اَلاَ تَسْئَلُوْنِيْ مِمَّا اَضْحَكُ؟ فَقَالُوْا مِمَّا تَضْحَكُ؟ قَالَ عَجَبًا مِنْ اَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّهٗ لَهٗ خَيْرٌ اِنْ اَصَابَهٗ مَا يَكْرَهُ فَصَبَرَ كَانَ لَهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ اَمْرُهٗ خَيْرٌ لَهٗ اِلاَّ الْمُؤْمِنُ

সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) বসা অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ তিনি হেসে দিলেন। তিনি বললেন, আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেনঃ আশ্চর্যের বিষয়, মুমিন ব্যক্তির প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। যদি তার পছন্দনীয় কিছু হস্তগত হয়, এ জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর তার অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো প্রতিটি কাজ কল্যাণকর নয়। (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, দারামী)

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلاَةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) কে আমি বলতে শুনেছিঃ ইসলামের বুনিয়াদ (ভিত্তি) পাঁচটিঃ (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল-এ সাক্ষ্য দান করা (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ পালন করা ও (৫) রমযানের রোজা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামকে একটি ঘরের সাথে তুলনা করে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়কে স্তম্ভের (খুটির) সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় ইসলামী ঘরের শুধু স্তম্ভ, পূর্ণ ঘর নয়। এ পাঁচটিকে ইসলামের পূর্ণ ঘর মনে করা ভুল। ঘর বলতে হলে তার স্তম্ভ, দেয়াল, ছাদ, দরজা, জানালা সবই প্রয়োজন। তাই যারা পূর্ণ মুসলমান হতে চায় তাদেরকে তার বুনিয়াদী ইবাদতের সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে ইসলামের ঘরের স্তম্ভের সাথে সাথে দেয়াল, ছাদ, দরজা ও জানালার কাজ পূর্ণ হয়ে একটি সুন্দর ঘরে পরিণত হবে।

তাহারাত

পবিত্রতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ইবাদতের জন্য জরুরী।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে ভাল বাসেন। (বাকারা-২২২)

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম)

পবিত্রতা ও ইবাদত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেনঃ পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই কবুল করা হয় না। (তিরমিযী)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَيَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ পবিত্রতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لاَيَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ

ইবনে ওমর, থেকে বর্ণিতঃ নবী (স.) বলেছেনঃ নাপাক শরীরে ও হায়েয অবস্থায় কুরআনের কোন অংশ পড়বে না।

বিনা অজুতে কুরআন পড়া যাবে কিন্তু কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। আর নাপাক অবস্থায় অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসের পর ও হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়া যাবে না, তবে অন্যান্য যিকির করা যাবে।

পবিত্রতার কল্যাণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قطرة الماء اَوْ نَحْوِ هٰذَا وَ اِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرَةِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّامِنَ الذُّنُوْبِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ মুসলমান বা মুমিন বান্দা যখন অযু করে এবং তাতে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমন্ডল থেকে সর্ব প্রকার গুনা বের হয়ে যায়। যা সে দু'চক্ষু দ্বারা করেছে, তা বের হয়ে যায় অযুর পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সংগে কিংবা এরকম কিছু বলেছেন। আর যখন তার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তার হাতদ্বারা কৃত সকল গুনা হস্তদ্বয় হতে পানির সংগে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। (তিরমিযী)

অযু

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ
اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্ত দ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দু'টি টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। (মায়েদা-৬)

অযু করার পদ্ধতি

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رضـ) اَنَّهُ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلٰثَ
مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ
غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ
بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) تَوَضَّاَ نَحْوَ وَضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ
وَضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَاللّٰهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি (এক দিন পানি ভরা) পাত্র আনতে বললেন। অতঃপর তিনি তাঁর দু'কবজির উপর তিনবার পানি ঢাললেন ও কবজিদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে তাঁর ডান হাত ঢুকালেন এবং পানি উঠালেন ও কুলি করলেন, পরে নাকের ছিদ্রদ্বয় পানি দ্বারা ধৌত করলেন। তারপর তাঁর মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত দু'হাত তিন বার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি রাসূলে করীম (স.) কে ঠিক এরূপ অযু করতে দেখেছি যেমন আমি অযু করলাম। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মত অযু করবে ও তার পর দু'রাকাত নামায পড়বে এমন ভাবে যে, নামাযের রাকাত দ্বয়ের মাঝে তার মনে কোন খারাপ চিন্তা-ভাবনা আসবে না, আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

কুরআনের উক্ত আয়াত ও হাদীসে অযুর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অযু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ অযু করার শুরুতে যে লোকে বিসমিল্লাহ বলে নাই, তার অযুই শুদ্ধ হয় নাই। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

অযুর পর রুমাল ব্যবহার

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেছি, তিনি যখন অযু করতেন, তখন তাঁর কাপড়ের এক অংশ দ্বারা তাঁর মুখ মন্ডল মুছে ফেলতেন। (তিরমিযী)

গোসল

ফরজ গোসল

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

তোমরা যদি অপবিত্র থাক তাহলে তোমরা পবিত্রতা অর্জন কর। (মায়েদা-৬)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْاَرْبَعِ ثُمَّ اَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ স্বামী-স্ত্রী যখন চারশাখা মিলিয়ে বসে ও এক (পুরুষের) লিঙ্গ অপর (স্ত্রীর) লিঙ্গের সাথে মিলিত হয় তখনই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, তিরমিযী)

ফরজ গোসলের পদ্ধতি

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَاْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْ قَدِاسْتَبْرَأَ اَحْفَنَ عَلٰي رَاْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমেই স্বীয় দু'খানা হাত ধৌত করতেন। পরে ডান হাতে বাম দিকে পানি ফেলে স্বীয় লজ্জাস্থান সমূহ ধুইতেন, তারপর অযু করতেন ঠিক সে রকম, যেমন নামায পড়ার জন্য করা হয়। পরে পানি নিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পৌঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি মনে

করতেন যে, তিনি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভালোভাবে পানি পৌঁছিয়েছেন, তখন দুহাত ভরে-ভরে মাথার উপর পানি ফেলতেন। পরে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। সর্বশেষে দু'পা ধুইতেন। (বুখারী, মুসলিম)

জুমা'আর দিনের গোসল

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট যখন জুম'আর দিন উপস্থিত হয়, তখন তোমরা অবশ্যই গোসল করবে। (বুখারী-মুসলিম)

ঈদের দিনের গোসল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْاَضْحٰى

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) রোযার ঈদ ও কুরবানীর ঈদে গোসল করতেন। (ইবনে মাযা)

প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ প্রস্রাবই বেশীরভাগ কবর আযাবের কারণ হবে। (আহমদ)

পায়খানা-প্রস্রাবের দোয়া

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন ঃ প্রস্রাব-পায়খানার এসব স্থান নিকৃষ্ট ধরনের জীব (শয়তান ইত্যাদি) থাকার জায়গা। অতএব তোমরা যখন পায়খানা-প্রস্রাবে প্রবেশ করবে, তখন প্রথমেই এ দোয়া পড়বেঃ আমি সব খবীস ও খবীসীনী হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

মিসওয়াক করার রীতি

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ মিসওয়াক করলে যেমন মুখ পবিত্র ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তেমনি এতে আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়। (আহমদ-নাসাঈ)

قَالَ النَّبِىُّ (صـ) صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ

নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ মিসওয়াকসহ অযূ করে নামায পড়া মিসওয়াক না করে নামায অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক সওয়াব। (মুসনাদে আহমদ)

পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِىُّ (صـ) اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ اِكْوَةٍ فَاسْتَنْجَىْ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন পায়খানায় যেতেন, আমি তাঁর জন্য একটি পাত্রে পানি নিয়ে এগিয়ে যেতাম। তিনি তা দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করে পবিত্রতা লাভ করতেন। পরে তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এর পর আমি আরেক পাত্রে পানি নিয়ে আসলে তিনি তদ্বারা অযূ করতেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِيْبُ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَاْمُرُ بِثَلاَثَةَ اَحْجَارٍ وَّ يَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ আমি তোমাদের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় জ্ঞান) শিক্ষা দিচ্ছি। তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন যেন কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলাকে পিছনে ফেলে না বসে। কেউ তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা লাভের কাজ না করে। এজন্য তিনি তিন খণ্ড পাথর ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। (আবু দাউদ, দারামী, ইবনে মাযা)

হায়েজ ও নিফাস

কোন রোগ ব্যতীত স্ত্রী লোকদের জরায়ূ হতে প্রতি মাসে যে রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে "হায়েজ" (ঋতু) বলে। উহার সময় কমের পক্ষে তিন দিন তিন রাত ও বেশীর সীমা দশ দিন দশ রাত। আর সন্তান হলে যে রক্ত স্রাব হয় তাকে 'নেফাস' বলে। ইহার সময় কমের কোন সীমা নেই, তবে বেশীর সীমা চল্লিশ দিন। হায়েজ ও নিফাসের সময় নামাজ ও রোজা নিষেধ। তবে রোজার কাজা আদায় করতে হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

তারা আপনাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন উহা নাপাকি। অতএব তাদের থেকে সরে থাকবে এবং নিকটে যাবে না। (তাদের সাথে সহবাস করবে না) যতক্ষণ না তারা পাক হয়। (বাকারা-২২২)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَايَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ مَافَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَالِكَ

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল (স.) আমার স্ত্রীর সহিত আমার কি কি করা হালাল যখন সে হায়েজ অবস্থায় থাকে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তহবন্দের উপর (যা করতে চাও হালাল) কিন্তু ইহা হতে বিরত থাকাই উত্তম। (রজীন, মিশকাত)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهٖ وهى حائض فليتصدق بنصف دينار

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সহিত হায়েজ অবস্থায় মিলিত হয় তখন সে যেন অর্ধ দীনার সাদকা করে। (মেশকাত)

وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَّ تَصُوْمُ وَتُصَلِّى

আদী বিন ছাবেত তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) মোস্তাহাজা (রুগ্ন স্ত্রীলোক যার লজ্জা স্থান হতে রক্তস্রাব হয়) স্ত্রী লোক সম্পর্কে বলেন ঃ সে নামায ছাড়িয়ে দিবে সে সকল দিনে যে সকল দিনে সে হায়েজগ্রস্ত হত। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাজের সময় তাজা ওজু করে নিবে। আর রোজা রাখবে ও নামায পড়বে। (তিরমিযী-আবু দাউদ)

হায়েজ শেষ হলে গোসল করে পবিত্রতা লাভ করতে হবে। হায়েজের স্বাভাবিক মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে রক্তস্রাব হলে তাকে ইস্তেহাজা বলে। ইস্তেহাজার সময় নামাজ ও রোজা রীতিমত করতে হবে। এ সময় নামাজ পড়ার জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ওজু করে নিতে হবে, গোসল করার প্রয়োজন হবে না।

তায়াম্মুম

ধুলা, বালি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

তোমরা যদি অসুস্থ-রোগাক্রান্ত হও; কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রশ্রাব করে আসে বা স্ত্রী সহবাস করে থাকে কিন্তু পানি না পাওয়া যায়, তাহলে পবিত্র মাটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। আর তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের দু'হাত মসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দোষ ও গুনাহ মাফকারী। (নিসা-৪৩)

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

عَنْ عَمَّارٍ (رضـ) جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَاتَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَ اَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ (صـ) بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) নিকট এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, (গোসল করা প্রয়োজন) কিন্তু পানি পাই না, এরূপ অবস্থায় আমার কি করা প্রয়োজন। লোকটির এরূপ প্রশ্ন শুনে আমি হযরত উমরকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এক সময় আমি ও আপনি সফরে ছিলাম। তখন গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। আপনি পানি না পাওয়ায় নামায পড়লেন না। আর আমি সমস্ত শরীরে বালু মেখে বালু গোসল করলাম। পরে নবী করিম (স.)-কে এ ঘটনা বলার পর তিনি বলেন ঃ তোমার শুধু এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল– (এই বলে) তিনি তাঁর দু'খানা হাত মাটির উপর ফেললেন এবং তাতে ফুৎকার দিয়ে মাটির কণা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর সেই হাত দ্বারা স্বীয় মুখমন্ডল ও বাহু দু'খানা মলে দিলেন। (বুখারী)

আযান

নামাজের জন্য জামায়াতে হাযির হওয়ার আহবান

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ

মুয়াযযিন আযান দিয়েছে। (আরাফ-৪৪)

اِذَانُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। (জুময়া-৯)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذِّنُوْنَ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمْ لِلصَّلٰوةِ اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, যে তিনজন লোক একত্রে থেকে আযান দিবে না ও একত্রে নামায কায়েম করবে না, শয়তান তাদেরকে পরাস্ত করে নিবে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া অতঃপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব।

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) عَلَّمَهُ هٰذَا الْاَذَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ اِسْحٰقُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আবু মাসুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) তাকে আযান দেয়ার এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) দুবার, আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু (আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই) দু'বার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল) দু'বার বলতে হবে। অতঃপর এ সাক্ষ্যদ্বয় পুনরায় দু'বার করে উচ্চারণ করবে। তারপর হাই-আলাসসালাহ্ (নামাজের জন্য আস) দু'বার ও হাই-আলালফালাহ (কল্যাণের দিকে আস) দু'বার বলবে। ইসহাক বাড়িয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আকবর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু একবার বলবে। (মুসলিম)

عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْاَذَانَ وَقَالَ اِذَا كُنْتَ فِى اَذَانِ الصُّبْحِ فَقُلْتَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

আবু মাহযুরা (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রাসূলে করিম (স) আযান শিক্ষা দিয়েছেন, ফজরের হাই আলাল ফালাহ বলার পর আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম (ঘুম হতে নামাজ উত্তম) বলবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

সালাত

সালাত আরবী শব্দ। আমাদের দেশে নামাজ। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অবনত করা ও বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায় রুকু, সাজদা সহ শরিয়তের নিয়ম মোতাবেক ইবাদত করাকে নামাজ বলে। নামাজ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হিযরতের এক বৎসর পূর্বে মিরাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়।

নামাজ ফরজ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

তোমরা নামাজ কায়েম কর। (হুদ-১১৪)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

তোমরা সালাত কায়েম কর। (বাকারা-১১০)

حٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও। (আল বাকারা-২৩৮)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَمْسُ صَلَوٰتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوءَ هُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ اَتَمَّ رُكُوْ عَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সময়মত সালাত আদায় করেছেন এবং রুকু সেজদায় খেয়াল রেখে মনোনিবেশের সাথে সালাত আদায় করে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে তা করবে না, তার অপরাধ মাফ করে দেয়া সম্পর্কে আল্লাহর কোন দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করতে পারেন, এবং ইচ্ছা করলে আযাবও দিতে পারেন। (আবু দাউদ)

নামায ত্যাগ করা কুফরি

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلاَّ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَ لاَيَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করছে। আর তারা সালাতে অলসতার সাথে আসে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ ব্যয় করে। (তাওবা-৫৪)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন ঃ বান্দা ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ। (মুসলিম)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلٰوةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গিকার আছে, তা হলো সালাত। সুতরাং যে সালাত ত্যাগ করবে সে (প্রকাশ্যে) কুফরি করছে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

নামাজ মানুষকে পবিত্র করে

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। (আনকাবুত-৪৫)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الصَّلٰوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اِلٰى الْجُمْعَةِ وَ رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانِ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, এক জুমুয়ার নামাজ থেকে অপর জুমুয়ার নামায ও এক রমযানের রোজা থেকে অপর রমযানের রোজা কাফফারা হয় সে সব গুনাহের জন্যে, যা এদের মধ্যবর্তী সময় হয় যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (মুসলিম)

অর্থাৎ নামায ও রোজা মানুষের সকল সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়, কিন্তু কবিরা গুনাহ মাফ হয় না।

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ আচ্ছা বলতঃ যদি তোমাদের কার দরজায় একটি নহর (খাল) থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে ময়লা বাকী থাকতে পারে? তারা জবাব দিল, না, কোন ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ এরূপই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এর বিনিময় আল্লাহ (নামাজির) অপরাধসমূহ মুছে ফেলে দেন। (বুখারী-মুসলিম)

নামাজের বয়স

عَنْ عَمَرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مُرُوْا اَوْ لَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَ هُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَ فَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

উমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয়। আর দশ বছর হলে তাকে প্রহার কর, আর তাদেরকে বিছানা থেকে পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

নামাজের সময়

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। নামাজ পড় সন্ধ্যায় (মাগরিব ও এশায়) ও সকালে (ফজর) এবং বৈকালে (আছর) ও দ্বিপ্রহরে (জোহর)। আসমান ও জমীনে সকল প্রশংসা তারই। (রোম-১৭-১৮)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا وَ مِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয় আপনি ধৈর্য ধারুন করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরে) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, রাত্রের কিছু অংশ (মাগরিব ও এশায়) ও দিবাভাগে (যোহর) সম্ভবতঃ আপনি তাতে সন্তুষ্ট হবেন। (ত্বাহা-১২০)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَّ اٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَ اِنَّ اٰخِرَ وَ قْتِهَا حِيْنَ تَصْفُرُّ الشَّمْسُ وَ اِنَّ اَوَّلَ وُقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَ اِنَّ اٰخِرَ وَ قْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ اِنَّ اٰخِرَ وَ قْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স.) বলেছেনঃ প্রত্যেক নামাযেরই একটা প্রথম সময় রয়েছে এবং একটা শেষ সময় রয়েছে। তার বিবরণ এই যে, (১) জোহরের নামাজের প্রথম সময় শুরু হয় তখন, যখন সূর্য মধ্য আকাশ হতে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়ে। তার শেষ সময় আসরের নামাজের শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। (২) আসরের নামাজের সময় শুরু হয় তার সময় সূচিত হওয়ার সঙ্গেই। আর শেষ হয় তখন, যখন সূর্য রশ্মি হরিৎ বর্ণ ধারণ করে। (৩) মাগরিব নামাজের সময় শুরু হয় যখন সূর্যাস্ত ঘটে। আর তার শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে, যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম লালিমা নিঃশেষে মুছে যায়। (৪) এশার নামাজের প্রথম সময় শুরু হয় যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম আভা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার শেষ সময় দীর্ঘায়িত হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত। (৫) আর ফযরের নামাজের প্রথম সময় শুরু হয় প্রথম উষার উদয় লগ্নে তার শেষ সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। (তিরমিযী)

নামাজের নিষিদ্ধ সময়

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ

উকবা ইবন আমের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে তিন সময় নামাজ পড়তে অথবা মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করেছেন, (১) সূর্য যখন আলোকময় হয়ে উঠে, যতক্ষণ তা কিছু উপরে উঠে যায়। (২) সূর্য যখন স্থির হয়ে দাঁড়ায় দ্বিপ্রহরে, যে যাবৎ না পশ্চিমে ঢলে পড়ে এবং (৩) সূর্য যখন অস্ত যেতে থাকে, যে যাবৎ না উহা সম্পূর্ণ অস্তমিত হয়।

নামাজ পড়ার পদ্ধতি

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

আল্লাহর জন্য এমন ভাবে দাঁড়াও, যেমন অনুগত দাস, দন্ডায়মান হয়ে থাকে। (বাকারা-২৩৮)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ

হে ঈমানদারগণ! রুকু এবং সাজদা কর, তোমাদের প্রভুর এবাদত কর। (হজ্জ-৭৭)

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

তোমাদের জন্য যা সহজ ও সম্ভব, তা তোমরা কুরআন থেকে পড়। (মুয্যাম্মিল-২০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلٰى الصَّلٰوةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, পূর্ণরূপে অজু করবে, অতঃপর কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে, তারপর তোমার পক্ষে যা সহজ কুরআন থেকে পড়বে। তারপর শান্ত ভাবে রুকু করবে করবে। তার পর মাথা উঠাবে যথাযথভাবে, অতঃপর শান্তভাবে সাজদা করবে এবং শান্তভাবে বসবে, তারপর দ্বিতীয় সাজদা করবে শান্তভাবে। অতঃপর সকল নামাজ এরূপ আদায় করবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাযা, নাসাঈ)

وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَاسَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ وَاِذَاجَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ نَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ

আবু হুমাইদ ছায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখেছি তিনি যখন তাকবীর বলতেন, দুহাত কাধ বরাবর উঠাতেন, যখন রুকু করতেন, দুহাত দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন যাতে প্রত্যেক গাইট নিজস্থানে পৌঁছে যেত। যখন সাজদা করতেন, দুহাত

রাখতেন জমিনে না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে এবং দু পায়ের অঙ্গুলী সমূহের মাথা কেবলামুখী করে রাখতেন। যখন দু রাকাত পড়ে বসতেন নিজের বামপায়ের ওপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। যখন শেষ রাক'আতে বসতেন, বাড়িয়ে দিতেন বাম পা, খাড়া রাখতেন অন্য পা এবং বসতেন পাছার উপর। (বুখারী)

বসে ও শুয়ে নামাজ পড়া

وَ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ وَالْاَفَا وْمِ

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেনঃ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়। তবে যদি অক্ষম হও, বসে নামাজ পড়। আর তাও যদি সম্ভব না হয়, কাত হয়ে শুয়ে নামাজ পড়। এটা সম্ভব না হলে ইশারা করে নামাজ পড়। (বুখারী)

সূরা ফাতেহা পড়া

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ওবাদা ইবন ছামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ যে সূরা ফাতেহা পড়ে নি, তার নামাজ হায়নি। (বুখারী, মুসলিম)

রুকু ও সাজদার দোয়া

وَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّ اتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهٗ وَ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَ اِذَاسَجَدَ فَقَالَ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلَاثَ مَرَّ اتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهٗ وَ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ

আউন ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলল্লাহ (ছ.) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রুকু করে এবং তিনবার সোবহানা রাব্বিয়াল আজিম বলে, তখন তার রুকু পূর্ণ হয় এবং এটা সর্ব নিম্ন পরিমাণ। এভাবে যখন সে সাজদা করে এবং সেজদায় তিনবার ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলে, তখন তার সাজদা পূর্ণ হয়; এটা সর্বনিম্ন পরিমাণ। (তিরমিযি-আবুদাউদ)

সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ اَشَارَ بِيَدِهٖ عَلٰى اَنِفِهٖ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি, তা হল কপাল, তারপর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, নাক, দু'হাত, দু'হাটু এবং দু'পায়ের অঙ্গুলির দিকে। তুমি নামাজে কাপড় টেন না এবং চুল ঠিক কর না। (বুখারী)

সুন্নত নামাজ

وَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ

উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোকটি দিন ও রাত্রির মধ্যে মোট বার রাকআত নামায (সুন্নাত) পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একখানি ঘর নির্মিত হবে। তা জোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু রাক'আত, মাগরিরে পর দু'রাক'আত, এশার পর দু'রাকআত, আর ফজরের পূর্বে ভোরের নামায দুরাক'আত। (তিরমিযী)

ইকামত শুরু হওয়ার পর সুন্নত পড়া

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ يَافُلاَنُ بِاَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ بِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا

(আব্দুল্লাহ ইবনে মারজাস (র.) হতে বর্ণিত) এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন মসজিদের এক পাশে দাঁড়িয়ে দুরাক'আত সুন্নত পড়লেন। পরে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে জামায়াতে শরীক হলেন। নবী করীম (স.) নামাযের সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে ব্যক্তি, তুমি কোন্ নামাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে? তোমার নিজের নামায, না আমাদের সঙ্গে তোমার নামায নিয়ে? (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

এ হাদীসে জানা যায়, ফরজের জামায়াতের সময় সুন্নত পড়ার প্রতি আল্লাহর রাসূল অসন্তোস প্রকাশ করেছেন। পড়তে একেবারে নিষেধ করেন নি এবং যা পড়েছেন, তা আবার পড়তেও বলেন নি। এ থেকে ফরজ শুরু হওয়ার পর সুন্নাত পড়া জায়েয মনে হয় যদিও মাকরুহ।

ফজরের না পড়া সুন্নত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَابَعْدَ مَاتَطْلُعُ الشَّمْسُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোক ফজরের সুন্নত দু'রাক'আত পড়েনি। সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে পড়ে নেয়। (তিরমিযী)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهٖ قَيْسٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ اِنْصَرَفَ النَّبِيُّ فَوَجَدَنِىْ اُصَلِّىْ فَقَالَ مَهْلاً اَصَلاَتَانِ مَعًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ رَكَعْتَىِ الْفَجْرِ قَالَ فَلاَ اِذَنْ

মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তাঁর দাদা কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স.) বের হয়ে আসলেন। তখন নামাযের ইকামত বলা হল ও আমি তাঁর সঙ্গে ফজরের ফরজ নামায পড়লাম। পরে নবী করীম (স.) (পিছনের দিকে) ফিরলেন ও আমাকে নামায পড়তে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে কায়েস! তুমি কি এক সঙ্গে দুই নামায পড়ছ? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আত পড়িনি (তাই এখন পড়লাম)। তিনি ইহা শুনে বললেন, তা হলে আপত্তি নেই। (তিরমিযী)

কেউ যদি সূর্য উঠার পর সুন্নাত নামাজ পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ফজরের ফরজ নামাজের পরে সূর্য উঠার পূর্বেই পড়ে নেয়া উত্তম। আর সুযোগ থাকলে সূর্য উঠার পরে পড়াই ভাল।

জোহরের না পড়া চার রাক'আত সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে না পারলে তিনি তা পরে পড়ে নিতেন। (তিরমিযী)

আসরের চার রাক'আত সুন্নাত

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) رَحِمَ اللّٰهُ امْرَءً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ আল্লাহ রহম করুন সে ব্যক্তির প্রতি যে আছরের পূর্বে চার রাক'আত নামাজ পড়েছে। (আহমদ, তিরমিযী)

তাহাজ্জুদ নামাজ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার জন্য নফল। এটা অসম্ভব নয় যে, তোমার মাবুদ তোমাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (আসরা-৭৯)

وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

হযরত মাসরুক (রঃ) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রাত্রের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত তা সাত, নয় ও এগার রাকাত ছিল। (বেতের পড়তেন তাই বেজোড় হত)। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَاةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, ফরজের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম নামাজ হল রাত্রির নামাজ। (আহমেদ)

জামায়াতে নামাজ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেনঃ জামায়াতের সাথে পড়া নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) فَقَدَاُنَاسٍ فِىْ بَعْضِ الصَّلٰوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرُ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحَزْمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। কোন নামাযে নবী করীম (স.) কিছু সংখ্যক লোককে দেখতে পেলেন না। তিনি বললেনঃ আমি মনস্থ করেছি যে, কাউকে লোকদের নামাজে ইমামতি করতে লাগিয়ে দিয়ে তাদের নিকট চলে যাই, যারা নামাজে অনুপস্থিত থাকে, অতঃপর কাঠ জমা করে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে বলি। (বুখারী-মুসলিম)

মহিলাদের জামায়াতে নামাজ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَاتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

ইবনে উমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে বাঁধা দেবে না কিন্তু ঘর তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ)

জামায়াতের কাতার সোজা করা

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ

আনাস হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ তোমরা সকলে নামাজের কাতার সমূহ সমান সমান করে লও। কেননা কাতার সোজা ও সমান করার ব্যাপারটি সঠিকভাবে নামায কায়েম করার একটি অংশ বিশেষ। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُسَوِّ صُفُوْفَنَا إِذَاقُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ

নোমান ইবন বশির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতাম, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাতার ঠিক করে দিতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে যেতাম, তিনি তাকবীর বলতেন। (আবু দাউদ)

নামাজের শুরু ও শেষ

عَنْ أَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَ تَحْرِيْمُهَاالتَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيْلُ هَا التَّسْلِيْمُ وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَ سُوْرَةٍ فِى فَرِ يْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

আবু সঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ নামাজ শুরু করার উপায় হল পবিত্রতা অর্জন করা, নামাজের তাহরীমা বাধতে হয় তাকবীর বলে এবং একে শেষ করতে হয় সালাম ফিরিয়ে। আর তার নামাজ হয় না, যে আলহামদু সূরা পড়ার পর আর একটি সূরা না পড়ে। তা ফরজ নামাজ হোক আর অন্য। (তিরমিযী, আবু দাউদ, বুখারী, মুসলিম)

নামাজে তাশাহুদ পাঠ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلٰوتِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَاءَ

আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়তে গিয়ে আমরা বলতামঃ আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম। এ সময় একদিন রাসূলে করীম (স.) আমাদেরকে বললেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহই হচ্ছে সালাম, কাজেই তোমাদের কেউ যখন নামাজে বসবে, তখন সে যেন বলেঃ আল্লাহর জন্যই সব সালাম সম্বর্ধনা, সব নামাজ দোয়া ও সব পবিত্র বাণী। হে নবী! তোমার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং বরকত সালাম ও শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের প্রতিও আল্লাহর সব নেক বান্দার প্রতিও। একথা যখন বলা হবে তখন এ বাক্য সমূহ আসমান ও জমীনে অবস্থিত আল্লাহর সব নেক বান্দার জন্য পৌঁছে দেয়া হয়। (এর পর বলবে) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা দোয়া করবে। (মুসলিম)

নামাজে দরুদ পাঠ

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَنَحْنُ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ (رضـ) اَمَرَ نَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। আমাদের নিকট নবী করীম (স.) এক সময় আসলেন, যখন আমরা সাদ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর মজলিসে বসেছিলাম। তখন বশীর ইবনে সাদ (রাঃ) রাসূলে করীম (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন; আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দরুদ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কি ভাবে ও কেমন করে আপনার প্রতি দরুদ পড়ব? অতঃপর রাসূলে করীম (স.) চুপ করে থাকলেন। তখন আমাদের মনে হল, তাঁকে যেন কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কিছুক্ষণ পর রাসূলে করীম (স.) বললেনঃ তোমরা বলঃ হে আল্লাহ মুহাম্মদ ও তাঁর লোকদের প্রতি রহমত দাও, যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও ইব্রাহীমের লোকদের প্রতি রহমত দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের লোকদের প্রতি বরকত দাও, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের লোকদের বরকত দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র। এর পর সালাম যেমন তোমরা জান। (তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ)

জুম'আর নামাজ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

জুম'আর দিনে নামাযের জন্য যখন ঘোষণা দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকরের দিকে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও। (জুময়া)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَحْضُرُوْا الْجُمُعَةَ وَاُدْنُوْا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ الْجُمُعَةَ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَ اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِهَا

সামরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ তোমরা জুম'আর নামাজে হাজির হও এবং ইমামের নিকট দাঁড়াও। কেননা যে ব্যক্তি জুম'আর নামাজে সকলের পিছনে উপস্থিত হবে, পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সকলের পিছনে। অথচ সে নিশ্চয়ই উহার উপযুক্ত। (মুসনাদে আহমদ)

জুম'আর নামাজে গুরুত্ব

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ

তারেক ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ জুম'আর নামায সঠিক–সত্য বিধান। তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামা'য়াতে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার পর্যায়ের মানুষ এ বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত। তারা হলঃ কৃতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও রোগী। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِى الْجَعْدِىِّ الضَّمْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَا وُنًابِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ

আবু জায়াদ যামরী (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পর পর তিনটি জুম'আ বিনা ওযরে ও উপেক্ষাবশত ছেড়ে দিবে আল্লাহ তার দিলে মোহর লাগিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারামী, ইবনে মাযা, মালেক)

জুমা'আর দিনের ফজিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَيْرُيَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ সূর্যোদয় হওয়ার সবগুলি দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হল জুম'আর দিন। এ দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এদিনে তাকে জান্নাতে দাখিল করেছেন এবং এদিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করেছেন এবং এদিনেই তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং কিয়ামত এ জুম'আর দিনেই অনুষ্ঠিত হবে। (মুসলিম)

জুম'আর নামাজ গ্রামে ও শহরে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে করীম (স.)-এর মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করার পর সর্ব প্রথম জুম'আর নামায পড়া হয় বাহরাইনের জাওয়াসাই নামক স্থানে অবস্থিত আব্দুল কাইস মসজিদে। (বুখারী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

আবু দাউদের উস্তাদ উসমান বর্ণনা করেন ঃ

جَوَاثٰى قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ عَبْدُ الْقَيْسِ

জাওয়াসাই আব্দুল কাইস গোত্রের গ্রাম সমূহের একটি গ্রাম।

জুম'আর আযান দু'টি

ইমাম যহরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে

كَانَ بِلَالٌ (رضـ) يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ (صـ) عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا نَزَلَ اقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَالِكَ فِىْ زَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍوٌ عُمَرَ (رضـ)

নবী করীম (স.) যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন বিলাল (রা.) আযান দিতেন। আর তিনি যখন মিম্বরের ওপর হতে নামতেন, তখন তিনি ইকামত বলতেন। পরে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এর সময়ও এ নিয়মই চলছিল। (নাসাঈ)

হযরত উসমান (রা) নামাজের পূর্বের আযান যোগ করা হয়েছে।

জুম'আর সুন্নত নামাজ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَ هَا اَرْبَعًا

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন জুম'আ পড়ে, তবে সে যেন তার পর আরও চার রাক'আত পড়ে। (মুসলিম, তিরমিযী)

وَرَوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا اَرْبَعًا

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি জুম'আর (ফরজের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত (সুন্নত) পড়তেন। (তিরমিযী, তিবরাণী)

জুম'আর খুতবা

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَ يُذَكِّرُ النَّاسَ

জাবির ইবনে সামুরাত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মাঝখানে বসতেন। খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন ও জনগণকে উপদেশ-নসীহত দিতেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)

বিতরের নামাজ

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়বেনা, সে আমার উম্মতের মধ্যে সামিল নয়। (আবু দাউদ)

ঈদের সার্বজনীন উৎসব

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يُخْرِجُ الاَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلّٰى وَ يَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْيَعْتَرْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

উম্মে আতিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স.) দুই ঈদের ময়দানে নাবালিকা, পূর্ণ বয়স্কা, সাংসারিক ও হায়েযসম্পন্ন মহিলাদেরকেও উপস্থিত করতেন। তবে হায়েযসম্পন্না মহিলারা নামাজ হতে দুরে থাকতেন। কিন্তু সর্বসাধারণ মুসলমানদের যখন দ্বীনি দাওয়াত (খুতবা) দেয়া হত তখন তারা তাতে পুরাপরি অংশ গ্রহণ করত। একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, মহিলাদের বাহিরে যাওয়ার জন্য যে মুখাবরণের (চাদর) প্রয়োজন, তা যদি না থাকে, তখন কি করা যাবে হে আল্লাহর রাসূল? জবাবে তিনি বললেন, তার অপর বোন যেন তাকে নিজের মুখাবরণ ধারস্বরূপ দেয়। (তিরমিযী)

মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়ার তাকিদ

وَ عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاْمُرُبَنَاتَهُ وَ نِسَائِهِ اَنْ يَّخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ

আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে করীম (স.), দুই ঈদে নামাজের ময়দানে যাবার জন্য তাঁর কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদেরকে আদেশ করতেন। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رض) قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِاَبِىْ وَ اُمِّىْ اَنْ نَّخْرُجَ

উম্মে আতিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স.) তার জন্য আমার মা ও বাপ উৎসর্গীত হউক আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ঈদের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ)

ঈদের খুতবা

عَنْ سَعَادِ بْنِ اَبِىْ عَكَّاسٍ (رض) قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) صَلَّى الْعِيْدَ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ

সায়াদ ইবনে আক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স.) ঈদের নামাজ আযান-ইকামত ছাড়াই পড়েছেন। তিনি এ সময় দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে আসন গ্রহণ করে পার্থক্য সূচিত করতেন। (মুসনাদে বাজ্জার)

ঈদের নামাজের পদ্ধতি

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى اِلٰى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلَ شَىْءٍ يَبْدَأُبِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَ النَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَ يُوْصِيْهِمْ وَ يَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْيَاْمُرَ بِشَيٍّ اَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স.) ঈদল ফেতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদের ময়দানে চলে যেতেন। সর্বপ্রথম নামায পড়াতেন। নামাজ পড়ানো শেষ হলে লোকদের দিকে ফিরে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন। তখন লোকেরা তাদের কাতারে বসে থাকতেন। এ সময় নবী করীম (স.) লোকদেরকে ওয়াজ নসীহত করতেন, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ শোনাতেন। তখন যদি কোন সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলে কোন দিকে অভিযানে পাঠাবার প্রয়োজন হত তাহলে (দুই ঈদের খুতবার পরে) পাঠাতেন কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে নির্দেশ জারী করা প্রয়োজন মনে করলে। তাও সম্পন্ন করতেন। অতঃপর তিনি (ঈদগাহ হতে) প্রত্যাবর্তন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

মসজিদে ঈদের নামাজ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত।

اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِى يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ (صـ) صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ

একবার ঈদের দিনে বৃষ্টি হওয়ায় নবী করীম (স.) লোকদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে ঈদের নামায আদায় করলেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

ঈদের দিনের কর্মসূচী

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلٰى الْعِيْدِ مَا شِيًا وَ اَنْ تَاْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَن تَخْرُجَ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং বের হওযার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নত-রাসূলে করীম (ছ.)-এর রীতি। (তিরমিযী)

উটের পিঠে চড়ে যাওয়া গাড়ীতে যাওয়া সাম্য বিরোধী তাই আল্লাহর রাসূল ঈদের দিনে সকলের সাথে একাত্মতা ঘোষণার জন্য পায়ে হেঁটে ঈদের ময়দানে আসা-যাওয়া করেছেন।

ইমাম যুহুরী বলেছেন ঃ

كَانَ النَّبِىُّ (صـ) يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتّٰى يَاتِىَ الْمُصَلّٰى

নবী করীম (স.) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় নামাযের স্থান পর্যন্ত তকবীর বলতে থাকতেন। (ইবনে মাযা)

কাযা নামাজ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ هَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ যে লোক নামায ভুলে যায়, সে যেন তা পড়ে যখনই তা স্মরণ হবে। সেজন্য কাফফারা দিতে হবে না। শুধু তা পড়তে হবে। (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) নামাজ কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

কাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ جَعَلَ عُمَرُ (رضـ) يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَ هُمْ وَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلّٰى بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত উমর (রা.) খন্দকের যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফেরদেরকে গালমন্দ বলতে লাগলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি, ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে। অতঃপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম, তখন উমর নামায পড়লেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, তার পর মাগরিব পড়লেন। (বুখারী)

কসর নামাজ

وَ اِذَاضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْ امِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তোমরা যখন সফরে বের হবে তখন নামায (কসর) পড়লে তোমাদের কোন দোষ হবে না, যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে। (নেসা-১০১)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَوَّلَ مَافُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সর্বপ্রথম নামায দুই রাক'আত করে ফরজ হয়েছিল পরে বিদেশ ভ্রমণকালীন নামায এ দুই রাক্আতই বহাল রাখা হয় এবং ঘরে উপস্থিত কালীন নামায সম্পূর্ণ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ عَلٰى نَبِيِّكُمْ (صـ) فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা নিজ বাড়ীতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তোমাদের নবীর (স.) প্রতি চার রাক'আত আর সফরকালে দুই রাক'আত নামায ফরজ করেছেন। (মুসলিম)

জানাযার নামাজ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَعَىْ النَّجَاشِىْ فِىْ الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلٰى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَ كَبَّرَ اَرْبَعًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লোকদেরকে জানালেন, যেদিন তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পরে নবী করীম (স.) নামায পড়ার স্থানে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর লোকদের কাতারবন্দী করলেন এবং চার তাকবীর বললেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোকের জানাযার নামায তিন কাতারের নামাযীরা পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

জানাযার নামাজ পড়ার পদ্ধতি

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ (رضـ) اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ (صـ) اَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى الْجَنَازَةِ اَنْ يُّكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلٰى النَّبِىِّ (صـ) و يُخَلِّصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِىْ التَّكْبِيْرَاتِ وَلاَ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ

আবু উমামা ইবনে সহল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁকে রাসূলুল্লাহর একজন সাহাবা সংবাদ দিয়েছেন যে, জানাযার নিয়ম হল, ইমাম তাকবীর বলবে ও প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়বে নিঃশব্দে ও মনেমনে। এর পর নবী কারীম (স.)-এর উপর দরুদ পড়বে ও পরবর্তী তাকবীর সমূহের মাঝে মৃত ব্যক্তির জন্য খালিস দোয়া করবে। এ তাকবীর সমূহে অন্য কিছু পড়বে না। পরে নিঃশব্দে ও মনে মনে সালাম করবে। (মুসনাদে শাফেয়ী)

হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত

اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ (صـ) يُصَلِّى عَلٰى مَيِّتٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا

তিনি (কাতাদাহ) রাসূলে করীম (স.)-কে একজন মৃতের জানাযা নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে এ দোয়া পড়তে শুনেছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত লোকদের ক্ষমা কর। আমাদের মৃত লোকদের, উপস্থিত লোকদের, অনুপস্থিত লোকদের, ছোট-বড়, আমাদের পুরুষ ও আমাদের স্ত্রীলোকদের ক্ষমা কর। (মুসনাদে আহমদ)

আবু সালমার বর্ণনায় দোয়ার পরবর্তী অংশ এরূপঃ

مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে বাঁচিয়ে রাখ, তাকে ইসলামের ওপর বাঁচাও এবং যাকে মৃত্যুদান কর, তাকে ঈমানের উপর রেখে মার।

নফল নামাজসমূহ

তাহিয়্যাতুল অযু

وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَدَعَا بِلَا لاً فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِى اِلَي الْجَنَّةِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا اَصَابَنِىْ حَدَثٌ قَطُّ اِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَ رَأَيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا

হযরত বোরাইদা (রা.) বলেন ঃ একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (স.) বেলালকে ডেকে বললেনঃ কি কাজের দ্বারা তুমি আমার পূর্বে বেহেশতে পৌঁছে গেলে? যখনই আমি বেহেশতে প্রবেশ করি আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রা.) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখনই আমি আযান দিতাম তখনই দু'রাকাত নামাজ পড়তাম এবং যখন আমার অযু নষ্ট হত সেথায় অযু করে নিতাম এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'রাকাত নামাজ পড়ার চিন্তা করতাম। হুজুর (স.) বললেনঃ এই দুটি কাজই তোমাকে মর্যাদা দান করেছে। (তিরমিযী)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

وَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ

হযরত আবু কাদাদাহ (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

এশরাক-চাশতের নামাজ

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) চাশতের নামাজ চার রাকাত পড়তেন এবং আল্লাহ তাওফিক দিলে বেশীও পড়তেন। (মুসলিম)

عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ (صـ) دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ فَلَمْ اَرَصَلَاةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ وَ قَالَتْ وَرَايَةٍ اُخْرٰى وَ ذٰلِكَ ضُحٰى

হযরত উম্মেহানী (রা.) বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করিম (স.) তার (উম্মে হানীর) ঘরে প্রবেশ করে গোসল করলেন এবং আট রাকাত নামাজ পড়লেন। আমি কখনও এরূপ সংক্ষিপ্ত নামাজ দেখিনি, তবে রুকু ও সাজদা পূর্ণ করে ছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ তা জোহার বা চাশতের সময় ছিল। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকআত নামাজ সংরক্ষণ করবে, তার পাপরাশী মাফ করা হয়–যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (আহমদ, তিরমিযী)

সূর্য উদয় হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে জোহা বলে সকালে বেলা উঠার পর নামাজ পড়লে এশরাক বলে, বেলা স্থির হওয়ার পূর্বে পড়লে চাশত বলে।

ছালাতুল এসতেগফার

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

সাহায্য চাও ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে। (বাকারা-১৫২)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ صَدَّقَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَامِنْ رَّجُلٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ قَرَاَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْالِذُنُوْبِهِمْ

হযরত আলী (রা.) বলেনঃ হযরত আবু বকর (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আর তিনি সত্য বলেছেন। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (স.) বলতে শুনেছি যে, যে কোন ব্যক্তি পাপ করে, তারপর উঠে পবিত্র হয়ে কিছু নামাজ পড়বে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর হুজুর (স.) আয়াত পাঠ করলেনঃ যখন কেউ গুনার কাজ করে অথবা নিজদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের গুনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তিরমিযী)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِذَا حَزَنَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى

হযরত হুজায়ফা (রা.) বলেনঃ যখন নবী করীম (স.)-কে কোন বিষয় চিন্তা যুক্ত করে ফেলত তখন তিনি নামাজ পড়তেন। (আবু দাউদ)

ছালাতুল হাজাত

وَعَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْ فٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّاْ فَلْيُحْسِنِ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَثْنَ عَلٰى

اَللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ لِيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيْمَتِ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ السَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدْعُ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضىً اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যে কোন কিছু প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহর নিকট অথবা কোন মানুষের নিকট, সে যেন উত্তমরূপে অযু করে, অতঃপর দুরাকাত নামাজ পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে অতঃপর সে যেন বলে "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম, পবিত্রতা আল্লাহর জন্য যিনি মহান আরশের প্রভু এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। প্রার্থনা করছি তোমার রহমতের উৎসগুলো, তোমার মার্জনার সংকল্পরাজী প্রত্যেক সৎকর্মের মৌলিকত্ব এবং অসৎকর্ম হেফাজত। হে দয়াবান মেহেরবান! তোমার ক্ষমা ব্যতীত আমার কোন অপরাধ ছেড়ে দিও না, কোন বিপদ রেখ না বিদূরিত করা ব্যতীত এবং যে প্রয়োজন তোমার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে তা তুমি করা ব্যতীত রাখবে না। (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

ছালাতুত তাছবীহ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَخْبِرُكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشَرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَ حَدِيْثَهُ خَطَاهُ وَ عَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَتَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشَرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَهْوِى سَاجِدًا تَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشَرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشَرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشَرًا فَذَالِكَ خَمْسٌ سَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيْهَا فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمْرِكَ مَرَّةً

হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স.) আব্বাস ইবন আব্দুল মোত্তালেবকে বললেনঃ হে আব্বাস, হে চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে দান করব না, আমি কি আপনাকে শুভ সংবাদ দিব না, আমি কি আপনার সাথে দশটি কাজ করব না যখন আপনি তা করবেন, আল্লাহ আপনার পাপ ক্ষমা করে দিবেন। প্রথম অপরাধ, শেষের অপরাধ, পুরাতন অপরাধ, নতুন অপরাধ, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, ইচ্ছাকৃত অপরাধ, ছোট অপরাধ, বড় অপরাধ এবং গোপনীয় অপরাধ ও প্রকাশ্য অপরাধ। আপনি চার রাকআত নামাজ পড়বেন আর প্রত্যেক রাকআত সূরা ফাতেহা এবং যে কোন একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকতের কেরাত শেষ করে দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

১৫বার অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় বলবেন ১০ বার, রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ১০। অতঃপর সাজদায় যাবেন এবং সাজদায় থাকা অবস্থায় তা বলবেন ১০ বার; অতঃপর সাজদা হতে মাথা উঠাবেন এবং তা বলবেন ১০ বার; দ্বিতীয় সাজদায় তা বলবেন ১০ বার এবং মাথা উঠাবেন তা বলবেন ১০ বার এভাবে প্রত্যেক রাকাতে তা ৭৫ বার হবে। এরূপে আপনি চার রাকাত তা করবেন। যদি আপনি সক্ষম হন তাহলে প্রত্যেক দিন একবার এ নামাজ পড়বেন, যদি না করতে পারেন তাহলে প্রত্যেক জুমায় একবার করবেন, যদি তাও না করতে পারেন তাহলে মাসে একবার করবেন, যদি তাও না করতে পারেন তাহলে বৎসরে একবার করবেন। যদি তাও না করতে পারেন, জীবনে একবার করবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা, বায়হাকী)

নামাজের কতিপয় মাস্য়ালা

কোমরে হাত রাখা নিষেধ

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন (বুখারী, মুসলিম)

সাজদার দিকে তাকান

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ يَا اَنَسِ اَجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ হে আনাস! তোমার দৃষ্টি তথায় নিবদ্ধ রাখবে, যথায় তুমি সিজদা করবে। (বায়হাকী)

হানাফী মাজহাবের মতে দাঁড়ান অবস্থায় সাজদার স্থানে, রুকুতে পায়ের পিঠে, সাজদায় নাক এবং তাশাহুদ পড়ার সময় আপন কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

নামাজে এদিক-সেদিক না তাকান

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَابُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِى التَّطَوّعِ لَافِى الْفَرِيْضَةِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ হে সন্তান, নামাজের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক দেখবে না। তা ধ্বংসের কারণ। একান্তই যদি দেখার হয়, তা হলে নফল নামাজে, ফরজে নয়। (তিরমিযী)

সাজদার স্থানের মাটি সমান করা

وَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) فِى الرَّجُلِ يُسَوِّىْ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً

মুয়াইকেব (র.) নবী করীম (স.) হতে বর্ণনা করেন, যে নামাজের মধ্যে সাজদার স্থানের মাটি সমান করে তার সম্পর্কে তিনি বললেনঃ যদি তা তোমার করতেই হয় তবে শুধু একবার করবে। (বুখারী, মুসলিম)

সাজদার স্থানের ধুলা বালি

وَ عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ (رضـ) قَالَتْ رَأى النَّبِىُّ (صـ) غُلَامًا لَّنَا يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ

উম্মুল মুমেনিন উম্মে ছালমা (রা.) বলেনঃ নবী করীম (স.) আফলাহ নামীয় আমাদের এক যুবক (কৃতদাস) কে দেখলেন, সে যখন সাজদা করতে যায় (ধূলা বালি সরাবার জন্য) ফুঁ দেয়, তখন হুজুর (স.) বললেনঃ হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধুলা-বালি লাগতে দাও। (তিরমিযী)

নামাজের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু মারা

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اُقْتُلُوا الاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلَاةِ الحَيَّةَ وَ العَقْرَبَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ দুই কালো শত্রুকে নামাজের মধ্যেই মারতে পারঃ সাপ ও বিচ্ছু।

মুকতাদীর দায়িত্ব ইমামের পূর্বে কিছু না করা

وَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأسَهُ قَبْلَ الاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَأسَهُ رَاسَ حِمَارٍ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ঈমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, তার মাথাকে আল্লাহ গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

যেখানে ইমাম পাবে সেখানে নামাজ শুরু করবে

عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اَتَى اَحَدُكُم الصَّلٰوةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ

হযরত আলী (রা.) ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাজে উপস্থিত হবে, তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করতে থাকবে, সেও যেন তাই করে। (তিরমিযী)

স্ত্রী লোক দাঁড়াবে সকলের পিছনে

وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَ يَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ (صـ) وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আমি ও একজন ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী করীম (স.) এর পিছনে নামাজ পড়লাম, আর (আমার মা) উম্মেছুলাইম আমাদের পিছনে। অর্থাৎ মহিলারা জামায়াতে ছেলেদেরও পিছনে দাঁড়াবে। (মুসলিম)

নামাজে সতর্ককরণ পদ্ধতি

وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ نَّابَهٗ شَىْءٌ فِىْ صَلاَةٍ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

সাহ্‌ল ইবন সায়াদ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যখন কারো নামাজের মধ্যে কিছু ঘটে, তখন যেন সুবহানাল্লাহ বলে, আর স্ত্রী লোকেরা হাতে তালী মারে। (বুখারী, মুসলিম)

সানী জামায়াত

وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّىْ مَعَهٗ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهٗ

আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেনঃ এক ব্যক্তি (মসজিদে) আসল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) নামাজ সম্পন্ন করে ফেলছেন। এটা দেখে তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেনঃ কেউ কি নেই যে, একে (জামায়াতে) সওয়াব দান করে অর্থাৎ তার সঙ্গে নামাজ পড়ে? এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে নামাজ পড়ল। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

পেটে ক্ষুধা, পেশাব-পায়খানা চেপে নামাজ পড়া মাকরুহ

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله (صـ) يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضَرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الاَخْبَثَانِ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, খাবার হাজির হলে তা রেখে নামাজ পড়বে না। অনুরূপ ভাবে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে নামায পড়বে না। (মুসলিম)

এশা নামাযের পরে কথা বলা মাকরুহ

عَنْ اَبِىْ بَرْدَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا

আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (স.) এশার নামাজের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

বিশ দিন কসর

وَعَنْ جَابِرٍ (ض) قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ (صـ) بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ

হযরত জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম (স.) তবুকে বিশ দিন অবস্থানরত অবস্থায় কসর পড়েছেন। (আহমদ, আবু দাউদ)

নৌকা লঞ্চ বা ইষ্টিমারে কিভাবে নামাজ পড়বে

وَعَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ (صـ) كَيْفَ اُصَلِّىْ فِى السَّفِيْنَةِ ؟ قَالَ صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا اِلاَّ اَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ

মাইমুন বিন মিহরান আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরকে (স.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নৌকায় আমি কিভাবে নামাজ পড়ব? হুজুর (স.) বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে, তবে হাঁ নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অন্যথা হবে। (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে গেলে যদি নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বসে বসে নামাজ পড়বে। (দারে কুতনি, হাকিম)

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ

عَنْ اَبِى مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا

আবু মারসাদ কুন্নার ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং কবরের ওপর বসবে না।

একামতের পর সুন্নত পড়া নিষেধ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (স.) বলেছেনঃ যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম)

সাওম

রোযা ফারসী শব্দ। আরবী সিয়াম-এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের দৃষ্টিতে صيام অর্থ সোবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে রোযার নিয়তে বিরত থাকাকেই صيام বলে।

রোযা ফরজ হওয়ার নির্দেশ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী (সংযমী) হতে পার। (বাকারা-১৮৫)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে যেন অবশ্যই এ মাসের রোযা পালন করে। (বাকারা-১৮৫)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَتَاكُمْ رَمْضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَ تُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের নিকট বরকতময় মাসটির আগমন ঘটেছে। এ মাসে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাগুলো খোলা হয় এবং দোজখের দরজা বন্ধ রাখা হয়। এ মাসে অবাধ্য শয়তানসমূহকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস হতেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, সে প্রকৃত পক্ষে বঞ্চিত হয়েছে। (নাসাঈ, আহমদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী)

রোযার নিয়ত

عَنْ حَفْصَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَنْ لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَاصِيَامَ لَهٗ

হাফছা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বেই রোজার নিয়ত করল না, তার রোযা হল না। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, ইবনে মাযা)

চাঁদ দেখে রোযা রাখা চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَصُوْمُوا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهٗ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমরা রোযা রাখবে না যতক্ষণ চাঁদ দেখতে পাবে না এবং তোমরা রোযা ভাঙ্গবে না (ঈদ করবে না) যতক্ষণ চাঁদ না দেখ। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায়, তাহলে সে মাসের দিন পূর্ণ কর (ত্রিশ পূর্ণ কর) (বুখারী, মুসলিম)

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَتَشْهَدُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী করীম (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আমি চাঁদ দেখেছি। তখন নবী করীম (স.) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লার রাসূল? লোকটি বলল হাঁ, তখন নবী করীম (স.) বললেনঃ হে বেলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন আগামী কাল থেকে রোযা রাখে। (তিরমিযী)

মক্কার শাসনকর্তা হারিস ইবেন হাতিব বলেছেনঃ

عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ نَنْسُكَ لِلرُّوْيَةِ فَاِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدُ عَدْلٍ صُمْنَا بِشَهَادَتِهِمَا

রাসূলে করীম (স.) চাঁদ দেখার জন্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন। যদি চাঁদ আমরা দেখতে না পাই এবং দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষী চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তদনুযায়ী রোযা পালন করব। (আবু দাউদ, দারে কুতনী)

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَانَ لاَ يُجِيْزُ شَهَادَةَ الْاِ فْطَارِ اِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

রাসূলে করীম (স.) রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রোযা খোলার (ঈদ করার) ব্যাপারে দুজনের সাক্ষ্য ছাড়া অনুমতি দিতেন না। (দারে কুতনী, তিবরানী)

রোযা রাখার সময় ও পদ্ধতি

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

রাত্রের বেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক হতে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পরিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। (বাকারা-১৮৭)

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّىْ (رضـ) قَالَ عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ قَالَ صَلِّ كَذَا وَكَذَاوَصُمْ فَاِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَكُلْ وَ اشْرَبْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَصُمْ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَالِكَ

আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলে করীম (স.) আমাকে নামায ও রোযা (পালনের নিয়ম-কানুন) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম (স.) এভাবে এ নিয়মে নামাজ পড়েছেন। আর তিনি বলেছেনঃ তোমরা রোযা রাখ। যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন তোমরা খাও, পান কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সামনে 'সাদা সূতা' কালো সুতা হতে স্পষ্ট পৃথক হয়ে না যায়। আর রোযা থাক ত্রিশ দিন, তবে তার পূর্বে যদি চাঁদ দেখতে পাও (তাহলে রোযা ভাঙ্গ)। (আহমদ)

ইফতারী ও সেহরীর সময়

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ وَاَخَّرُ وَالسَّحُوْرَ

আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত ইফতার ত্বরান্বিত করবে এবং সাহরী বিলম্বিত করবে, ততদিন তারা কল্যাণময় হয়ে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهٖ فَلَايَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যদি এমন সময় ফজরের আযান হয় যখন তোমাদের কেউ পাত্র হাতে নিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছে, তাহলে সে যেন পাত্র থেকে প্রয়োজন মত খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ না করে তা রেখে না দেয়। (আবু দাউদ ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

অর্থাৎ ফজরের আযান শুনার পর থালার খাদ্য শেষ করা।

ব্যর্থ রোযা

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোক মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারে নাই, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الظَّمَاءُ وَ كَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهٖ اِلاَّ السَّهْرُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ কতক এমন রোযাদার আছে, যাদের রোজা দ্বারা শুধু পিপাসাই লাভ হয়। আর কতক এমন নামাযি আছে, যাদের রাত জেগে নামায পড়া দ্বারা শুধু রাত জাগরণই হয়। (দারামী, ইবনে মাযা ও বায়হাকী)

গুনাহ্ মার্জনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ صَـامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَاتَأَخَّرَ

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাযা, আহমদ)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَـالَ نَهٰى رَسُـوْلُ اللّٰهِ (صـ) عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) রোজার ঈদের দিন ও কুরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

তাশরীকের দিনে রোযা

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُزَلِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَّ ذِكْرِ اللّٰهِ

নুনাইল হুজাশী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তাশরীকের দিন হল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। অতএব এ সময় রোজা রেখ না (মুসলিম)

কুরবানীর ঈদের পরের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জকে আইয়্যামে তাশরীক বলে।

আরাফাতের দিন রোযা

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى عَنْ صَـوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (স.) আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-ইবনে মাযা)

সারা বছর রোযা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পুরা বছর রোযা রাখল, সে (প্রকৃত পক্ষে কোনই) রোযা রাখেনি। (বুখারী, মুসলিম)

শুধু জুম'আর দিন রোযা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ اَوْيَصُوْمَ بَعْدَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন জুম'আর তিন রোযা না রাখে। তার পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখা ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম)

তিনটি কাজে রোযা ভঙ্গ হয় না

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِا الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّوْمِ الْحِجَامَةَ وَالْقَيُّ وَالْاِ حْتِلاَمُ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তিনটি কাজে রোযা ভাঙ্গে না। (১) শিঙ্গা লাগান (২) বমি হওয়া (৩) স্বপ্ন দোষ হওয়া। (তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাকী)

রোযাদার নিজের মুখের থুথু খেলে

وَ عَنْ عَطَاءِ قَالَ : اَنْ مَضْمَضَ ثُمَّ اَفْرَغَ مَافِي فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيْرُهُ اَنْ يَّزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِىَ فِى فِيْهِ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلَكَ فَاِنْ اَزْدَرَ دَرِيْقَ الْمَلَكِ لاَ اَقُوْلُ اِنَّهُ يُفْطِرُ وَ لٰكِنْ يَنْهٰى عَنْهُ

আতা (রা) বলেনঃ যদি কেউ রোযাতে কুলি করে অতঃপর মুখের পানি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়, থুথু এবং মুখে যা অবশিষ্ট আছে, তা গিলে ফেললে তার ক্ষতি হবে না। কিন্তু শক্ত বা কোন আঠালো দ্রব্য (লালার সাথে) পেটে প্রবেশ করলে রোযা দুর্বল হবে। সুতরাং এ জাতীয় দ্রব্য লালার সাথে গিলে ফেলা নিষেধ। (বুখারী)

রোযা না রাখার অনুমতি

وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

যে অসুস্থ বা মুসাফির (ভ্রমণকারী) হবে, সে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করবে। (বাকারা-১৮৫)

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍوالاَسْلَمِى اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اِنِّىْ اَجِدُبِىْ قُوَّةً عَلٰى الصِّيَامِ فِىْ السَّفْرِ فَهَلْ عَلٰى جُنَاحٌ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ اَخَذَبِهَا فَحَسَنٌ وَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

হামযা ইবন আমার আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি সফর অবস্থায় রোযা রাখার শক্তি রাখি। রোযা রাখলে আমার উপর কি গুনাহ বর্তাবে। নবী (স.) বললেনঃ এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি। সুতরাং যে ওটাকে গ্রহণ করবে, সে ভাল করবে, আর যে রোযা রাখতে ভালবাসে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) فِى قَوْلِهٖ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِّلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْاَةِ الْكَبِيْرَةِ وَ هُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ اَنْ يُّفْطِرَ وَ يُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا يَعْنِى عَلٰى اَوْ لَادِهِمَا اَفْطَرَتَا وَ اَطْعَمَتَا

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। কুরআনের আয়াতঃ যারা রোজা রাখতে সমর্থ (বা সমর্থ নয়) এক দরিদ্র ব্যক্তির খাবার বিনিময় মূল্য হিসাবে দেয়া তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেনঃ থুর থুরে বৃদ্ধ ও খুব বেশী বয়সের বৃদ্ধার জন্য রোজা রাখতে সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও এ সুবিধা দান করা হয়েছে যে, তারা দুজন রোজা ভাংবে আর প্রত্যেকটি দিনের রোযার পরিবর্তে একজন গরীব-ফকীর ব্যক্তিকে খাওয়াবে। এবং গর্ভবর্তী ও যে স্ত্রীলোক শিশুকে দুগ্ধ পান করায় এ দুজন যদি তাদের সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে, তবে তারা রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীন খাওয়াবে। (আবু দাউদ)

হানাফি মাযহাবের মত হল, গর্ভবর্তী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা না-রাখা রোযা শুধু কাযা করবে, মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এ দুজনের অবস্থা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত।

রোযার পরকালীন ফল

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَ جْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম হতে সত্তর বৎসর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, আহমদ)

রোযা না রাখার ক্ষতি

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَّلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَ اِنْ صَامَهٗ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে লোক রোগ-অসুখ শরিয়ত সম্মত ওজর ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযাও ত্যাগ করবে, সে যদি তার পরিবর্তে সারা জীবন রোযা রাখে তা হলেও সে যা হারিয়েছে তা কখনও পরিপূরণ হবে না। (তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাযা)

তারাবীর নামাজ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَا نًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রাত্রিতে ঈমান ও সতর্কতা সহকারে নামায আদায় করবে, তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

তারাবীর রাকাআত

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ হতে বায়হাকী বর্ণনা করেছেনঃ

كُنَّا نَقُوْمُ فِي زَمَنِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

আমরা হযরত উমরের সময় বিতরের নামাজসহ বিশ রাকআত নামাজ পড়তাম। (বায়হাকী) তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) كَانَ يُصَلِّى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِى رَمَضَانِ سِوَا الْوِتْرِ

নবী করীম (স.) রমযান মাসে বিতর ছাড়া বিশ রাকআত নামায পড়তেন। (তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَ يُوْتِرُ بِا التَّاسِعَةِ وَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ

নবী করীম (স.) রাত্রিবেলা আট রাক'আত নামাজ পড়তেন। অতঃপর বিতর পড়তেন। এর পর বসে বসে দুই রাক'আত পড়তেন। (মুসনাদে আহমেদ) ইমাম ইবনে তাইময়া বলেছেনঃ তারাবীহ নামাজের নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা নবী করীম (স.) হতে প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করাই মূলত ভুল। কেননা তিনি সত্যই রাক'আতের এমন কোন সংখ্যা বিশ বা আট নির্দিষ্ট করে যান নাই। বরং তাঁর ও সাহাবাদের হতে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। (মেরকাত)

শবে কদর

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

কদরের রাত্রি এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًاوَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রে কিয়াম করে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

শবে কদর অনুসন্ধান

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الاَ وَاَخِرِمِنْ رَمَضَانَ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় তারিখে কদর রাত্রির সন্ধান কর। (বুখারী)

রমযানের শেষ দশকে নবী (সঃ)-এর আমল

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَ اَيْقَظَ اَهْلَهُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রমযান মাসের শেষ দশক শুরু হলেই নবী করীম (স.) তাঁর কোমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন। এ সময়ের রাত্রিগুলোতে জাগ্রত থাকতেন এবং তাঁর ঘরের লোকদেরকে সজাগ রাখতেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

ফিরিশতাদের দোয়া

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍسَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

এ রাত্রিতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশতাগণও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রম। এতে রয়েছে সর্ববিধ কল্যাণ বা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কদর)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যখন কদর রাত্রি আসে, তখন জিবরাইল (আ.) ফিরিশতাদের বাহিনী সমন্বয়ে অবতীর্ণ হন এবং দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আল্লাহর যিকর-এ মশগুল থাকা প্রত্যেক বান্দার জন্য রহমতের দোয়া করেন। (বায়হাকী)

ই'তিকাফ

اَنْ طَهِّرَ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ الْعَاكِفِيْنَ

তোমরা দু'জনে আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীর জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাখ। (বাকারা-১২৫)

وَ اَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ

তোমরা হচ্ছ মসজিদ সমূহে ইতিকাফকারী। (বাকারা-১৮৭)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন এবং ইহা চলতেছিল যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর জান কবজ করলেন। (তিরমিযী)

ই'তিকাফ করার পদ্ধতি

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَّ يَعُوْدُ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَيَمَسُّ امْرَأَةً وَلاَيُبَا شِرَهَا وَلاَيَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّلَهُ مِنْهُ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত তরীকা হচ্ছে এই যে, সে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না। কোন জানাযায় উপস্থিত হবে না। কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার শরীরের সাথে শরীর লাগাবে না, কোন প্রয়োজনে বের হবে না– শুধু সে প্রয়োজন, যা তার জন্য অপরিহার্য। আর রোযা ছাড়া এ'তিকাফ নেই, জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না। (আবু দাউদ)

ফিতরা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) زَكٰوةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِيْنَ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَ مَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স.) ফিতরার যাকাত রোযাদারকে বেহুদা অবাঞ্ছনীয় ও নির্লজ্জতামূলক কথাবার্তা বা কাজকর্মের মলিনতা হতে পবিত্র করার এবং গরীব মিসকীনদের (ঈদের দিনের উত্তম) খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অবশ্য আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। যে লোক তা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করবে, তা ওয়াজিব যাকাত বা সদকা হিসাবে আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে। আর যে লোক তা ঈদের নামাযের পর আদায় করবে, তা সাধারণ দান রূপে গণ্য হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

যাকাত

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ধিত হওয়া। পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত অর্থ শরীয়তের বিধান মোতাবেক মালের একাংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবী গরীবের প্রতি অর্পণ করা এবং তার লাভ হতে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত রাখা।

وَ اَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

আর নামায কায়েম কর এবং যাকাত দান কর। (বাকারা-৪৩)

وَاَوصٰنِى بِا لصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا

তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (মরিয়াম-৩১)

যাকাত ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য

خُذْ مِنْ اَموَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا

আপনি গ্রহণ করুন তাদের সম্পদ থেকে যাকাত, যা দ্বারা পাক ও পবিত্র করবেন তাদেরকে। (তাওবা-১০৩)

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَمَّا نَزَلَت هذه الاٰيَةُ والَّذِينَ يكنزُونَ الذَهَبَ وَالفضَّةَ كَبُرَ ذلكَ عَلى المُسلمِينَ فَقَالَ عُمَرُ (رض) اَنَا فَرِّجُ عنكُم فَانطلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰه انَّه كَبُرَ عَلى اَصحَابِكَ هذه الاٰيةُ فَقَالَ انَّ اللّٰهَ لَم يَفرِضِ الزَّكٰوةَ الاَّ لِيُطِيبَ مَا بَقِىَ مِن اَموالكُم وانَّمَا فَرَضَ المَوَارِيثَ وَ ذَكَرَ كلمَةً لتكُونَ لِمَن بَعدكُم فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ

ইবনে উমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন আয়াত নাযিল হলঃ যারা সোনা ও রূপা সংরক্ষণ করে। (শেষ পর্যন্ত) মুসলমানদের নিকট এটা ভারী মনে হল। হযরত উমর বললেনঃ আমি আপনাদের এ কষ্ট দূর করব। অতঃপর তিনি নবী করীম (স) নিকট গেলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর নবীঃ এ আয়াতটি আপনার সাহাবীদের ভারী বোধ হচ্ছে, তবে কি আমরা কোন মালই সংরক্ষণ করতে পারব না? নবী করীম (স) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা এ উদ্দেশ্যেই যাকাত ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করে নাও (অর্থাৎ যাকাত প্রদানের পর বাকী সমস্ত মালই পবিত্র ও সংরক্ষণযোগ্য হয়ে যায়) আল্লাহ মীরাসকে ফরয করেছেন, যাতে তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। (যদি মাল মোটেই জমা না থাকে, তবে মীরাস আসবে কোথা থেকে?) রাবী বলেনঃ হযরত উমর শুনে খুশীতে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন। (আবু দাউদ)

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

انَّمَا الصَّدقتُ للفُقرَاء وَالمسكين والعملين عَلَيهَا وَالمُؤلَّفَة قُلُوبُهُم وَ في الرقاب والغرمين وَ في سَبِيلِ اللّه وابن السَّبِيل فَرِيضَةً مِّنَ اللّه واللّه عَلِيمٌ حَكِيم

যাকাত (সাদাকাত যাকাত অর্থে ব্যবহৃত) কেবল (১) ফকীর(২) মিসকীন (৩) যাকাত বিভাগের কর্মচারী (যারা যাকাত আদায়, সংরক্ষণ, বন্টন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত) (৪) মুয়াল্লাফাতে কুলুব -যাদের মনকে জয় করা আবশ্যক (৫) ক্রীতদাসের মুক্তিপণ আদায়ে (দাস মুক্তির জন্য) (৬) ঋণ পরিশোধ (৭) আল্লাহর রাস্তায় (৮) মুসাফির (যে সফরে গিয়ে অভাবে পতিত হয়েছে) প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বন্টন ব্যবস্থা, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (তাওবা-৪০)

টাকা পয়সা ও স্বর্ণের যাকাত

عَن عَلِيِّ بن اَبِي طَالب (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اذَا كَانَت لَكَ مائتَا درهَم وَحَالَ عَلَيهَا الحَولُ فَفِيهَا خَمسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيسَ عَلَيكَ شَئٌ يَعنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عشرُونَ دينَارا فاذا كَانَت لَكَ عِشرُونَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيهَا الحولُ فَفِيهَا نِصفُ دِينَار

আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমাদের যখন দু'শত দিরহাম হবে, যার ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তা হতে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিবে। আর স্বর্ণের যাকাত ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অর্থ মূল্য বিশ দীনার হবে। সুতরাং তোমার সম্পদ যখন বিশ দীনার হবে ও তার ওপর এ অবস্থায় একটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তা হতে অর্ধ দীনার (যাকাত আদায়) করবে।

(আবু দাউদ)

টাকার যাকাত শতকরা আড়াই টাকা, যা এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বিশ দীনার স্বর্ণ হলে যার সময় এক বৎসর হয়েছে, যাকাত ফরয হবে। ২০ দীনার সমান সাড়ে সাত তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। এ পরিমাণ স্বর্ণের ওপর যাকাত দিতে হবে অর্ধ দীনার। স্বর্ণের দেশীয় মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা যাকাত আদায় করতে হবে।

কৃষিজাত পণ্যের যাকাত

انفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكسَبتُم وَ مِمَّا اَخرَجنَا لكُم مِّنَ الارضِ

তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ খরচ কর এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন হতে যা বের করেছি তার অংশ খরচ কর। (বাকারা-২৬৮)

وَاتُوا حقَّه يَومَ حَصَادِه

আদায় কর আল্লাহর হক ফসল কাটার সময়। (আনআম-১৪১)

عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ عُمرَ عَن النَّبِی (صـ) قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ اَو كَانَ عَشَرِيًا اَلعُشرُ وَمَا سُقِی بَالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন যে, যে জমিনে আকাশ অথবা প্রবাহমান কূপ পানি দান করে অথবা যা নদী-নালা দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে ওশর (দশ ভাগের এক ভাগ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত করা হয়, তাতে অর্ধ 'ওশর' (বিশ ভাগের একভাগ) যাকাত দিতে হবে। (বুখারী)

জমির ফসলের যাকাতকে ওশর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে জমিনে সেচ প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিক ভাবে সিক্ত হয়, তার যাকাত হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে জমিনে সেচের প্রয়োজন হয়, তাতে যাকাত হচ্ছে বিশ ভাগের এক ভাগ।

ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকারের যাকাত

وَ الَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (তাওবা-৩৪)

عَن عُمرِو بنِ شُعَيبٍ (رضـ) عَن اَبِيهِ عَن جَدِّهِ اَنَّ امرَأَتَينِ اَتَتَا رَسُولَ اللّٰه (صـ) وَفِی اَيدِيهِمَا سِوارَانِ مِن ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا اَتُؤَدِّيَانِ زَكوتَهُ فَقَالَتَ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه (صـ) اَتُحِبَّانِ اَن يُّسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَينِ مِن نَارٍ- قَالَتَا لاَ قَالَ فَادِيَا زَكوتَهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। দুজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট আসল। তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকন ছিল। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা তোমাদের অলংকারের যাকাত দাও কি? তারা বললঃ না। তখন নবী (স) বললেনঃ তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন? তারা দু'জন বললঃ না। তখন নবী (স) বললেনঃ তাহলে তোমরা এ স্বর্ণের যাকাত আদায় কর। (তিরমিযী)

গরু, মহিষের যাকাত

عَن مُعَاذ بن جَبَلٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِیَّ (صـ) لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَی اليَمَنِ اَمَرَهُ اَن يَّاخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا اَو تَبِيعَةً وَ مِن كُلِّ حَالِمٍ يَعنِی مُحتَلِمًا دِينَارًا اَو عَدلَهُ مِنَ المُعَافِرِثِيَابٌ يَكُونُ بِا لْيَمِنِ

মুয়ায ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তাঁকে ইয়ামানের (শাসক হিসাবে) পাঠালেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, গরুর প্রত্যেক ত্রিশটি হতে এক বছর বয়স্ক একটি

নর অথবা মাদী বাচ্চা যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটি হতে দু'বছর বয়স্ক একটি মাদী যাকাত নিতে হবে। আর প্রত্যেক অমুসলিম পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে জিযিয়া স্বরূপ এক দীনার কিংবা তদস্থলে ইয়ামানে তৈরী মুয়াফেরী কাপড় গ্রহণ করতে হবে। (মহিষ ও গরুর যাকাত সমান) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী)

ব্যবসার পণ্যের যাকাত

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন হতে খরচ কর। (বাকারা-২৬৭)

عَن سَمرَةَ بنِ جُندَبٍ (رضـ) قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (صـ) كَانَ يَأمُرُنَا اَن نخرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذينَ نَعُدُّ لِلبَيْعِ

সামুরা ইবেন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ করতেন যে, আমরা যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করি, তার যেন যাকাত প্রদান করি। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

وَالَّذِيْنَ يَكنِزُوْنَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْامَاكُنْتُم تَكْنِزُوْنَ

যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না (যাকাত আদায় করে না) তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দিন। যে দিন তা গরম করা হবে জাহান্নামের আগুনে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে দগ্ধ করা হবে। এটা তা-ই যা তোমরা জমা করতে নিজেদের জন্য। আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যা জমা করে রেখেছিলে।

(তাওবা-২৪-২৫)

عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(صـ) مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِ زَكٰوتِهِ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأخُذُبِلُهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে যদি ঐ মালের যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার ধন - সম্পদ তার জন্য অধিক বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে। তার কপালের উপর দুটি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাঁত বা দুটি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামাতের দিন তা তার গলায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। অঃপর তা তার মুখের দু গাল কিংবা দু কর্ণ সংলগ্ন মাংসপিন্ডের গোশত খাবে ও বলতে থাকবেঃ আমি তোমার মাল-সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত, সম্পত্তি। (বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ

হজ্জ আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায় যিল হজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কাবা ঘর এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি স্থানে শরীয়তের বিধান মোতাবেক অবস্থান করা, জিয়ারত করা ও অনুষ্ঠান পালন করাকে হজ্জ বলা হয়। সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয।

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাবার সামর্থ রাখে, তাদের ওপর হজ্জ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত হক। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই) কারণ আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জাহানের অমুখাপেক্ষী। (আলে ইমরান-৯৭)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يٰاَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ لَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَ لَمْ يَسْتَطِيْعُوْا وَ الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعٌ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ হে মানব জাতি, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। আকরা ইবনে হাবেস তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, (ছ) প্রতি বছরের জন্য? হুজুর (স) বললেনঃ তখন যদি আমি বলি হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর যদি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তা করতে পারবে না এবং করার ক্ষমতাও রাখবে না। হজ্জ জীবনে একবারই করতে হবে। তবে যদি কেউ অতিরিক্ত করে, তাহলে তার জন্যে তা নফল হবে। (আহমদ, নাসাঈ, দারামী)

হজ্জ করার পদ্ধতি

اِنَّ الصَّفَا وَا لْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَن يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

নিঃসন্দেহে 'শাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নির্দশনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করে তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ অবস্যাই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দিবেন। (বাকারা-১৫৮)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِىْ الْحَجِّ

হজ্জের মাস সমূহ সকলেরই জানা। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তাদের পক্ষে স্ত্রী সহবাস নিষেধ, অশোভন কোন কাজ করা ও ঝগড়া-বিবাদ করাও নিষেধ। (বাকারা-১৯৭)

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ

অতঃপর যখন তাওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত হতে। তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো, আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদের হিদায়াত করা হয়েছে। (বাকারা-১৯৮)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামের থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ হজ্জ হল আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া। যে মুজদালেফার রাত্রে ফজরের পূর্বে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে, সেও হজ্জ পেল। মিনায় তিনদিন অবস্থান। তিন দিনের চেয়ে কম বা বেশি হলে তাতে কোন গুনাহ নেই। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নিসাঈ, তিরমিযি, ইবনে মাযা, বায়হাকী) কেউ হজ্জের দিবাগত রাত্রে ফজরের পূর্বে আরাফাত ময়দানে উপস্থিত হতে পারলে সে হজ্জ পেয়ে যাবে।

কার উপর হজ্জ ফরয

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّحْلَةُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক সময় এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, কোন্ বস্তু হজ্জকে ফরয করে? তিনি বললেনঃ নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের খরচ এবং সফর খরচ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ও পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও হজ্জে যাওয়ার ব্যয় খরচ বহন করতে সক্ষম তার ওপর হজ্জ ফরয। (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

হজ্জের নিয়ম হচ্ছেঃ (১) ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ দুই টুকরা সেলাই বিহীন কাপড় পরা, সেলাই বিহীন জুতা পরা (৩) আরাফাত ময়দানে ৯ই জিলহজ্জ উপস্থিত থাকা (৪) রাত্রে মুজদালেফায় অবস্থান (৫) সকালে মিনায় উপস্থিত হয়ে শয়তানকে ঢিল মারা (৬) কুরবানী করা (৭) মাথা মুন্ডন (৮) সাধারণ কাপড় পরা (৯) খোদার ঘর তাওয়াফ করা (১০) সাফা-মারওয়া সাঈ করা।

হজ্জের তালবিয়া

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ (صـ) لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স) এভাবে তালবীয়া পড়তেন। হাজির হয়েছি তোমার কাছে হে আমাদের আল্লাহ, হাজির হয়েছি, তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। কেউ তোমার শরীক নেই, আমরা তোমারই ডাকে হাজির হয়েছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই। তুমিই সারা জাহানের বাদশা, শাসক, কেউ তোমার শরীক নেই। (হজ্জের সময় এ দোয়া পড়াই উত্তম) (তিরমিযী)

হজ্জ মানুষকে পাপমুক্ত করে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرفَثْ لَم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে, সে যেনো মাতৃগর্ভ হতে যেরূপ নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করে, সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

عَن اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ العُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لَمَا بَينَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ الاَّ الْجَنَّةُ

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ এক উমরাহ থেকে অন্য উমরাহ পর্যন্ত সময়টি অন্তবর্তী কালীন গুনাহর কাফফারা হয়। আর মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত। (বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ পালন না করার পরিণতি

عَنِ الحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ (رضـ) لَقَدْ هَمَمْتُ اَن اَبعَثَ رِجَالاً اِلىٰ هٰذِهِ الاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْاكُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَم يَحُجَّ فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ

হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই, যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সমাপন করছে না তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়।" (মুনতাকী)

'মুসলিম' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণকারী। যদি কেউ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করেই থাকে, তা'হলে হজ্জের ন্যায় মহান ইবাদত থেকে সে বিনা কারণে কি করে বিরত থাকতে পারে?

হজ্জের ছওয়াব যাত্রা শুরু করলেই আরম্ভ হয়

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًا اَوْمُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ উমরাহ অথবা জিহাদের জন্যে বের হয়ে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করে, আল্লাহ তার জন্যে গাজী হাজী অথবা উমরাহকারীর ছওয়াব নির্দিষ্ট করে দেন।" (মিশকাত আবু হুরাইরা)

রমযান মাসে উমরাহ পালন

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَعِىْ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ রমযান মাসে উমরাহ করা হজ্জের সমান। অথবা আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী, মুসলিম)

বদলী হজ্জ

যার উপর হজ্জ ফরয, তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ পালন করলে হজ্জ আদায় হবে।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (স) আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু দেখছি আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি সওয়ারীর পিঠে বসতে সক্ষম নন। তাঁর পক্ষ থেকে কি আমি হজ্জ করতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ করতে পার। (বুখারী, মুসলিম)

কুরবানী

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কুরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোন নেক কাজই আল্লাহর নিকট এত প্রিয় নয়, যতো প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)।

কুরবানীর জানোয়ার গুলো তাদের শিং, পশম ও খুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানী দাতার পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট মর্যাদার জায়গায় পৌছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দচিত্তে কুরবানী কর।

(তিরমিযী, ইবনে মাযা)

কুরবানী করার তাকিদ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) مَن وَجَدَسَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَيَقْرَبُنَّ مُصَلاَّ نَا

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সামর্থ থাকতে যে কুরবানী করে না সে যেনো আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে। (ইবনে মাযা)

একটি গরু দ্বারা সাত নামে কুরবানী

عَن جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالجُزُورُعَنْ سَبْعَةٍ

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

ইলম

জ্ঞানার্জন ফরয, সকল ফরজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয কারণ জ্ঞান ব্যতীত মহান আল্লাহকে চেনা যায় না তাঁর বিধান জানা যায় না এবং আল্লাহর কোন ইবাদত করা যায় না। আল্লাহর নবী (স)-এর উপর প্রথম ওহী ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সব কিছু)। (আলাক-১)

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ القُرآنَ

অতি বড় মেহেরবান (আল্লাহ) এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। (আররহমান-১)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ •

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বিশেষ করে দ্বীনের জ্ঞান) (বায়হাকী)

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

قُلْ هَلْ يَستَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

বল, যারা জানে আর যারা জানেনা, তারা কি সমান হতে পারে? (যুমার-৯)

وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَن يُرِدِاللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের তত্বজ্ঞান দান করেন। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه (صـ) طَلَبُ الْعِلْمِ اَفْضَلُ عِنْدَاللّٰه مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيْلِ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ-(اَلديلمى فِى مسند الفردوس)

আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহর নিকট নামায, রোযা, হজ্জ ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও জ্ঞানার্জন হচ্ছে উত্তম। অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞান না থাকলে কোন ইবাদত যথাযথ ভাবে করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই জ্ঞানার্জন সকল ইবাদতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইলমের প্রকারভেদ

وَ عَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ(رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْعِلْمُ ثَلْثٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْسُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَ مَا كَانَ سِوٰى ذَالِكَ فَهُوَ فَضْلٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ইলম তিন প্রকার (ক) প্রকাশ্য আয়াত (খ) প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং (গ) ন্যায্য ফরয কাজ। এ ছাড়া সবই অতিরিক্ত। (দারামী, আবু দাউদ)

জ্ঞান সার্বজনীন

لِمَ تَلبِسُونَ الحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنَتُمْ تَعْلَمُوْنَ

কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। (আল ইমরান-৭১)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَو بْن الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার নিকট থেকে একটি বাক্য পেলেও তা লোকদের কাছে পৌছে দাও। (বুখারী)

وَ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) مَرْفُوعًا كَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জ্ঞান মুমিনদের হারানো সম্পদ। অতএব, যেখানেই তা পাওয়া যায়, মুমিনগণ তার সবচেয়ে বেশি হকদার। (তিরমিযী, ইবনে মাযা)

না বুঝে পড়া বা বে-আমল ইলম

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সে গাধার মত, যে পুস্তক বহন করে (অথচ গাধা জানে না পুস্তকের মধ্যে কি লিখা আছে)। (জুমুয়া-৫)

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَبْقَى مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ رَسْمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ عَنِ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অচিরেই মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং কুরআনের শব্দগুলি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের মসজিদগুলি লোকে পরিপূর্ণ থাকবে, অথচ এর মুসল্লিরা সঠিক রাস্তা হতে বঞ্চিত থাকবে, আর তাদের আলিমগণ হবে আকাশের নীচে সর্বনিকৃষ্ট জীব। তাদের মধ্য হতেই ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং তাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বায়হাকী)

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللّٰهِ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لاَ عِلْمَ فِيهَا وَلاَ عِلْمٍ لاَ فَهْمَ فِيهِ وَلاَ قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّرَ فِيهَا

আলী (রা.) হতে বর্ণিতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ থেকে নিরাশ করে না। আল্লাহর নাফরমানী করতে দেয় না, তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে নিরাপদ মনে করে না, মানুষকে কুরআন ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট করায় না। নিশ্চয়ই এমন ইবাদত যাতে ইলম নেই, তাতে কোন উপকারিতা নেই। আর এমন ইলম যা বোধগম্য নয়, তাতেও কোন উপকার নেই। আর যে অধ্যয়ন বোধগম্য হয়না, তাতেও কোন মঙ্গল নেই। (দারামী)

না জেনে ইসলামের কথা বলা

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

এমন কোন বিষয়ের পিছনে লেগে যেও না, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। (ইসরা-৩৬)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতোয়া দিবে, তার গুনাহ ফতোয়া দাতার উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার দ্বীনি ভাইকে এমন কাজের নির্দেশ দিল, অথচ সে জানে যে, হিদায়াত তার বিপরীত, তা হলে সে খেয়ানত করল। (আবু দাউদ)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআনের অর্থ তার মতানুযায়ী বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান ঠিক করে নেয়। (তিরমিযী)

وَ عَن مُعَاوِيَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) نَهٰى عَنِ الاُغْلُوطَاتِ

মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স) মিথ্যা কিসসা ও কাহিনী বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়। (বুখারী)

ইলম ও আলেমের মর্যাদা

يَرفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। (মুজাদালা-১১)

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে যারা তার শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান রাখে। (ফাতের-২৮)

وَ عَن اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَال سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ- وَ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ (رضـ) بِمَا يَصنَعُ وَ اِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِىْ الْمَاءِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى

سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَ رَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرِثُوْادِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَ اِنَّمَا وَ رَثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

আবু দরদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশতারা জ্ঞানার্জনকারীর জন্য নিজদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, এমন কি পানির মাছও আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনায় দোয়া করে। আর আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকা মন্ডলীর উপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মত। অবশ্যই আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দীনার রেখে যাননি। তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইলম রেখে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে, সে বিপুল অংশ লাভ করেছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যিকির

কুরআন ও হাদীস এর বর্ণনা মোতাবেক যিকির অর্থ মহান আল্লাহ কে স্মরণ করা ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, আমল করা।

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমার শুকর গুজারী কর আর কুফরী কর না। (বাকারা-১৫২)

আয়াতের তাফছিরে আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারী (রা.) লিখেছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْ بِالطَّاعَةِ اَذْكُرْكُم بِالثَّوَابِ

তোমরা আমাকে আমার হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমে স্মরণ কর, আর আমি তোমাদেরকে নেক কাজের বিনিময়য় দিয়ে স্মরণ করব। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালনকে যিকির বলেছেন।

মৌখিক যিকিরের সাথে আমল জরুরী

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুখে কেন বল? যা তোমরা নিজেরা কর না। যা কর না তা বলা মহান আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত। (আস সফ-২,৩)

মুখে আল্লাহকে ডাকবে, স্মরণ করবে অথচ বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করবে তা আল্লাহ ঘৃণা করেন।

যিকিরের নিয়ম

১। বিনয় ও নম্রতাঃ

আদবের সাথে অর্থ স্মরণ করে বিনয় ও নম্রতা সহকারে যিকির করা

২। কাকুতি-মিনতি

মহান আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে নিজকে পেশ করতে হবে। হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাশা বর্জন করতে হবে।

৩। মৃদুস্বরে, চুপে চুপে যিকির করা

পৃথিবীর সকল চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে একান্ত মনে এমন মৃদুস্বরে যিকির করতে হবে যেন অপরের ইবাদতে অসুবিধা না হয়।

উল্লেখিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

হে নবী! স্বীয় রবকে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর। মনে মনে এবং বিনয় নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সাথে এবং ছোট আওয়াজে। তুমি গাফেলদের মধ্যে শামিল হয়ে যেও না।

(আ'রাফ-২০৫)

উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১। واذكر ربك فى نفسك তুমি তোমার রবকে নিজে নিজে স্মরণ কর অর্থাৎ তুমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজে নিজে আল্লাহর যিকির কর। দলবদ্ধ ভাবে, মজলিস মিলিয়ে যিকির করা এ আয়াতের শিক্ষার বিপরিত।

২। تضرعا وخيفة বিনয়ে সাথে ও আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে যিকির করা। একত্রিত হয়ে বড় বড় শব্দে যিকির করলে বিনয়ী হওয়া যায় না বরং একা একা নির্জনে বসে যিকিরে বিনয়ী হওয়া যায়।

৩। ودون الجهم من القدل অনুচ্চারিত শব্দে যিকির করা। বড় বড় শব্দে একত্রিত হয়ে আওয়াজ মিলিয়ে সমস্বরে যিকির করা এ আয়াতের শিক্ষার বিপরিত। বরং একা একা আল্লাহর ভয় জাগরুক রেখে আস্তে আস্তে যিকির করাই কুরআনের শিক্ষা।

৪। পবিত্রতা অবলম্বন

পোষাক-পরিচ্ছদ ও স্থান পবিত্র হওয়া যিকিরের অন্যতম আদব।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা-২২২)

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

তোমার কাপড় পোষাক পবিত্র কর। (মুদাচ্ছের-৪)

যিকিরের সময়

প্রতিটি মুহূর্তে যে কোন ভাবে ইবাদত, যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকা দায়িত্ব।

فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ

আল্লাহর যিকির কর দাড়ান অবস্থায়, বসা ও শোয়া অবস্থায়। (নিসা-১০২)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا- وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً

হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার যিকির কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ কর। (আহ্যাব-৪২)

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاخْبِرْنِي بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِاللّٰهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের আহকাম আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি যিকিরের খবর দিন যেটাকে আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখ। (তিরমিযী)

যিকিরের বিভিন্নরূপ ও পদ্ধতি

১। কুরআন পড়া

কুরআন পড়া, বুঝা, শিক্ষা দেয়া, কুরআনের বিধানের উপর আমল করা এবং কুরআনের বিধান দেশে কায়েম করার চেষ্টা করা সবই যিকিরের মধ্যে শামিল।

وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ

যিকিরে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ। (সাদ-১)

وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِيْنَ

এ কুরআন সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য যিকির। (কলম-৫২)

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ

আমরা তোমার প্রতি যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি। (নাহল-৪৪)

وَ لَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

আমরা কুরআনকে যিকিরের জন্য সহজ করে দিয়েছি। তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কে আছে? (কামার-২৩)

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

অবশ্যই সে সত্তা আপনার উপর সমস্ত কুরআনকে ফরয করে দিয়েছেন, যেন তিনি আপনাকে চির কল্যাণময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেন। (কাসাস–৮৫)

عَنْ اَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه (صـ) يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَ مَسْاَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান প্রভু বলেনঃ যারা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে যিকির ও দোয়ার সুযোগ লাভ করে না, আমি তাদেরকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম হচ্ছে সকল কালামের চেয়ে উত্তম, যেমনিভাবে সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহ হচ্ছে, উত্তম। (তিরমিযী, বায়হাকী, দারামী)

২। রাসূল (স) এর গোটা জীবনই ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা, তাই রাসূল (স) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ হচ্ছে যিকির

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সাফল্য লাভের আশা পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। (আহযাব-২১০)

وَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) সব সময় আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকতেন। (মুসলিম) রাসূল (স) এর সকল কাজই ছিল আল্লাহর যিকির।

৩। নামায হচ্ছে বড় যিকির

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে, এবং আল্লাহর স্মরণ শ্রেষ্ঠ।
(আনকাবুত-৪৫)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَانُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

হে মুমিনগণ! যখন জুমআর দিনে নামাজের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের (নামাজের) দিকে ধাবিত হও। (জুময়া–৯)

৪। হালাল রিযিক উপার্জন যিকির

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِىْ الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

যখন তোমরা নামায সমাপ্ত কর, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (জুময়া-১০)

৫। আল্লাহর কুদরত, সৃষ্টি ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যিকির

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوات وَالْاَرْضِ وَاللّٰه عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوات وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيٰتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّ قُعُوْدًاوَّ عَلٰى جُنُوْبِهِم وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর আল্লাহর জন্য আসমান ও জমিনের বাদশাহী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। নিশ্চয়ই আসমান ও জমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং চিন্তা–গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি, সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (আল ইমরান–১৮৯-১৯১)

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلٰى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلٰى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلٰى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلٰى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ

তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করেনা যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেনা যে, তা কি ভাবে উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা। (গাসিয়া–১৬-১৭)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একটি ঘন্টা চিন্তা-গবেষণা করা সত্তর বৎসর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (জামেউস সগীর)

৬। দ্বীনি ইলেম শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা করা যিকিরের শামিল

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে, যারা আলেম (যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে)
(ফাতের–২৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِه فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَّ اَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِه اَمَّا هٰؤُلاَء فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَ يَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ اَمَّا هٰؤُلاء فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَ يُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ فِيْهِمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে দুটি মজলিশের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেনঃ উভয় মজলিশেই ভাল কাজ চলছে, তবে একটির চেয়ে অন্যটি উত্তম। যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডাকছে যিকির করছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে এর প্রতিদান দিতেও পারেন, আবার তিনি নাও দিতে পারেন। কিন্তু যারা দ্বীনি এলেম শিখে এবং অন্য লোককে শিক্ষা দেয়, তারাই হচ্ছে উত্তম এবং আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে এবং তিনি তাদের সাথে বসে গেলেন।
(মেশকাত)

৭। তাওবা ও ইস্তিগফার করাও যিকিরের একটি রূপ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল। (আননাসর-৩)

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
(মোজ্জাম্মেল-২০)

عَنِ الاَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِّى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يٰاَيُّهَاالنَّاسُ تُوْبُوا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِىْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

আগার ইবনে ইয়াসার মাজানী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ হে জনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর এবং ক্ষমাপ্রার্থনা কর। কারণ আমিও প্রত্যেক দিন একশত বার তাওবা করে থাকি।

৮। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণিত বিশেষ যিকির

১। উত্তম যিকির

وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

২। একশত বার সুবহানাল্লাহ যিকির করা

وَ عَنْ سَعدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ (رضـ) قَالَ كُنَّاعِنْدَ رَسُولِ اللّٰه (صـ) فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُم اَنْ يَكسِبَ فِى كُلِّ يَومٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلُ مِنْ جُلَسَائِه كَيْفَ يَكسِبُ اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسبِيحَةٍ فَيُكتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَو يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيئَةٍ

সা,দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস(রা.) হতে বর্ণিত। একসময় আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন হাজারটি নেকী অর্জন করতে পারনা? উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন আরয করলেনঃ কেমন করে সে হাজারটি নেকী অর্জন করবে? জবাব দিলেনঃ সে একশো বার সুবহানাল্লাহ পড়বে। এতে তার নামে একহাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম)

৩। সকাল-সন্ধ্যার যিকির

وَ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَ حِيْنَ يُمسِى سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمدِه مِائَةَ مَرَّةٍ لَم يَأْتِ اَحَدُ يَومَ القِيَامَةِ بِاَفْضَلِ مِمَّا جَاءَبِه اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوزَادَ

আবুহুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন সকাল হয় ও যখন সন্ধ্যা হয়, সে সময় যে ব্যক্তি একশোবার বলেঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ' কিয়ামতের দিন তার চেয়ে ভাল আমল আর কারো হবেনা। তবে সে ব্যক্তি, যে এ কালেমাটি তার সমান বলে বা তার চেয়ে বেশি বলে। (মুসলিম)

وَ عَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اِقْرأْ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ وَالمُوَّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِى وَ حِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) আমাকে বলেছেনঃ সন্ধ্যায় ও সকালে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' তিন বার করে পড়ল, তাহলে এগুলি সব কিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪। নিম্নের যিকির প্রত্যহ একশতবার

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيرِ فِى يَوم مِائَة مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشَرِ رِقَابِ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَ لَم يَأتِ اَحَدٌ بِاَ فْضَلَ مِمَّا جَاءَبِهِ اِلاَّ رَجُلُ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী) ১। সে দশটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ করবে ২। তার নামে একশত নেকী লিখা হবে। ৩। তার নাম থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। ৪। সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে। ৫। কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে ভাল আমল আনতে পারবে না, একমাত্র সে ব্যক্তি ছাড়া, যে তার চেয়ে বেশি আমল করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

৫। নামাজের শেষে যিকির

وَ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) عَلٰى اَعْوَاد هٰذا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَءَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اَلْجَنَّةِ الاَّ الْمَوْتُ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাজের পর "আয়াতুল কুরছী" পড়বে তার বেহেশত প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা থাকবেনা। (অর্থাৎ মৃত্যুর বিলম্বই মাত্র বাধা) (বায়হাকী)

وَ عَنْ ثَوبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلوٰتِه استَغْفِرَ ثَلاَثًا وَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَ الاكرَامِ

ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায হতে অবসর গ্রহণ করতেন, তিন বার আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই) বলতেন। অতঃপর বলতেন "আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছালাম ওয়া মিনকাচ্ছালামু, তাবারাকতা ইয়া জাল জালালে ওয়াল ইকরাম"

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতে শান্তি, তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (মুসলিম)

وَ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَااِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اعطَيتَ وَ لاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجِدُّ

মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) প্রত্যেক ফরয নামাজের পর বলতেনঃ আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তা কেউ রুখতে পারেনা এবং তুমি যা রোধ করতে চাও, তা কেউ দিতে পারেনা এবং কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা উপকারে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) مُعَقِّبٰتٌ لاَّيَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوة مَكْتُوْبَةٍ ثَلٰثٌ و ثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً ثَلٰثٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَّ اَرْبَعٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَكبِيْرَةً

ক'াব ইবন উজরাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নামাজের পরে বলার কতিপয় বাক্য আছে সেগুলো যারা বলবে তারা কখনও নিরাশ হবে না। প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার 'ছুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার'। (মুসলিম)

৬। রাতের যিকির

وَ عَن اَبِى مَسعُودِ البَدرِىّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَن قَرَأَبِالايَتَينِ مِن اَخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ لَيلَةً كَفَتَاهُ

আবু মাসউদ আলবদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এক রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

৭। ঘুমাবার সময়ের যিকির

وَ عَن عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لَهُ وَ لِفَاطِمَةَ (رضـ) اذَااَوَيتُمَا الٰى فِرَاشِكُمَا اَوْاذَا اَخَذتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَ ثَلاَ ثِينَ وَ سَبِّحَا ثَلاَثًا وَ ثَلاَثِيْنَ وَ اَحْمِدَا ثَلاَثًا وَ ثَلاَثِينَ وَ فِى رِوَايَةٍ: التَّسْبِيْحُ اَرْبَعًا وَ ثَلاَثِيْنَ وَ فِى رِوَايَةِ التَّكْبِيْرُ اَرْبَعًا وَ ثَلاَثِيْنَ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে এবং ফাতেমা (রা.)-কে বলেনঃ যখন তোমরা তোমাদের বিছানার দিকে যাও অথবা বিছানায় শুয়ে পড় তখন তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ' ও তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ কর। অন্য বর্ণনায় আছে 'সুবহানাল্লাহ' চৌত্রিশ বার এবং অন্য বর্ণনায় আছে 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার পাঠ কর। (বুখারী, মুসলিম)

৮। চলাফেরার যিকির

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা যখন ওপরের দিক উঠাতাম তখন, 'আল্লাহু আকবার' বলতাম আর যখন নীচের দিকে নামতাম তখন বলতাম 'সুবহানাল্লাহ্'।

দোয়া

দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের ভান্ডার মহান আল্লাহর হাতে। এর মধ্যে সৃষ্টির কোন শক্তির সামান্যতম অধিকারও নেই। তাই মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মহান আল্লাহর কাছে বলতে হবে, চাইতে হবে।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوالِى وَلْيُؤْمِنُوابِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

আমার বান্দারা যখন আপনার নিকট আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আমি তাদের খুবই নিকটে। যারা আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাক শুনি এবং তাদের উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও; হয়ত তারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারবে। (বাকারা-১৮২)

মহান আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে নিকট তম সত্তা। তাই মনের সব কথা, আশা আকাংখা সবই তাকে সরাসরি বলতে হবে।

গায়রুল্লাহর নিকট দোয়া করা যাবে না

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন সত্তাকে ডেকো না। যে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি এরূপ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। (ইউনুস-১০৬)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তার চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে চায়। (আহকাফ-৫)

আল-কুরআনের দোয়া

পাপ মোচনের দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু, ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়েছে, তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না। হে প্রভু! আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ পূর্ববর্তী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আল্লাহ, যে বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিওনা। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমিই আমাদের শান্তনা-আশ্রয়দাতা। কাফেরদের ওপর তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর। (বাকারা–৩৮২)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسِنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

হে প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছি এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তা হলে আমরা নিশ্চিত ভাবেই ধ্বংশ হয়ে যাব।

(আরাফ-২৩)

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও। আর আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর। (বাকারা-২০১)

হিদায়াত কামনা

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সঠিক দৃঢ় পথ প্রদর্শন কর। (ফাতেহা-৫)

رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَاِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে পরওয়ারদিগার! তুমিই যখন আমাদেরকে সঠিক সোজা পথে এনেছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতা সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই। (আল ইমরান–৮)

কাফেরদের উপর বিজয়ের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِى اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَمِنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করে আমাদের কাজকর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে, তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য কর। (আল-ইমরান–১৪৭)

পরিবারেরও নেতৃত্বের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن اَزْوَاجِنَا وَذرِّيتِنَا قُرَّةَ اَعيُنٍ وَّ جْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুর শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও। (ফোরকান–৭৪)

পিতামাতার জন্য দোয়া

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِى صَغِيْرًا

হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের প্রতি রহম কর যেমন করে তারা স্নেহ বাৎসল্য সহকারে বাল্য কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন। (আসরা–২৪)

নেক লোকদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالايمَان وَلاَ تَجعَل فِى قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

হে প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইদেরকে ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না। হে আমাদের আল্লাহ! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন করুনাময়। (হাশর–১০)

দেশের জন্য দোয়া

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

হে প্রতিপালক! আমাদেরকে এ জনপদ হতে বের করে লও, যার অধীবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (নিসা–৭৫)

وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلطَنًا نَّصِيْرًا

তোমার নিকট হতে একটি সার্বভৌম শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।(আসরা-৮০)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ খাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। (আলে ইমরান–১৬)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব কিছু অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেন নি। আপনি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে বাঁচান। (আল ইমরান–১৯০)

জান্নাত লাভের জন্য দোয়া

رَبنَا وَ اَدْخِلْهُم جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِىْ وَ عَدتَّهُمْ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রবেশের অধিকার দান কর অনন্ত জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছ। (আল-গাফের–৮)

হাদীসে বর্ণিত দোয়া

১। মসজিদে প্রবেশের দোয়া

আবু সাঈদ হতে বণিত। হুজুর (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে তখন আমাকে ছালাম করার পর এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبوَابَ رَحمتِكَ

হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন। (মুসলিম)

২। মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

আবু সাঈদ হতে বর্ণিত। হুজুর (স) বলেছেনঃ তোমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসলিম)

৩। পায়খানা ও প্রস্রাবের দোয়া

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) পায়খানায় যাওয়ার সময় এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

হে আল্লাহ! স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার জিন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৪। পায়খানা থেকে বের হওয়ার দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) পায়খানা হতে বের হবার সময় এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَلحمدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَذَاقَنِىْ لَذَّتَهُ وَ اَبْقىٰ فِى قُوَّتِهٖ وَ دَفَعَ عَنِّى اَذَاهُ

সমগ্র প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাকে তার খাদ্য সামগ্রীর স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তার উপাদান আমার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আর তিনি তার ক্ষতিকর বস্তুগুলো আমার থেকে দূর করেছেন। (তিবরানী)

৫। স্ত্রী সহবাসের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। হুজুর (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার জন্য উদ্যত হবে, তখন এ দোয়া পাঠ করবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيطانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমার থেকে শয়তান দূরে রাখুন এবং আমাদের জন্য এ কাজের যা কিছু ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাকেও শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখুন। (নাসাঈ, ইবনে সুন্নাহ)

৬। অযূর দোয়া

আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেনঃ আমি এমন এক সময় হুজুর (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি অযূ করছিলেন এবং তাঁর যবান মুবারক থেকে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِى وَ وَسِّعْ لِىْ فِى دَارِى وَ بَارِكْ لِىْ فِى رِزْقِى

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করেদিন, আমার ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন। (নাসাঈ)

৭। অযূর শেষে দোয়া

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুন্দর রূপে অযূ করার পর এ ভাষায় (নিম্নলিখিত) দোয়া করে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে।

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী লোকদের মধ্যে শামিল করুন। (মুসলিম-তিরমিযি)

৮। পানাহারের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। হুজুর (স)-এর খেদমতে খানা পেশ করা হলে তিনি দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ- بِسْمِ اللّٰهِ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর নামে (খাওয়া) শুরু করছি। (ইবনে সুন্নাহ)

৯। খানা শেষের দোয়া

আবু সাঈদ (রা.) বলেনঃ নবী করীম (স) পানাহার শেষ করার পর এমনিভাবে দোয়া করতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে পানাহার করান এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

১০। নিদ্রার পূর্বের দোয়া

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন ঘুমাই যেতেন তখন পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

হে আল্লাহ! তোমার নামেই মরি ও বাঁচি। (বুখারী)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোক যখন শয়ন করার জন্য বিছানায় যাবে, তখন কাপড় দ্বারা বিছানাটি ভাল করে ঝেড়ে নেয়া উচিৎ এবং এ দোয়াটি পাঠ করা উচিত ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَ ضَعَتُ جَنْبِىْ وَ بِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

হে মাওলা! তোমার নাম নিয়ে শয়ন করছি এবং তোমার নামেই গা তুলছি। যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ হয়ে যায়, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি আমার প্রাণকে ফিরিয়ে দেন, তবে তা এমনভাবে হেফাজত করুন, যেরূপ আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।

১১। নিদ্রা থেকে জেগে দোয়া

হুযায়ফা ও আবু যর গিফারী (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রা থেকে জেগে এ দোয়াটি পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

সর্ব প্রকার প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী)

১২। যান বাহনের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন সফরে যাওয়ার জন্য উটের পিঠে সাওয়ার হতেন, তখন তিনবার আল্লাহ আকবার বলতেন। অতঃপর বলতেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

পাক পবিত্র সে সত্তা, যিনি এটিকে অধীন করে দিয়েছেন আমাদের জন্য অথচ আমাদের এর শক্তি ছিল না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (মুসলিম)

১৩। সফরের দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সফরে এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى- اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَاهٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَا لْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ- اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَ عْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَد

হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার কাছে নেকী ও তাকওয়ার প্রার্থনা করছি এবং সে আমল চাচ্ছি যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ! আমাদের সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য গুটিয়ে দাও। হে আল্লাহ, সফরে তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আমাদের পরিবারের তুমিই অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, মর্মান্তিক দৃশ্যের উদ্ভব থেকে এবং নিজ দের ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন ও সন্তানদের মধ্যে খারাপভাবে ফিরে আসা থেকে।

(মুসলিম)

১৪। সফর থেকে ফিরার পর দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সফর থেকে ফিরে এসে উক্ত দোয়া পড়তেন, কিন্তু এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করতেন ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আমরা প্রত্যাবত্যনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তওবাকারী, আমরা নিজদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী। (মুসলিম)

১৫। কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দোয়া পড়তে হবে

খাওলা বিনতে হাকীম (রঃ) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে এবং তারপর বলে ঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ

আমি আল্লাহর পূর্ণাংগ কালেমাগুলোর সহায়তায় সে বস্তুর অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

১৬। কোন মানুষ বা অন্য কিছুর ভয় দেখা দিলে যে দোয়া পড়তে হয়

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন কোন জাতির ভয় করতেন, তখন বলতেন ঃ

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِن شُرُوْرِهِم

হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

১৭। পরস্পর ছালাম বিনিময়

ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি اَلسَّلَامُ عَلَيكُم বলে, তার জন্য দশ নেকী। যে اَلسَّلَامُ عَلَيكُم وَ رَحمَةُاللّٰه বলে, তার জন্য বিশটি নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি বলে اَلسَّلَامُ عَلَيكُم وَ رَحمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه (তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত) তার জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

১৮। হাঁচি দিলে দোয়া

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তাদের বলা উচিতঃ اَلحَمدُ لِلّٰهِ তার সাথীর বলা উচিতঃ يَرحمُكَ اللّٰهُ তার জবাবে বলা উচিতঃ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصلِحُ بَالَكُمْ

অর্থাৎ ১। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য ২। তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন ৩। আল্লাহ তোমাকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থান সংশোধন করুন। (বুখারী-মুসলিম)

১৯। সাথীকে বিদায় দেয়ার দোয়া

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) আমাদেরকে বিদায় দেয়ার সময় বলতেনঃ

اَسْتَودِ عُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَا نَتَكَ وَ خَواتِيْمَ عَمَلِكَ

আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। (তিরমিযি)

২০। নতুন কাপড়-জুতা ইত্যাদি পরিধান করার সময় দোয়া

আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন নতুন কাপড় পড়তেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ اَنْتَ كَسَوتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ

হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রত্যাশী এবং ঐ কল্যাণের প্রত্যাশী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। এ কাপড়ের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থী। এবং ঐ অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। (আবু দাউদ)

২১। কবর যিয়ারতের দোয়া

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার কতক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُم اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالاَثَرِ

হে কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ক্ষমা করুন আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী। আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযি)

২২। ঘরে প্রবেশের দোয়া

আবু মালেক আশাআরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করে, তখন যেন সে বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَالمَوْلَجِ وَ خَيْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّم عَلٰى اَهْلِهِ

হে আল্লাহ! আমার ঘরে প্রবেশ ও নির্গমণ যেন কল্যাণকর হয়। আমরা আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। অতঃপর সে যেন তার ঘরের লোকদের সালাম করে। (আবু দাউদ)

২৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য দোয়া

উম্মে মা'বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَ عَمَلِى مِنَ الرِّيَا وَ لِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَ عَيْنِى مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

হে আল্লাহ! আমার কলবকে নিফাক থেকে, আমার কাজকে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) থেকে, আমার বাক শক্তিকে মিথ্যা থেকে এবং আমার দৃষ্টি শক্তিকে বিশ্বাস ঘাতকতা থেকে পবিত্র করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি চোখের বিশ্বাসঘাতকতা ও মনের গহীনে লুকায়িত কথা সম্পর্কে অবগত আছ। (বায়হাকী)

২৪। বিপদের সময় যে দোয়া পড়তে হয়

আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিপদের সময় এ দোয়া পড়তেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَلْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি মহান, সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের মালিক।

২৫। দুশ্চিন্তা ও ঋণ মুক্তির জন্য দোয়া

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) এ কথাগুলো বলে দোয়া করতেনঃ

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحُزْنِ وَ العَجْزِ وَالكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلْعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং লোকদের প্রতিপত্তি হতে। (বুখারী)

২৬। কবর আযাব ও ফেতনা থেকে মুক্তির জন্য দোয়া

আনাস ইবনে মালেক হতে বর্ণিত। আল্লাহর নবী এ দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَا لْمَمَاتِ

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, অতীব বার্ধক্য থেকে। আমি আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবিত অবস্থার ও মৃত্যুকালীন সময়ের ফেতনা থেকে। (বুখারী)

আদর্শ ব্যক্তি জীবন

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যে রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ বিধান আল কুরআন। আল কুরআনে ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তি হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয়। কারণ ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবাই সঠিক ভাবে চলতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ হতে পারে।

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا- فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوٰاهَا- قَدْاَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَ قَدْخَابَ مَنْ دَسّٰهَا

মানুষের নফসের ও সে সত্ত্বার শপথ, যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে তার প্রতি ইলহাম করেছেন তার পাপ ও তার তাকওয়া। যে নফসকে পবিত্র করল, সে সফল এবং যে তা কলুসিত করল, সে ব্যর্থ হল। (আস শামস ৭-৯)

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا

আমরা মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। অথচ তাদেরকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন করে বানিয়েছি। আমরা তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, ইচ্ছা করলে সে শোকরকারী হতে কিংবা অবাধ্য হতে পারে। (দাহ্‌র-৩)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ

যে সৎকাজ করল, সে নিজের কল্যাণ সাধন করল। (জাসিয়া-১৫)

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَ مَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

যে হিদায়াতের পথ গ্রহণ করে, তার হিদায়াত প্রাপ্তি তার জন্যে কল্যাণকর। আর যে ভ্রান্ত পথে চলে তার গোমরাহীর জন্যে সে নিজেই দায়ী। কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করেনা। আমরা কাউকে শাস্তি দেইনা যতক্ষণ একজন রাসূল না পাঠাই। (ইসরা-১৫)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(صـ) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَ لٰكِنَّ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক ও ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কাজ। (মুসলিম)

মানুষ নৈতিক জীব

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

তুমি অন্যায়কে দূর কর সৎ কাজ করা দ্বারা, যা উত্তম। তুমি দেখতে পাবে যারা তোমার শত্রু তারা তোমার আন্তরিক বন্ধু হয়ে গেছে। (হামিম সাজদা-৩৪)

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ مِنْ خِيَارِكُم اَحْسَنُكُم اَخْلَاقًا

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম।

وَ عَن مَالِكٍ انَّهُ قَدْ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاَ خْلَاقِ

ইমাম মালেক হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি মানুষের নৈতিক গুণ পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েছি। (মোয়াত্তা)

وَ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ تَقْوٰى اللّٰهِ وَ حُسْنُ الخُلُقِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ হবে, যারা আল্লাহকে ভয় করেছে এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (তিরমিযি-হাকেম)

জ্ঞানার্জন

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ঈমানদার ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُراٰنَ- خَلَقَ الانْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ

মেহেরবান আল্লাহ (মানব জাতিকে) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (আর রহমান-১-৪)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

যারা জানে আর যারা জানেনা, তারা কি কখনও সমান হতে পারে? (যুমার-৯)

عَن اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জ্ঞানার্জন সকল মুসলমানের জন্য ফরয। (জামিউস সগির)

وَ عَن اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَقِيْهُ وَّ احِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلفَ عَابِدٍ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একজন ফকিহ (আলেম) শয়তানের জন্যে হাজার আবেদ অপেক্ষা ভয়াবহ। (তিরমিযি-ইবনে মাযা)

ইখলাস

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সকল কাজ ও ইবাদত করা।

وَ مَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

আল্লাহর বন্দেগী ব্যতীত তাদেরকে অন্য কোন হুকুম দেয়া হয়নি। দ্বীনকে তারই জন্য খালেস করে সম্পূর্ণ তারই দিকে একনিষ্ঠ ও একমুখী হবে। (আল বাইয়্যেনা-৫)

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَا ؤُ هَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

আল্লাহর নিকট তাদের গোশত পৌছেনা, রক্তও নয়। কিন্তু অবশ্যই তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট পৌছে। (আলহজ্জ-৩৭)

عَن شَدَّاد بِن اَوْس قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِى فَقَدَ اَشْرَكَ وَ مَن صَامَ يُرَائِى فَقَد اَشْرَكَ وَ مَنْ تَصَدَّقَ يُرَاى فَقَدْ اَشْرَكَ

শাদ্দাদ ইবনে আউস হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে নামায আদায় করল সে শিরক করল। যে লোক দেখানোর জন্যে রোজা রাখল সে শিরক করল এবং যে লোক দেখানোর জন্যে দান করল, সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমদ)

তাকওয়া

মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সকল হুকুম পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া।

يَاَيـهَاالَّذِينَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত। (আল ইমরান-১০২)

اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا و يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক তাহলে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড (যোগ্যতা ও শক্তি) দান করবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (আনফাল-২৯)

اِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রিয়, যে সবচেয়ে বেশি। তাকওয়া অবলম্বন করে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوْا النِّسَاءَ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ দুনিয়া অবশ্যই মিষ্টি ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচ এবং নারীদের (ফেতনা) থেকে বাঁচ।

অর্থাৎ আল্লাহর বিধান লংঘন করে দুনিয়ার কাজ কর্ম করাই হচ্ছে দুনিয়া চাওয়া আর আল্লাহর বিধান মোতাবেক দুনিয়ার কাজ কর্ম করাই ইবাদত। নারীর আকাংখা পূরণ করতে পুরুষ লোক অধিকাংশ সময়ই অন্যায় কাজ ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। তাই নারীদের ছলনা থেকে বাঁচার জন্যে তাকিদ করা হয়েছে।

সত্যবাদিতা

আল্লাহর প্রতিটি বিধান মেনে চলাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। আর তাঁর বিধান লংঘন হচ্ছে অসত্য ও মিথ্যা।

فَاِذَا عَزَمَ الاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

যখন চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হল তখন তারা আল্লাহর সাথে তাদের প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করে দেখালে তা তাদের জন্য উত্তম হতো। (মুহাম্মদ-২১) অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য জানমাল কুরবান করাই সত্যবাদিতা।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

মোমেনদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। (আহযাব)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَدِقُ حَتّٰى يَكْتُبُ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَ اِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَ اِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُكَذِّبُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সত্যনিষ্ঠতা সততার পথ দেখায়। আর সততা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে

যায় এবং অশ্লীলতা দোযখের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট 'মিথ্যুক' নামে অভিহিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

সবর বা ধৈর্য

আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্যে নির্ভীক ভাবে কাজ করা, কোন অত্যাচারীর অত্যাচারকে ভয় না করা এবং প্রতিটি সৎকাজ প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ধৈর্য সহকারে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

يَا يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর। (ইমরান-২০০)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শষ্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করব। (এ পরীক্ষায়) ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। (আল বাকারা-১৫৫)

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ

আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি। (মুহাম্মদ-৩১)

وَ عَنْ اَبِى يَحْيٰى صُهَيْبِ بْنِ سَنَانٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَ لَيْسَ ذَالِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِن اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

সোহাইব ইবনে সিনান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্যে আনন্দের কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর আদায় করে, তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়।(মুসলিম)

আল্লাহর ওপর ভরসা

একজন মুমিন আল্লাহ ব্যতীত কারো উপর ভরসা করে না।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لاَيَمُوْتُ

সে সত্তার ওপর ভরসা কর যিনি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না। (ফুরকান-৫৮)

وَ مَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার জন্যে যথেষ্ট। (তালাক-৩)

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

মোমেন লোকদের আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করা উচিত। (ইবরাহিম-১১)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّ تَرُوْحُ بِطَانًا

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ভরসা কর, ঠিক যে ভাবে ভরসা করা উচিৎ, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে রেজেক দান করবেন। যেমন রেজেক দিয়ে থাকেন পক্ষী সমূহকে। তারা প্রভাতে খালী পেটে বের হয়, আর সন্ধ্যা বেলা ভরাপেটে তৃপ্তি সহকারে ফিরে আসে।

(তিরমিযি, ইবনে মাযা)

দৃঢ়তা

ঈমানী শক্তি মানুষের মনকে সুদৃঢ় করে দেয়। কোন শক্তির ভয় তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নাড়াতে পারে না।

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ

সত্যপথে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাক, যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (হুদ-১১২)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

যে সকল লোক বললঃ আল্লাহ্ আমাদের প্রভু। অতঃপর এর ওপর সুদৃঢ় হয়ে থাকল। তাদের ওপর ফিরেশতা অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না। আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (ফুছ্ছিলাত-৩০)

মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর বিধানের ওপর সুদৃঢ় ভাবে কায়েম থাক।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلاً لاَ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ سْتَقِمْ

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (স) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ কথা বলে দিন যা আপনি ছাড়া কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেনঃ বল আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, অতঃপর উহার ওপর সুদৃঢ় ভাবে টিকে থাকবে। (মুসলিম)

আল্লাহর পথে সাধনা

সকল চেষ্টা-সাধনা একমাত্র আল্লাহর জন্যে হতে হবে।

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করবে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথ দেখাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের সাথে আছেন। (আনকাবুত-২৯)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنَ

আল্লাহর ইবাদত করতে থাক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে মুহূর্তের উপস্থিতি সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। (আল হিজর-৯৯)

فَمَنْ يَّعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه

যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। (যিলযাল-৭)

عَن اَبِى صَفوانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرِ الاَسلَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ

আবু ছাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বোসর আসলামী হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ উত্তম লোক সে ব্যক্তি, যে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে এবং সে সৎকর্মে লিপ্ত থাকে। (তিরমিযি)

عن عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعْ هٰذا يَارَسُولَ اللّٰهِ وَ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ قَالَ افَلاَ اُحِبُّ اَن اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) রাতে দাঁড়াতেন ফলে তার পা ফুলে ওঠত। আমি তাঁকে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করেন কেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আমি কি আল্লাহর শুকর আদায় করবনা (যে, আল্লাহ আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন) (বুখারী,মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ(صـ) اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُم مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَالِكَ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বেহেশত তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী এবং দোযখও তদরূপ। (বোখারী)

লজ্জা

ঈমানদার লোকেরা সাধারণতঃ লজ্জাশীল হয়ে থাকে।

وَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اَلْحَيَاءُ لاَ يَاتِى الاَّ بِخَيْرٍ وَ فِى رِوَايَةِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ লজ্জা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে। অন্য বর্ণনায় আছেঃ লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه(صـ) اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالاِيمَانُ فِى الجِنَّةِ وَالبَزَاءُ مِنَ الجَفَاءِ وَالجَفَاءُ فِى النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ লজ্জা ঈমানের একটি অঙ্গ এবং ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আর লজ্জাহীনতা হল পাপ, আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। অর্থাৎ লজ্জাহীন ব্যক্তি জাহান্নামী। (তিরমিযি, আহমদ)

দয়া

ঈমানদার লোকেরা মানুষের প্রতি দয়াবান হবে।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امَنُو اوَتَوَاصَوابِا لصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْابِا الْمَرْحَمَةِ اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

অতঃপর যারা ঈমান এনেছে, যারা পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ প্রদান করে, এসব লোকই ডানপন্থী। (বালাদ-১৭-১৮)

وَ الْكَاظِمِيْنَ الغَيْظَ وَالعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা রাগ প্রশমিত করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (আল ইমরান–১৩৫)

وَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰه (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه (صـ) مَن لاَ يَرحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী-মুসলিম)

শুক্র ও হামদ্

আল্লাহ যা দান করেছেন, সকল অবস্থায় আল্লাহর শুকর আদায় করা এবং তাঁর প্রশংসা করা।

لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِيدَنَّكُمْ

তোমরা যদি শুকর্ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। (ইবরাহীম-৭)

وَاخِرُ دَعْوَاهُم اَنِ الحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তাদের সকল কথার শেষ কথাঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে, যিনি সারা জাহানের রব। (ইউনুস-১০)

وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ يَرضَى عَنِ الْعَبْدِ يَاكُلُ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন সে বান্দাকে, যে খাদ্য খায় তার জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যা পান করে আর তার জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করে।

দানশীলতা

ঈমানদার লোকেরা দুনিয়ার সম্পদ অস্থায়ী মনে করে পরকালের কল্যাণ লাভের আশায় অসহায় লোকদের কল্যাণে দান করতে থাকে।

وَ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ

আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তার মধ্য থেকে তারা খরচ করে। (বাকারা-২)

وَمَا لَكُمْ اِلاَّ تُنْفِقُوْافِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করনা? অথচ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যে। (হাদিদ-১৫)

وَ فِى اَموَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের (ধনীদের) সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। (যারিয়াত-১৯)

وَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضـ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ

আদি ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা নিজদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর। যদি তা অর্ধেক খেজুর দ্বারাও সম্ভব হয়। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِن مَالِهِ؟ قَالُوا: يَارَسُولَ اللّٰه (صـ) مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَالَ: فَاِنَّ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَ مَالُ وَارِثِهِ مَااَخَّرَ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধীকারীদের সম্পদ বেশি ভালবাসে। লোকেরা বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজের সম্পদের

চেয়ে উত্তরাধিকারীর সম্পদ বেশি ভালবাসে। তিনি বললেন, যে খরচ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) তাই শুধু নিজের সম্পদ, আর যা রেখে যাবে, তা উত্তরাধিকারীর সম্পদ। (বোখারী)

অল্পে তুষ্টি

ঈমান মানুষের মন থেকে লোভ-লালসা দূর করে দেয় এবং অল্প পাওয়ায় আত্মতৃপ্তি সৃষ্টি হয়।

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

তা হতে (কুরবানীর গোশত) নিজেরাও খাও, আর তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে। আর তাদেরও, যারা এসে নিজদের প্রয়োজন পেশ করে। (আল হজ্জ-৩৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَدْاَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَ رُزِقَ كَفَافًا وَ قَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিকও দান করেছেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لَيْسَ الْغِنَىَّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَ لٰكِنَّ الْغِنٰى غِنٰى النَّفْسِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ ধন সম্পদ বেশি থাকলেই ধনী হওয়া যায়না। বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী। (মুসলিম, বুখারী)

সরল ভাবে জীবন যাপন

মুমিন ব্যক্তি সরলভাবে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হবে এবং বিলাসিতা পরিহার করবে।

وَ كُلُوا وَشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا

তোমরা খাও, পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না। (আরাফ-৩১)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الايمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الايمَانِ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা কি শুনতে পাওনা, তোমরা কি শুনতে পাওনা? নিঃসন্দেহে সরলতা ঈমানের অংশ, সরলতা ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) لَمَّا بَعْثَهُ اِلٰى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَ التَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْابِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাকে ইয়ামন প্রেরণ করেন, তখন বলেছিলেন, বিলাসিতা হতে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর নেক বান্দারা বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করে না। (আহমদ)

উত্তম পন্থায় কাজ করা

ইসলামে যে কোন কাজ সুন্দর নিখুঁতভাবে করার প্রতি তাকিদ করা হয়েছে।

اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِىْ الاَرْضِ

তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। (কাছাস-৭৭)

عَنْ اَبِى يَعْلِى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الاحسَانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَاذا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا القِتْلَةَ وَ اذا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয় উত্তম পন্থায় করা ফরয করে দিয়েছেন। এমনকি যখন তুমি হত্যা কর তখন উত্তম পন্থায় হত্যা কর; আর যখন তুমি যবেহ কর তাও উত্তম পন্থায় কর, তোমাদের প্রত্যেকের ছুরি ধারাল করে লও যাতে করে যবেহকৃত জন্তুর কষ্ট লাঘব হয়। (মুসলিম)

মধ্যমপন্থায় কাজ করা

ইসলাম ব্যক্তিকে সকল ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলেছে।

وَ الَّذِينَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

যারা খরচ করার সময় অতিরিক্ত খরচ করে না এবং কৃপণতাও করেনা বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যনীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে (তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা) (ফোরকান-৬৭)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(صـ) مَااَحْسَنَ القَصْدِ فِى الْغِنىٰ مَا اَحْسَنَ القَصْدِ فِى الفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ القَصْدِ فِى الْعِبَادَةِ

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সুখী অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই ভাল, দরিদ্র অবস্থায় মধ্যম পন্থা কতইনা ভাল, ইবাদতে মধ্যম পন্থা কতই না ভাল। (মুসনাদে বাজ্জার)

আল্লাহর ভয় ও আশা একত্রিত হওয়া

ঈমানদার ব্যক্তি ভয় করবে একমাত্র আল্লাহকে এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাশা করবে।

فَلاَ يَامَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلاَّ القَومُ الخَاسِرُوْنَ

দুর্দশাগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিত হয় না। (আরাফ-৯৯)

اِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ اِلاَّ الْقَومُ الْكَافِرُوْنَ

কাফের ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। (ইউসুফ-৮৭) অর্থাৎ কাফের ছাড়া সবাই আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে।

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ (صـ) قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَاللّهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ وَ لَو يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِن الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ঈমানদারগণ যদি আল্লাহর আযাব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতো, তবে কেউ তাঁর বেহেশতের আশা করত না। আর কাফের লোকেরা যদি আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানত, তাহলে কেউ তাঁর বেহেশত থেকে নিরাশ হত না। (মুসলিম)

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

وَ يَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُم خُشُوعًا

আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর (কুরআন) তাদের ভীতি ও নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। (ইসরা-১০৯)

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُوْنَ

তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হচ্ছো আর হাসছো কিন্তু কাঁদছো না? (নাজম-৬০)

وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ صُوَىٍّ بْنِ عَجْلاَنِ الْبَاهِلِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللّهِ تَعَالٰى مِن قَطْرَتَيْنِ وَ اَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ قَطْرَةُ دَمٍ تُهرَاقُ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَ اَمَّا الاَ ثْرَانِ فَاَثَرٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ تعَالٰى وَ اَثَرٌ فِى فَرِيْضَةٍ مِن فَرائِضِ اللّهِ تَعَالٰى

আবু উমামা সুওয়াই ইবনে আজলান বাহেলী হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহর কাছে দু'টি বিন্দু (ফোটা) এবং দু'টি নিদর্শনের চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। তার একটি হল আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অপরটি হল আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দু'টো হল, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করা। (তিরমিযী)

বিনয়ী হওয়া

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

হে নবী! সুসংবাদ দিন নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে। (হজ্জ-২৪)

فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا

তাদেরকে বিনয় সূচক জবাব দাও। (ইসরা-২৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ مَا رَأىَ رَسُولُ اللّٰهِ (صـ) يَاكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُعَقِبَهُ رَجُلاَنِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখিনি এবং না কখনও তার পিছনে দু.ব্যক্তিকে চলতে দেখেছি। (আবু দাউদ)

তওবা

একজন মুমিন সব সময় মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

وَ تُوبُوا اِلى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَاالْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর। তাহলে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। (নূর-৩১)

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا اِلَيْهِ

তোমরা নিজ প্রভু আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাও। তার পর তাঁর নিকট তওবা কর।(হুদ-৩১)

وَ عَنِ الْاَغَرِّبْنِ يَسَارِ الْمُزَنِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَايُّهَا النَّاسُ تُوْبُوا اِلَى اللّٰهِ وَ اسْتَغْفِروهُ فَاِنّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

আগার ইবনে ইয়াসার মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি একদিনে একশতবার তওবা করি।

وَعَنْ اَبِى نُجَيْدٍ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِىِّ (رضـ) اَنَّ امْرأَةً مِن جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ (صـ) وَ لِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيهَا فَاِذَا وَ ضَعَتْ فَأْتِنِىْ بِهَا فَفَعَلَ فَاَمَرَبِهَا نَبِىُّ (صـ) فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّى عَلَيْهَا- فَقَالَ

لَهُ عُمَرَ تُصَلِّى(ص) عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْزَنَتْ؟ قَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

ইমরান ইবনে হোসাইন খুযায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। জোহায়না গোত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি। আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (স) তার অভিভাবককে ডেকে বলেদিলেনঃ এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তাই করা হল। রাসূলুল্লাহ (স) তার যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ (স) তার জানাযার নামায পড়ালেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যিনা করেছে। তবুও আপনি এর জানাযার নামায পড়ছেন? তিনি বললেনঃ সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্যে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয়, তার এরূপ তওবার চেয়ে ভাল কোনো কাজ তোমাদের কাছে আছে কি? (মুসলিম)

আত্মসম্ভ্রম

আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষকে সকল প্রকার হীনতা থেকে উদ্ধার করে আত্মসম্মান ও আত্মসম্ভ্রমের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে দেয়। আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টির কারো নিকট সে মাথা নত করে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বন্দেগী ও আনুগত্য করে, তারা নিজেরাই তার মত দাসানুদাস মাত্র। (আরাফ-১৯৪)

لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرًا وَّلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ

যাদের কাছে মানুষ সাহায্য চায়, তারা তার সাহায্য তো দূরের কথা, নিজেই নিজের সাহায্য করতে সমর্থ নয়। (আরাফ-১৯২)

وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لاَ نَصِيْرٍ

তিনি ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নেই। (বাকারা-১০৭)

يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ

যমিন ও আকাশ মন্ডলের সবাই আল্লাহর নিকট চায়। (আর রহমান-২৯)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْئَالُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَو لِيَسْتَكْثِرْ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে মানুষের নিকট চায়, প্রকৃত পক্ষে সে আগুনের টুকরা ভিক্ষা করছে, চাই তা অল্প করুক কিংবা বেশি করুক। (মুসলিম)

মানসিক প্রশান্তি

ঈমান মানুষকে নিরাশ করেনা বরং সংকটময় মুহূর্তেও মহান আল্লাহর সাহায্যের ভরসায় অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আখেরাতের স্থায়ী পাওনার জন্যে পৃথিবীর সকল অভাব ও দুঃখ ভুলে যায়।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বলঃ আমি তোমাদের খুব নিকটবর্তী। তাদের ডাকের জবাব আমি দিয়ে থাকি, যখন তারা আমাকে ডাকে। (বাকারা-১৮৬)

وَ رَحْمَتِي وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আমার রহমত প্রতিটি জিনিষের ওপর প্রসারিত। (আরাফ-১৫৬)

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

আল্লাহর যিকির দ্বারা মানব হৃদয় বিস্তৃতি ও প্রশান্তি লাভ করে। (বরদ-২৮)

বীরত্ব

আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষের মধ্যে সাহসিকতা নির্ভীকতা, সৃষ্টি করে। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষকে ভয় করে না এবং দুনিয়ার পাওনাকে তুচ্ছ মনে করে মৃত্যুর পরের জীবনের পাওনাই উত্তম মনে করে।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

যারা মুমিন তারা আল্লাহকে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসে। (বাকারা-৪৫) অর্থাৎ দুনিয়ার কোন কিছুর ভালবাসা তাকে খুশি করতে পারে না।

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى

তাদেরকে (দুনিয়ার শক্তিমান) ভয় করবেনা, ভয় করবে একমাত্র আমাকে। (বাকারা-১৫০)

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যারা আল্লাহর পথে (দ্বীন কায়েমের জন্যে) শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী। মহান আল্লাহর নিকট রিযিক রয়েছে তাদের জন্যে। (ইমরান-১৭০)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। (সূরা নিসা-১৭৬)

কলব

মানুষের কলব পবিত্র ও পরিষ্কার থাকলে মানব জীবন পরিশোধিত হয় এবং উন্নত জীবন গড়ে তুলতে পারে।

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ

মহান আল্লাহ জানেন তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে। (আহযাব-৫১)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

হে অন্তর সমূহের বিবর্তনকারী। আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।

اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَوَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান! শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত পিন্ড রয়েছে, যদি সেটা সংশোধিত হয়, তবে সমস্ত শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা খারাপ হয়, তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়। মনে রেখো, পিন্ডটি হলো কলব বা দিল। (বুখারী)

কলব নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

১। কুফরী করা

যারা আল্লাহ ও তাঁর বিধান অস্বীকার করে, তাদের অন্তর বন্ধ্যা হয়ে আছে।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

আল্লাহ তাদের (কাফেরদের) অন্তরে মহর করে দিয়েছেন। (বাকারা-৭)

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ

এভাবে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের দিলের ওপর মহর মেরে দেন। (আরাফ-১০১)

২। মুনাফেকী

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী করেও কাফেরদের মত আচরণ করে।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

তাদের মনে রোগ রয়েছে, যে রোগকে আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দেন। (বাকারা-১০)

৩। দ্বীনি জ্ঞানের অভাব

যারা দ্বীনের জ্ঞানের অভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা তাদের অন্তর অন্ধ।

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ

এমনিভাবে আল্লাহ্ অজ্ঞ লোকদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। (রোম–৫৯)

৪। সত্যের স্বাক্ষ্য গোপন

যারা সত্যকে গোপন করে। আল্লাহর বিধান জেনেও গোপন করে তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।

وَ لاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ ط وَ مَنْ يَكْتُمُهَا فَاِنَّه اٰثِمٌ قَلْبُهُ

সাক্ষ্য (সত্যের সাক্ষ্য) কখনও গোপন কর না, যে সাক্ষ্য গেপন করে, তার মন পাপের কালিমা যুক্ত হয়। (বাকারা-২৮৩)

৫। অন্যায় কাজের কারণে অন্তরে মরিচা ধরে

كلاَّ بَل رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

এটা সত্য নয় বরং ওদের পাপ কাজ অন্তরে মরীচা ধরিয়ে দিয়েছে। (মুতাফ্‌ফেফিন–১৪)

কলব পরিষ্কার করার উপায়

১। কুরআন

কুরআন পড়লে, বুঝলে ও কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চললে মানুষের অন্তরের রোগ ভাল হয়।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছেছে। আর (এ কুরআন হলো) অন্তরসমূহে অবস্থিত রোগ ব্যাধির চিকিৎসার উপায়-উপকরণ ও ঔষধ। (ইউনুস–৫৭)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আমরা কুরআনে যা নাযিল করেছি, তাহলো, মুমিনদের সকল সমস্যার সমাধান চিকিৎসা, নিরাময় এবং রহমত। (ইসরা - ৮২)

ইবনে কাছির شفاء শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

اَى يَذْهَبَ مَافِى الْقَلْبِ مِن اَمْرَاضٍ مِن شَكٍّ وَّ نِفَاقٍ وَّشِرْكٍ وَّ زَيْغٍ وَّ مَيْلٍ وَ الْقُرْاٰنُ يَشْفِى مِن ذَالِكَ كُلِّه

মানুষের অন্তরে ঈমান, ইছলাম সম্পর্কে সন্দেহ, কপটতা, শিরক ও মানসিক ধ্যান–ধারণা ইত্যাদি যতই আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থাকুন না কেন, কুরআন সকল সমস্যা থেকেই মানুষের আত্মাকে নিরাময় করে দেয়।

২। আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান অন্তর নির্মল করে

وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের অন্তর হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ সব কিছু জানেন। (তাবাগুন-১১)

৩। আল্লাহর ভয়

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

যে না দেখে রহমানকে ভয় করে, সে আসক্ত দিল সহকারে উপস্থিত হয়েছে। (কাফ-৩৩)

৪। আল্লাহর স্মরণ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যাদের দিল আল্লাহর স্মরণে কেঁপে উঠে। আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে। (আনফাল-২)

৫। কলবের মরিচা দূর করার উপায়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا جِلَاءُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ লোহার ওপর পানি পড়লে যেভাবে তাতে মরিচা ধরে যায়, ঠিক তদ্রূপ মানুষের কলবের ওপরও মচিরা পড়ে যায়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কলবের এ মরিচা কি ভাবে দূর করা যেতে পারে। তিনি বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তা দূর করা যায়। (বায়হাকী, মেশকাত)

৬। রুহানী শক্তি অর্জনের উপায়

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لَوْكَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন জাতিকে তোমরা কখনও এমন দেখবে না যে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীতাকারীদেরকে ভালবাসে, চাই তাদের পিতা হোক কিংবা পুত্র, ভাই হোক অথবা তাদের বংশের লোক। এরা সে সব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে দৃঢ়মূল

করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। (মুজাদালা-২২)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করে তাদেরকে রূহানী শক্তিদ্বারা সাহায্য করা হয়। আমাদের দেশে যারা বাতিলের সাথে মোকাবেলা করার চিন্তাও করে না তারা নিজেদেরকে রূহানী শক্তির অধিকারী বলে দাবী করে। যার সাথে কুরআন হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার উপায়

كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعَلَّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُوْنَ

তোমরা যে কিতাব মানুষকে শিক্ষা দাও আর নিজেরাও পড়া-শোনা কর, তা অবলম্বন করে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। (আল-ইমরান–৭৯) অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব বুঝে তা অনুসরণ করেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হয়।

কথা বলার শিষ্টাচার

وَ قُوْلُوْالِلنَّاسِ حُسْنًا

মানুষের সাথে ভাল কথা বল। (বাকারা-৮২)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُواقَولاً سَدِيْدًا

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। (আহযাব-৭০)

وَاغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ اِنَّ اَنكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوتُ الْحَمِيْرِ

তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখ, সব আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে কর্কশ।(লোকমান-১৯)

عَن عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) لَمْ يَكُنْ يَسرُدُ الْحَدِيْثَ كَسرْدِكُمْ كَانَ يَحْدِثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদের মত তাড়াতাড়ি কথা বলতেন না। তিনি এমনি ভাবে কথা বলতেন যে, যদি গণনাকারী গুণতে চাইতো তাহলে গুণে সংখ্যা বের করতে পারতো। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَاحِشًا وَّلا لَعَّانَا وَّ سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ وَجْهِهِ ـ

হযরত আনাস (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) অশ্লীল কথা, অভিশাপ ও গালি দেয়া থেকে পবিত্র ছিলেন। অসন্তুষ্টি ও অশান্তির সময় বলতেন তার কি হয়েছে? তার মুখমণ্ডল ভূ-লুণ্ঠিত হোক। (বুখারী)

ভ্রমণের শিষ্টাচার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى نُهْبَتَهُ مِنْ وَّ جْهِهٖ فَلْيَعْجِلْ اِلٰى اَهْلِهٖ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সফর হচ্ছে শাস্তির অংশ, যা তোমাদের খানা-পিনা ও নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, অতএব যখনই নিজের প্রয়োজনপূর্ণ হয়ে যায়, সে যেন নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرَقُ اَهْلَهُ لَيْلاً

হযরত জাবের (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘ দিন পরিবার থেকে অনুপস্থিত থাকে সে যেন রাত্রে পরিবার-পরিজনের নিকট না ফেরে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) لاَ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّنَهَارًا فِىْ الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَابِا لْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

হযরত কায়াব ইবনে মালেক বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) সফর থেকে দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে আগমণ করতেন। যখন আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়তেন। (বুখারী)

খানা-পিনার শিষ্টাচার

كُلُوا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا

খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় করো না। (আরাফ-৩১)

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ

আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র বস্তু রেযেক দিয়েছি তা খাও। (বাকারা–১৬৮)

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে খাও এবং সৎ কাজ কর। (আল মুমিনুন–৫১)

عَن عَمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلْمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِى حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) وَ كَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِسْمِ اللّٰهِ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

ওমর ইবনে আবি সালমা বলেনঃ আমি ছোট সময় নবী করীম (স)-এর নিকট লালিত পালিত হয়েছি। খাওয়ার সময় আমার হাত পূর্ণ থালায় ঘুরত, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেনঃ বিসমিল্লাহ পড়, ডান হাত দ্বারা খাও এবং নিকট থেকে খাও। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ (رضـ) اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ

হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর কাছে ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ আমরা খাই কিন্তু তৃপ্তি লাভ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ সম্ভবত তোমরা পৃথক খাও। তারা বললেন, হাঁ। হুজুর (স) বললেনঃ তোমরা একত্রিত হয়ে খানা খাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর তাহলে তোমাদের খানার মধ্যে বরকত হবে।(আবু দাউদ)

وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدَ يَكْفِيْ الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاَرْبَعَةِ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ

হযরত জাবের (রা.) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ একজনার খাদ্য দু'জনার জন্যে যথেষ্ট, দুজনার খাদ্য চার জনার জন্যে যথেষ্ট এবং চারজনার খাদ্য আট জনের যথেষ্ট। (মুসলিম)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَاكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعَ فَاِذَا فَرِغَ لَعِقَهَا

হযরত কায়াব ইবনে মালেক (রা.) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (স) তিন অঙ্গুলিতে খেতে দেখেছি এবং খানা শেষে অঙ্গুলি চাটতে দেখেছি। (মুসলিম)

عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) لَا اَكُلُ مُتَّكِئاً

আবু হুযাইফা (রা.) বলেনঃ নবী করিম (স) বলেছেনঃ আমি হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَاكُلُ الْمُسْلِمُ فِى مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِى سَبْعَةِ اَمْعَاءِ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমান এক আঁতে খায় আর কাফের খায় সাতটি আঁতে। (বুখারী)

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) نَهٰى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْيَنْفَخُ فِيْهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

চাল-চলনের শিষ্টাচার

وَ لاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَـرَحًـا اِنَّكَ لَنْ تَخْـرِقَ الْاَرْضَ.وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً

জমিনের বুকে দম্ভভরে চলনা। তোমরা না জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না পর্বতের মত উচ্চতা লাভ করতে পারবে। (ইসরা-৩৭)

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ

তুমি চালচলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। (লোকমান-১৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰه (صـ) لاَ يَـمْشِ اَحَـدُكُم فِى نَعْلٍ وَّ اَحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْلِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা কেউ একটি জুতাপরে চলবে না, দু'টোই খুলে লও অথবা দু,টোই পরে লও।

রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْ نَا هَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা আছে, তারমধ্যে সর্বত্তোম হল একথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিম্নতমটি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ। (বুখারী, মুসলিম)

নিদ্রার শিষ্টাচার

عَنِ الْبَـرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَـالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا أَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ

বোরা ইবনে আযেব (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন বিছানায় বিশ্রাম নিতেন, তিনি ডান পার্শে কাত হয়ে ঘুমাতেন। (বুখারী)

عَنْ عِـبَـادِ بْنِ بَنِى تَمِـيْمٍ عَنْ عَـمِّـهِ اَنَّهُ اَبْصَـرَ النَّـبِىَّ (صـ) يَضْطَجِعُ فِى الْمَسْجِدِ رَافِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلٰى الاُخْرٰى

আব্বাদ ইবনে তামীম তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (স) কে মসজিদে এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে শুতে দেখেছেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِیْ اَمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَرَّ بِرَجُلٍ فِی الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا بِوَجْهِهٖ فَضَرَبَهٗ بِرِجْلِهٖ وَ قَالَ قُمْ نَوْمَةٌ جَهَنَّمِیَّةٌ

আবু উমামা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে মুখের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল। হুজুর (স) নিজের পা দ্বারা তাকে আঘাত করে বললেন, উঠে দাঁড়াও ইহা জাহান্নামীদের শোয়া। (আদাবুল মোফরাদ)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنِ النَّبِیِّ (صـ) قَالَ لَاتَتْرُكُوا النَّارَ فِی بُیُوْتِكُمْ حِیْنَ تَنَامُوْنَ

সালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমাতে যেও না। (বুখারী)

জীবনের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন

عَنْ اَبِی قَیْسٍ اَنَّهٗ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) یَخْطُبُ فَقَامَ فِی الشَّمْسِ فَاَمَرَهٗ فَتَحَوَّلَ اِلٰی ظِلٍّ

আবু কাইস হতে বর্ণিত। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলেন তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন তিনি রোদ্রে দাঁড়িয়ে গেলেন, হুজুর (স) নির্দেশ দিলেন তাকে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে। (আদাবুল মোফরাদ)

عَنْ رَجُلٍ مِن اَصْحَابِ النَّبِیِّ عَنِ النَّبِیِّ (صـ) مَنْ بَاتَ عَلٰی اَنجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِیْنَ یَرْتَجُّ فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

একজন সাহাবী নবী করিম (স) থেকে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি ছাদের প্রান্তে শুয়েছে এবং নীচে পড়ে মারা গেছে, সেজন্যে কেউ দায়ী নয়। আর যে ব্যক্তি ঝড়ের সময় সমুদ্রে সফর করেছে, পরে ধ্বংশ হয়েছে, সেজন্যে কেউই দায়ী নয়। (এজন্যে অসর্তকতা অবলম্বনকারী নিজেই দায়ী) (আদাবুল মোফরাদ)

সালাম

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِیَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَیِّبَةً

যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজদের লোকদেরকে সালাম করবে। কল্যাণ কামনা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে, যাহা বরকতময় ও পবিত্র। (নূর-৬১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না ঘরের লোক্দের থেকে অনুমতি লাভ না করবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না করবে। (নূর-২৭)

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْاهَا

যখন কেউ সম্মানের সাথে তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা আরো উত্তম ভাবে তাকে উত্তর দাও। অথবা ঐ ভাবেই দাও। (নিসা-৮২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ (صـ) اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَ عَلٰى مَنْ لَّمْ تَعْرِفْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করিম (স) এর নিকট প্রশ্ন করলেনঃ কিরূপ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেনঃ খানা খাওয়ান এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে। (বুখারী, মুসলিম)

সালাম করার পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ (متفق عليه ـ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি হাঁটার লোককে সালাম দেবে, হাটার ব্যক্তি দেবে বসা লোককে এবং কম সংখ্যক লোক দেবে বেশি সংখ্যক লোককে। (বুখারী মুসলিম)

কেউ যদি সালাম পাঠায়

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرَيِلَ يَقْرَاُكِ السَّلَامُ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّٰه

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) তাকে বললেন, জিবরাঈল তোমাকে সালাম বলছেন। তখন আয়েশা (রা.) বললেনঃ ওয়াআলাইহিস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। (বুখারী, মুসলিম)

কিতাবীদের সালাম

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যদি আহলে কিতাবরা তোমাদেরকে সালাম দেয়, তবে তোমরা ওয়াআলাইকুম বলবে। (বুখারী,মুসলিম)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অবশ্যই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা-২২২)

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

তোমরা বস্ত্র পবিত্র রাখ। (মুদাচ্ছের)

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

আবু মালেক আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَ طَعَامِهِ وكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهِ وَ مَا كَانَ مِنْ اَذٰى

আয়েশা (রা.) বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ (স) ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্যে ব্যবহার করতেন এবং বাম হাত ইস্তেঞ্জা ও নাক ঝাড়ার কাজে ব্যবহার করতেন।(আবু দাউদ)

স্বভাবজাত কাজ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল (স) যা বলেছেন, তা কর, যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। (হাশর)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার জন্যে যে সব কাজ সমাধা করা জরুরী

وَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَ نَتْفُ الابِطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স) স্বভাবজাত কাজ বলেছেনঃ পাঁচটি অথবা পাঁচটি বিষয় স্বভাব জাত কাজের অন্তর্ভুক্ত (১) খতনা করা (২) গুপ্ত স্থানের লোম কাটা (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম উপড়ে ফেলা এবং (৫) গোঁফ খাট করা। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) عَشَرٌ مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ اِعفَاءِ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ

وَ قَصُّ الاَظْفَارِ وَ غَسْلُ البَرَاجِمِ وَ نَتْفُ الابْطِ وَ حَلْقُ العَانَةِ وَانْتِقَاصُ المَاءِ قَالَ الرَّاوِى نَسِيْتُ العَاشِرَةَ الاَّ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দশটি কাজ সনাতন স্বভাবের অন্তর্ভুক্তঃ ১। গোঁফ খাট করা ২। দাঁড়ি লম্বা করা ৩। মেছওয়াক করা ৪। পানি দ্বারা নাক পরিস্কার করা ৫। নখ কাটা ৬। আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা ৭। বগলের লোম উপড়ে ফেলা ৮। গুপ্ত স্থানের লোম কাটা। ৯। পায়খানা পেশাবের পর পানি ব্যবহার করা। বর্ণনাকারী বলেনঃ দশমটি ভুলেগিয়েছি। সম্ভবত ১০। কুলি করা। (মুসলিম)

পায়খানা-প্রশ্রাবের শিষ্টাচার

وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا يَعْنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَّسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ اَوْاَنْ نَسْتَنْجِى بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ اَوْاَنْ نَّسْتَنْجِى بِرَجِيْعٍ اَوْبِعَظْمٍ

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন কিবলা মুখি হয়ে পায়খানা অথবা প্রশ্রাব করতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা করতে, এস্তেঞ্জার পাথর তিনটির কম নিতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করতে। (মুসলিম)

وَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اتَّقُوْا المَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازُ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ

হযরত মুয়ায (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ হতে বেঁচে থাকঃ পানির ঘাটে, চলাফেরার পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা। (আবু দাউদ)

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ

আব্দুল্লাহ ইবন ছারজেস (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তে প্রশ্রাব না করে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

وَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لايَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطِ كَاشِفَيْنَ عَنْ عَوْرَتِهَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ

হযরত আবু সাইদ, (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দু'ব্যক্তি একসাথে যেন তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। এতে আল্লাহ অবশ্যই ক্রুদ্ধ হন। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ

হযরত আনাস (রা.) বলেনঃ নবী করিম (স) যখন পায়খানা পেশাবের ইচ্ছা করতেন নিজের কাপড় তুলতেন না, যতক্ষণ না মাটির নিকটবর্তী হতেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجِى ثُمَّ مَسَحَ يَدَاهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ নবী করীম (স) যখন পায়খানায় যেতেন আমি তাঁর জন্যে বদনায় করে অথবা রাকওয়ায় ভরে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তাদ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন। অতঃপর হাত মাটিতে মুছতেন। তারপর আমি আরও এক বদনা পানি আনতাম, তা দ্বারা তিনি ওযু করতেন। (দারামী, নাসাঈ)

দাঁড়ি-গোঁফ

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحٰى

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِى السِّبَالَ اِلاَّ فِىْ حَجَّةٍ اَو عُمْرَةٍ

জাবের (রা.) বলেনঃ আমরা দাড়ি ছেড়ে দিতাম এবং হজ্জ ও ওমরার সময় ছোট করাতাম। (আবু দাউদ)

عَن عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَن اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ يَاخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَ طُوْلِهَا

আমর ইবনে শোয়াইব তার বাবা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী করিম (স) দাড়ি দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত থেকে কাটতেন। (তিরমিযী)

লেবাসপোশাক

يٰبَنِى اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْاٰتِكُم وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহ ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। (আরাফ-২৬)

وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ

তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন বস্ত্রের, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে বর্মের যা তোমাদের যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। (নাহ্ল-৮১) উল্লেখিত আয়াতে পোশাকের উদ্দেশ্য জানা যায়ঃ ১। লজ্জাস্থান আবৃত করা ২। সৌন্দর্য বর্ধন ৩। শীত ও গরম থেকে রক্ষা ৪। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ৫। তাকওয়ার পোশাক (অর্থ সৎকর্ম ও খোদাভীতি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত রুহুল মায়ানী)

জামার বর্ণনা

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ (رضـ) قَالَتْ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) الْقَمِيْصُ

উম্মে সালমা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাপড় ছিল কুর্তা। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

عَن اَنَس بِن مَالك كَانَ لرَسُولِ اللّه (صـ) قَمِيْصُ قُطنىٌّ قَصِيرُ الطُّول قَصِيرُ الكُمَّين

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীকরীম (স)-এর জামা ছিল সূতার এবং লম্বায় ছিল খাট, হাতাও ছোট ছিল। (মেরকাত ও জেলদ-৪ পৃঃ ৪২৩)

عَن ابن عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ لرَسُولِ اللّه (صـ) قَمِيْصُ قُطنىٌّ قَصِيرُ الطُّولِ قَصِيرُ الكُمَّينِ (اَخلاق النبى (صـ) حَافظ شَيخُ السفَحانى)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীকরীম (স)-এর জামা ছিল সূতার এবং লম্বায় ছিল খাট, হাতাও ছোট ছিল। (আখলাকুন নবী)

عَن ابنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النبىّ (صـ) يَلبَسُ قَمِيصًا فَوقَ الكَعبَينِ [اَخلاق النبى (صـ) حَافظ شَيخُ السفَحانى]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) টাখনুর উপর পর্যন্ত লম্বা জামা পরতেন। জামার আস্তিন গুলি তাঁর আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ছিল। (আখলাকুন নবী)

পাগড়ী

عَن اَنَسٍ اَنَّهُ رَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) تَعُمَّمَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ [اَخلاق النبى (صـ) حَافظ شَيخُ السفَحانى]

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কালো পাগড়ি বাঁধতে দেখেছেন। (আখলাকুন নবী (স) হাফেজ ইসপাহানী)

টুপী

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন কোন সময় সাদা টুপি পরতেন। (আখলাকুন নবী)

অহংকার মূলক পোশাক

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَومَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অহংকার বশতঃ তার লুঙ্গী বা পাজামা ঝুলিয়ে দেয়।
(বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الاِزَارِ فَفِى النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দুই টাখনুর নীচে লুঙ্গী বা পাজামা দ্বারা যে পরিমাণ স্থান ঢেকে রাখবে, তা জাহান্নামে যাবে। (বুখারী)

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ(رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ الْاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعُمَامَةِ مَنْ جَرَّشَيْئًا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ লুঙ্গী বা পায়জামা, কুর্তা ও পাগড়ী ঝুলিয়ে দেয়া। যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ এরূপ কিছু ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না। (আবু দাউদ)

নিসফে সাক পাজামা বা লুঙ্গী

وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِزَارَةُ الْمُسْلِمِ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ اَوْلاَجُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَفِى النَّارِ وَ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানের লুঙ্গী-পাজামা হাঁটু ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি স্থানে (নিসফি সাক) থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এ নিসফি সাক ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি থাকা দোষণীয় নয়। টাখনুর নীচে যে টুকু থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে। যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে লুংঙ্গি পায়জামা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না।

পুরুষের জন্যে রেশমের বস্ত্র ও স্বর্ণ হারাম

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ وَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُم قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِى

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে দেখেছি, তিনি রেশম নিলেন ও ডান হাতে রাখলেন, আর স্বর্ণ নিলেন ও বাম হাতে রাখলেন। তারপর বললেনঃ এ দু'টো জিনিসই আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। (আবু দাউদ)

মহিলাদের পোশাক

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَ بِيْبِهِنَّ

হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। (আহযাব-৫৯)

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

তারা যেন সাধারণতঃ যা প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে। (নূর-৩১)

অর্থাৎ ঘরের বাহিরে বের হওয়ার সময় নারীরা যেন তাদের মাথার চুল ও বক্ষদেশ চাদর দ্বারা ডেকে রাখে।

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَم يَنْظُرِ اللّٰه يَوْمَ الْقِيَامَة فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعا لاَ يَزِدْنَ

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ তার কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। উম্মে সালামা

(রা.) বললেনঃ তাহলে মহিলারা তাদের আঁচলের ব্যাপারে কি করবে। তিনি বললেনঃ তারা এক বিঘত পরিমাণ ছেড়ে দিবে। উম্মে সালামা বললেনঃ এতে তাদের পা উম্মুক্ত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তাহলে এক হাত পর্যন্ত ঝুলাতে পারে। এর চেয়ে যেন বেশি না হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক পরিধান হারাম

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبَسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন পুরুষকে, যে মহিলাদের পোশাক পরিধান করে এবং লানত করেছেন নারীকে যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

ইসলামে ব্যক্তি পূজার অবসান

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু। (হুজ রাত-১৩)

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُم وَ رُهْبَانَهُمْ اَرِبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা নিজদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে খোদাকে বাদ দিয়ে।
(তাওবা-৩১)

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আমাদের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ যেন কাউকে নিজদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করে।
(আলে ইমরান-৬৪)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَم يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ وَكَانُوْا اِذَا رَاوَهُ لَمْ يَقُوْمُوْالِمَايَعلَمُوْنَ مِن كَرَاهِيَتِهِ كَذالِكَ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) সকলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেনঃ লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছ.)-কে দেখতেন তারা (সম্মান দেখাবার জন্যে) দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তিনি তা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مُتَوَكِئًا عَلٰى عَصًا فَقَمْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَابَعْضًا

আবু আমামা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) এক সময় লাঠি ভর করে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়ালাম। হুজুর (স) বললেনঃ তোমরা এভাবে দাঁড়াবে না, যেমন লোকেরা পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।
(আবু দাউদ)

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيْ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ يَّقُوْمَ فَوْقَ شَيْئٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي اَسْفَلَ مِنْهُ

আবু মাসূদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন যে, (ইমাম) উচু স্থানে দাঁড়াবে এবং লোকেরা তার পিছনে দাঁড়াবে অর্থাৎ তার থেকে নীচে দাঁড়াবে। (জহর কুতনী)

উঁচু ও নীচু স্থানে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর কিছু সাহাবায়ে কেরাম নিজদের ব্যক্তি সীমার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে। তখন ইসলাম এবং মহানবী (স)-এর ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ

হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি মুহাম্মদের ইবাদত করে থাক, তার জানা উচিৎ যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে থাকে, তার জানা উচিৎ আল্লাহ হচ্ছেন চিরঞ্জীব সত্ত্বা, তাঁর কোন মৃত্যু নেই।

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর বিধান, এজন্যে তা চির কাল জীবন্ত থাকবে। কারণ আল্লাহ চিরন্তন আল্লাহর বিধানও চিরন্তন।

عَنِ الْمِقْدَادِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذاَ رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وَ جُوْهِهِمِ التُّرَابُ

মিকদাদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদের দেখ তাদের মুখের উপর ধূলি-বালি নিক্ষেপ করে দাও। (মুসলিম)

একজন ব্যক্তিকে ততক্ষণ অনুসরণ করা, যতক্ষণ সে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক চলে। তাকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর মহব্বতে, ব্যক্তির মহব্বতে নয় এবং পরকালের নাজাতের ব্যাপারে কোন বুজর্গ ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম ভরসা করা যাবে না।

সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَدِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اَنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِى مَنْ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَ يَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَ قَذَفَ هٰذَا وَ اَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَ ضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطِى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتُهُ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى وَ عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সে যার টাকা, পয়সা, সম্পদ নেই। তিনি বললেন আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের ময়দানে নামায, রোযা, ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোন মানুষকে গালী দিয়েছে। কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কাহার সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। তার নেক থেকে বিনিময় আদায় করতে থাকবে, সকল নেক কাজ শেষ হয়ে যাবে আর বিনিময় দেয়ার মত কিছুই থাকবে না অবশেষে দাবীদারদের পাপ চাপান হবে তার উপর অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করার জন্য এবং মানুষের হক নষ্ট করার জন্যে নামায, রোযা ও হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে চলে যাবে। (মুসলিম)

খেদমত গ্রহণ করার মধ্যে বুজুর্গী নেই

وَ عَنْ قَلاَبَةَ (رضـ) اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (صـ) قَدِمُوْا يَثْنُوْنَ عَلٰى صَاحِبٍ لَهُمْ خَيْرًا قَالُوْا مَارَ اَيْنَا مِثْلُ فَلاَنٍ هٰذَا قَطُّ-مَا كَانَ فِى مَسِيْرٍ اِلاَّ كَانَ فِى قِرَاةٍ وَ لاَنَزَ لْنَا فِي مَنْزَلٍ اِلاَّ كَانَ فِي صَلاَةٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يَكْفِيْهِ صَيْعَتَهُ حَتّٰى ذَكَرَ وَ مَنْ كَانَ يَعْلِفَ جِمَالَهُ وَ دَبَّتَاهُ ؟ قَالُوْا نَحْنُ قَالَ فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ

কালাবা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স)-এর কয়েকজন সাহাবা সফর থেকে এসে তাদের একজন সাথী সম্পর্কে প্রশংসা করতে ছিলেন যে, অমুক ব্যক্তির মত নেক লোক কখনও দেখিনি। সে সফরের মধ্যে চলার পথে সর্বদা তেলাওয়াত করেছেন, যেখানেই নেমেছেন সেখানেই নামায আদায় করেছেন। নবী করিম (স) জিজ্ঞেস করলেন তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কে করেছে এবং এমনকি তিনি উল্লেখ করলেন যে কে তার উট ও পশুকে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং এমনটি তিনি উল্লেখ করলেন যে কে তার উট ও পশুকে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তারা জবাব দিলেন আমরা অর্থাৎ আমরাই তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন তোমরা সকলেই তার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ)

ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব

وَ عَنْ مَعَاذٍ (رضـ) اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ اِنْ قُتِلْتَ وَ حُرِّقْتَ وَ لاَ تَعُقَّنَّ وَ الِدَيْكَ وَ اِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَ مَالِكَ وَ لاَتَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ لاَ تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَ اِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ اِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَ اِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَ اَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَ اَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ

হযরত মোয়ায (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ হে মোয়ায! (১) যদি তোমাকে হত্যা করে কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হতে বঞ্চিত করে দেয়, তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরজ নামায ত্যাগ করবে না। কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরজ নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না, কেননা শরাব হলো সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। (৫) তুমি সব রকমের পাপ কাজ হতে নিজকে দূরে রাখবে। কেননা পাপ কার্যের কারণে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) তুমি যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি মহামারী (সংক্রামক ব্যাধি) দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) তাদেরকে আদব শিখাতে তাদের উপর থেকে লাঠি সরাবে না এবং (১০) তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করবে। (আহমদ)

আদর্শ পরিবার

পরিবার

পরিবার ব্যবস্থা ব্যতীত সভ্যতা মূল্যহীন। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ পরিবার ব্যবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বহু বিধান নাযিল করেছেন।

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَ احِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَ نِسَاءً

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সে দু'জন থেকেই অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে পরেছে। (নিসা-১)

خَلَقَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَ رَحْمَةً

তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুকম্পা জাগিয়ে দিয়েছেন। (রোম-২১)

বিশ্ব প্রকৃতি ও পরিবার

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ

মহান পবিত্র সত্ত্বা সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন- উদ্ভিদ ও মানব জাতির মধ্য হতে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জান না। (ইয়াসিন-৩৬)

وَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (যারিয়াত-৪৯)

পরিবার শুরু হয় স্বামী ও স্ত্রী থেকে। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যাতে করে বংশ বৃদ্ধি হতে পারে পরিবার থেকে।

মানব পরিবার গঠন পদ্ধতি

فَا نْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

বিবাহ কর মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়। (নিসা-৩)

وَ لَقَدارْسَلْنَارُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً

আপনার পূর্বে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি। (রায়াদ-৩৮)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত যে আমার সুন্নত মোতাবেক আমল করে না সে আমার উম্মত নয়। (মুসনাদে আহমদ)

বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবার গঠন করা হয়।

বিবাহের পদ্ধতি

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

তাদের নির্ধারিত মোহরানা আদায় কর। মোহরানা নির্ধরিত হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতি সহকারে কোন সমঝোতা হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। (নিসা-৩৮)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَاْ مَرُ وَ اِذْنُهَا سُكُوْتُهَا

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ বিধবা মহিলারা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী অধিকার রাখে। কুমারী মেয়ের নিকট থেকে তার অনুমতি নিতে হবে এবং চুপ থাকাই তার অনুমতি। (মুসলিম)

وَ عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَعْلِنُوْا النِّكَاحَ

আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিয়ে সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দাও। (মুসনাদে আহমদ)

বিবাহের শর্ত হচ্ছেঃ ১। ছেলে-মেয়ের সম্মতি। ২। মোহরানা নির্ধারণ ও আদায় ৩। প্রকাশ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান অর্থাৎ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ।

পরিবারের উদ্দেশ্য

১। শান্তিতে বসবাস

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ احِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

তিনিই আল্লাহ! তিনিই তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে। (আল-আরফ-১৮৯)

একজন মানুষ তার পরিবারে যে শান্তি ও নিরাপত্তা বোধ করে, তা আর কোথাও লাভ করে না।

২। পারস্পরিক সহযোগিতা

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক স্বরূপ আর তোমরা পোশাক তাদের জন্যে। (বাকারা-১৮৭)
অর্থাৎ স্ত্রীরা তোমাদের হেফাজতকারীণী, তোমরাও তাদের হেফাজতকারী।

৩। বংশ বৃদ্ধি!

وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَ نِسَاءً

তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সে দু'জন থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল পুরুষ ও নারী। (নিসা-১)

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেত স্বরূপ। (বাকারা-২২২)
ক্ষেতে যে ভাবে ফসল উৎপাদন করা হয়, তেমনি স্ত্রীরাও তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে।

৪। সন্তান লালন-পালন

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

আর সন্তানবর্তী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর দায়িত্ব হলো সে সমস্ত নারীর খোর পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বহন করবে। (বাকারা-২৩৩)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্যে ব্যয় করেছ। একটি দীনার মিসকিনকে দান করেছ আর একটি দীনার পরিবারের লোকের জন্যে ব্যয় করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্যে খরচ করেছ, প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম। (মুসলিম)

৫। চরিত্রের পবিত্রতা সংরক্ষণ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ

তোমরা মেয়েদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহ কর এবং প্রচলিত পন্থায় তাদের মোহরানা আদায় কর যেন তারা তোমাদের বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে এবং স্বাধীন ভাবে যৌন চর্চায় লিপ্ত না হয় আর গোপনে প্রেম করে যৌন উচ্ছৃংখলতায় নিপতিত না হয়। (নিসা-২৫)

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (صـ) يَقُوْلُ اِذَا اَحَدَكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْاَةُ فَوَقَعَتْ فِى قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ اِلَى اِمْرَاَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَافِىْ نَفْسِهِ

আবু জুবাইরা হতে বর্ণিত। যাবের (রা.) বলেনঃ আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন নারী যখন তোমাদের কারো অন্তরে লালসা জাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গিয়া তার সাথে মিলিত হয়ে উত্তেজনা উপশম করে নেয়। এর ফলে মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যায় এবং অন্তরের প্রশান্তি লাভ করতে পারে। (মুসলিম)

স্বামীর অধিকার

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ

بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

পুরুষরা মেয়েদের পরিচালক- এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে এক দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ জন্যে যে, পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী নারীরা আনুগত্য পরায়ণ হয়ে থাকে, পুরুষদের অনুপস্থিতি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে। (নিসা-৩৪)

عَنْ اَبِى عَلِيِّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَاْتِهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

আবু আলী তলক ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে; এমনকি চুলার ওপর রুটি থাকলেও। (তিরমিযী-নাসাঈ)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ যে কোন স্ত্রী লোক এমন অবস্থায় মারা গেল, যখন তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لَوْكُنْتُ اٰمُرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সাজদা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করার জন্য। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلَمْ تَاْتِهٖ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসেনা, স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ করতে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

তবে তোমরা বিয়ে কর যা তোমাদের জন্যে ভাল হয়- দু'জন, তিনজন, চারজন। যদি ভয় হয়, তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা তাহলে একজন বিয়ে কর। (নিসা-১)

বিবাহ ব্যতীত কোন নারীর সাথে যৌন মিলন ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। তাই নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে পুরুষকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার করতে তোমরা সক্ষম হবে না। যদিও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা কর। তবে একজনের প্রতি পূর্ণ ভাবে ঝুকে পড়বে না। (নিসা-১২৯)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدٰ اهُمَا جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যার দুই স্ত্রী সে যদি একজনকে প্রাধান্য দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে তার শরীরে অর্ধাংশ ঝুলে থাকবে। (আহমদ)

পারিবারিক সমস্যার সমাধান

১। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকার নির্দেশ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَ الْاَمِيْرُ رَ اعٍ وَ الرَّ جُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ وَ لَدِهٖ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর বা শাসক একজন রক্ষক। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং সন্তানের রক্ষণকারিনী। (বুখারী-মুসলিম)

২। স্বামী-স্ত্রীকে ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বনের নির্দেশ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَا جِكُمْ وَ اَوْ لَادِكُمْ عَدُوًّالَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান থাক। তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তাদের প্রতি কঠোর হইয়ো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে দাও। জেনে রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (তাগাবুন-১৪)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّ فْقَ فِىْ الْاَمْرِ كُلِّهٖ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ হচ্ছেন দয়াবান আর তিনি প্রত্যেক কাজে দয়া ও নমনীয়তা ভালবাসেন। (বুখারী)

৩। স্বামী ও স্ত্রীর পরামর্শ ভিত্তিক কাজ

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

স্বামী ও স্ত্রী যদি সন্তোষে ও পরামর্শের ভিত্তিতে সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। (বাকারা-২৩৩)

وَ شَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ

তুমি তাদের সাথে সকল কাজে পরামর্শ করে লও। (আল ইমরান-১৫৯)

قَالَتْ اُمُّ سَلْمٰى (رضـ) اُخْرُجْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اِبْدَأْهُمْ بِمَا تُرِيْدُ فَاِذَا رَاَوْكَ فَعَلْتَ اِتَّبَعُوْكَ

উম্মে সালমা (র.) তাকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (স) আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যা করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। যখন তারা আপনাকে এ কাজ করতে দেখবে তখন তারা আপনাকে অনুসরণ করতে থাকবে। (নুরুল ইয়াকীন)

রাসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলের ইহরাম খুলে ফেলা এবং মাথা মুন্ডণ এর নির্দেশ তার সাহাবায়ে কেরাম পালন না করার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূলকে উক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৪। স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করা

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا

যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিরোধ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে আশংকা কর, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। তারা দু'জন বাস্তবিকই যদি অবস্থার সংশোধন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের সেজন্য তাওফীক দান করেন। (নিসা-৩৫)

عَلَيْكُمَا اَنْ تَجْمَعَا اِنْ تَجْمَعَاوَ اِنْرَاَيْتُمَا اَنْ تَفَرَّقَا اَنْ تُفَرِّقَا

হযরত আলী (রা.) উভয়ের আত্মীয় মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব সম্পর্কে বলেনঃ তোমাদের দায়িত্ব হল, তারা দু'জন মিলে মিশে থাকতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি মনে কর যে, তারা উভয়ই বিচ্ছিন্ন হতে চায়। তাহলে পরস্পরকে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (আহকামুল কুরআন জেলদ ২ পৃষ্ঠা ২২৬)

৫। তালাক

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

তালাক দু'বার দেয়া যায়, তারপর হয় ভালভাবে গ্রহণ কর, না হয় ভালভাবে সকল কল্যাণ সহকারে তাকে বিদায় করে দাও। (বাকারা-২২৯)

দুই তোহরে দুই তালাক দেয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্ত্রীকে রাখবে না বিদায় করে দিবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الطَّلاَقُ

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হলো তালাক। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)

শরীরে পচন ধরলে অঙ্গও কেটে ফেলা হয়। তেমনি যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং শত চেষ্টা করেও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না তখন ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা করেছে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) تَزَوَّجُوْا وَ لاَ تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিওনা, কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। (তাফসীরে কুরতুবি)

এক সঙ্গে তিন তালাক

তাউস বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন-সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে বলেনঃ

اَتَعْلَمُ اَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ (صـ) وَاَبِىْ بَكْرٍ وَ ثَلاَثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ

নবী করীম (স) ও হযরত আবুবকরের খিলাফত আমল পর্যন্ত এক সঙ্গে দেয়া তিন তালাক এক তালাক গণ্য হত এবং হযরত উমরের সময় থেকে তিন তালাকে গণ্য হতে শুরু হয়েছে, তা কি আপনি জানেন। (মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ)

عَنْ اِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا اَكَانَ لِىْ اَنْ اُرَاجِعَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ وَ كَانَتْ مَعْصِيَّةً

ইবনে আবি শাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে ওমর রাসূলুল্লাহ (স) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমি যদি আমার স্ত্রীকে (এক তালাক না দিয়ে) এক সঙ্গে তিন তালাক দিতাম, তাহলেও কি আমি তাকে পুনরায় স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে পারতাম? রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ না, ফিরিয়ে নিতে পারতে না। কেননা তিন তালাক দিলে তোমার স্ত্রী তোমার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। আর এভাবে তিন তালাক দেওয়া তোমার অবশ্যই গুণাহ। (দারে কুতনী)

পরিবার সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা তোমাদের নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (তাহরীম-২)

হযরত লুকমানের (আঃ) নসীহত সন্তানদের প্রতি যা আল কুরআন বর্ণনা করেছে, তাই পরিবারের মৌলিক শিক্ষা।

১। আল্লাহর সাথে শিরক থেকে বিরত থাকা

يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করনা। কেননা শিরক হচ্ছে অত্যন্ত বড় যুলুম। (লোকমান-২৩)

২। সন্তানের কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِىْ السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ- اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

হে পুত্র! একটা কণাপরিমাণ জিনিষও যদি কোন প্রস্তরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান যমীনের কোনো এক নিভৃত কোণেও লুকিয়ে থাকে, তবুও আল্লাহ্ তা অবশ্যই এনে হাযির করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই সূক্ষদর্শী-গোপন বস্তু সম্পর্কেও জ্ঞাত। (লোকমান-১৬)

৩। নামায পড়ার নির্দেশ

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

হে পুত্র! নামায কায়েম কর (লোকমান-১৭)

وَعَنْ عَمْرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مُـرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِا لصَّـلاَةِ وَ هُمْ اَبْنَاءُ سَـبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَ فَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِىْ الْمَضَاجِعِ

আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা হতে, তিনি দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়তে আদেশ কর, যখন তার সাত বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং নামাযের জন্যে মারধর করে শাসন কর যখন তার দশ বছর বয়স হয়। আর তখন তাদের জন্য আলাদা-আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য। (আবু দাউদ)

৪। ভাল কাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

এবং ভাল কাজের আদেশ কর আর অন্যায় কাজে নিষেধ কর, প্রতিহত কর। (লোকমান-১৭)

৫। বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

যা কিছু বিপদ-মসিবত আসবে, তাতে ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ (লোকমান-১৭)

৬। মানুষকে ঘৃণা করনা

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

অহংকার ও ঘৃণা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। (লোকমান-১৮)

৭। অহংকার ভরে চল না

وَ لاَ تَمْشِ فِىْ الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

যমিনের ওপর গৌরব ও অহংকারের সাথে চলাফেরা কর না, কেননা আল্লাহ অহংকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না। (লোকমান-১৮)

৮। বিনয়ী, ভদ্র ভাবে চলবে

وَ اقْصِدْ فِى مَشْيِكَ

মধ্যম নীতি অবলম্বন করে চলাফেরা করবে। (লোকমান-১৯)

৯। শালীন ভাবে কথা বলবে।

وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

তোমার কণ্ঠধ্বনি নিচু কর, সংযত ও নরম কর, কেননা সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে গর্দভের কর্কশ আওয়াজ। (লোকমান-১৯)

হযরত লোকমান (আঃ) উল্লেখিত নয়টি বিষয় তাঁর সন্তানদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজও এরই আলোকে সন্তানদেরকে গড়ে তোলা সকল পিতা-মাতার অপরিহার্য দায়িত্ব। অন্যথায় মহান আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে।

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًامِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ

সাঈদ ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সন্তানদের জন্যে পিতা মাতার সর্বোত্তম অবদান হল, উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দান করা। (তিরমিযী)

সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) حَقُّ الْوَلَدِ عَلَىٰ الْوَالِدِ ثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ اَن يُّحْسِنَ اِسْمَهُ اِذَا وَلَدَ وَ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ وَ يُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে তিনটি (১) জন্মের পর তার জন্যে উত্তম একটি নাম রাখতে হবে। (২) জ্ঞান-বুদ্ধি হলে তাকে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। (৩) সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (তানবিহুল গাফেলিন পৃঃ ৪৭)

আকীকাহ

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَاَ مِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى

সালমান ইবনে আমের যাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন। প্রত্যেক সদ্যজাত সন্তানের সাথে আকীকা জড়িত। অতএব তোমরা জন্তু জবাইয়ের রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার মস্তক মুন্ডন করে চুল ফেলে দাও। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَ يُسَمّٰى

সামরাতে ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সদ্যজাত সন্তান আকিকার সাথে জড়িত। অতএব সপ্তম দিনে তার জন্যে পশু জবাই কর, মাথা মুন্ডন কর এবং সন্তানের নাম রাখ।

ছেলের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ের জন্যে একটি ছাগল

عَنْ اُمِّ كُرَزَ الْكَعَبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

উম্মে কুরাজা কাবিয়া (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ পুরুষ ছেলের জন্যে দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্যে একটি ছাগল যবাই করাই যথেষ্ট হবে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি আপন পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য।
(আন কাবুত-৮)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْ هُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

তোমার প্রভুর নির্দেশ যে, তোমরা তার ইবাদত ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের কোন একজন বা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় তোমাদের নিকট থাকে তবে তুমি তাদেরকে ধিক পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সাথে কোমল কথা বলবে। তাদের দয়ার জন্যে তাদের প্রতি স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করবে। দোয়া করতে থাকবেঃ হে আল্লাহ, এদের প্রতি দয়া কর, যেমন করে তারা শিশু অবস্থায় আমাকে আদর করে লালন পালন করেছেন। (ইসরা-২৩)

وَ وَصَّيْنَا الْاِ نْسَانَ بِوَا لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَ هْنًا عَلٰى وَ هْنٍ وَّ فِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ

আমরা মানুষকে পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে বহন করেছে এবং দু'বছর ধরে দুধ পান করিয়েছে। তুমি আমার এবং আপন পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। (লোকমান-১৪)

عن ابى هريرة عن النبى (صـ) قال رغم انف ثم ر غم انف ثم ر غم انف من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فليم يدخل الجنة

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নাক ধুলায় মলিন হোক, অতঃপর নাক ধুলায় মলিন হোক অতঃপর নাক ধুলায় মলিন হোক সে ব্যক্তির, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না। (মুসলিম)

পিতামাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কবিরা গুনাহ হলঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা। (বুখারী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের বাপদাদার পরিচয় দিতে অস্বীকার কর না। যে ব্যক্তি পিতার পরিচয় দিতে অস্বীকার করল, সে কুফরি কাজে লিপ্ত রয়েছে। (বুখারী)

عَنْ سَعَدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ اِدَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

আবু সায়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তাহলে জান্নাত তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। (বুখারী)

ঘরের নিরাপত্তা

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরকে শান্তি নিকেতন বানিয়েছেন। (নাহল-৮০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَنْ اِطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেনঃ কেউ যদি অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরের দিকে উঁকি মারে, তাহলে তাদের চোখ উপড়ে দেয়া বৈধ। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ اِذَا رَقَدْتُمْ غَلِّقُوْا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوْا الاَسْقِيَةَ وَ خَمِّرُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

জাবের (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ রাত্রে শয়ন করার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে এবং খাদ্য ও পানীয় ঢেকে রাখবে। (বুখারী)

ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

বল, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্যে যে সব সৌন্দর্য মন্ডিত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করে দিতে পারে? (আরাফ-৩২)

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتِكُمْ وَ لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন অতএব তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন, তিনি দয়াবান অতএব তিনি দয়াবান মানুষকে ভালবাসেন, তিনি দাতা অতএব তিনি দাতা লোকদেরকে ভালবাসেন। তোমরা তোমাদের ঘরের আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখ না। (তিরমিযী)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَالْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ যে মানুষের অন্তরে এক বিন্দু অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূলঃ এক ব্যক্তি পছন্দ করেন তার কাপড়-জুতা খুবই সুন্দর হোক। হুজুর (স) বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যাখান করা এবং লোকদেরকে হীন মনে করা। (বুখারী)

ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদের ঘর ব্যতীত অপরের ঘরে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না ঘরের লোকদের থেকে অনুমতি লাভ না করবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না করবে। (নুর-২৭)

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতায় পৌঁছবে তখন তারা যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে যেমন তাদের অনুমতি নিয়ে আসে। (নূর-৫৯)

وَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَ اِلَّا فَارْجِعْ

আবু মুসা (রা.) বলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ অনুমতি তিনবার নিতে হবে, যদি অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে ফিরে যেতে হবে। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ অনুমতি নেয়ার বিধান তো চোখ পড়বে এ কারণেই করা হয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْتَاْذِنُوْا عَلٰى اُمَّهَاتِكُمْ وَ اَخَوَاتِكُمْ

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেনঃ তোমাদের নিজদের আপন মা-বোনদের নিকট যেতে হলেও অনুমতি নিয়ে যাবে। (ইবনে কাছির)

নারীর অধিকার

১. জ্ঞানার্জনের অধিকার

নারী ও পুরুষ সকলের জ্ঞানার্জনের অধিকার সমান। সকলের উপর বিদ্যা অর্জন ফরজ করা হয়েছে।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে। (যুমার-৯)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজা)

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (صـ) خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, নবী করিম (স) বের হলেন এবং হযরত বিলাল তাঁর সাথে ছিলেন। নবী করিম (স) ভাবলেন, সম্ভাবত মহিলারা তার ভাষন শুনতে পায় নাই। অতএব তিনি পৃথকভাবে মহিলাদের জন্য ওয়াজ করলেন। (বুখারী)

২. স্বামীর অবৈধ নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন অন্যায় ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে স্বামীর সে নির্দেশ স্ত্রীর অমান্য করার অধিকার রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ اِنَّ امْرَاةً مِّنَ الاَنْصَارِ زَوَّجَتْ اِبْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَاْسِهَا فَجَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِىْ اَن اَصِلَ فِىْ شَعْرِهَا فَقَالَ لَا اِنَّهُ قَدْ لَعَنَ الْمُوْصِلاَتِهِ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিল এবং তার মেয়ের মাথার চুল রোগের কারণে পড়ে গিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাল যে, মেয়ের স্বামী তার মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজনের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (স) বললেন, ইহা বৈধ নহে। বরং যারা কৃত্রিম চুল সংযোজন করে তারা অভিশপ্ত। আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য করতে হবে শুধু ন্যায়সংগত কাজে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নিসাঈ)

৩. নারীর ধর্ম প্রচারের অধিকার

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ দয়া দেখাবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়। (তাওবা-৭১)

৪. স্ত্রীর ভরণ পোষণ লাভের অধিকার

প্রত্যেক স্ত্রী তার যাবতীয় খরচাদি স্বামী থেকে গ্রহণ করবে এবং স্বামী তার যাবতীয় খরচ বহন করতে বাধ্য।

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং আর যার সামার্থ্য কম, আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে খরচ করবে। (তালাক-৭)

৫. স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীর খরচ করার অধিকার

স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজনে ও সন্তানদের প্রয়োজনে স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর মাল হতে খরচ করার অধিকার আছে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ للهِ (صـ) اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَايُكْفِيْنِيْ وَ وَلَدِيْ اِلاَّمَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَلاَيَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَايُكْفِيكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান (আমার স্বামী) একজন কৃপন লোক এবং সে আমাকে সে পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাই তার অগোচরে তার মাল হতে কিছু নেই। রাসূল (স) বললেন, যতটা তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয় তা ন্যায় সংগত ভাবে নিয়ে নাও। (বুখারী)

৬. নারীর ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার

পুরুষের ন্যায় নারীর ও ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার আছে। নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে বেচা-কেনা করতে পারে।

قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا اِشْتَرِيْ وَاعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) الْعَشِىَّ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَابَالُ النَّاس يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنْ اِشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْاِشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (بخارى)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, খরিদ কর এবং মুক্ত কর। 'কেননা কর্তৃত্ব তারই যে মুক্ত করেছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণের জন্য দাড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ পাকের যথার্থ প্রশংসা করলেন এবং বললেন, মানুষের কি হয়েছে যে, তারা আজকাল এমন সব শর্ত (ক্রয়-বিক্রয়) আরোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন শর্ত করল যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও সে শতাধিক শর্তারোপ করে। (বুখারী)

৭. নারী উকিল নিয়োগের অধিকার

নারী তার বিবাহ বা অন্য কোন বিষয় তার পক্ষ হতে ওকালতি বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করার অধিকার রাখে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْوَهَبْتُ لَكَ نَفْسِىْ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَ زَوَّجْنَاهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (بخارى)

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার জন্য নিজকে উৎসর্গ করলাম। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। রাসূল (স) বললেন, আমি তাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম, তোমার নিকট যে কুরআনের জ্ঞান আছে তার বিনিময়।" (বুখারী)

৮. নারীদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার অধিকার

মহিলারা ঈদগাহে ঈদের নামায পড়ার জন্য বা খুতবা শুনার জন্য ঈদগাহে যাওয়ার অধিকার রাখে।

وَعَنْ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَائَهُ أَنْ يَّخْرُجْنَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ

আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুই ঈদের নামাযের ময়দানে যাবার জন্য তাঁর কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

৯. মহিলাদের জামায়াতে নামায পড়ার অধিকার

মহিলাদের প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়ার অধিকার আছে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে বাঁধা দেবেনা কিন্তু ঘর তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ)

১০. নারীদের পুরুষের সাথে ভোজে অংশগ্রহণের অধিকার

পুরুষের সাহিত নারী ভোজ সভায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখে–

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِمْرَاةً اَتَتِ النَّبِيَّ (صـ) فَقَرَّبَ اِلَيْهِ لَحْمُ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَغْمِزْ يَدَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ (صـ) يَاعَائِشَةُ اَنَّ هٰذِهِ كَانَتْ تَاتِيْنَا اَيَّامَ خَدِيْجَةَ وَاِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِيْمَانِ (سلسلة الاحاديث الصحيه)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, একজন মহিলা রাসূল (স) নিকট আসল। সে সময় তাঁর সামনে গোশত পরিবেশন করা হলে তিনি (পাত্র হতে) গোশত উঠিয়ে উক্ত মহিলাকে দিতে থাকলেন। আয়েশা বলেন, আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত এভাবে ডুবাবেন না। নবী (স) বললেন, হে আয়শা! খাদীজা জীবিত থাকলে সে আমাদের কাছে আসত। তা ছাড়া উত্তম আচরণ ঈমানের অঙ্গ।

১১. মেহমানকে আপ্যায়নের অধিকার

নারীর মেহমানকে আপ্যায়নের অধিকার রয়েছে–

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .. وَاُمُّ شَرِيْكٍ اِمْرَاةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْاَنْصَارِيِّ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স হতে বর্ণিত। উম্মে শুরাইক (রা) একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা ছিলেন। দান-সদকার ব্যাপারে তিনি খুবই উদারহস্ত ছিলেন। তার বাড়ীতে মেহমান ভীড় লেগে থাকত। (মুসলিম)

১২. স্ত্রী-স্বামীর মেহমানদের খেদমত করার অধিকার

স্বামীর মেহমান আসলে স্ত্রী মেহমানের খেদমত করার অধিকার রাখে। তবে অবশ্যই স্ত্রীকে শরঈ পর্দা মোতাবেক মেহমানের সামনে আসতে হবে।

لَمَّا اَعْرَسَ اَبُوْاُ سَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ (ص) وَاَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَدَّمَ اِلَيْهِمْ اِلَّا اِمْرَاتُهُ اُمُّ اُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِىْ تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَالِكَ (بخارى - مسلم)

আবু উসাইদ সায়েদী (রা) বিবাহ উপলক্ষে নবী করিম (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত করলেন। এ উপলক্ষে রান্নাবান্না করে খাবার প্রস্তুত করা ও উহা পেশ করার কাজ তার স্ত্রী উম্মে উসাঈদ সম্পন্ন করলেন। তিনি পাথরের একটি পাত্রে কিছু খেজুর রাত থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) খানা শেষ হলে তিনি উহা নিজ হাতে খুলে রাসূল (স) নিকট পান করবার জন্য তোহফা হিসেবে পেশ করলেন। (বুখারী-মুসলিম)

১৩. ঋতুবর্তী মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়ার অধিকার

মহিলারা যদি ঋতু অবস্থায় থাকে তাহলেও তারা ঈদের ময়দানে যাওয়ার অধিকার রাখে।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ ..... وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى

হযরত উম্মে আতিয়া (রা) হতে বির্ণত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যুবতী ও পর্দানশীল এবং ঋতুবর্তী মহিলারা ঘর হতে ঈদের মাঠে বের হবে, যাতে তারা কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের সমাবেশে, দোয়ায় উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু ঋতুবর্তী মহিলারা নামায আদায় হতে বিরত থাকবে। (বুখারী-মুসলিম)

১৪. নারীরা মহিলা জামায়াতে ইমামতি করার অধিকার রাখে

মহিলারা নিজেরা জামায়াত করতে পারে এবং তাদের ইমামতী মহিলারা করার অধিকার রাখে। রীতা হানাফিয়া নাম্নী তাবিয়ী মহিলা বর্ণনা করেন।

اَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ

হযরত আয়েশা (রা) আমাদের মহিলাদের ফরজ নামাযে ইমামতি করেছেন। অবশ্য তিনি মহিলাদের মধ্যেই (কাতারে) দাঁড়িয়েছিলেন। তাইমা বিনতে সালমা বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা) মাগরিবের ফরজ নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি মহিলাদের সাথেই কাতারে দাড়িয়েছিলেন এবং উচ্চ স্বরে কিরআত পাঠ করেছিলেন।(আল-মুহাল্লা, ইবন হাযম পৃঃ ৭৭)

১৫. নারীদের জানাযায় অংশগ্রহণের অধিকার

মহিলারাও জানাযায় অংশগ্রহণের অধিকার রাখে–

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وقاص اَرْسَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صـ) اَنْ يَّمُرُّوْا بِجَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوْا فَوَ قَفَ بِهِ عَلٰى حُجْرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন হযরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন নবী (স) সহধর্মিনীগণ তার লাশ মসজিদে নিয়ে আসার জন্য খবর পাঠালেন। যাতে তারা জানাযার নামায আদায় করতে পারেন। লোকেরা তাই করল। তাদের গৃহের শামনে লাশ রাখা হল এবং তারা সালাতে জানাযা আদায় করলেন। (মুসলিম)

১৬. নারীদের কবর যিয়ারতের অধিকার রাখে

নারীরা করব যিয়ারত করতে পারেন।

عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ (صـ) بِاِمْرَاةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ

হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোথাও যাওয়ার সময় এক মহিলাকে কবরের পাশে বসে কাঁদতে দেখে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।

নবী করিম (স) বলেন–

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا (مسلم)

ইতি পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। (মুসলিম)

কবর যিয়ারতের এ সাধারণ অনুমতির মধ্যে মহিলারও সামিল ইহাই অধিকাংশ ফকহির মত।

১৭. নারী সংগঠন করার অধিকার

নবী করিম (স) সময় ও সাহাবা কেরামগণের যুগে নারীরা তাদের প্রয়োজনে শমবেত হয়েছেন। তাদের সমস্যা নবীকরিম (স) নিকট পেশ করার জন্য নেত্রী নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে সমস্যা তুলে ধরেছেন। হযরত যায়েদ (রা) কন্যা হযরত আসমা (রা) মহিলাদের নেত্রী হিসেবে রাসূল (স) খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন:

اِنِّىْ رَسُوْلُ مَنْ وَرَاىِ مِنْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلُّهُنَّ يَقُلْنَ بِقَوْلِىْ وَعَلٰى مِثْلِ رَاْيِىْ

আমার পিছনে মুসলিম মিহলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। তাদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি তারাও সে মতই পোষণ করে। (আল-ইসতীয়াব)

১৮. সরকারের নির্বাচনে নারীর অধিকার

সরকার নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণ করতে এবং পরামর্শ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ اِلٰى حَفْصَةَ فَقَالَتْ اَعْلِمْتَ اَنَّ اَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَاكَانَ يَفْعَلُ قَالَ اِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ فَحَلَفْتُ اَنْ اُكَلِّمَهُ فِىْ ذَالِكَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর বলেছেন। একবার আমি হযরত হাফসা (রা) ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা পরবর্তী খলীফা মনোনীতি করেন নাই? আমি বললাম, তিনি উহা করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি ইহা করতে পারেন। ইবন ওমর বললেন, ইহার পর আমি এ ব্যাপারে আব্বার সাথে কথা বলব বলে তাকে প্রতিশ্রুতি প্রদাণ করলাম। (মুসলিম)

১৯. গৃহ কাজে স্বামী হতে স্ত্রীর সহযোগিতা লাভের অধিকার

স্বামীর যদি সুযোগ সুবিধা ও সময় থাকে তাহলে ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা উত্তম।

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدٍ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) مَاكَانَ النَّبِىُّ (صـ) يَصْنَعُ فِىْ الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ (بخارى)

হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা) বলেছেন, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (স) বাড়ীতে কি কাজ করেন? তিনি বলল, তিনি পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন এবং আযান হলে বের হয়ে যেতেন। (বুখারী)

২০. স্বামীর উপস্থিতিতে সকলের সহিত সাক্ষতের অধিকার

স্বামীর উপস্থিতে এবং তার সম্মতি সাপেক্ষে স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে।

لَايَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِىْ هَذَا عَلٰى مُغِيْبَةٍ اِلَّا مَعَهُ رَجُلٌ اَوْ اِثْنَانِ (مسلم).

হুজুর (স) বলেন, আজকের দিনের পর কোন ব্যক্তি একজন বা দুজন পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে স্বামীর অনপস্থিতে স্ত্রীলোকের নিকট যেতে পারবে না। (মুসলিম)

২১. নারীর নির্জনে বসবাসের অধিকার

নারীর সহিত নির্জনে একাকী দেখা-সাক্ষাত নিষেধ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَال لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَاَةٍ اِلَّا مَعْ ذِىْ مَحْرَمٍ (بخارى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, কোন মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। (বুখারী)

২২. নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণের অধিকার

নারীরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে

عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَتُسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ ذَالْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

মুয়াদিনের কন্যা রুবাইয়া বলেন, আমরা (নারীরা) রাসূল (স) সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে লোকদেরকে পানী পান করাতাম, তাদের সেবা যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় ফেরত পাঠাতাম। (বুখারী)

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও রাসূল (স) স্ত্রীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (ইবনে হিশাম)

২৩. নারীদের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কোন বৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেহ সৎ কাজে অংশ গ্রহণ করলে ও মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি অনুপরিমানও যুলুম করা হবে না। (নিসা-১২৪)

২৪. নারীর স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার

পুরুষের যেমন কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে তেমন নারীরও স্বাধীন ভাবে কাজ করার অধিকার রয়েছে। স্বামীর কাজের জন্য স্ত্রী বা স্ত্রীর কাজের জন্য স্বামী দায়ী নহে। যে যে কাজ করবে সে সেজন্য দায়ী থাকবে।

لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

প্রত্যেকে স্বীয় কতৃকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভারবহন করবে না।(আনআম ১৬৪)

الا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়ীত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিহি করতে হবে।

২৫. নারীর পরামর্শ দেয়ার অধিকার

নারী যে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীকে পরামর্শ দেয়ার অধিকার রাখে।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

তারা নিজদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে নিজদের কর্ম সম্পাদন করে। (নিসা-৩৮)

عَنْ عُمَرَ قَالَ .... فَبَيْنَا اَنَا فِىْ اَمْرٍ اَتَامَرُهُ اِذَا قَالَتْ اِمْرَاَتِىْ لَوْ صنعت كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا مَالَكِ وَلِمَا هَا هُنَا فِيْهَا تُكَلِّفُكَ فِىْ

اَمْرٍاُرِيْدُهُ فَقَالَتْ عَجَبًالَكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ مَاتُرِيْدُ اَنْ تُرَاجَعَ اَنْتَ وَاِنَّ اِبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَتْ وَلَمْ تُنْكِرْ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَ اللّٰهِ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ (صـ) يُرَاجِعُهُ

হযরত উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বিষয় আমি চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি কাজটি এভাবে করলে হতো। আমি তাকে বললাম, তুমি এখানে কি চাও? যে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করছি উহাতে তোমার নাগ গলাবার প্রয়োজন কি? সে বলল, হে খাত্তাবের পত্র! তোমার ব্যবহারে আমি বিস্মিত হলাম। তুমি চাওনা তোমার সাথে কেহ বাদানুবাদ করুক। অথচ তোমার মেয়ে স্বয়ং রাসূল (স) সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। এতে তোমার অপছন্দের কি আছে? আল্লাহর শপথ! রাসূল (স) স্ত্রীগণও তার সহিত বাদানুবাদ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

২৬. পারিবারিক ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার

পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কাজে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে।

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (فِىْ فَتْرَةِ الْعِدَّةِ) فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ (صـ) فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ اَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দাত চলাকালে গাছ হতে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর হতে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি নবী (স) নিকট অভিযোগ করলেন। রাসূল (স) বললেনঃ হাঁ, তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলি অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে। (মুসলিম)

২৭. মতবিরোধের ক্ষেত্রে নারীর অভিমত ও ফতওয়া দানের অধিকার

ফতওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ "কোন বিষয়ে আইনগত অভিমত।" শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকার যে কোন নারী গরুতপূর্ণ বিষয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে শরীয়তের আইনগত দিক সম্পর্কে অভিমত দিতে পারেন।

قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ اَفْتِنِىْ فِىْ اِمْرَاةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةٍ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الاَجَلَيْنِ قُلْتُ اَنَا (اَبُوْسَلَمَةَ) وَاُوْلَاتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ اِبْنِ اَخِىْ يَعْنِىْ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ

كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَكَانَ أَبُوْ السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا

হযরত আবু সালামা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবন আব্বাস (রা) নিকট আসল। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও তার কাছে বসা ছিলেন। লোকটি বলল, আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে ফতওয়া দিন যে তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরই সন্তান প্রসব করিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন দুটি মেয়াদ (সন্তান প্রশব এবং চারমাস দশদিন) এর মধ্যে দীর্ঘতম মেয়াদ ইদ্দাত পালন করবে। তখন আবু সালমা বললেন, গর্ভবর্তী মেয়েদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত (তালাক-৪) একথা শুনে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বললেন, আমি আমার ভাতিজী আবু সালমার সাথে একমত। তখন ইবনে আব্বাস (রা) তার দাস কুরাইবকে উম্মে সালমার নিকট পাঠালেন এ বিষয় ফতওয়া জানার জন্য। উম্মে সালমা (রা) বলবেন, সুবাইয়া আসলামিয়ার স্বামী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার স্ত্রী গর্ভবর্তী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সে সন্তান প্রসব করল। অতঃপর তার বিবাহের প্রস্তাব আসলে রাসূল (স) তাকে বিবাহ দিলেন। যারা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সানাবেলও ছিলেন। (বুখারী)

২৮. নারীর শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দানের অধিকার

হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা) পত্র লিখেন, আমাকে এমন একটি উপদেশ পদান করুন যা আমি সামনে রেখে চলব। হযরত আয়েশা (রা) তাকে লিখে পাঠালেন ঃ

مَنْ اِلْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ (ترمزى)

যে ব্যক্তি লোকজনকে অসন্তুষ্ঠ করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, লোকেরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুস্টি করে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে সে জনতার হাতে ছেড়ে দেয়। (তিরমিযি)

২৯. স্বৈরাচারী শাসকের শামনে হক কথা বলার অধিকার

স্বৈরাচারী, অত্যাচারী শাসককে অস্বীকার করা এবং তাদের সামনে হক কথা বলার অধিকার নারীদের আছে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়, ইনসাফের কথা বলাই হচ্ছে উত্তম জিহাদ। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ نَوْفَلٍ قَالَ ..... دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنِ يُوْسَفِ الثَّقَفِىُّ بَعْدَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَنِىْ صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللّٰهِ قَالَتْ رَاَيْتُ اَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَاَفْسَدَ عَلَيْكَ اٰخِرَتَكَ اَمَّا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) حَدَّثَنَا اَنَّ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا فَاَمَّا الْكَذَّابُ فَرَاَيْنَاهُ وَاَمَّا الْمُبِيْرُ فَلاَ اَخَالُكَ اِلاَّ اِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا

আবু নাওফাল (রা) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়েরের হত্যাকাণ্ডের পর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আসমা বিনতে আবু বকরের নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর শত্রুর সাথে আমি যে আচরণ করেছি সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বললেন, আমি মনে করি তুমি তার পার্থিব নষ্ট করে দিয়েছ। আর সে তোমার আখেরাতে ধ্বংশ করেছে। রাসূল (স) বলেছেন, সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী ও ঘাতক রয়েছে। মিথ্যাবাদীকে আমরা দেখেছি, আর ঘাতক হিসেবে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। আবু নওফল বলেন, এ কথা শুনে হাজ্জাজ তার প্রতিবাদ না করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। (মুসলিম)

৩০. নারীর সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার অধিকার

সরকারের সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নারী দায়িত্ব পালন করার অধিকার রাখে ঃ

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِىُّ (صـ) الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِىُّ (صـ) اُكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ سُهَيْلُ اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَ اللّٰهِ مَااَدْرِىْ مَاهُوَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاللّٰهِ لاَ نَكْتُبُهَا اِلاَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (صـ) عَلٰى اَنْ تَخْلُوْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفُ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلُ وَاللّٰهِ لاَتَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اِنَّا اَخَذْنَا ضَغْطَةً وَلٰكِنَّ ذٰالِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلُ وَعَلٰى اَنَّهُ لاَ يَاتِيْكَ مِنَّا رَجُلُ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَّهُ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلٰى الْمُشْرِكِيْنَ وَ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَذٰالِكَ ... قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ (صـ) فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِىَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى فَقَالَ اَلَسْنَا عَلٰى الْحَقِّ وَعَدُوَّ

نَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلَمْ نُعْطِى   دِ بْنَهٗ فِىْ دِيْنِنَا اِذاً
قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَلَيْسَ يَعْصِىْ رَبَّهٗ وَهنا
مره فَا سْتَمْسِكْ بِغُرِّهٖ فَوَ اللّٰهِ اِنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ
يُحَدِّ ثُنَا اِنَّا سَنَاْ تِىْ الْبَيْتَ وَيَطُوْفُ بِهٖ قَالَ بَلٰى اَفَاَ خْبِرُكَ اَبِكَ
تَاْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ تَاْتِيْه وَمُطَوِّفٌ بِهٖ .... قَالَ لَمَّا فَرَغَ
مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لِاَصْحَابِهٖ قُوْمُوْا
فَاَنْحِرُوْا ثُمَّ اَحْلِقُوْا قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ
ذَالِكَ ثَلٰثَ مَرَّاةٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَهٗ
لَهَا مَالَقِىَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذٰلِكَ
اُخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ اَحَدًا مِّنْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوْ
حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَداً مِّنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ
بُدْنَهٗ وَدَعَا حَالِقَهٗ فَحَلَقَهٗ فَلَمَّا رَاَوْا ذَالِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ
بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا (بخارى)

মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও মারওয়ান হতে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাাকে সমর্থন করে। তারা উভয়ে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূল (স) রওয়ানা করলেন। এরপর সুহায়েল ইবন আমার এসে বললেন, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখিবার ব্যবস্থা করুন। রাসূল (স) লেখক ডাকলেন এবং বললেন লেখ বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম। একথা শুনে সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম, রহমান কি আমি জানি না। আপনি বরং বিসমিকা আল্লাহুম্মা লিখতে বলুন। তখন মুসলমানরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম ছাড়া কিছুই লেখব না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হবে না যাতে আমরা তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়েল বলল, আল্লাহর কসম! এরূপ করলে আরবের লোকেরা বলবে আমরা বাধ্য হয়ে এ শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসূল (স) তাই লিখলেন। সুহায়েল বলল, আমাদের মধ্য হতে যদি কোন ব্যক্তি আপনার নিকট (মদীনায়) চলে যায়। যদি সে আপনার দ্বীনের অনুসারি হয় তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। মুসলমানরা সকলেই প্রস্তাব শুনে সুবহানাল্লাহ বলে উঠল। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে চলে আসবে তাকে কিভাবে প্রত্যর্পন করা যাবে? হযরত উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সত্যই আল্লাহর নবী? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি সত্যিই আল্লাহর নবী। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, তা হলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এত শর্ত মেনে নিব। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। আমি বললাম, আপনি কি

বললেন না যে, আমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হাঁ বলেছিলাম। তবে কি আমি বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরেই তা করব? তিনি (উমর) বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে তিনি সাহাদেরকে বললেন, এখন গিয়ে তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুণ্ডন করে নও। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! কেহ উঠলনা, এমনকি তিনি তিনবার একথা বললেন। যখন তাদের কেহ উঠল না তখন তিনি উম্মে সালমার নিকট গেলেন এবং তাকে সাহাবাদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। উম্মে সালমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চাহেন তা হলে কারো সাথে কোন কথা না বলে গিয়ে প্রথমে নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং কারো সাথে কোন প্রকার কথা না বলে উম্মে সালামা যা বলেছিলেন তা করলেন। তিনি নিজের পশু কুরবানী করলেন এবং ক্ষৌর কারকে ডেকে মাথা মুন্ডন করলেন। তা দেখে সবাই উঠে নিজ নিজ পশু কুরবানী করল এবং পরস্পরের মাথা মুন্ডন আরম্ভ করলে। (বুখারী)

৩১. নারীর চিকিৎসা পেশাগ্রহণের অধিকার

নারী নাসিং ও চিকিৎসামুলক পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, খন্দক যুদ্ধে সাদ (রা) আহত হলেন, তাকে হিবোন ইবন এরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশ তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। রাসূল (স) নিকট থেকে যাতে তার সেবাযত্ন তদারক করতে পারেন সেজন্য মজিদে তাবু খাটাতে বললেন। (বুখারী)

হাফেজ ইব হাজার আসকালীন বলেছেন, ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। রাসূল (স) বললেন, তাকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ যাতে আমি নিকট থেকে তার অবস্থা দেখা-শুনা করতে পারি। (ফতহুল বারী ৮ম খন্ড)

৩২. নারীদের মাহরানা লাভের অধিকারী

বিবাহের সময় মহারানা নির্ধারণ ও মাহরানার টাকা আদায় করে দিতে হবে আর তার সম্পূর্ণ টাকা লাভ করার অধিকার স্ত্রীর।

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَه

তাদের নির্ধারিত মাহরানা আদায় কর। মাহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতি সহকারে কোন সমঝোতা হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। (নিসা-৩৮)

৩৩. মিরাস লাভের অধিকার

পিতা, মাতা স্বামী, সন্তান মারা গেলে তাদের সম্পত্তির অংশ নারী লাভ করবে।

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (نساء ١١)

যদি দুজনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন কন্যা হলে সে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। (নিসা-১১)

৩৪. নারীর ব্যবসা করার অধিকার

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اِنَّ اِمْرَاةً مِّنَ الاَ نْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا .... وَفِىْ رِوَايَةٍ (قال) فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ مِنْبَرًا"

জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রাসূল (স) কে বললো, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সে তার ক্রীতদাসকে আদেশ করল, সে তারাফা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরী করে দিন। (বুখারী)

৩৫. নারীর উপার্জনের অধিকার

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

আর নারী যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। (নিসা-৩২)

পুরুষের মত নারীদেরও উপার্জনের অধিকার রয়েছে। নারীরা যা উপার্জন করবে, তারাই তার মালিক হবে।

৩৬. নারীর সামাজিক অধিকার

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

স্বামীর ইন্তেকালের পর ইদ্দত পূর্ণ হলে, নারী নিজদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে তা, করার ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব আসবে না। (বাকারা-২৩৪)

৩৭. ঘরের বাহিরে যাওয়ার অধিকার

নারীরা ঘরে অবস্থান করাই উত্তম তবে প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُوْلٰى

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (আহযাব-৩৩)

অর্থাৎ সাজে সজ্জিত হয়ে রূপ প্রদর্শন করে ভিন পুরুষদের মন আকৃষ্ট করার জন্য ঘরের বাহিরে বের হবে না।

৩৮. ঘরের বাহিরে যাওয়ার পদ্ধতি

يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

হে নবী ঃ আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (আহযাব-৫৯)

স্বামী-স্ত্রীর ভারসাম্য-পূর্ণ জীবন যাপন

وَ لَاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কষ্ট দেয়ার জন্যে আটক করে রেখ না। যে এরূপ করবে, সে নিজের ওপরই যুলুম করবে। আল্লাহর আয়াত সমূহকে তোমরা খেলনার বস্তুতে পরিণত কর না। (বাকারা-২৩১)

مِسْكِيْنٌ وَ مِسْكِيْنٌ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ اِمْرَءَةٌ قَالُوْا وَاِنْ كَانَ كَثِيْرُ الْمَالِ قَالَ اِنْ كَانَ كَثِيْرُ الْمَالِ وَقَالَ مِسْكِيْنَةٌ مِسْكِيْنَةٌ اِمْرَءَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ قَالُوْا وَاِنْ كَانَتْ كَثِيْرَةُ الْمَالِ قَالَ وَاِنْ كَانَتْ كَثِيْرَةُ الْمَالِ - (ترغيب)

হুজুর (স) এরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি দরিদ্র যার স্ত্রী নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যদি সে অনেক সম্পদের মালিক হয়। হুজুর (স) জবাবে বললেন, সম্পদের মালিক হলেও সে দরিদ্র এবং তিনি এরশাদ করলেন, সেই স্ত্রী দরিদ্রা যার স্বামী নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যদি সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়? হুজুর (স) জবাবে বললেন, অধিক সম্পত্তির মালিক হলেও যার স্বামী নেই সে দরিদ্রা।

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ يَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

তাদের সাথে মিলে মিশে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। তারা যদি তোমাদের মনোপুত না হয়, হতে পারে তোমরা একটি বিষয় অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (নিসা-২০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَا يفرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ঈমানদার পুরুষ কোন ঈমানদার মহিলাকে তার কোন অভ্যাসের কারণে ঘৃণা করবে না। কেননা কোন বিষয় অপছন্দনীয় হলে বহুতর পছন্দনীয় গুণও থাকা স্বাভাবিক। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِن اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِىْ الاَمْرِ كُلِّهِ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ হচ্ছেন দয়াবান আর তিনি প্রত্যেক কাজে দয়া ও নমনীয়তা ভালবাসেন। (বুখারী)

স্ত্রীর অধিকার

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ (دض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا وَ اِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوْهَا اِذَا اِكْتَسَيْتَ لاَ تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَ لاَ تُقَبِّحْ وَ لاَ تَهْجُرْ اِلاَّفِى الْبَيْتِ

মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেনঃ ১। তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও ২। তুমি যা পরিধান কর তাকেও পরিধান করাও ৩। কখনও চেহারা বা মুখ মন্ডলে প্রহার কর না ৪। কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না। ৫। ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হও না। (আবু দাউদ)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لاَهْلِىْ وَ اِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ تَدْعُوْهُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। যখন তোমাদের কোন সঙ্গী মৃত্যু বরণ করে, তোমরা তাকে ক্ষমা করে দিবে। (তিরমিযি)

اَلْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ وَلَدِهِ

স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। (বুখারী-মুসলিম)

খোলা তালাক

স্ত্রীর উদ্যোগে তালাক। স্ত্রী তালাক চায় কিন্তু স্বামী তালাক দিতে ইচ্ছুক নয়।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَاللّٰهِ- فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ

তারা দু'জনে যদি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালনে ভয় পায়, তাহলে তাদের দু'জনার মাঝে এ সমঝোতা হওয়ায় কোন দোষ নেই যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক গ্রহণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (বাকারা-২২৯)

عَنْ ثَوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَيُّمَا اِمْرَاةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَابَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةَ

কাবান (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে মেয়েলোক তার স্বামীর কাছে তালাক চাইবে, কোন দুঃসহ কারণ ছাড়াই, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধী হারাম হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নারীর মর্যাদা

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

নারীরা যা উপার্জন করে, তা নারীদের অধিকার। (নিসা-৩২)

وعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তাদের সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে। (নিসা-১৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ الدُّنْيَامَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انَاوَ هُوَكَهَا تَيْنِ وَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এক রকম হব। তিনি তার আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِیْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِبْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) اللّٰهُمَّ اِنِّى اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْاَةِ

আবু শোরাই খুয়াইলেদ ইবনে আমর আল খোযাই (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ হে আল্লাহঃ দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের সম অধিকার যে নষ্ট করে, আমি তার জন্যে অন্যায় ও গুনাহ চিহ্নিত করে দিলাম। (নিসাঈ)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ : اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ : اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট সবচেয়ে সদ্ব্যবহারের বেশী অধিকারী কে? তিনি বললেন তোমার মা, সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা, সে আবার বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন তোমার মা, সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। (বুখারী-মুসলিম)

নারী-পুরুষে সাম্য

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُ وْلٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

পুরুষ বা নারী যে কেউ নেক আমল করবে, ঈমানদার হয়ে সেই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং এদের কারো প্রতি এক বিন্দু যুলুম করা হবে না। (নিসা-১২৪)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী, ঈমানদার পুরুষ ও নারী, আল্লাহর প্রতি মনোযোগী পুরুষ ও নারী, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও নারী, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (আহযাব-৩৫)

উল্লিখিত নেক কাজগুলোতে স্ত্রী পুরুষের জন্য সমান মর্যাদা ও সমান প্রতিদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

আদর্শ সমাজ

সমাজের ভিত্তি

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানব জাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে পরিণত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করতে পার, অবশ্যই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানজনক সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং সবই অবহিত। (হুজরাত-১২)

ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য

১। মানুষ শুধু আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলবে

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْيَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বল, আমার নামায, আমার সর্ব প্রকার ইবাদত অনুষ্ঠান সমূহ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই বিশ্বের প্রভু আল্লাহর জন্য। (আনআম-১৬৩)

عَنْ اَبِی اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে ভালবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে, আল্লাহর জন্যে দান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নিষেধ করে, সে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণ করল। (বুখারী)

২। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে সাধনা করবে

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণ দান কর। (বাকারা-২০১)

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ

তামীম আদ দারামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কল্যাণ কামনাই দ্বীনের মূল কথা। একথা তিনি তিনবার বললেনঃ আমরা বললাম, কল্যাণ কামনা কার জন্যে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহ, তাঁর কিতাব, মুসলমানের নেতা এবং সাধারণ মানুষের জন্য। (মুসলিম)

৩। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কারের জন্যে কর্মক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং অন্যায় কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। (আল ইমরান-১১০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অবশ্যই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। অন্যথায় তোমাদের ওপর নিকৃষ্টতম লোককে তোমাদের শাসক করে দেওয়া হবে। সৎ লোকেরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তা কবুল হবে না। (তিবরানী)

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنْ اِقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِىْ سَاعَةٍ قَطُّ

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ জিবরাইলকে অহী করলেন যে, অমুক শহরকে ধ্বংস করে দাও তার অধিবাসীসহ। জিবরাইল বললেনঃ হে প্রভু! এ শহরের মধ্যে তোমার অমুক বান্দা বসবাস করে। সে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও তোমার কোন নাফরমানী করেনি। আল্লাহ নির্দেশ করলেন, সে ব্যক্তিকে উল্টিয়ে দাও, ধ্বংস করে দাও। (যার নেকী সম্পর্কে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ) এবং তার সাথে সাথে শহরবাসীকেও। কখনও তার চেহারায় পরিবর্তন আসে নি। (সমাজের অন্যায় দেখে)

(বায়হাকী-মেশকাত)

জিবরাইল যে বুজুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন আল্লাহ সে সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি কারণ যিনি আল্লাহর বন্ধু, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে সমাজ থেকে আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজ উৎখাত করা, বন্ধ করা। কিন্তু বজুর্গ সে দায়িত্ব পালন করেনি, তাই সেও আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَ رَاءَذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

ইবনে মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করল সে মুমিন, যে মুখ দ্বারা জিহাদ (প্রতিবাদ) করল, সে মুমিন, যে অন্তর দ্বারা জিহাদ (অন্যায় কাজ করার চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা অন্তরে পোষণ) করল সেও মুমিন। এ ছাড়া সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান বাকী থাকে না। (মুসলিম)

ইসলামী সমাজের আচরণ বিধি

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَاتَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا

মুমিনেরা পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে সংশোধন করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এ কাজ করে

তাওবা করে না তারাই যালেম। মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারনা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। (হুজরাত-১১,১২)

وَ اعْبُدُوْا اللّٰهِ وَلَاتُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًاوَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاوَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَا لًا فَخُوْرًا

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, আত্মীয় প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সাথী, পথিক এবং অধীনস্থ, দাসীর সাথেও ভাল ব্যবহার কর। অবশ্যই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (নেসা-৩৬)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَاتَحَاسَدُوْا وَ لَا تَنَاجَشُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَلَا يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُوْالْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَايَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَ يُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَ عِرْضُهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন পরস্পরে হিংসা করো না, নীলাম ডেকে মূল্য বৃদ্ধি করবে না, পরস্পরে ঘৃণা করো না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, নিজের জিনিস অন্যের বিক্রির সময় সামনে এগিয়ে দিও না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান পরস্পর ভাই, সে তার ওপর যুলুম করে না। তাকওয়া এখানে রয়েছে– তিনি তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এসব কাজ হারাম তার রক্ত, সম্পদ এবং তার মান-সম্মান। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

আবু সাঈদ সা'দ বিন মালিক ইবন সেনান আলখোদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ক্ষতি করা উচিৎ নয়, আর ক্ষতির বদলে ক্ষতি করা উচিৎ নয়। (ইবনে মাযা-দারে কুত্নী)

পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতার মাপকাঠি

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

ভাল ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। খারাপ, পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না। (মায়েদা-২)

وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধু ভাল কাজে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালেম হোক অথবা মাযলুম। এক ব্যক্তি বললঃ মাযলুমকে তো অবশ্যই সাহায্য করব, কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেনঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখ– এটাই তার প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারী-মুসলিম)

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের হক

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজদের অধিকার দাবী কর। রক্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করো না। (নেছা-১)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ

তোমাদের থেকে এটা অপেক্ষা কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি উল্টা ফিরে যাও তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এসব লোকেদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। (মুহাম্মদ-২৩)

وَ عَنْ اَبِى مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَعْنِى قَاطِعَ رَحِمٍ

জুবাইর ইবনে মুতয়েম (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهٖ وَ يُنْسَالَهُ فِى اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَّصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক রহমানের সাথে জোড়া লাগান ডাল। আল্লাহ বলেছেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

মেহমানের হক

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ

তোমার নিকট কি ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানিত মেহমানের খরব এসেছে।
(সূরা যারিয়াত-২৪)

عَنْ اَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَّ لَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَابَعْدَهُ ذَالِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَايَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ

আবু শারীহ কাবী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত পর্যন্ত তাকে উত্তম খাদ্য দিতে হবে। আর অতিথি সেবা হল তিনদিন। তারপর হবে সদকা। মেযবানের জন্যে কষ্ট হতে পারে, এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। (বুখারী)

প্রতিবেশীর হক

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاوَّبِذِالْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনদের প্রতি। প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি ও আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি। (নিসা-৩৬)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ! قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلَّذِىْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মোমেন নয়, আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি মোমেন নয়, আল্লাহর শপথ সে ব্যক্তি মোমেন নয়। বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল সে ব্যক্তি কে? হুজুর (স) বললেনঃ যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে খাবে অথচ তারই প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে মোমেন নয়।(মেশকাত)

وَ عَنْ اَبِى ذَرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَ تَعَاهَدْ جِيْرَانِكَ

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দেবে, যাতে প্রতিবেশীর খবর নিতে পার। (মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ فَلَانَةً تُذْكَرَ كَثْرَةُ صَلَاتِهَا وَ صِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُوْذِىْ جِيْرَانِهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। একজন লোক বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান খয়রাত করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে জাহান্নামী হবে। (মেশকাত)

ইয়াতীমের অধিকার

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট আত্মীয় ও ইয়াতীমের সাথেও। (নিসা-৩৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করে, তারা মূলতঃ আগুন দ্বারা তাদের পেট ভর্তি করে এবং অচিরেই তারা উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (নিসা-১০)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানদের সে ঘরটি উত্তম যে ঘরে ইয়াতীমের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর মুসলমনদের সে ঘরটি নিকৃষ্ট যে ঘরে ইয়াতীমের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাযা)

গরীব মিসকিন ও অসহায় মানুষের অধিকার

وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

প্রার্থীকে তিরস্কার কর না। (সূরা দুহা-১০)

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

নিকট আত্মীয়, মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার দাও। (ইসরা-২৬)

فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা যারিয়াত-১৯)

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ক্ষুধার্তকে পেটপুরে খাওয়ান হল সর্বোত্তম দান। (মিশকাত)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنِ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّهٗ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فَلَانٌ فَلَمْ تَطْعِمْهُ؟ اَمَا عَلِمْتَ اِنَّكَ لَوْاَطْعَمْتَهٗ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِسْتَقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ؟ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهٖ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهٗ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেনঃ হে আদম সন্তান আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে! হে আমার প্রতিপালক, কিভাবে তোমাকে আমি খাবার খাওয়াতে পারি? তুমি সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার দাও নি। তোমার কি জানা ছিল না, তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তাহলে সে খাবার আজ আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করতে দাও নি। সে ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু, আমি কিভাবে তোমাকে পানি পান করাব? তুমি সমস্ত বিশ্বলোকের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি দাও নি। যদি তুমি সে সময় তাকে পানি দিতে, তাহলে আজ আমার নিকট সে পানি পেতে। (মুসলিম)

বিধবা নারীকে সাহায্য করা

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهٗ اِلَى النَّبِىِّ (رضـ) قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِيْنَ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اَوْ كَالَّذِى يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম নবী করীম (স) থেকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেনঃ বিধবা ও গরীব-মিসকিনদের সাহায্যার্থে চেষ্টা-সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদরত অথবা যে ব্যক্তি দিন ভর রোযা রাখে এবং রাতভর (নামাজে) দাঁড়িয়ে কাটায়, তাদের সমান। (বুখারী)

রোগীর সেবা

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَ عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَ فَكُّوْا الْعَانِىْ

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও। রোগীর সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর। (বুখারী)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِى عِنْدَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমাকে সেবা করনি। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমি কি করে তোমার সেবা করতাম? তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা রুগ্ন ছিল? তুমি তার সেবা কর নি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা করলে তার কাছে আমাকে দেখতে পেতে। (মুসলিম)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِى خَرِفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ

ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ রোগীর সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তি জান্নাতের ফলের বাগিচায় মেওয়া তুলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْجَائَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَ جْهَهُ يَمِيْنًا وَ شِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْبِهِ عَلٰى مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْبِهِ عَلٰى مَنْ لاَّزَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى اَرَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقِّ لِاَحَدِمِنَّا فِى الْفَضْلِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স) এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম; এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট হাজির হয়ে মুখ

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত সাওয়ারী আছে তা যেন সে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোন সাওয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা যেন এমন ব্যক্তিকে দেয়, যার নিকট খাদ্য নেই। এমনি ভাবে অনেক মালের কথা রাসূলুল্লাহ (স) বললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা অনুভব করলাম যে, অতিরিক্ত মালে আমাদের কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

গরীব সাথীদেরকে অতিরিক্ত মাল দ্বারা সাহায্য করা কর্তব্য

বন্দীদের হক

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ الْاَسَارٰى بَدْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِسْتَوْصُوْا بِالْاُسَارٰى خَيْرًا وَّكُنْتُ فِىْ نَضَرٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَكَانُوْا اِذَا قَدَّمُوْا غَدَائَهُمْ اَوْ عَشَائَهُمْ اَكَلُوْا التَّمَرَ وَاَطْعَمُوْنِى الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ)

মসয়াব ইবনে ওমাইর (রা.) বলেনঃ আমি বদর যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। আমি একজন আনসারের অধীনে ছিলাম। যখন তারা দুপুর ও রাত্রের খাবার সামনে আনতেন, তখন তারা নিজেরা খেজুর খেতেন এবং আমাদের রুটি দিতেন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহর উপদেশের ফল। (মুজামিস সগির, তিবরানী)

হাদীয়ার পরিবর্তে হাদীয়া দেওয়া সুন্নত

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ مَنْ اَعْطٰى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزَبِهٖ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَاِنَّ مَنْ اَثْنٰى فَقَدْ شَكَرَ وَ مَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (ছ.) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে হাদীয়া দেয়া হবে সে যদি সক্ষম হয়, তাহলে তাকে অনুরূপ হাদীয়া ফেরত দিবে। আর যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তার প্রশংসা করলে শোকর আদায় হবে। যে শোকর আদায়ও করবে না সে অকৃতজ্ঞ হবে।

(তিরমিযী, আবু দাউদ)

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَ نَا وَ لَايَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرَنَا

আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা ও তার দাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া দেখায় না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

মুসলমানের পরস্পরের অধিকার

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন। (শোয়ারা-২১৫)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের ওপর নির্যাতন করছে অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (বুরুজ-১০)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক পাঁচটি–১। সালামের জবাব দেয়া, ২। রোগীর সেবা করা, ৩। জানাযা আদায় করা, ৪। দাওয়াত গ্রহণ করা, ৫। হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলা। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবুদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমান পরস্পর ভাই। সুতরাং সে না তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করতে পারে এবং না তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের দুশ্চিন্তা মুক্ত করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে সত্ত্বার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্য ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করে। (মেশকাত)

সকল মানুষের কল্যাণ কামনা

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

তুমি অনুগ্রহ কর (সকল মানুষের প্রতি) যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (কাসাস-৭৭)

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا

بُنَىَّ وَ ذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَ مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ اَحَبَّنِى وَ مَنْ اَحَبَّنِى كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ হে বৎস! সম্ভব হলে তুমি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটাবে যাতে কারো প্রতি তোমার অমঙ্গলের চিন্তা না থাকে। অতঃপর বললেনঃ হে বৎস! এটাই হচ্ছে আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নত ভালভাসবে, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে। (তিরমিযী)

وَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব

وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ

যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার অন্তরে তাকওয়ার কারণে হয়ে থাকে। (হাজ্জ-৩২)

عن انس وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَلاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلٰى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عَيَالِهِ

আনাস ও আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। সৃষ্টির মধ্যে সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সাথে ভাল ব্যবহার করে। (বায়হাকী)

রাস্তার হক

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّنَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاعْطُوْاالطَّرِيْقَ حَقَّهُ فَقَالُوْا وَمَاحَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَ كَفُّ الاَذَاى وَ رَدُّ السَّلاَمِ وَ الاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। লোকেরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! একে অন্যের সাথে কথা বলতে হলে রাস্তা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেনঃ তোমাদের রাস্তায় বসা যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। লোকেরা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেনঃ ১। দৃষ্টি অবনত রাখা, ২। কষ্টদায়ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, ৩। সালামের উত্তর প্রদান, ৪। ন্যায়ের আদেশ করা এবং ৫। অন্যায়ের প্রতিরোধ করা।

অমুসলিমের অধিকার

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না যে, তোমরা সে সব লোকদের সাথে কল্যাণময় সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর হতে বহিষ্কার করেনি। অবশ্যই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহানা-৮)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ اِنْتَقَضَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَمِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِطِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَاحَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অমুসলিম নাগরিকের ওপর অত্যাচার করে, অথবা তার অধিকার হরণ করবে অথবা তার শক্তির বাইরে কোন বোঝা চাপাবে, অথবা তার সম্মতি ব্যতীত জোরপূর্বক কোন জিনিস ছিনিয়ে নিবে, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়াব। (আবু দাউদ)

অমুসলিমদের অধিকার

১। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

বলো (এটা সে) সত্য তোমাদের (সকলের) প্রতিপালকের নিকট থেকে যা প্রেরিত, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। (কাহফ-২৯)

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ (كافرون – ٦)

তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য। (কাফেরুন-৬)

২। অসুমলিমদের প্রতি সদয় ও ন্যায় পরায়ন আচরণ করা

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি। তাদের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ন অবলম্বন কারীদেরকে ভালো বাসেন। (মুমতাহানা-৮)

৩। অমুসলিমদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

আজ পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হল। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ (হালাল) ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। (মায়েদা-৫)

৪। অমুসলিমদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের পারস্পারিক বিষয় মীমাংশা করার অধিকার।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ

তারা তোমার ওপর কিভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে, যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর আদেশ আছে। (মায়েদা-৪৩)

৫। অমুসলিমদের ধর্মকে উপহাস করা ও তাদের দেবতা ভৎসনা করা যাবে না

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًابِغَيْرِ عِلْمٍ

আল্লাহ্ তায়ালাকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতা বশত আল্লাহ তায়ালাকে গালি দিয়ে বসবে। (আন-আম-১০৮)

৬। জোরপূর্বক ইসলামের ছায়াতলে আনার চেষ্টা বাতিল

لَاإِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। (বাকারা-২৫৬)

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? (ইউনুস-৯৯)

৭। অমুসলিমদের সন্ধি করার অধিকার
যুদ্ধ নয় শান্তিই ইসলামের কাম্য

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

তারা যদি সন্ধি করার জন্য আগ্রহ দেখায়, তবে তোমরা ঝুঁকে পড় (অর্থাৎ সন্ধিকর) এরা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। (আনফাল-৬১)

৮। অমুসলিমদের আশ্রয় লাভের অধিকার

কোন মানুষ যদি যালেম থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দান করা।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ

মুশরেকদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। পরে তাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌছে দাও। (তাওবা-৭)

৯। ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটুকু ক্ষিপ্ত না করে, যাতে তোমরা অন্যায় আচরণ, না ইনসাফী করে বসো। ন্যায় বিচার কর, তা তাকওয়ার নুবই নিকটবর্তী। (মায়েদা-৮)

জীব-জন্তুর প্রতি ভাল আচরণ

وَعَنْ سَهْيلِ بْنِ الحَنْظَلِيَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِى هٰذِهِ البَهَائِمِ المُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً

হোসাইন ইবনে হানযালিয়া (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একদিন এমন একটি উটের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্ষুধায় যার পেট-পিঠ লেগে গিয়েছিল। হুজুর বললেনঃ বাকহীন এ পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা সুস্থ অবস্থায় এর ওপর আরোহণ করবে এবং অসুস্থ অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেবে। (আবু দাউদ)

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرَاى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهَ لَهُ فَغَفَرَلَهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। তার চরম পানির পিপাসা লেগেছিল। পথিমধ্যে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে যখন বের হয়ে আসল, তখন সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে হাপাতে এবং ভিজা মাটি চাটতে দেখল। লোকটি নিজে বলতে লাগল, আমার যেরূপ পানির তৃষ্ণা লেগেছিল, এ কুকুরটিরও তেমনি পানির তৃষ্ণা লেগেছে। সে আবার কূপে নেমে তার চামড়ার মুজায় পানি ভর্তি করে মুখে কামড়ে ধরে ওপরে আসল এবং কুকুরটাকে পানি পান করিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আল্লাহ তার পাপসমূহ মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি ভাল আচরণ করলেও কি আমাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ হ্যাঁ যে কোন প্রাণীর প্রতি ভাল আচরণ করলে তোমরা তার প্রতিদান পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলনের কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বিধান বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ইসলামী আন্দোলন বলে।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

কাফেরদের কথাকে নীচ করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা সমুন্নত করলেন। (তাওবা-৪০)

عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো ঃ এক ব্যক্তি গনীমতের অর্থের জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের নিমিত্তে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যে আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (বুখারী)

উদ্দেশ্য

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূলের অনুসৃত পন্থায় সমাজে কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (বাকারা-২০৭)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মরে ও মারে। (তাওবা-১১১)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির ভালবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও নিষেধ করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

قُلْ اِنَّ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَایَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বলো, আমার নামায, আমার কুরবাণি আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই সারাজাহানের রব আল্লাহর জন্য। (আনআম-১৬২)

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

যেন সত্য সত্য হয়ে বিজয়ী হয় এবং বাতিল বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। পাপী লোকদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন। (আনফাল-৮)

ইসলামী আন্দোলন করার নির্দেশ

يٰاَيُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে নবী! কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (তাওবা-৭৩)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে কিংবা ভারি হয়ে, আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময় যদি তোমরা জানো। (তওবা-৪১)

অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় থাক জিহাদে বেরিয়ে পড়।

وَ جَاهِدُوْا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

আল্লাহর পথে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (হজ্জ-৭৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে অথচ তা তোমরা পছন্দ করো না। (বাকারা-২১৬)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) جَاهِدُوْا النَّاسَ فِی اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَ لاَ

تُبَالُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِىْ الْحَضْرِ وَ السَّفَرِ وَ جَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِىْ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা সকলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সঙ্গে জিহাদ করো এবং আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কোন অত্যাচারীর অত্যাচারকে বিন্দুমাত্র ভয় করবে না। উপরন্তু তোমরা দেশে-বিদেশে যখন যেখানেই থাকো, আল্লাহর আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকর করে তোলো। তোমরা অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দুয়ারের মধ্যে একটি বড় দুয়ার। এ পথের সাহায্যেই আল্লাহ (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি হতে নাযাত দান করবেন।

(মুসনাদে আহমদ-বায়হাকী)

ইসলামী আন্দোলনের সুফল

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দিবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদয়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম; যদি তোমরা বোঝো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য উত্তম আবাস গৃহ থাকবে, এটা মহা সাফল্য এবং আরও একটা অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা), মুমনিদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (সফ-১০-১৩)

ঈমান গ্রহণ করার পর জান মাল দিয়ে জিহাদ করার সুফল (১) জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত (২) গুনাহ মাফ (৩) জান্নাত দান (৪) ইসলামী রাষ্ট্র প্রদান।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সবচেয়ে উত্তম? হুজুর (ছ.) বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَ جَبَ لَهُ الْجَنَّةُ

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহানোর সমপরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) وَاللّٰه لَيَتِمَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَ مَوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهِ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ

খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আল্লাহর কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সানয়া থেকে হাযরা মাউত পর্যন্ত পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এবং মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। অর্থাৎ নিরাপদ একটি সমাজ কায়েম হবে, যেখানে মানুষের যুলুমের কোন ভয় থাকবে না। (বুখারী)

ইসলামী আন্দোলনের স্তর

وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُم خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল কুরবান করে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (স-ফ-১৭)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسِنَتِكُمْ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান, মাল ও মুখের প্রতিবাদ দ্বারা। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ قَالَ مَنْ رَاٰىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা যদি অন্যায় কাজ দেখ, তাহলে হস্ত দ্বারা ঠেকাবে, আর যদি সে শক্তি না থাকে তাহলে মুখে প্রতিবাদ করবে, যদি সে শক্তি না থকে তাহলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর ঘৃণা করা হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

তোমরা যদি জিহাদে বেরিয়ে না পড় তাহলে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব বিষয়ের শক্তি রাখেন। (তাওবা-৩৯)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُوْا يَفْقَهُوْنَ

পশ্চাদবর্তী লোকগণ উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসূল (স) (যুদ্ধ গমনের) পর নিজদের গৃহে বসে থাকতে পেরে, আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করে জিহাদ করা তাদের সহ্য হল না, তারা লোকদেরকে বলে, এতো গরমে তোমরা বাইরে যেয়ো না, তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো তা অপেক্ষা অধিক গরম। হায় তাদের যদি একটুও চেতনা হত। (তাওবা-৮১)

عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

হোযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُوْ وَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে না জিহাদে গিয়েছে আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে, তবে সে মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

দল গঠন

যে লোক যে আদর্শ ও নীতি বিশ্বাস করে তার ভিত্তিতে দল গঠন করে, ঐক্যবদ্ধ হয় এবং মানুষকে সে দলের দিকে ডাকে এবং সে আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। একজন মুসলমান দল গঠন করবে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে এবং বাতিল সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে একটি ইসলামী সমাজ গঠন করবে, যা একা একা করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন একটি মজবুত দলের।

দলীয় জীবনের গুরুত্ব

একজন মুমিন যেখানেই থাকবে, সে অবশ্যই দলবদ্ধভাবে থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না দল থেকে। কারণ একতাবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্ন থেকে বাতিলের সাথে মোকাবেলা করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে। (আল-ইমরান - ১০১)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

আল্লাহ তো ভালবাসেন সে লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে সংগঠিত হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (ছফ-৪)

وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ

তোমরা মূলতঃ একই দলভুক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করে চল। (মুমেন-৫২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلاَةٍ مِّنَ الاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তিনজন লোক যখন কোন এলাকার কোন মরুভূমির মধ্যে থাকবে তখনও তাদের অসংগঠিত ও অসংবদ্ধ থাকা জায়েয নয়। তখনো তাদের মধ্য হতে একজনকে নেতা নিযুক্ত করে লওয়া কর্তব্য। (মুসনাদে আহমদ)

নেতা নিযুক্ত করে দলবদ্ধভাবে থাকতে হবে

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ সফরে একসঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্যে হতে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

ইসলামের সকল ফরজ ইবাদত জামায়াতের সাথে সম্পন্ন করা হয়, যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ জামায়াতের সাথে সম্পন্ন করে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَ لاَ بَدْ وٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِم الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। সুতরাং দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ, নেকড়ে বাঘ দল হতে বিচ্ছিন্ন পশুকেই গিলে খায়। (আবু দাউদ)

একজন মুসলমান ইসলামী দল ব্যতীত একা থাকা বৈধ নয়। যদি কোন ইসলামী দল পছন্দ না হয় তবে নিজেই একটি ইসলামী দল গঠন করে দলীয় জীবন-যাপন করতে হবে।

দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলার তাগিদ

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। (আল-ইমরান ১০৩)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُرَاجِعَ وَ مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

হারিসুল আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। ১। জামায়াত বদ্ধ থাকবে। ২। নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। ৩। নেতার আদেশ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। ৫। হিজরত করা (আল্লাহর অপছন্দনীয়

কাজ বর্জন করবে) ৫। আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে লোক ইসলামী দল থেকে এক বিঘত পরিমাণও বাহিরে চলে যাবে, সে ইসলামের রজ্জু তার গলদেশ হতে খুলে ফেললো- যতক্ষণ না সে পুনরায় দলের মধ্যে শামিল হবে। আর যে লোক মানুষকে জাহিলিয়াতের দিকে ডাকবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে। (মুসনাদে আহকাম-হাকেম)

জাহিলিয়াতের দল অর্থ যে দলের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের নীতি বাস্তবায়নের প্রোগ্রাম নেই।

দলের উদ্দেশ্য

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْ مُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ প্রতিরোধ করবে। (ইসরা-১০৪)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِهٖ صَفًّا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই করে। (ছফ-৪)

দলের উদ্দেশ্য চারটি ঃ ১। আল্লাহর পথে আহ্বান ২। সৎকাজের আদেশ ৩। অন্যায় কাজ প্রতিরোধ ও ৪। আল্লাহর পথে জিহাদ।

ইসলামী দলে না থাকার পরিণতি

একজন মুসলিম ইসলাম ব্যতীত কোন মানব রচিত আদর্শের ভিত্তিতে দল গঠন করতে পারে না, তাকে অবশ্যই কোন ইসলামী দলে থাকতে হবে।

১। ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়

ইসলামী দলে না থাকলে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে হয়।

وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা অনুসরণ করো না, তাহলে তোমরা তার সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। (আনআম -১৫৩)

কেউ কোন ইসলামী দলভুক্ত না থাকলে আস্তে আস্তে সে ইসলামী বিধি-বিধান থেকে দূরে সরে যায়। তাকে তাকিদ করার মত কেউ থাকে না। বেনামাযীর দলে থাকলে আস্তে আস্তে নামাযী ব্যক্তিও বেনামাযী হয়ে যায়।

عَنْ اَبِى ذَرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْخَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ

আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামী দল ত্যাগ করে এক বিঘাত পরিমাণ দুরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (আহমেদ আবু দাউদ)

قَالَ عُمَرُ (رضـ) لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَ لاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ

হযরত উমর (রা.) বলেন ঃ দল ব্যতীত ইসলাম হয় না, নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন হয় না, আবার আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব হয় না।

২। শয়তান পাকড়াও করে

ইসলামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে শয়তান সহজেই তাকে বাধ্য করতে পারে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ে বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়া শিকার করে খায়।
(আবু দাউদ)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَ اِيَّاكُمْ وَ الشِّعَابِ وَ عَلَيْكُمْ بِاالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

মা'য়ায ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মানুষের বাঘ হচ্ছে শয়তান, যেমনি মেষ ছাগলের বাঘ, সে ছাগলটি ধরে নিয়ে যায়, যে পাল থেকে বের হয়ে একাকী বিচরণ করে। কিংবা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান! তোমরা দল ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে।
(মুসনাদে আহমাদ)

৩। জাহিলিয়াতের মৃত্যু

ইসলামী দলের মধ্যে না থাকলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হয়।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমীরের (নেতার) আনুগত্যকে অস্বীকার করল, জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সে অবস্থায়ই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

৪। জাহান্নামী হবে

ইসলামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে জাহান্নামী হবে।

وَ لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتِ وَ اُوْ لٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

তোমরা সে সব লোকদের মত হয়ো না, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধ করেছে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। (আল ইমরান-১০৫)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইসলামী দলের প্রতি আল্লাহ রহমতের হাত বিস্তার করে রাখেন। যে জামায়াত থেকে দূরে সরে গেল, সে দোযখের পথে গেল। (তিরমিযী)

ইসলামী দলে থাকার সুফল

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (নিসা-১৭৫)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صـ) عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

আমার উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপর আল্লাহর রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন ইসলামী দলকে আঁকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে।

আল্লাহর পথে আহবান

ইসলামী জীবন বিধানের দিকে মানব জাতিকে আহবান করা সকল ঈমানদার লোকদের অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহর পথে ডাকা ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম কাজ।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

(হে নবী!) তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার আল্লাহ্ অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। (নাহ্ল-১২৫)

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْ لاًمِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর সে ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক ভাল কথা কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, আহবান করে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (হা-মীম সাজদা-৩৩)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِى اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ

(হে নবী!) তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, এটাই আমার একমাত্র পথ যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই। আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে আমার পথ দেখতে পাচ্ছি, আর আমার সঙ্গী সাথীরাও। (ইউসুফ-১০৮)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে, শুভ সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শন রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী, ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। (আহযাব-৪৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْاٰيَةً وَ حَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَ لاَ حَرَجَ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ يَسِّرُوْا وَ لاَ تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সহজ কর, কঠিন কর না, সুসংবাদ দাও বীত শ্রদ্ধ করো না। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ

আবু মাসূদ ওকবা ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সৎ পথ দেখাবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে সে ব্যক্তির মত, যে সৎ কাজটি করল। (মসলিম)

ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শের দিকে আহ্বান করা নিষেধ

একজন মুমিন ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ ও মানব রচিত বিধানের দিকে আহ্বান করার কোন সামান্যতম অনুমতি ইসলামে নেই।

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

আমার এ রাস্তা (ইসলামের পথ) সোজা। অতএব তোমরা এ রাস্তার অনুসরণ কর। ইহা ছাড়া অন্য কোন রাস্তার (আদর্শ বা নীতির) অনুসরণ কর না, তাহলে তোমরা তাঁর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। (আনআম-১৫৩)

فَذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

এ হল তোমার প্রকৃত প্রভু। তাহলে মহা সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তোমাদেরকে কোথায় কোন্ দিকে ঘোরা ফিরা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। (ইউনুছ-৩২)

وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَ انَهُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

সত্য আসার পর তুমি তাদের (যারা সত্যের বিপরীতে চলে) ইচ্ছা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চল না। (মায়েদা-৪৮)

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা-নীতি অবলম্বন করতে চায় তাদের সে পন্থা গ্রহণ করা হবে না এবং তারা পরকালে ব্যর্থ হবে। (ইমরান-৮৫)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ دَعَابِدَعْوٰى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثِّىْ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

হারেসুল আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের (ইসলামী আদর্শ বিরোধী) নিয়ম-নীতির দিকে আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামী হবে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (মুসনাদে আহমদ-তিরমিযী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدٰى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ دَعَااِلٰى ضَلاَ لَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اٰثَامُ مِنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সত্যের দিকে ডাকে তার জন্য সত্যের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছু কম হবে না। আর যে ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য উক্ত পথের অনুসারীদের সমান পাপ হতে থাকবে। এর মধ্যে তাদের অনুসারীদের পাপ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

আল্লাহর পথে ত্যাগ ও পরীক্ষা

পৃথিবীর যে কোন আদর্শ তার অনুসারীদের নিকট ত্যাগ ও কুরবানী দাবী করে। ইসলাম তার অনুসারীদের নিকট চরম ত্যাগ ও কুরবানী দাবী করেছে। তাই যুগে যুগে ঈমানদার লোকেরা ইসলামী আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু আল্লাহর পথে কুরবানী করে বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে মোকাবেলা করেছে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে, আর যারা কুফরির পথ অবলম্বন করে তারা তাগুতের পথে (যে ব্যক্তি আল্লাহর বিপরীত বিধান সমাজে জারি করার চেষ্টা করে) লড়াই করে। (নিসা-৭৬)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

লোকেরা কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তো এর পূর্বে ঈমানদারগণকে পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখে নিতে চান, কে সত্য (ঈমানের দাবীতে) আর কে মিথ্যা। (আন কাবুত -২)

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। যারা এসব ব্যাপারে ধৈর্যশীল তাদেরকে সুসংবাদ দাও। (বাকারা-১৫৫)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلاَ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর পুর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ আপদ আবির্ভূত হয় নি। তাদের উপর বহু কষ্ট, কঠোরতা ও কঠিন বিপদ মুছিবত আবর্তিত হয়েছে। এমনকি তাদেরকে অত্যাচারে নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তদনীন্তন রসূল এবং তার সংগী সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিলেন– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (বাকারা–২১৪)

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ (صـ) وَ هُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَاتَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَاتَدْعُو اللّٰهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِا الْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُشَقُّ اِثْنَيْنِ وَ مَايَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَ يُمْشَطُ بِامْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَ مَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَا للّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذِهِ الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوْ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَ لٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ

খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আমরা নবী করীম (স)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচার নির্য্যতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? আপনি কি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হত এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাঁখা হত। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হত এবং তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে হাড় পর্যন্ত মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হত, কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সানয়া থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছ। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلٰهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদান তত মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
(তিরমিযী)

وَ عَنْ صُهَيْبٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ كَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ : اِنِّى قَدْكَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَمًا اُعَلِّمُهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ ، وَ كَانَ فِىْ طَرِيْقِهِ إِذاَ سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَاَعْجَبَهُ ، وَ كَانَ إِذاَ اَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَ قَعَدَ اِلَيْهِ فَاِذاَ اَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِىْ اَهْلِىْ وَ اِذاَ خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِى السَّاحِرُ فَبَيْنَمَاهُوَ عَلٰى ذٰلِكَ إِذْ اَتَى عَلٰى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ : اَلْيَوْمَ اَعْلَمُ اَلسَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ ؟ فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِى النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَ مَضَى النَّاسُ فَاَتَى الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اَىْ بُنَىَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّى قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرٰى ! وَ إِنَّكَ سَتُبْتَلٰى فَإِنِ ابْتُلِيْتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلٰى وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَ يُدَاوِىْ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْعَمِىَ فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ اَجْمَعُ إِنْ اَنْتَ شَفَيْتَنِىْ - فَقَالَ إِنِّي لاَ اَشْفِىْ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ فَشَفَاهُ اللّٰهُ فَاَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّعَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّىْ قَالَ : اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِىْ؟ قَالَ : رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ فَجِيْءَ بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : اَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ تَفْعَلُ وَ تَفْعَلُ! فَقَالَ : إِنِّى لاَ اَشْفِىْ اَحَدًا إِنَّمَا

يَشْفِى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلٰى الرَّاهِب فَجِئَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَعَا بِالْمِنْشَار فَوَضَعَ الْمِنْشَار فِىْ مَفْرَقِ رَاسِهٖ فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَاهُ ثُمَّ جِئَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهٗ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِىْ مَفْرَقِ رَاسِهٖ فَشَقَّهُ بِهٖ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِئَ بِالْغُلَامِ فَقِيْلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ : اِذْهَبُوْا اِلٰى جَبَلِ كَذَاوَ كَذَافَاصْعَدُوْابِهٖ الْجَبَلَ فَاِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهٗ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاِلاَّ فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْابِهٖ فَصَعِدُوْابِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلَ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلٰى الْمَلِكِ لَهُ الْمَلِكُ : مَا فُعِلَ بِاَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اذْهَبُوْابِهٖ فَاحْمِلُوْهُ فِى قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْابِهِ الْبَحْرَ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاِلاَّ فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْابِهٖ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلٰى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : مَافُعِلَ بِاَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِىْ حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهٖ قَالَ : مَاهُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِى عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْسَهْمًا مِنْ كِنَانَتِىْ ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِى فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِى فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ اَخَذَسَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهٖ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِىْ صُدْغِهٖ فَوَضَعَ يَدَهٗ فِىْ صُدْغِهٖ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ : اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ : اَرَاَيْتَ مَاكُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ : قَدْاٰمَنَ النَّاسُ فَاَمَرَ بِالاُخْدُوْدِ بِاَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَاُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهٖ فَاَقْحِمُوْهُ

فِيهَا اَوْقِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلَ فَفَعَلُوا حَتّٰى جَاءَتْ إمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا اُمَّهُ إصْبِرِىْ فَاِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ، (مسلم)

সোহায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল। আর তার ছিল একজন যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহকে বললঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব। বাদশাহ্ এক বালককে যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কাছে পাঠালেন। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খৃষ্টান দরবেশ। সে তার কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হল। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে মারপিট করল। এতে সে এ ব্যাপারে দরবেশের নিকট অভিযোগ পেশ করল। সে বলল যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবেঃ আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে, তখন তাদেরকে বলবে যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট জানোয়ার এসে পথ আগলে দিল। বালকটি তখন (মনে মনে) বললঃ "আজ আমি জেনে নেব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ?" তাই সে একটি পাথর খণ্ড নিয়ে বললঃ হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ থেকে তোমার নিকট যদি বেশী পছন্দনীয় হয় তবে এই জানোয়ারটাকে মেরে ফেল, যাতে করে লোকেরা পথ চলতে পারে। তারপর সে উক্ত পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করল এবং তাতে জানোয়ারটা মারা গেল। আর লোকেরাও চলে গেল। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে তাকে এ খবর জানাল। দরবেশ তাকে বললঃ প্রিয় বৎস! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে, একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পরিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে অনেক হাদিয়া নিয়ে এসে বললঃ তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে এই জন্যে আমি তোমার জন্যে এখানে এত হাদিয়া পেশ করছি। বালকটি বললঃ আমি কাকেও আরোগ্য দান করি না। আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তবে আল্লাহর নিকট দোয়া করব, তাতে তোমাকে তিনি আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে বাদশাহের নিকট পূর্ববৎ বসে গেল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিল। সে উত্তর দিল আমার রব। এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হল। বাদশাহ্ তাকে বললঃ হে প্রিয় বৎস! তোমার যাদু বিদ্যার খবর পৌছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাক এবং এটা সেটা আরও কত কি করে থাক। বালকটি বললঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য

তো আল্লাহই দান করেন। এতে বাদশাহ্ তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে খৃষ্টান দরবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হল এবং তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন বাদশাহ্ করাত আনতে বলল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হল এবং করাতটি তাকে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বাদশাহের সেই পরিষদকে আনা হল। তাকেও তার দ্বীন থেকে ফিরে আসার জন্য বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝখানে করাত দিয়ে চিরে ফেলল। এমনকি দু'টুকরো হয়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হল। তাকেও দ্বীন থেকে ফিরে আসতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন তাকে বাদশাহ্ তার কতিপয় সংগীর নিকট দিয়ে বলল তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে ওঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাকে নিয়ে পৌছাবে তখন যদি সে তার স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে আসে, তবে তো ঠিক। নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। সে বললঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠল। এতে তারা পড়ে গেল। আর সে বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ্ তাকে বললঃ তোমার সংগীদের কি হলো। আর সে বলল, তাদের ব্যাপারে আমার জন্যে আল্লাহ্ যথেষ্ট। তখন বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সংগীর কাছে নিয়ে বললঃ তাকে তোমরা একটি ছোট নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে না আসে, তবে তাকে সেখানে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে চলল। ছেলে বলল হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌকা তাদের নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহের কাছে চলে এল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সংগীদের কি হলো? সে বললঃ আল্লাহই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হয়েছেন। তারপর সে বাদশাহকে বলতে লাগল তুমি আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, সেটা কি কাজ। সে বলল, একটি মাঠে লোকদেরকে একত্রিত কর। তারপর আমাকে শুলের উপর উঠাও এবং তীরদানী থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বলঃ বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম (অর্থাৎ বালকটির রব সেই আল্লাহর নামে তীর মারছি) এই বলে তীর মার। এরূপ বললে তুমি আমাকে মারতে পারবে। বাদশাহ্ তখন এক মাঠে লোকদেরকে একত্রিত করে শূলের উপর উঠিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে রেখে বলল, বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম এবং তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় লাগল এবং সেখানে তার হাত রাখল। তারপর সে মারা গলে। এতে লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির রব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। এ খবর বাদশার নিকট গেলে তাকে বলা হল, যে আশংকা তোমার ছিল তাই তো হয়ে গেল যে, সব লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। বাদশাহ্ তখন রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করার হুকুম দিল। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালান হল। বাদশাহ্ ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসবে না তাকে তোমরা এতে নিক্ষেপ কর। যারা তাদের দ্বীন থেকে ফিরে এল না তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হল। অবশেষে একজন মহিলা তার সন্তানসহ এল। সে আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করায় সন্তান বলল, হে আম্মা, আপনি সবর করুন (অর্থাৎ আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করবেন না)। কারণ আপনি তো সত্যের উপর আছেন। (মুসলিম)

জিহাদ

জিহাদ (جهاد) আরবী শব্দ جهد থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ কঠোর সাধনা বা চরম চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত সকল বিধান সমাজে কায়েম করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা থেকে আরম্ভ করে সসস্ত্র যুদ্ধও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ইসলাম ও জিহাদ

ইসলাম গ্রহণ করার প্রথম কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। এ কালেমায় আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল শক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি, তাদের বিধি বিধান অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব, নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও বিধান মানার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। কালেমা উচ্চারণ করার মাধ্যমে তাগুতকে বর্জন, সকল বাতিল শক্তিকে অস্বীকার করে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হল। তাই কালেমায় তাইয়্যেবার প্রথম لا শব্দটি জিহাদের সূচনা করে।

সকল নবীদের দাওয়াত

সকল নবীদের দাওয়াত আল্লাহর ইবাদত ও তাগুতকে বর্জন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা নবী প্রেরণ করেছি। তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাগুতি শক্তিকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। (নাহল-৩৬)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করল, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবে না। (বাকারা-২৫৬)

অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করার পূর্বেই তাগুত তথা বাতিল শক্তিকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। আর বাতিল ও তাগুতকে অস্বীকার করার ঘোষণাই জিহাদ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَ عَمُوْدِهٖ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَ عَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে প্রকৃত ব্যাপারে মূল, তাঁর স্তম্ভ এবং তাঁর সর্বোচ্চ চূড়া কি তা বলব? আমি বললামঃ হাঁ, আপনি অবশ্যই বলবেন। তখন তিনি বললেন, প্রকৃত ব্যাপারে মূল হচ্ছে ইসলাম, মূল স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। (আহমদ-তিরমিযী-ইবনে মাযা)

ইসলামের সকল বিধান হেফাজত করতে পারে জিহাদ। তাই তাকে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জিহাদের লক্ষ্য

আল্লাহর জমিনে বাতিলের মূলোৎপাটন এবং আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করার চেষ্টা সাধনা।

وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের কথা নীচু করে দিলেন এবং আল্লাহর কথা (বিধান) সদা সমুন্নত করে দিলেন। (তাওবা-৪০)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

আল্লাহর ইচ্ছা সত্যকে সত্য প্রমাণ করতে স্বীয় কালামের মাধ্যমে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় এবং বাতিল মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যদিও অন্যায়কারীরা তা পছন্দ করে না। (আনফাল-৮০)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًاوَ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ رَاْسَهٗ اِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

আবু মুসা আশয়ারী (রঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পথে যুদ্ধ কি? আমাদের মধ্যে কেউ ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে, আর কেউ যুদ্ধ করে জাতীয় আভিজাত্যের কারণে। তিনি মাথা তুলে বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী, বিধান সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল। (বুখারী-মুসলিম)

জিহাদ ফরজ করা হয়েছে

আল্লাহর দ্বীন ও বিধান কোন দেশে কায়েম থাকলে সে দেশের মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরজে কেফায়া। আর যে দেশে আল্লাহর দ্বীন ও বিধি বিধান কায়েম নেই বরং বাতিলের আইন দ্বারা মানুষ পরিচালিত হচ্ছে সে দেশে আল্লাহর শাসন ও বিধান কায়েম করার জন্য সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। তোমরা তা পছন্দ করছ না, হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অপছন্দনীয়, অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের নিকট পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (বাকারা-২১৬)

وَ جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জেহাদ করা উচিৎ (হজ্জ-৭৮)

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

তোমরা তাদের (কাফের, মুশরিক, মুনাফেকদের) বিরুদ্ধে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায়। (আনফাল-৩৯)

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এবং কোন অত্যাচারীর অত্যাচার ভয় করে না!

(মায়েদা-৫৪)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّمَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَالْزَمْ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَ تِلاَوَةِ كِتَابِهٖ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ وَ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَ اخْزَنْ لِسَانَكَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি বললেনঃ তাকওয়া অবলম্বন কর, কেননা এটা সমস্ত কল্যাণের উৎস। জিহাদকে বাধ্যতামূলক ভাবে ধারণ কর, কেননা মুসলমানদের জন্য এটাই হচ্ছে রাহ্‌বানিয়াত (সব কিছু ত্যাগ করার একমাত্র পথ জিহাদ)। আর আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাঁর কিতাব নিয়মিত তিলাওয়াত কর। কেননা এটা তোমাদের জন্য এ জমিনে আলোকবর্তিকা (সকল বিষয় পথ দেখায়) এবং আকাশ রাজ্যে স্মরণীয় হওয়ার কারণ। তোমরা নিজেদের বাক শক্তিকে বিরত রাখ, কিন্তু নেক কথা হতে বিরত রেখো না। এভাবেই তোমরা শয়তানের উপর বিজয় লাভ করবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَنْ قَتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَ جَبَ لَهُ الْجَنَّةُ

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে মুসলমান উটের দুধ দোহনের সম পরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

হানাফী মাযহাবের মত হল, মুসলিম জনপদ আক্রান্ত হলে নারী এবং গোলামও যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়া ফরজে আইন (যদি পুরুষ সক্ষম না হয়) এ জন্যে স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে কাফেরদের আক্রমণ হলে সর্বপ্রথম নিকটবর্তী সকলের প্রতি জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। যদি নিকটবর্তীরা জিহাদ করতে অক্ষম হয় তবে দুরবর্তীদের নিকট খবর পৌছার সাথে সাথে তাদের প্রতিও জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরজে আইনে পরিণত হয়। (শরহে বেকায়াহ খন্ড-২ কিতাবুল জিহাদ পৃষ্টা-৩৩৯)

আজকের বিশ্বে প্রতিটি মুসলমানের ঈমান ও আমলের উপর হামলা হচ্ছে। যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে ঈমান রক্ষার জন্য।

মুমিন হচ্ছে আল্লাহর সৈনিক

মুমিনের দু'টো দায়িত্ব; আল্লাহর বিধান নিজে পালন করবে এবং কেউ যেন লংঘন করতে না পারে, তা প্রতিহত করবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

অবশ্যই মহান আল্লাহ মুমিনের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, যুদ্ধ করবে, সে যুদ্ধে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (তাওবা-১১১)

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَ مَنْ يُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সে সব লোকদের যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (নিসা-৭৪)

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক সম্ভাব্য শক্তি নিয়ে এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া প্রস্তুত রাখ। যাতে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখতে পার। (আনফাল-৬০)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ স্বৈরাচারী যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

আল্লাহর সৈনিক মুমিনগণ আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউকে ভয় করবে না। তাই স্বৈরাচারী শাসকের সামনেও হক কথা বলবে নির্ভীক ভাবে।

জিহাদের মর্যাদা অন্য কোন ইবাদত দ্বারা পূর্ণ হয় না

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমরা কি মনে করছে যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ কি জেনে নেবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করল এবং কে তাঁর হুকুম পালনে ধৈর্য্য ধারণ করল। (আল ইমরান-১৪২)

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً

যে সব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এ উভয় ধরনের লোকদের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন। (নিসা-৯০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَاَعْجَبَتْهُ وَ قَالَ لَوِ اعْتَزَلْتَ النَّاسَ فَا قَمْتَ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِىْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلَاتُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এর একজন ছাহাবা একটি গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তথায় তিনি মিষ্টি পানির কুপ দেখতে পেয়ে খুশী হলেন। নিজে চিন্তা করলেন, আমি যদি লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ গোত্রের মধ্যে বসবাস করি। পরে কথাটি রাসূলুল্লাহর নিকট বললেন। তিনি বললেনঃ তা কর না, অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করা সত্তর বৎসর নিজ গৃহে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যে লোক সামান্য সময় আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مَايَعْدِلُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَاَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ

ثَلاَثًا كُلَّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ مَثَلُ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يُفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَّ لاَ صَلاَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদের বিকল্প কাজ আর কি হতে পারে? তিনি বললেন, সে কাজ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। লোকেরা একই কথা আরও দু'বার বা তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। প্রত্যেক বারে তিনি বললেন, সে কাজ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে রোযাদার, নামাযী ও আল্লাহর আয়াত সমূহের প্রতি বিনয়ী যে, রোযা ভাঙ্গে না, নামায ত্যাগ করে না মুজাহিদদের ফিরে আসা পর্যন্ত। (বুখারী-মুসলিম-তিরমিযী-ইবনে মাযা)

নবী করীম (স)-এর যুদ্ধাস্ত্র

১. ধনুক

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَخْطُبُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ السَّفَرِ مُتَوَكِّئًا عَلٰى قَوْسٍ قَائِمًا

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সফরে জুমআর দিনে ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। (আখলাকুন্নবী হাফেজ ইস্পাহানী)

২. বর্শা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (صـ) رُمْحٌ اَوْ عَصًا يُرْكَزْلَهُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (স) এর একটি বর্শা অথবা লাঠি ছিলো। সেটি মাটিতে গেড়ে দেয়া হত এবং সে দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। (আখলাকুন্নবী)

৩. তলোয়ার

عَنْ مَرْزُوْقٍ قَالَ صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِىِّ (صـ) ذُوْ الْفِقَارِ قَبِيْعَتَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ فِىْ وَسَطِهِ بُكْرَةٌ او بَكَرَاتُ فِضَّةٍ فِيْ قَيْدِهِ حَلَقُ فِضَّةٍ

মারযুক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (স) এর যুলফিকার নামক তরবারি শান দিয়েছি। এর বাটের কান দুটি মাঝের রিং এবং বেল্টের দুই প্রান্তের রিং ছিল রৌপ্যের। (আখলাকুন্নবী স.)

৪. লৌহ বর্ম

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اِسْمُ دَرْعِ النَّبِيِّ (صـ) ذَاتُ الْفُضُوْلِ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (স)-এর বর্মের নাম ছিল 'যাতুল ফুযুল'। (আখলাকুন্নবী স.) লৌহবর্ম যুদ্ধের লৌহ নির্মিত পোশাককে বলা হয়।

৫. শিরস্ত্রান

عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ عَلٰى رَاْسِهٖ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيْدٍ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রান ছিল। (আখলাকুন্নবী)

লৌহ নির্মিত টুপি যা মাথার হেফাজতের জন্যে যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়।

৬. পতাকা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَايَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ اَبْيَضُ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর বড় পতাকা ছিল কালো রংয়ের। এতে لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْل লেখা ছিল।
(আখলাকুন্নবী স.)

৭. বল্লম

حَدَّثَنَا الصَّدَىُّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِى نَجْدَةَ الحَرُوْرِىَّ اِلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ هَلْ سِيْرَ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) بِحَرْبَةٍ قَالَ نَعَمْ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَرِ

ছুদাই ইবনে জায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদাতুল হারুরী আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট এ কথা জিজ্ঞেসা করতে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর সফর কালে তার সঙ্গে বল্লম নিয়ে যাওয়া হত কিনা? তিনি বললেন হাঁ। তিনি যখন খায়বার যুদ্ধ থেকে আসছিলেন তখন তাঁর কাছে বল্লম ছিল। (আখলাকুন্নবী স.)

৮. ঘোড়া

عَنْ عَلِىٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ لِلنَّبِىِّ (صـ) فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ وَ بَغْلَةٌ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلْ وَحِمَارٌ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ وَ سَيْفُهُ ذُو الفَقَرُ وَ دِرْعُهُ ذَاتُ الْفُضُوْلِ وَ نَاقَتُهُ الْقَصْوَاءُ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর ঘোড়ার নাম ছিলো 'মুরতাজিয' খচ্চরের নাম ছিল 'দুল দুল' গাঁধার নাম ছিল 'আফীর' তরবারীর নাম ছিল 'যুল-ফিকার' বর্মের নাম ছিল, 'যাতুল ফুযুল' এবং উটনীর নাম ছিল 'আল কাসওয়া'। (আখলাকুন্নবী স.)

হুজুর (স) ঘোড়া, খচ্চর, উট ও গাঁধার পিঠে চরে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন।

জিহাদের ফযীলত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলব যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তোমাদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যদি তোমরা জান তাহলে এটা তোমাদের জন্যে ভাল। আল্লাহ তোমাদের গুণাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন যার নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে উত্তম ঘর দেয়া হবে। এটা অতি বড় কামিয়াবী : আর অন্যান্য জিনিস, যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দিবেন এবং খুব শীঘ্রই একটি বিজয় দিবেন (একটি রাষ্ট্র ক্ষমতা দিবেন)। মুমিনকে সুসংবাদ দাও। (সাফ-১২, ১৩)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

আল্লাহর নিকট সে লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা, যে তার পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়েছে, প্রাণপণ সাধনা করেছে, তারাই সফলকাম। (তাওবা-২০)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

আল্লাহ ভালোবাসেন সে সব লোকদেরকে, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সাফ-৪)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍ (رضـ) قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِا للّٰهِ وَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লার নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সবচেয়ে উত্তম? হুযুর (স) বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহানের সময় পরিমাণ (অল্প সময়) আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ مَنْ اِغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلٰى النَّارِ

আবু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, যার দুই পা আল্লাহর পথে ধুলিমলিন হয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। (বুখারী-তিরমিযী-নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলল্লাহ (স) বলেছেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্ত্বার শপথ করে বলছি। কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাত প্রাপ্ত হলে আল্লাহই ভাল জানেন কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে তাজা রক্তে রঞ্জিত দেহে উঠানো হবে। আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধ আসতে থাকবে। (বুখারী)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (رض) مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى كَانَتْ كَاَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا

উসমান ইবনে আফফান (রা.) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রাত্র পাহারাদারী করে তা হাজার রাত্রির রোযা ও নামাজের সমান মর্যাদা হবে। (ইবনে মাযা)

জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে

অনেকেই জিহাদের বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। কেউ মনে করে রাসূলের যুগে জিহাদ হয়েছে কাফের লোকদের বিরুদ্ধে, এখন আমাদের মুসলমানদের দেশে জিহাদ করব কাদের বিরুদ্ধে। তাই এ যুগে জিহাদ অচল। আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কুরআন ও হাদীস থেকে।

১। জিহাদ কাফের ও মুনাফেকের বিরুদ্ধে

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবী, কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। (তাওবা-৭৩)

২। যুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ

যালেম যদি মুসলমান হয়, তাহলেও তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ
الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে কাফেরেরা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এ অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। (আলহজ্জ - ৩৯,৪০)

৩। আক্রমণের জবাবে পাল্টা আক্রমণ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তোমরা সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। (বাকারা -১০৯)

৪। হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেখানেই তাদের সাথে মোকাবেলা হয়। তাদেরকে বহিষ্কার কর সেখান থেকে, তারা যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। কেননা ফেতনা সৃষ্টি করা মানুষ হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। (বাকারা -১৯১)

৫। চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাস ঘাতকতা

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ
بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

কেন তোমরা যুদ্ধ কর না সে সব জাতির বিরুদ্ধে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, রাসূলকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিজেরাই আক্রমনের সূচনা করেছে। (তাওবা -১৩)

৬। নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ

الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সে সব দুর্বল ও অক্ষম নারী, পুরুষ ও শিশুদের মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ কর না? যারা ফরিয়াদ করছেঃ হে আমাদের প্রভু, এ যালেম অধ্যুষিত জনপদ হতে আমাদেরকে মুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও। (নিসা-৭৫)

৭। আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لاَ بِا لْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ لاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

তোমরা যুদ্ধ করো ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁরা রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীনকে। (তাওবা -২৯)

৮। দেশের অভ্যন্তরীন শত্রু নিশ্চিহ্ন করা

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُوْنَ فِىْ الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِ يَنَّكَ بِهِمْ

মুনাফেক এবং যাদের মনে রোগ রয়েছে আর মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি এ সব কাজ হতে বিরত না হয় তাহলে আমরা তাদের উপর আপনাকে চড়াও করে দিব। (আহযাব -৬০)

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (মায়েদা-৫৪)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

(হে ঈমানদার লোকেরা) তোমরা লড়াই করতে থাকবে, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (আনফাল-৩৯)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صــ) قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَ اِذَاسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেনঃ বিজয়ের পর হিজরত নেই। এখন থাকবে জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে, তখনই বেরিয়ে পড়বে। (বুখারী)

عَنْ عُـرْوَةِ الْبَـارِ قِىْ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَـالَ الْخَيْلُ مَـعْـقُـوْدٌفِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُوَالْمَغْنَمُ

উরওয়া আল বারকী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে (যুদ্ধের মধ্যে)। পুরস্কার, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (বুখারী)

নারীদের জিহাদ

عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةَ مُـعَـوِّذٍ قَـالَتْ كُنَّا نَغْـزُوْامَعَ رَسُـوْلِ اللّٰهِ (صـ) فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدَمُهُمْ وَ نَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

মূয়াদিনের কন্যা রুবাইয়া (রা.) বলেন, আমরা (নারীরা) রাসূল (স)-এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে লোকদেরকে পানি-পান করাতাম, তাদের সেবা যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় ফেরত পাঠাতাম। (বুখারী)

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফতোয়া হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَ فَرْضٌ عَيْنٍ ان هجموا فتخرج المر اة و العبد بلا اذن فانه اذا هجم الكفار على ثغرية الثغور يصير فرض عين على من كان يقرب منه وهم يقدرون على الجهاد اما على من ورائهم فاذا بلغ الخبر اليهم

মুসলিম জনপদ আক্রান্ত হলে নারী ও গোলাম যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়া ফরজে আইন। এজন্য কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে কাফেরদের আক্রমণ সর্বপ্রথম নিকটবর্তী সকলের প্রতি জিহাদ ফরজ হয়ে যায়, যদি জিহাদ করতে সক্ষম হয় এবং দূরবর্তীদের নিকট খবর পৌছার সাথে সাথে তাদের প্রতিও জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরজে আইনে পরিণত হয়। (শরহে বেকায়াহ খণ্ড-২ কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা-৩৩৯)

শাহাদাতের তামান্না

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوْالَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

তাদেরকে (মুমিন) যখন বলা হল তোমাদের মোকাবেলার জন্য লোকেরা বিপুল সাজ সরঞ্জাম একত্রিত করেছে তাদেরকে ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।
(আল ইমরান -১৭৩)

اِمْـرَ اَةَ فِـرْعَـوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْـتًـا فِـى الْجَنَّـةِ وَ نَجِّنِـىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

ফেরাউনের স্ত্রী বললঃ হে আমার পালন কর্তা। আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জান্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আমাকে ফেরাউনের ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (মরিয়ম-১১)

فَلَاُ قَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى-قَالُوا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَاجَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

(ফেরাউন ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরদেরকে ধমক দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির সমন জারি করলেন।) আমি অবশ্যই তোমাদের (ঈমানদার) হস্ত-পদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিত রূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব (আল্লাহর না ফিরাউন) কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী। (যাদুকররা বললঃ) আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এ পার্থিব জীবনেই যা করার করবে।

(ত্বোয়াহা-৭১-৭৩)

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اُعْطِيَهَا وَ لَوْلَمْ تُصِبْهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত লাভের জন্য দোয়া করে, সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। যদিও সে শহীদ না হয়ে থাকে।

(মুসলিম)

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে? তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্থান হবে জান্নাতে। (একথা শুনে) ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে যে খেজুর ছিল, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)।

وَ عَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ (صـ) رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ وَ اُسْلِمُ؟ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) عَمِلَ قَلِيْلاً وَاُجِرَ كَثِيْرًا

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথমে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব? জবাব

দিলেন প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, তার পর জিহাদ কর। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল তার পর জিহাদে লিপ্ত হলো এবং শহীদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ এ ব্যক্তি সামান্য আমল করল কিন্তু বিপুল প্রতিদান লাভ করল। (বুখারী-মুসলিম)

শহীদ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে নিহত হয় তাকে শহীদ বলে।

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ

তোমরা কি একজন লোককে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলছেঃ আল্লাহ আমার রব? (মুমিন -২৮)

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ

তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে। আর তা হচ্ছে, তারা সে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। যিনি স্বপ্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের অধিকারী। (বুরুজ-৯)

وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

তোমাদের উপর কঠিন অবস্থা এজন্য চাপানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার এবং এজন্য যে, তিনি তোমাদের থেকে কিছু শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। (আল-ইমরান-১৪০)

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ

(শহীদ হওয়ার পর তাকে) বলা হলঃ প্রবেশ কর জান্নাতে, সে বললঃ হায় আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো। (ইয়াসিন–২৬)

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ

শহীদদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিফল এবং তাদের নূর। (হাদীদ-১৯)

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। আল্লাহর নিকট থেকে তারা জীবিকা পাচ্ছে। (আল ইমরান -১৬৯)

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

যারা আল্লাহর জন্য হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে জিহাদ করেছে এবং নিহত (শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমরা ক্ষমা করে দিব এবং তাদেরকে আমরা জান্নাত দান করব যার নীচ দিয়ে প্রবাহমান রয়েছে বিপুল ঝর্ণাধারা। আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে। আর উত্তম সওয়াব তো কেবল আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে। (আল ইমরান-১৯৫)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَا بِىَ الشَّجَرَةَ فَادَ خَلَانِى دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আজ রাতে (স্বপ্নে) আমি দেখতে পেলাম, দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বলল ঃ এ ঘরটি হলো শহীদদের ঘর। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَ لَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَلْيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَاى مِنَ الْكَرَامَةِ

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ায় সব কিছু নিয়ামত হিসাবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যু বরণের আকাংখা পোষণ করবে। কেননা, বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পেয়েছে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ (صـ) فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرُ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَ قَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতে দিতে বললেনঃ যায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হল, তারপর জাফর পতাকা ধরল, সেও নিহত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ পতাকা ধরল, সেও নিহত হল। অবশেষে খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধরল এবং বিজয় সাধন করল। নবী করীম (স) আরো বললেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে এ সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না। (বুখারী)

ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ

ইনফাক শব্দটির মূল ধাতু نفق অর্থ সুড়ঙ্গ। যার একদিক থেকে প্রবেশ করে আর অপর দিকে বেরিয়ে যায়। সম্পদ একদিকে আয় অন্যদিকে ব্যয় হয়ে যায় বলে তাকে انفاق বলে। মহান আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার জন্য যে অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন তার জন্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে খরচ করা ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ।

জিহাদের জন্য দান করার নির্দেশ

وَ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জান। (তাওবা -৪১)

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ

(হে মুমিনগণ!) তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় (প্রস্তুতি গ্রহণ) কর এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া প্রস্তুত রাখ যাতে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমন শংকিত ও সন্ত্রস্ত হয়। (আনফাল-৬০)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জান ও মাল বেহেশতের পরিবর্তে খরীদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, যুদ্ধ করবে, সে যুদ্ধে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (তাওবা -১১১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ

হে মোমিনগণ! তোমরা দান কর, আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না। (বাকারা-২৫৪)

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (আল-ইমরান-৯২)

আল্লাহর পথে দানের লাভ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে, তাদের এ খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে, যা জমিনে বপন বা রোপন করার পর তা থেকে সাতটি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশতটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণ পুরস্কার দিতে পারেন। আল্লাহ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী। (বাকারা-২৬১)

عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خُزَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ

আবু ইয়াহ্ইয়া হাযীম ইবনে ফাতিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করবে, তার জন্যে সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اِحْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَ تَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شَبِعَهُ وَ رِيَّهُ وَ رَوْثَهُ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু হুরাইরা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর অঙ্গীকার সত্য জেনে আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া নিয়োজিত রাখে, তার পরিতৃপ্তি হয়ে খাওয়া, পান করান, এবং তার পায়খানা– পেশাব কিয়ামতের দিন ওজন দেয়া হবে। (বুখারী)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَ مَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا

যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে দিবে, সেও জিহাদের সাওয়াবের অধিকারী হবে। আবার যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখা-শুনা করবে, সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী-মুসিলম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা জেনে রাখ, জান্নাত হচ্ছে তলোয়ারের ছায়াতলে। (বুখারী-মুসলিম)

বায়আত

بيع বাইউন অর্থ ক্রয় বা বিক্রয় করা। বায়আত অর্থ ওয়াদা করা, চুক্তি করা, শপথ করা, আনুগত্য প্রকাশ। মানুষের জান ও মালের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তাই আল্লাহর জন্য জান-মালের কুরবান করার নাম বায়আত। কোন মানুষের নিকট সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে বায়আত গ্রহণ করা যায় না।

মহান আল্লাহ নিজেই বায়আত গ্রহণ করেছেন

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَ عْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ط وَ مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَا يَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মরে ও মারে। তাদের প্রতি (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আছে। আল্লাহর অপেক্ষা ওয়াদা পূরণকারী কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের কারণে, যা তোমরা মহান আল্লাহর সাথে সম্পন্ন করেছো। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। (তওবা-১১১)

মহান আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন এজন্য যে, মুমিনগণ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য বাতিলের সাথে মোকাবেলা করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন।

রাসূল (স) এর হাতে বায়আত গ্রহণ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

যে সব মুমিন লোক গাছের তলায় বসে তোমার (নবীর) নিকট বায়আত করেছিল আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী হয়েছেন। তাদের মনের আবেগ ও দরদের ভাবধারা তিনি ভালভাবেই জেনেছেন এবং তাদের প্রতি পরম গভীর শান্তি নাযিল করেছিলেন এবং নিকটবর্তী বিজয়ের আশ্বাস দিয়ে দিলেন। (আল-ফাতা-১৮)

হুদায়বিয়ার সময় মক্কার কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (স) এর হাতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ এজন্য তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন উল্লিখিত আয়াতে।

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَاحَيِيْنَا أَبَدًا

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেনঃ আনসার লোকেরা বলতঃ আমরা খন্দকের দিন নবী করীম (স)-এর নিকট জিহাদের জন্য বায়আত করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিনের জন্যে। (বুখারী)

আল্লাহর বিধান পালন করার বায়আত

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّاَيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَايَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (মুমতাহনা-১২)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) وَ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ وَ حَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّاتُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ لَاتَسْرِقُوْا وَ لَا تَزْنُوْا وَ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَ لَا تَاْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ وَ لَاتَعْصَوْافِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذَالِكَ

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি 'আকবা' রাত্রিতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম– যে, নবী করীম (ছ.) বলেছেন– তখন তাঁর চার পার্শ্বে সাহাবাদের একটি দল উপস্থিত ছিলঃ তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর বায়আত কর যে, (১) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবেনা, (২) তোমরা চুরি করবে না, (৩) জিনা করবে না, (৪) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, (৫) তোমরা পরস্পরের উপর সামনা-সামনি মিথ্যা দোষারোপ করবে না এবং (৬) তোমরা ভাল কাজের ব্যাপারে কখনও না-ফারমানী করবেনা। তোমাদের মধ্যে যে এ 'বায়আত' যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিফল এবং পুরস্কার দান আল্লাহর উপর বর্তাবে। আর যে, এ নিষিদ্ধ কাজগুলির মধ্য

হতে একটিও করবে এবং সে জন্য দুনিয়ায় কোন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। তবে উহা হবে তার গুনাহের কাফফারা। আর যে এর মধ্য হতে কোন একটি কাজ করবে, কিন্তু আল্লাহ তা গোপন করবেন, তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর সোপার্দ থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনা ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। আরমরা এ কথাগুলো মেনে নিয়ে রাসূল (ছ.) এর নিকট 'বায়আত' করলাম। (বুখারী)

হযরত আবু বকর (রা.) খলফিা হওয়ার পর প্রথম ভাষণে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেনঃ

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اَبُوْبَكْرٍ (رضـ) اَمَّابَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى قَدْوُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِى وَاِنْ اَسَاْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَااَطَعْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ قُوْمُوْا اِلٰى صَلاَتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর প্রশংসার পর বলেনঃ হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আর যদি ভাল কাজ করি তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি কোন অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। যতদিন আমি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলি, তোমরা ততদিন আমার আনুগত্য করে চলবে। আমি যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করি, তাহলে আমার আনুগত্য করতে তোমরা বাধ্য থাকবে না। তোমরা আমার জন্য সর্বদা দোয়া করবে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। (কানযুল উম্মাল)

বর্তমান পীরের বায়আত

بیعت کیامین بیج طریقه چشتیه قادریه نقشبندیه مجددیه اور محمدیه اوپر هاته فقیر حقیر

আমি বায়আত গ্রহণ করছি চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবিন্দয়া, মুজাদ্দিয়া এবং মুহাম্মাদিয়া তরীকায় ফকীর হাকীরের.... হাতে।

বায়আতে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে কুরআন ও হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। পীরের নিকট বায়আত গ্রহণ করার পর পীরের সকল কথা ও কাজ চক্ষু বুজে মেনে নিতে হবে। এ বায়আতের মাধ্যমে আল্লাহর চেয়ে পীরের মহব্বত অন্তরে প্রকট হয়ে উঠে।

(সুন্নত ও বিদায়াত মাওলানা আবদুর রহিম)

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা

রাজনীতি

রাজার নীতি, রাজ্য শাসন নীতি, নীতির রাজা ও উত্তম নীতিকে রাজনীতি বলে। মহান আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর বিধানই সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং রাজত্ব চলবে, আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর। আল কুরআনের ঘোষণাঃ

وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে। (আল-মায়েদা-৫০)

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَ جْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততা সহকারে সম্পন্ন করেছে, তার অপেক্ষা উত্তম জীবন যাপন পন্থা আর কার হতে পারে? (নিসা-১২৫)

ইসলামী রাজনীতির মূল বিষয় চারটি ঃ

১। আল্লাহর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব, ২। আল্লাহর আইন, ৩। নবীর নেতৃত্ব, ৪। মানুষের খেলাফত।

১। আল্লাহর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব

সারা বিশ্বের রাজত্ব আল্লাহর, মানুষ হচ্ছে তাঁর রাজত্বের জন্মগত প্রজা। গোটা সৃষ্টি জগত তাঁর এবং তিনি শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

আকাশমণ্ডল, যমিন ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর রাজত্ব আল্লাহর এবং সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। (মায়েদা-১৮)

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

সকল শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর করায়ত্ব। (বাকারা-১৬৫)

رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ

আল্লাহ মানুষের প্রভু, মানুষের বাদশা ও শাসক, মানুষের ইলাহ। (নাস)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَ يَطْوِىْ السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আকাশ তার ডান হাতে ভাজ করে রাখবেন, অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, এখন কোথায় পৃথিবীর রাজারা। (বুখারী)

২। আল্লাহর আইন

মানুষ আল্লাহর খলীফা। তাই মানুষের নিজের আইন রচনা করার কোন অধিকার নেই। তার একমাত্র কাজ হল বিশ্ব সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি নির্দেশ ও বিধান পালন করা।

اَلاَلَهُ الْخَلْقُ وَ الاَمْرُ

সাবধান! সৃষ্টি যার, আইন তার। অর্থাৎ সৃষ্টি, আল্লাহর, আইন রচনা করার অধিকারও একমাত্রও তাঁরই। (আরাফ-৫৪)

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ

আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর (ইউছুফ-৪০)

وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী বা আইন প্রণেতা। (ইউনুছ-১৯)

আইন রচনার অধিকার মানুষের নেই।

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الاَمْرِ مِنْ شَئٍ ط قُلْ اِنَّ الاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

তারা বলে, হুকুম প্রদান করার, আইন রচনা করার, আমাদের কি কোন অধিকার নেই? আপনি ঘোষণা দিন, নির্দেশ দেবার, আইন রচনা করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। (আলে ইমরান-১৫৪)

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মাঝে ফয়সালা কর (আইন জারী কর, নির্দেশ দাও, রাষ্ট্র পরিচালিত কর) এবং কোন মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। (মায়েদা-৪৭)

মানব রচিত আইন মানা কুফরি ও শিরক

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক ফয়সালা (আইন রচনা, শাসন) করে না, তারাই কাফের। (মায়েদা-৪৪)

مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا

লোকদের জন্য এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ওলী, (মুরুব্বী) আইনদাতা নেই এবং তিনি তাঁর হুকুমের (আইন রচনা করার, শাসন করার) ক্ষেত্রে কাউকেই শরীক করেন না। (কাহাফ-২৬)

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْم بْنِ نَاشِرٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَ حَدَّ

حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَ حَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَ سَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا

আবু ছালাবা খুশনী জুরসুম ইবনে নাশের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে ফরয নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা অবহেলা কর না। তিনি যে সীমা বেঁধে দিয়েছেন তা তোমরা অতিক্রম কর না। তিনি কিছু জিনিস হারাম করেছেন, তোমরা সে সব লংঘন কর না। ভুলবশতঃ নয়, বরং তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তিনি কোন কোন বিষয় সম্পর্কে নীরব রয়েছেন, তোমরা এ সব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন কর না।

(দারে কুতনি)

আল্লাহ যে বিধান যেভাবে নির্ধারণ করেছেন, কোন মানুষের তা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। যদি কেউ তা করে তবে তা কুফরী ও শিরক হবে।

রাজনীতির গুরুত্ব

রাজনৈতিক শক্তি ব্যতীত কোন আদর্শই সমাজে বাস্তবায়ন হতে পারে না। তাই ইসলাম রাজনীতিকে (প্রত্যেক নবী) ঈমানদার লোকদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের যে নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার উপদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর আমরা তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা, ঈসাকেও দিয়েছিলাম, তা হচ্ছে তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় না। (সূরা-১৩)

সকল নবীদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিটি বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। কুরআনের ভাষায় যাকে বলে দ্বীন কায়েম, আজকের যুগে তাকে বলা হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতির মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতা, আইন কানুন নিয়ম নীতি, সংস্কৃতি পরিবর্তন করা যায়। আর নবীরা এসেও সে কাজটি করেছিলেন। আর এ হচ্ছে সমাজ থেকে মানব রচিত বাতিল ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কায়েম করা।

وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

(হে আল্লাহ!) তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা সাহায্য কর। (ইসরা-৮০)

নবী করীম (স) মক্কায় তেরটি বছর দ্বীনের প্রচার করলেন, কিন্তু দ্বীনের কোন বিধান সমাজে কায়েম করতে পারে নি বরং তাঁর উপর চালানো হয়েছে সকল প্রকার নির্যাতন। মক্কা শরীফ থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ আসলে আল্লাহর রাসূল মহান আল্লাহর নিকট নবুয়তের সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও চাইলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না হলে দ্বীন

কায়েম সম্ভব হবে না। তাই মহান আল্লাহ মদীনায় তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং রাষ্ট্র শক্তিদ্বারা মদীনায় একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করে সেখানে আল-কুরআনের প্রতিটি বিধান জারি করলেন। নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اَنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজই সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা করান না।

আল্লাহর অনেক বিধান কায়েমের জন্য রাষ্ট্র-শক্তি অপরিহার্য। যেমন ঃ হত্যা, জেনা, চুরি, ডাকাতী, যুদ্ধ ইত্যাদি। উল্লিখিত হাদীসটি কারো কারো মতে হযরত ওসমানের (রা.) কথা।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اَلْاِسْلاَمُ وَ السُّلْطَانُ اَخَوَانِ تَوْاَمَانِ لاَ يَصْلَحُ وَ احِدٌمِنْهُمَا اِلاَّ بِصَاحِبِهٖ فَالْاِسْلاَمُ اُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَ مَا لاَ اُسَّ لَهُ يَهْدِمُ وَ مَا لاَ حَارِسَ لَهُ ضَائِعٌ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইসলাম ও রাজত্ব যমজ ভাই। নিজের সাথী ব্যতীত পরস্পর নিখুঁত থাকতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে ভিত্তি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হচ্ছে রক্ষক। যার ভিত্তি নেই, তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর যার রক্ষক নেই, তা হারিয়ে যায় (কানজুল উম্মাল) অর্থাৎ ইসলামও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একই সত্ত্বার দুটো অংশ। একটি ব্যতীত অন্যটির অস্তিত্ব নিখুঁতভাবে টিকে থাকতে পারে না।

আল কুরআন ও রাজনীতি

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানব জাতির প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও শাসক। আর তাঁর বিধান ও শাসনতন্ত্র হচ্ছে আল-কুরআন।

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

তিনি রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতাপশালী, শক্তি বলে নির্দেশ জারী করেন, বিপুল মহিমার অধিকারী ও মহত্বের মালিক। (হাশর-২৩)

اِنَّا اَنْزَ لْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا

নিশ্চয়ই তোমার প্রতি আমরা পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এজন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচারে ইনসাফ কায়েম করবে। তুমি এ খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হয়ো না। (কুরআনকে যারা এ কাজে প্রয়োগ করতে চায় না তারা এ মহান আমানতের খিয়ানত করে)। (নিসা-১০৫)

اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَا ئَهُمْ

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী মানুষের উপর হুকুমত কায়েম কর। তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না। (মায়েদা-৪৯)

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ

তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যার মধ্যে সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে। (নাহল-৮৯)

وَ تَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْئٍ

(কুরআনের মধ্যে) প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। (ইউসুফ-১১১)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صـ) خُذُوْا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلاَ تَأْخُذُوْهُ وَ لَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَ الْحَاجَةُ اَلاَ اِنَّ رِحَا الْاِسْلاَمِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلاَاِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلاَ تُفَارِقُوْا الْكِتَابَ اَلاَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَ حُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌمِّنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দান, উপঢৌকন গ্রহণ করতে পার, যখন তা দান, উপঢৌকন হবে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায় পৌছে যায় তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করবে না কিন্তু সম্ভবতঃ তোমরা তা ত্যাগ করতে পারবে না, তোমাদের দারিদ্র ও অভাব তা গ্রহণ করতে বাধা দেবে। হাঁ জেনে রাখ ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হয়ে আসে। অতএব তোমরা কুরআনের সাথে ঘূর্ণায়মান হও। মনে রাখবে কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তবে সাবধান, তোমরা যেন কুরআনের সঙ্গ পরিত্যাগ না কর। ভবিষ্যতে এমন সব লোক তোমাদের শাসক হবে, যারা তোমদেরকে নির্দেশ করবে, তখন তোমরা যদি তাদেরকে মেনে চল, তবে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। আর তোমরা যদি তাদের নির্দেশ অমান্য কর, তবে তোমাদেরকে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমরা কি করব? উত্তরে রাসূল (স) বললেনঃ তোমরা তখন তাই করবে, যা হযরত ঈসা (আ.) এর সঙ্গী সাথীগণ করেছেন। তাঁদেরকে করাত দ্বারা দীর্ণ করা হয়েছে, তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছেন। কেননা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত জীবন অপেক্ষা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে মৃত্যু বরণ অনেক উত্তম। (তিবরানী)

وَ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَلاَاِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَاءُ

مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَ مَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى مِنْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ

আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, জেনে রেখ, অচিরেই ফিতনা-অশান্তি সৃষ্টি হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স) তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কুরআন, যাতে অতীত কালের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও রয়েছে। বস্তুতঃ এটা এক চূড়ান্ত বিধান এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকার পূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন, আর যে ব্যক্তি তাঁর হিদায়াত ছাড়া অন্যের নিকট হিদায়াত সন্ধান করে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। (তিরমিযী)

ইসলামী রাজনীতি না করার পরিণতি

পরাধীন জাতি রাজনীতি থেকে দূরে থাকে।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَاتَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

[হযরত মূসা (আঃ)] বললেনঃ হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা দখল করেলও, পিছনে হটবে না, অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মায়েদা-২১)

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّادَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَ اَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

তারা বললঃ হে মূসা, আমরা কখনও (সে দেশ দখল করার জন্য) যাব না, যতক্ষণ তারা (শত্রুরা)– সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার আল্লাহ উভয়ে যাও এবং লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে পড়লাম। অতএব তা শুনে মূসা বললঃ হে খোদা! আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার কোন ইখতিয়ার নেই। কাজেই হে আল্লাহ, তুমি এ নাফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। আল্লাহ বললেনঃ উক্ত দেশ, চল্লিশ বৎসরের জন্য তাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হল। তারা দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ ঘুরে ফিরে ও হাতড়িয়ে মরবে। অতএব এ নাফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোন দয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না। (মায়েদা-২৪-২৬)

মূসা (আঃ)-এর উম্মতেরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, আল্লাহর বিধান জারি করতে এবং সেজন্য জিহাদ করতে অস্বীকার করায়, হযরত মূসা (আ.) তাদের জন্য বদদোয়া করলেন, ফলে তাদের প্রতি যা ঘটল তা নিম্নরূপ (১) নবী মূসা (আঃ) তাদের জন্য বদদোয়া করলেন, (২) তাদের থেকে পৃথক বসবাসের প্রার্থনা করলেন, (৩) তাদেরকে ফাসেক বলে অখ্যায়িত করলেন (৪) আল্লাহ তাদের প্রতি চল্লিশ বৎসরের জন্য গযব নাযিল করলেন, (৫) আল্লাহ মূসা (আঃ) কে তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে নিষেধ করলেন।

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُو لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزٍ وَ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মরল অথচ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চিন্তাভাবনাও করেনি, সে এক ধরনের মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি তার আমীর (রাষ্ট্র প্রধান) এর মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লক্ষ্য করে তাহলে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে। কারণ, যে ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (বুখারী, মুসলিম)

নবীদের রাজনীতি

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

তিনি সে মহান সত্ত্বা, যিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (হিদায়াত গ্রন্থ কুরআন) ও সত্য দ্বীন (আল-ইসলাম) সহ পাঠিয়েছেন। যাতে অন্য সব দ্বীন (বাতিল মতবাদ ও নিয়ম কানুন) এর উপর বিজয়ী করেন। এ কাজের জন্য আল্লাহর সাক্ষী যথেষ্ট। (ফাতাহ) অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবন, পারিবারি জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআনের বিধান বিজয়ী করে দিবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের চিহ্ন থাকবে না। এ কাজ করার জন্য আল্লাহর অনুমতিই যথেষ্ট, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

(হে মুহাম্মদ!) আমরা আপনার প্রতি লৌহ নাযিল করেছি, এর মধ্যে মানব জাতির জন্য ভয় রয়েছে এবং কল্যাণ রয়েছে। (হাদীদ-২৫) আয়াতে লৌহ অর্থ রাজনৈতিক শক্তি, হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবুয়াতের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতাও দান করা হয়েছে।

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন এবং শাসক বানিয়েছেন। (মায়েদা -২০)

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَلُوتَ وَ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করলো এবং মহান আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করলেন। (বাকারা-২৫১)

হযরত দাউদ (আ) যুদ্ধে আল্লাহর নাফরমান জালুতকে হত্যা করলে মহান আল্লাহ খুশী হয়ে তাঁকে রাজত্ব দান করলেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَ اِنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَ سَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বনি ইসরাইলদের নবীরাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একজন নবীর মৃত্যুর পর অন্য একজন নবী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কোন নবী বসবে না।) তবে অনেক খলীফা আসবে (যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে)। (বুখারী-মুসলিম)

৩। রাসূলের নেতৃত্ব

নবী নেতৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত। সমাজ থেকে অসৎ ও যালিমের নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ ও আদর্শবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সকল নবীরাই চেষ্টা করেছেন। তাই সকল নবীদের সাথে সম-সাময়িক রাজা, বাদশা, সমাজপতিদের সংঘর্ষ হয়েছে।

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

আমি তোমাকে (ইবরাহিমকে) সকল মানুষের নেতা মনোনীত করেছি। (বাকারা-১২৪)

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا

আমি তোমাদের মধ্য থেকে একদল নেতা সৃষ্টি করেছি, যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে। (সাজদা-২৪)

নবীদের নেতৃত্ব মেনে চলার নির্দেশ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর। (আল-ইমরান-৩২,৩৩. মায়েদা-৯২, নুর-৫৪. মুহাম্মদ-৩৩)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ

(রাসূলের দাওয়াত) আল্লাহকে ভয় এবং আমার অনুসরণ কর।
(শোয়ারা-১১, ১২৬, ১৪৪, ১৬২, ১৮৭. যোখরাফ-১৩)

সকল নবীই তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বাতিলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খায়েশ পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি আগমণ করেছি। (মিশকাত)

রাসূলের হুকুম মেনে চলার নির্দেশ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল যা তোমাদেরকে দান করেছেন। তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক। (হাশর-৫২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ (صـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَ اِخْتِلاَفُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তা পরিহার কর এবং যা হুকুম করেছি, তা সাধ্যমত পালন কর। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে তাদের মতানৈক্য তাদেরকে ধ্বংস করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

নবী যা করতে বলেন, তাই করতে হবে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন ও সন্দেহ করা যাবে না।

৪। খেলাফত

আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে মানুষের মূল দায়িত্ব। আল্লাহর অর্পিত আমানত রক্ষা করা এবং সে জন্য তাঁরই নিকট জওয়াবদিহি করার তীব্র অনুভূতি থাকবে মানুষের প্রতিটি কাজে।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো। (বাকারা-১৩০)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ

সে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ

তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন। (হজ্জ-৬৫)

খলীফার দায়িত্ব আল্লাহর বিধান জারি করা

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সততা সহকারে হুকুম চালাও। (বিচার কর, রাজ্য শাসন কর) (সাদ-২৬)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللّٰهُ

আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে সত্য সহকারে তুমি আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করতে পার। (নিসা-১০৫)

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ (رضـ) إِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِى وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِى أَطِيْعُوْنِى مَا أَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ

হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর ঘোষণা করলেনঃ আমি ভাল কাজ করলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর মন্দ কাজ করলে আমাকে ঠিক করে দিবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত করতে থাকব। আমি যদি কোন নাফরমানীমূলক কাজ করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।(বুখারী)

খলীফার কাজের তদারককারী মহান আল্লাহ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করছি, তোমরা কেমন কাজ কর তা দেখার জন্য। (ইউনুস-১৪)

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

সম্ভবতঃ তোমাদের প্রভু তোমাদের দুশমনদেরকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা নিযুক্ত করবেন এবং দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর। (আরাফ-১২৯)

খেলাফত চলতে থাকবে

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। (নূর-৫)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার পরে কোন নবী আসবে না, কিন্তু অনেক খলিফার আগমন ঘটবে। (বুখারী)

ঈমানদার ব্যক্তিদের নেতৃত্ব

নবীর ইন্তেকালের পর তাঁর আদর্শের অনুসারীরা খেলাফতের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে নেতাদের অনুসরণ কর। (নেসা-৫৯)

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْئٍ

মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে অন্য কাউকে নিজদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

(আল-ইমরান-২৮)

اِنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ

সৎ ও যোগ্য লোকেরা জমিনের ক্ষমতার অধিকারী হবে। (আম্বিয়া-১০৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اِذَا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ اِذَا وَ سَوالاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমানত নষ্ট হতে থাকলে তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাক। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমানত নষ্ট বলতে কি বুঝায়? হুজুর (স) বললেনঃ যখন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনে অযোগ্য ব্যক্তিদের আগমণ ঘটে, তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাক। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ لاَيَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوا بِفَلاَةٍ مِنَ الاَرْضِ الاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেনঃ জঙ্গলের মধ্যে যদি তিনজন লোক অবস্থান করে তাহলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা মনোনীত করা ব্যতীত অবস্থান করা বৈধ নয়।

জঙ্গলের মধ্যে তিনজন লোকের মধ্য থেকে একজন লোককে নেতা নির্বাচন জরুরী। একটি দেশে লক্ষ কোটি মানুষ বসবাস করে তাহলে সেখানে নেতা নির্বাচন কত বড় ঈমানী দায়িত্ব? আর সে নেতা হতে হবে একজন খাটি মুমিন, যিনি আল্লাহর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী

দলীয় নেতা, সমাজের নেতা ও রাষ্ট্র প্রধানের অনেক গুণাবলী কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুণাবলী উল্লেখ করা গেলঃ

১। ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ঃ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। (আসর)

يَاَ يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সেকথা বল, যা তোমরা নিজেরা কর না। (সফ-১২)

২। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ঃ

জনগণের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইমাম, নেতা ও রাষ্ট্র প্রধান হবেন।

وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ

দাউদের রাজত্বকে আমরা সুদৃঢ় করেছি, তাকে দিয়েছি জ্ঞান, কৌশল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা। (সাদ-২০)

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে। (ঝুমার-৯)

৩। রাজ্য রক্ষা ও পরিচালনার যোগ্যতা

বাতিল শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার ও অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَاءِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আমাকে দেশের ভাণ্ডারসমূহের দায়িত্ব দাও, কারণ আমি রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল ও জ্ঞান রাখি। (ইউসুফ-৫৫)

وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ

দাউদ (আঃ) জালুতকে হত্যা করেছিলেন, মহান আল্লাহ (পুরস্কার হিসাবে) তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও হিকমত দান করেছেন। (বাকারা-২৫০)

৪। আমানতদার ও সত্যবাদী

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَّقُوْا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সংগী হও। (তাওবা-১১৯)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَ مٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

যারা মানুষের আমানত ও তাদের ওয়াদা, চুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে। (মুমেনুন-৮)

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا

নেতৃত্ব হচ্ছে একটি আমানত। এ নেতৃত্ব কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যিনি ন্যায়নীতিভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী এবং এর হক সঠিকভাবে পালন করেন, তার কথা আলাদা। (মুসলিম)

৫। আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল

দুনিয়ার কোন জাগতিক শক্তির সম্পদের উপর ভরসা করবে না। সকল কাজেই মহান আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং তারই নিকট সাহায্য চাইবে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَيَمُوْتُ

সে সত্ত্বার উপর নির্ভর কর, যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, মৃত্যু কখনও যাকে স্পর্শ করতে পারে না। (কোরকান)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

(যিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। (তালাক-৩)

إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوْالَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا

লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে, অতএব তাদেরকে ভয় কর না। তখন তাদের ঈমানী বল আরো বৃদ্ধি পেল। (আল-ইমরান-১৭৩)

৬। আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির ভয়

রাষ্ট্র প্রধানের কাজ সকল নাগরিক থেকে গোপন রাখা সম্ভব, কিন্তু মহান আল্লাহ থেকে তার কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব নয়। তার প্রতিটি কাজ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً

নিশ্চিত জেনে রাখ, চক্ষু, কান ও দিল সব কিছুর জন্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেনঃ

لَوْهَلَكَ حَمَلٌ مِنْ وَلَدِالضَّانِ ضِيَاعًا بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ خَشِيْتُ أَنْ سَئَلَنِيَ اللّٰهُ

ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়, তবে আমার ভয় হয় আল্লাহ সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (কানযুল উম্মাল)

আল হাদীসে নেতৃত্বের গুণাবলি

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَ اءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْافِى الْقِرَاةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْافِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِىْ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَ لاَ يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى مَقْعَدِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ লোকদের ইমাম (নেতা) হবে সে ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানের সবচেয়ে বেশী রাখে, এ ব্যাপারে যদি সকলে সমান হয় তাহলে হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ইমাম হবে, যদি এ বিষয়েও সকলে সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যে সকলের আগে হিজরত করেছে। এক্ষেত্রেও যদি সমান হয় তাহলে বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি না করে এবং তার বাড়ীতে তার অনুমতি ব্যতীত তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে না বসে। (মুসলিম, মুসনাদে আহমেদ)

নামায ও রাষ্ট্রীয় ইমামতীর একই গুণাবলী। নামাজের ইমামতী রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দেয়। একজন রাষ্ট্র প্রধানের নিম্নের গুণাবলি থাকতে হবে। অন্যথায়, সে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে না।

১। রাষ্ট্র প্রধানের অবশ্যই নামাযের ইমামতি করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২। কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে।

৩। সুন্নাহ অর্থাৎ হাদীস তথা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৪। হিজরতে অগ্রগামী অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে অগ্রসর হতে হবে।

৫। বয়সে প্রবীণ হতে হবে।

ক্ষমতা লোভী না হওয়া

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (صـ) اَنَاوَ رَجُلاَنِ مِنْ بَنِىْ عَمِّى فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَ قَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ : اِنَّا وَ اللّٰهِ لاَ نُوَلِّىْ هٰذَا الْعَمَلَ اَحَدًا سَاَلَهُ اَوْ اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আমার চাচার দুই ছেলে সহ নবী করিম (সঁ.) এর নিকট হাযির হলাম। তাদের একজন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল? আপনাকে সম্মানিত মহান আল্লাহ যে হুকুমত দান করেছেন, তার কিছু অংশের উপর আমাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। অপর জনও অনেকটা এরূপই আবেদন রাখল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহর শপথ, আমরা এমন কোন লোকের ওপর কাজের দায়িত্ব অর্পন করব না, যে এর জন্য প্রার্থী হয় অথবা, অন্তরে এর আকাংখা পোষণ করে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِوَ سَتَمكُوْنَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ অচিরেই তোমরা ইমারত ও হুকুমত লাভের জন্য অভিলাষী হবে। কিয়ামতের দিন এটা তোমাদের জন্য লজ্জা ও দুঃখ বেদনার কারণ হবে। (বুখারী)

রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব

রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছেন আল্লাহর খলীফা। তাই তার দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। আল্লাহর বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করা

وَ جَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا

তাদেরকে আমি নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি, তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক হিদায়াত (পরিচালনা) করবে। (আম্বিয়া-৭৩)

اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِىْ الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নির্ধারণ করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন চালাও এবং নাফসের আকাংখার আনুগত্য কর না। অন্যথায় তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দিবে। (সাদ-২৬)

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ

আইন রচনার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। (আনয়াম-৫৭)

২। ন্যায়নীতির সঙ্গে শাসন করা

وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه

আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়) ফয়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম নসিহত করছেন। (নিসা-৫৮)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِىْ الْقَرِيْبِ وَ الْبَعِيْدِ وَ لاَ تَاْخُذْ كُمْ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

ওবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকর কর। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে যে কোন অত্যাচারীর অত্যাচার বিরত রাখতে না পারে। (ইবনে মাযা)

৩। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের যত্ন নেয়া

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। (শোয়ারা-২১৫)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْ اَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِىْ وَ لِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا لَمْ يَحْفِظْ بِمَا يَحْفِظُ بِهٖ نَفْسَهٗ اَهْلَهٗ اِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর সে যদি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সে ভাবে না করে যেভাবে তাদের নিজের ও তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চেষ্টা করে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও লাভ করতে পারবে না। (তিবরানী)

مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَ لاَ يَنْصَحُ لَهُمْ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয়, তারপর তাদের উপকার ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা, সাধনা করে না, সে মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

৪। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠ বণ্টন করা

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

সম্পদ (সমাজের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা কর) যাতে তা শুধু ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। (হাশর-৭)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِىْ سِوىٰ هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهٗ وَ ثَوْبٌ يُوَارِىْ عَوْرَتَهٗ وَ جِلَفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ

ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ এ বস্তুগুলোর মধ্যে প্রত্যেক আদম সন্তানের সমান অধিকার রয়েছে। ১। বাসস্থানের জন্য ঘর, ২। লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র এবং ৩। স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়। (তিরমিযী)

মৃত্যুর সময় মদীনার শাসকের সম্পদ

রাসুল (সা.) শাসক থেকে রাষ্ট্রের সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করেছেন যে মৃত্যুর সময় তার ঘরে কোন সম্পদ ছিল না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) دِيْنَارًا وَلاَدِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ اَوْصٰى

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তেকালের সময় কোন দীনার, দিরহাম,ছাগল কিংবা উট রেখে যান নাই আর কোন ওসীয়ত করে যান নাই। (আখলাকুন্নবী)

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ (رضـ) كِسَاءً مُلَبَّدًا وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فِىْ هٰذَيْنِ

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) একটি তালীযুক্ত চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গী বের করে আমাদেরকে দেখিযে বললেন হুজুর (স) এ দুটো পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন। (আখলাকুন্নবী (স) হাফেজ শেখ ইস্পাহানী)

৫। শাসনের নামে যুলুম ও প্রতারণা না করা

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন ও ফয়সালা করে না, তারা যালেম। (মায়েদা) আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন ব্যবস্থা কায়েম না করে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করা প্রজা সাধারণের উপর যুলুম।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَيَسْتَرْعِى اللّٰهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوْتُ وَ هُوَ غَاشٌّ لَهَا اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেনঃ আল্লাহ যে বান্দাকে প্রজাদের কাজ করার দায়িত্ব দেন সে শাসক ও দায়িত্বশীল যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

مِنْ اَخْوَنِ الْخِيَانَةِ تِجَارَةُ الْوَالِىْ فِىْ رَعِيَّتِهٖ

নবী করিম (স) বলেছেনঃ শাসকের জন্য আপন প্রজা সাধারণের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেয়ানত। (কানাযুল উম্মাল)

৬। পরামর্শভিত্তিক কাজ করা ঃ

রাষ্ট্রপ্রধান নিজের ইচ্ছা মোতাবেক কোন কাজ করবে না। প্রতিটি কাজই বিজ্ঞ লোকদের সাথে বা মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে আঞ্জাম দিবে।

وَ شَاوِرْ هُمْ فِىْ الْاَمْرِ

যে কোন কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (আল-ইমরান-১৫৯)

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

তাদের সকল কাজকর্ম নিজদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়। (শুরা-৩৮)

নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

تَجْعَلُوْنَهُ شُوْرٰى بَيْنَ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعَابِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لاَ تَقْضِ فِيْهِ بِرَأْيِكَ خَاصَّةً

ইসলামী শাস্ত্রবিদ, আবেদ মুমিনদেরকে নিয়ে গঠিত মজলিসে শূরার সম্মুখে বিষয়টি পেশ করবে (তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে) কিন্তু নিজের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কাজ করবে না। (তিবরানী)

৭। কোন বিষয় পক্ষপাত মূলক আচরণ না করা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ

হে ঈমানদারগণ! বিশ্বাসঘাতকতা কর না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং বিশ্বাসঘাতকতা কর না তোমাদের আমানতের। (আনফাল-২৭)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَّ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ

জুবাইর ইবনে মুতয়েম (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয় যে মানুষকে পক্ষপাতিত্বের দিকে ডাকে। সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে পক্ষপাত অবলম্বন করে মৃত্যু বরণ করে। (আবু দাউদ)

مَنْ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً لِمَوَدَّةٍ اَوْ لِقَرَابَةٍ لاَ يُشْغِلُهُ اِلاَّ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ

নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ বন্ধুত্ব অথবা নিকটাত্মীয়তার কারণে কেউ কাউকে কোন পদ প্রদান করলে সে আল্লাহ ও রাসূল এবং সমগ্র মুমিনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(সিরাতে উমর ইবনে জাওজি)

৮। রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কীত হযরত আবু বকরের ভাষণ

মদীনায় বিশাল সম্রাজ্যের খলীফা হওয়ার পর তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত ভাষণ।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ (رضـ) اَمَّابَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْوُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَ اِنْ اَسَأْتُ قَوِّمُوْنِىْ اَلصِّدْقُ اَمَانَةٌ وَ الْكِذْبُ خِيَانَةٌ اَلضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِىٌّ عِنْدِىْ حَتّٰى اٰخُذَلَهُ حَقَّهُ وَالْقَوِىُّ ضَعِيْفٌ عِنْدِىْ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ

مِنْهُ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَاِنْ عَصِيْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ قُوْمُوْا اِلٰى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর প্রশংসার পর বললেনঃ হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তোমরা আমার সাহায্য করবে আর আমি যদি অন্যায় করি তোমরা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। সত্যবাদিতা হলো আমানত আর মিথ্যা ধ্বংসকারী। দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ তার সকল পাওনা আমি আদায় না করে দেই এবং শক্তিমান আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত গরীবের পাওনা তাদের থেকে আদায় করতে না পারি। আমার আনুগত্য করে চলবে, যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলি। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করে বসি, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবেনা। তোমরা আমার জন্য সর্বদা দোয়া করবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। (কানাযুল উম্মাল)

৯। জনগণের প্রতি কঠোর হবে না

اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

তুমি মানুষের সাথে ভাল আচরণ কর যেমনি আল্লাহ তোমার সাথে ভাল আচরণ করেছেন। (কাসাস-৭৭)

وَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ فِىْ بَيْتِىْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَ لِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি আমার ঘরে বসেই দোয়া করে বললেনঃ হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে, তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর অবস্থা অবলম্বন কর। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর। (মুসলিম)

وَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

আয়েয ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি! নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রজাদের উপর কঠোর ও অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তাদের অন্তর্ভূক্ত না হয়ে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম)

১০। রাষ্ট্র প্রধান ভাল সভাসদ ও কর্মকর্তা নিয়োগ করবে

اَلْاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ

সেদিন সকল বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে, একমাত্র খোদাভীরু লোকদের ছাড়া। (যুখরুফ-৬৭)

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

তোমরা সত্যবাদী লোকদের সাথী হয়ে যাও। (তাওবা-১১৯)

وَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَ زِيْرَ صِدْقٍ اِنْ نَسِىَ ذَكَرَهُ وَ اِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ وَ اِذَا اَرَادَبِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَسُوْءٍ اِنْ نَسِىَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ যখন কোন শাসক থেকে ভাল ও কল্যাণের ইচ্ছা করে, তখন তার জন্য কোন সত্যের পরামর্শ দানকারী নিযুক্ত করেন। আমীর কোন বিষয় ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি রাষ্ট্র প্রধানের মনে থাকে তাহলে সে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আল্লাহ যদি রাষ্ট্র প্রধানের দ্বারা ভাল ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করেন তাহলে তার জন্য খারাপ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করে দেন। আমীর কোন বিষয় ভুলে গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি স্মরণে থাকে, তাহলেও কোনরূপ সাহায্য করে না। (আবু দাউদ)

রাষ্ট্র প্রধান জনগণের নির্বাচিত হবে

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত পৌছাবে উপযুক্ত লোকদের নিকট। (নিসা-৫৮)

وَ شَاوِرْهُمْ فِىْ الْاَمْرِ

তাদের সাথে প্রত্যেক ব্যাপারে পরামর্শ কর। (আল-ইমরান-১৫৯)

নেতৃত্ব একটি আমানত। অতএব সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট এ আমানত গচ্ছিত রাখতে হবে।

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ

ঈমানদার, যোগ্য ও সৎ লোকেরাই যমিনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করবে। (আম্বিয়া-১৫৫)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَ سَئَلَ وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَ مَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নেতৃত্বের আকাংখা পোষণ করে এবং চেষ্টার মাধ্যমে পেতে চায়, তাহলে নিজকেই সকল দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। কিন্তু যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পছন্দ করেন না, (তবুও জনগণ তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়) তখন আল্লাহ ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন তাকে সাহায্য করার জন্য।

(তিরমিযি-ইবনে মাযা)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যারা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে চরমভাবে অপছন্দ করে, তাদের উপর যখন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে দেখতে পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ওমর (রা.) বলেন.

مَنْ دَعَا اِلٰى اِمَارَةِ نَفْسِهٖ اَوْغَيْرِهٖ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ لاَّ تَقْتُلُوْهُ

মুসলমানদের পরামর্শ (জনমত ব্যতীত) যে ব্যক্তি তার নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানায়, তাকে হত্যা না করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। (কানযুল উম্মাল) অর্থাৎ জনগনের মতামত ব্যতীত জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইলে তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের। (নিসা-৫৯)

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَ طَاعَةَ

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর (শাসক ও নেতার নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, চাই তা পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ সে আল্লাহর নাফরমানির আদেশ না দেয়। যদি আল্লাহর নাফরমানীর কোন নির্দেশ আসে তা হলে তা শোনা ও মানা যাবে না।

যে সব নেতৃত্ব অমান্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

যে সব নেতৃত্ব মেনে চললে এবং নেতা হিসেবে অনুসরণ করলে ঈমানের দাবী বৃথা হয়ে যায়, সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১। কাফেরদের নেতৃত্ব ঃ

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

কাফেরদের অনুসরণ করবে না, আর এ কুরআনকে নিয়ে তাদের সাথে কঠিন জিহাদ কর। (ফুরকান-৫২) অর্থাৎ কুরআনের বিধান জারী করার জন্য কঠিন জিহাদ কর।

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা কাফের। (মায়েদা-৪৪)

২। মুনাফেকের নেতৃত্ব ঃ

وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

তোমরা কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ কর না। (আহযাব-৪৮)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لَا تَقُوْلَنَّ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهُ اِنْ يَّكُنْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ

নবী করীম (স) বলেছেন, মুনাফেক লোকদেরকে কখনও নেতা বলে সম্বোধন করবে না। তুমি যদি তাদেরকে নেতা বল, তা হলে আল্লাহ তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন। (মিশকাত)

৩। মিথ্যাবাদী নেতৃত্ব

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ

যারা মিথ্যাবাদী, তাদেরকে অনুসরণ কর না। (কলম-৮১)

৪। আল্লাহর বিধান অমান্যকারী নেতৃত্ব

وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

যারা আল্লাহর বিধানকে মিথ্যা মনে করে তাদের ধ্যান ধারণার অনুসরণ কর না। (আনয়াম-১৫০)

وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَ لَا طَاعَةَ

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হয় তাহলে তা শোনা ও অনুসরণ করা যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৫। চরিত্রহীন ও অসৎ নেতৃত্ব

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ

তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর না, (১) যে খুব বেশী কসম করে, (২) যে গুরুত্বহীন ব্যক্তি, (৩) যে লোকদেরকে সাক্ষাতে নিন্দা করে ও চোগলখুরী করে বেড়ায়, (৫) ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, (৬) যুলুম-সীমালংঘমূলক কাজে লিপ্ত, (৬) বড়ই দুর্দম চরিত্রহীন আর এসবের সঙ্গে সঙ্গে (৭) বদজাতও। (কালাম-১০-১২)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَا مِنْ وَّالٍ يَّلِى رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ هُوَ غَاشٍ لَّهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার পরেও তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

৬। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব

وَ لَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

সে সব নেতাদের অনুসরণ কর না, যারা লাগামহীন ও সীমা লংঘনকারী, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কোনরূপ সংস্কার-সংশোধনমূলক কাজ করে না। (শোয়ারা-১৫১)

وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ

আর সত্যি যদি কখনো এ লোকদের (বাতিলের) ইচ্ছার পিছনে পিছনে চলত, তাহলে জমিন ও আসমান এবং তার অধিবাসীদের ব্যবস্থা চূণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। (মুমেনুন-৭১)

عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ اَوْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ

আবু আমের কিংবা আবু মালেক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে। যারা যিনা, ব্যভিচার, রেশমী পোশাক ব্যবহার, মদ্যপান ও আনন্দ ফুর্তির ব্যবহার করা হালাল মনে করে নিবে।

যে নেতাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُوَ عَلٰى غَيْرِ ذَالِكَ وَ رَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا، فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَ فَّى وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ ১। যে ব্যক্তির মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তার প্রয়োজরনর অতিরিক্ত পানি রয়েছে, কিন্তু সে তা পথিক মুসাফিরদের ব্যবহার করতে দেয় না। ২। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির কাছে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, আমি এগুলো এত মূল্যে ক্রয় করেছি। ক্রেতা তা বিশ্বাস করল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা উক্ত মূল্যে ক্রয় করে নি। (মিথ্যা শপথ করেছে), ৩। আর যে ব্যক্তি ঈমামের (নেতার) কাছে শুধুমাত্র পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বায়আত গ্রহণ করে। যদি নেতা তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ প্রদান করে তবে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ ১। বৃদ্ধ জিনাকারী, ২। মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রপ্রধান এবং ৩। অহংকারী দরিদ্র (মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اذا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرُوْا السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا؟ قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرُوْا السَّاعَةَ

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন আমানত নষ্ট করে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। একজন সাহাবা বলল আমানত নষ্ট করার অর্থ কি? তিনি বললেনঃ যখন অনুপযুক্ত লোককে সরকারি কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারী)

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের সামাজিক অধিকার

ইসলামী সমাজের প্রতিটি নাগরিক নিম্নে বর্ণিত সামাজিক অধিকার লাভ করবে। রাষ্ট্র এ অধিকার লাভের জন্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

১। জীবনের নিরাপত্তা

ইসলামী সমাজে যে কোন নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা লাভ করবে।

وَ لاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

মানুষ হত্যা করবে না যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, কিন্তু সত্যতা সহকারে অর্থাৎ হত্যাযোগ্য অপরাধী হলে।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِىْ الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاالنَّاسَ جَمِيْعًا ـ

যদি কেউ খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, তবে সে যেন মানব জাতিকে রক্ষা করল। (মায়েদা-৩২)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهٖ

ইবনে মাসুদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন মুসলমানদের রক্তের মত মুসলমানদের সম্পদও হারাম।

২। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِاَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেরা ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে। (রায়াদ-১১)

অর্থাৎ কোন জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য নিজেদেরকেই ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে।

৩। আত্মমর্যাদার অধিকার ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْ ابِالاَ لْقَابِ

হে ঈমানদার লোকেরা, না কোন পুরুষ কোন পুরুষকে বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে আর না স্ত্রী লোকেরা অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে ঠাট্টা, বিদ্রুপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। নিজদের মধ্যে একজন অন্য জনকে দোষারোপ করবে না। না একজন অন্যজনকে খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে। (হুজুরাত-১১)

৪। বাসস্থানের নিরাপত্তা

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তি নিকেতন বানিয়েছেন। (নাহাল-৮০)

لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا

অনুমতি ব্যতীত নিজদের গৃহ ছাড়া অপরের গৃহে প্রবেশ কর না। (নূহ-২২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ مَنْ اِطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কেউ যদি অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরের দিকে উঁকি মারে তাহলে তাদের চক্ষু উপড়ে ফেলা বৈধ। (মুসলিম)

৫। ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণ ঃ

মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা অপরাধ।

وَ لاَ تَجَسَّسُوْا

মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়াবে না। (হুজুরাত-১৩)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَ اَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ

ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কারণ আমি চাই, যখন আমি তোমাদের কাছে আসব তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় নিয়ে আসতে পারি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬। সমান অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা ও মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, সবাই আল্লাহর বান্দা।

يٰاَيُّهَالنَّاسُ اِنَّاخَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًاوَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

হে মানব জাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃ গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। (হুজুরাত-১৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَ لِيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খাওয়াবে, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিবে, যা সে নিজে পরিধান করে। (বুখারী)

৭। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধ করার অধিকার

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (আল-ইমরান-১১)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِالْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়, ইনসাফের কথা বলাই হচ্ছে উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৮। নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন যবর দস্তি নেই। (বাকারা-১৫৬)

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

মুমিন হওয়ার জন্য তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে। (ইউনুস-৯৯)

৯। বিবেক-বিশ্বাসের স্বাধীনতা

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

তোমরা ফিরাউনের নিকট গিয়ে দাওযাত দাও কেননা, সে অহংকারী, বিদ্রোহী, তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, সম্ভবতঃ সে নসীহত কবুল করতে পারে কিংবা ভয় পেতে পারে। (ত্বাহা-৪৩)

وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

সুন্দর পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবে না। (আন কাবুত-৪৬)

১০। পারিবারিক জীবন যাপনের অধিকার

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

যে সব স্ত্রী তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্যে দু'জন, তিনজন ও চারজনকে বিবাহ কর, কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর। (নিসা-৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ গোটা দুনিয়টাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হল সৎকর্মশীলা স্ত্রী। (মুসলিম)

১১। আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ

মুশরিকদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি আশ্রয় নিয়ে তোমার নিকট আসতে চায় তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। পরে তাকে তার আশ্রয় স্থলে পৌঁছে দাও। (তাওবা-৬)

১২। স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

যে আল্লাহ তোমাদের মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈয়ার করে দিয়েছেন, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপাদন করে তোমাদের জন্য রিযিকের (জীবিকার) ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এসব কথা জান, তখন অন্য কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে স্বীকার কর না। (বাকারা-২২)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِىْ الدُّنْيَا

ইবনে মাসুদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিষয় সম্পত্তি ও জমিদারীর পাহাড় গড়ে তুল না, তাহলে দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

১৩। নারীদের অধিকার ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

উত্তরে তাদের খোদা বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করব না, পুরুষ হোক কী স্ত্রী তোমরা সকলেই সমজাতের লোক। (আল-ইমরান-১৯৫)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

নারীরা হচ্ছে পুরুষদের পোষাক স্বরূপ, আর তোমরা হচ্ছ নারীদের পরিচ্ছদ স্বরূপ। (বাকারা-১৮৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ اِلٰى نِسَائِهِمْ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী)

১৪। সংগঠন করার অধিকার

ভাল কাজ করার জন্য যে কোন লোক সংগঠন করতে পারবে।

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلٰى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয় যারা কল্যাণের দিকে (মানুষকে) আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। (আল-ইমরান-১০৪)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সফরে এক সঙ্গে তিন ব্যক্তি থাকলে তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে যেন আমীর (দলীয় নেতা) বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

১৫। যুলুমের প্রতিবাদ করার অধিকার

لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ

প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। কিন্তু কারো উপর যুলুম হয়ে থাকলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। (নিসা-১৪৮)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর- সে যালেম হোক অথবা মযলুম। এক ব্যক্তি বলল, মযলুমকে তো অবশ্যই সাহায্য করবো, কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেনঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখ, এটাই তার প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারী, মুসলিম)

১৬। সমাজের প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার অধিকার

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً

আমরা আসমান ও যমীনকে এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। (সাদ-২৭)

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। (জাসিয়া-১৩)

১৭। আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ

اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

ভাল কাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী, মুমিন ব্যক্তিদের জন্য শুভ সংবাদ। (তাওবা-১১২)

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ قَالَ لاَ

বশির ইবনুল খাসাসিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স) কে বললাম, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে। সুতরাং তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে- আমরা কি সে পরিমাণ মাল লুকিয়ে রাখতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ না। (আবু দাউদ)

১৮। শিক্ষা লাভের অধিকার

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

পড় তোমার আল্লাহর নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (আলাক-১)

অর্থাৎ প্রথম ওহী নাযিল হল পড়া, জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাকিদ প্রদান সহকারে।

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

আল্লাহ তাআলা আদম (আ.) কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন। (বাকারা-৩১)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয। (জামেউস সগির)

রাজনৈতিক অধিকার

১। সার্বজনীন খেলাফত

প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর খলীফা। আর খেলাফত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

তোমার রব যখন ফিরিশতাদেরকে বললেন যে, আমি জমীনে খলীফা বানাব। (বাকারা-৩১)

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ

অতঃপর আমরা তোমাদেরকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। (ইউসুফ-১৪)

২। খলীফা ও শাসক নির্বাচন

প্রত্যেক ব্যক্তি তার খেলাফতের অধিকারকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আমানত রাখবে।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ করেছেন যে, আমানত তার যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ কর। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) মীমাংসা করবে, তখন তা ইনসাফের সাথে করবে। (নিসা-৫৮)

খেলাফত একটি আমানত। এ আমানত তার নিকট অর্পণ করতে হবে, যে উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেনঃ তুমি নেতৃত্বের পদপ্রার্থী হবে না। কারণ, তুমি যদি তা চেয়ে নাও তবে তোমাকে ঐ পদের বোঝা দেয়া হবে (এবং দায়িত্ব পালনে তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না)। আর যদি প্রার্থনা ছাড়াই তোমাকে ঐ পদ দেয়া হয়, তবে তুমি ঐ পদের দায়িত্ব পালনে (আল্লাহর) সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ কেউ নিজের ইচ্ছা যে ক্ষমতা দখল করবে না। জনগণ যাকে নির্বাচিত করবেন, আল্লাহও তাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন।

৩। শাসকের অন্যায় কাজের সমালোচনা করার অধিকার

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

সাবধানে থাক সে বিপর্যয় হতে যা শুধু যালিমদেরকেই গ্রাস করবে না, এবং সমগ্র মানুষকেই গ্রাস করবে। জেনে রাখ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। (আনফাল-২৫)
অর্থাৎ অন্যায়কারীর কাজের প্রতিবাদ না করলে সকলেই আল্লাহর গযবে পতিত হবে অন্যায়কারীদের সাথে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে ইনসাফের কথা বলা উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪। যালেম শাসকের আনুগত্য অস্বীকার করা

وَ لاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنِ يُفْسِدُوْنَ فِىْ الْاَرْضِ وَ لاَ يُصْلِحُوْنَ

যে সব লোক (ইসলামে নির্ধারিত) সীমা লংঘন করে, অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এবং শান্তি, শৃংখলা ও কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের নেতৃত্ব, শাসন ও কর্তৃত্বের আনুগত্য কর না। (শোয়ারা-১৫২)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلٰى الْمَرْئِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর নেতার নির্দেশ শোনা ও মানা ওয়াজিব, চাই তা তার মনঃপুত হোক, বা না হোক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ না দেয়া হয়। যখন আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তা শোনা ও মানা যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

৫। ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমরা নবীদের নিকট কিতাব, (নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন মানুষ (এসবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে) সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে পারে। (হাদীদ-২৫)

وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ

মানুষের পরস্পরের মধ্যে তোমরা যখন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করবে, তখন পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সহিত ফয়সালা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অতীব ভাল কাজের উপদেশ দিচ্ছেন। (নিসা-৫৮)

৬। অন্যের অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার

وَ لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

প্রত্যেক ব্যক্তি যে মন্দ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। একজনের বোঝা (দোষ) অপরের উপর চাপানো যাবে না। (আনআম-১৬৫)

৭। বিনা অপরাধে কাউকে বন্দী করা যাবে না

وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً

এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগে যেও না, যে বিষয়ের কোন জ্ঞান তোমাদের নেই। নিশ্চিত জেনে রেখ চক্ষু, কান ও দিল-সব কিছুর জন্যই জবাব দিহি করতে হবে। (ইসরা-৩৫)

নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও কুরআন ও হাদীসে দিক নির্দেশনা এসেছে।

১। শাসকদের প্রতি আনুগত্য

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) শাসকের। (নিসা-৫৯)

وَ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَ اَطِيْعُوْا

হযরত উম্মুল হোসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কোন নাক চেপটা গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাহলে তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। (মুসলিম)

২। আইন মেনে চলা

যে আইন কুরআন ও হাদীস মোতাবেক রচনা করা হয়েছে, সে আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকদের কর্তব্য।

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ

তোমরা অনুসরণ কর যা (যে বিধান) তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মেনে চলবে না, অনুসরণ করবে না। (আরাফ-৩)

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমার নিকট হতে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের চিন্তা ও ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। (বাকারা -৩৮)

৩। আইন ভংগ করবে না

দেশের জনগণকে ন্যায়নীতির আইন ভংগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِا لْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

তাদের নিকট রাসূলগণ সুস্পষ্ট হিদায়াত নিয়ে আগমন করেন তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো। অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিকে কেটে ফেলা কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর চেয়েও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (মায়েদা-৩২,৩৩)

ইসলামী রাষ্ট্রের আইন ভংগ অর্থ আল্লাহর আইন ভংগ করা। তাই আল্লাহর বিধান লংঘনের শাস্তিও কঠিন, যা উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। ভালো কাজে সবাইকে সহযোগিতা করা

ন্যায় ও ভালো কাজে জনগণ একে অপরকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

যে সব কাজ পূণ্য, ভাল ও আল্লাহর ভয়মূলক, তাতে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা কর। আর যা গুণাহ ও সীমা-লংঘনের কাজ তাতে কাউকে এক বিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (মায়েদা-২)

৫। জনসেবায় আত্ম-নিয়োগ করা

মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা নাগরিক দায়িত্ব।

وَ اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

তুমি (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ দেখাও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (কাসাস-৭৭)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী-মুসলিম)

৬। সকলের অধিকার আদায় করা

সকল মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার আদায় করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে।

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্য, সাহায্য-প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। (বাকারা-১৭৭)

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে খায় অথচ তারই পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে মোমেন নয়। (মেশকাত)

৭। রাজস্ব পরিশোধ করা (কর প্রদান)

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে যাকাত, সদকা, কর ও উশর সংগ্রহ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

(হে নবী) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র কর এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর কর। (তাওবা-১০২)

ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রকার দান ও কর এমনকি যাকাত সরকার সংগ্রহ করবে এবং দরিদ্র, অসহায় লোকদের কল্যাণের জন্য খরচ করবে।

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

আমরা কি তোমাকে এ শর্তে কর দিব যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে। (কাহাফ-৯৪)

৮। দেশ রক্ষায় সাহায্য করা

শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য জিহাদ ফরজ করা হয়েছে।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে কিংবা ভারী হয়ে। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে নিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জান। (তাওবা-৪১)

وَ قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

যুদ্ধ কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমা লংঘন কর না, আল্লাহ সীমা লংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না। (বাকারা -১৯০)

৯। প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করা

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মানুষ কোন মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চিন্তাও করবে না।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবে না। (নিসা-৩০)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا

যারা মোমেন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অতি বড় মিথ্যা সুস্পষ্ট, পাপের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। (আযাব-৫৮)

হুজুর (স) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

যারা ধোঁকা দেয়, তারা আমাদের নয়। অর্থাৎ তারা আমার উম্মত নয়। (মুসলিম)

১০। কঠোর পরিশ্রম করা

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى

কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি তা গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল পেতে পারে। (ত্বা-হা-১৫)

اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى

মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু তাহাই লাভ করবে, যার জন্য সে চেষ্টা সাধনা করেছে। (নাজাম-৩৯)

প্রতিটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কঠোর সাধনা ও চেষ্টার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স) নবী ও শাসকের দায়িত্ব পালন করার পর ঘরে যখন বিশ্রাম নিতে যেতেন, তখনও তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন।

عَنْ عَمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ (رضـ) مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَ تَحْلِبُ شَاتَهُ

আমারা (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে কি কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি সকল মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, তিনি কাপড়ে লেগে থাকা জুই বের করতেন এবং বকরী দুহন করতেন।

(আদাবুল মুফরাদ)

পররাষ্ট্র নীতি

সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহ অবস্থানই হচ্ছে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা। সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও আদমের সন্তান, অতএব দুনিয়ার সকল মানুষকেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাই আল্লাহর বিধানের লক্ষ্য। বিনা অপরাধে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে কষ্ট দেয়া মহাপাপ, সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ ও জাতির হোক না কেন। ইসলামী পররাষ্ট্র বিষয়ের মূলনীতিগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১। সন্ধি

যে কোন রাষ্ট্র বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতি সন্ধি করতে আগ্রহ করলে তাদের সাথে সন্ধি করতে হবে। যুদ্ধ নয় শান্তিই হচ্ছে ইসলামের কাম্য।

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

তারা যদি সন্ধি করার জন্য আগ্রহ করে অথবা এগিয়ে আসে, তবে তোমরা ঝুঁকে পড় এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন এবং সবই জানেন।

(আনফাল-৬১)

২। আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দান

কোন মানুষ যদি যালেম থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দান কর।

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ

মুশরিকদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। পরে তাকে তার আশ্রয় স্থলে পৌছে দাও। (তাওবা-৭)

৩। চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন

কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি হলে অবশ্যই চুক্তি মেনে চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র চুক্তি ভংগ না করে।

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

চুক্তি পূর্ণ করো, চুক্তি সম্পর্কে (আল্লাহর নিকট) অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বনী ইসরাইল-৩৪)

اِلاَّ الَّذِيْنَ عٰهَدْ تُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ

মুশরিকদের মধ্যে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি করেছ, অতঃপর তোমাদের সাথে সামান্যতম চুক্তি ভংগ করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তবে তাদের চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। (তাওবা-৪)

৪। বাড়াবাড়ির সমুচিত জবাব দান

কেউ বাড়াবাড়ি করলে তার সমুচিত জবাব না দিলে পৃথিবীতে অশান্তি বেড়ে যায়, তাই সমুচিত জবাব দিতে হবে।

وَ جَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকু নেয়া যায়, যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে নেয়, তার বিনিময় আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেন না। (শূরা-৪০)

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

যদি প্রতিশোধ নিতেই হয় তবে ততটুকু, যতটুকু যুলুম তোমাদের উপর করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। (নাহল-১২৬)

যুলুমের সমুচিত জবাব দেয়ার অধিকার দেয়া হযেছে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হযেছে। তবে ক্ষমা, সংশোধন ও ধৈর্যকে উত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫। চুক্তি বহির্ভূত জাতির সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ

যে সব জাতি সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের সাথে সদাচরণ করার সাথে সাথে চুক্তি বহির্ভূত জাতির সাথেও সদাচরণ করতে হবে।

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি, তোমাদের বাসস্থান থেকেও তোমাদের বের করে নি, তাদের সাথে সদাচরণ এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। ইনসাফকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (আল-মুমতাহানা-৮)

৬। আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার

নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। মুসলিম সমাজ হবে সারা বিশ্বের প্রতি ন্যায়নীতির প্রতীক।

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে (ন্যায় নীতিতে) অটল থাকবে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকী লোকদেরকে ভাল বাসেন। (তাওবা-৭)

وَ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে এতটুকু ক্ষিপ্ত না করে, যাতে তোমরা অন্যায় আচরণ, না ইনসাফী করে বসো। ন্যায় বিচার কর, তা তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী। (মায়েদা-৮)

৭। মযলুম মুসলমানকে সাহায্য করা

পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমান নির্যাতিত হলে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

কোন মুসলমান (জাতি বা রাষ্ট্র) তোমাদের নিকট দ্বীন ইসলাম রক্ষার জন্যে যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য। (আনফাল-৭২)

وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْ اِمْرِءٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ اِمْرَأً مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَ مَا مِنْ اِمْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْ يَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেনঃ যদি কোথাও কোন মুসলমানের অমর্যাদা বা ইজ্জত হানি করা হয় এবং সেখানে সাহায্য ও সহায়তা করতে কোন মুসলমান বিরত থাকে, তবে এমনি তরো নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহও তার সাহায্যকে সংকুচিত করে দেন। অথচ তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্যে ও সহায়তার জন্য এগিয়ে আসুক। আর কোথাও কোন মুসলমানের অবমাননা ও মর্যাদাহানি হলে কোনো মুসলমান যদি তার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হয় তবে আল্লাহও তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। কেননা, তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্য করুক। (আবু দাউদ)

وَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّرُدَّهُ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতহানি থেকে কাউকে বিরত রাখবে, আল্লাহর প্রতি তার অধিকার এই তিনি জাহান্নামের আগুনকে তাদের থেকে বিরত রাখবেন। অতঃপর নবী করীম (স) আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ মুসলমানদের সাহায্য করা আমাদের প্রতি এক কর্তব্য বিশেষ। (শারহে সুন্নাহ)

৮। দ্বি-মুখী নীতি পরিহার

মুখে যা বলা হবে, কাজে তাই করা হবে, চুক্তি ও সন্ধি যা করা হবে, বাস্তবেও তা পালন করা হবে, এর ব্যতিক্রম করা অপরাধ।

يَا يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল, যা কার্যতঃ তোমরা কর না। আল্লাহর নিকট তা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বল, যা তোমরা কর না।
(সফ-২,৩)

وَ لاَ تَتَّخِذُوْا اَيمَا نَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ

তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে করো না। (নাহল-৯৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা নিজদেরকে বাঁচিয়ে চল দুই শক্তির মধ্যে ঝগড়া-অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে। কেননা এর পরিণাম ফল তোমাদের দ্বীনের ধ্বংস। (তিরমিযি)

৯। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অস্ত্রধারণ

মানুষের উপর হতে মানুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, যুলুম, নিষ্পেষণ, অশান্তি ও দুঃখ দুর্দশা বন্ধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হলেও তাতে কিছু মাত্র আপত্তি থাকতে পারে না। আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

বস্তুতঃ ফিতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও যলুম-নিষ্পেষণ সাময়িক যুদ্ধ, সংগ্রাম ও রক্তপাত অপেক্ষা অনেক কঠিন ও দুঃসহ। (বাকারা-১৯১)

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর যেন ফিতনা-ফাসাদ চিরতরে মিটে যায় এবং যেন নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন ও রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব কায়েম হয়। (আনফাল-৩৯)

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ

(ফিতনা দূর করার জন্য) যদি যুদ্ধ না কর তা হলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে এবং বিরাট বিপর্যয় ও মহা ভাঙ্গনের সৃষ্টি হবে। (আনফাল-৭৩)

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّ جَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

তোমরা কেন জিহাদ কর না আল্লাহ তাআলার পথে এবং দুর্বল মানুষের (জীবন রক্ষার জন্য) তাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। তারা (অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে) আর্তনাদ করে উঠলঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ স্থান হতে বের করে এ দেশের অত্যাচারী শাসকদের যুলুম হতে রক্ষা কর। (নিসা-৭০)

ইসলামী অর্থনীতি

জন্মের সাথে সাথেই শিশুর জীবন ধারণের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত তার এ প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই ইসলাম মানুষের জীবনের জন্য অর্থ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অপরিহার্য করে দিয়েছে।

পৃথিবীর সম্পদ ভোগের জন্য, ত্যাগের জন্য নয়

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

আর প্রভু হচ্ছেন তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য যমীনে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। (বাকারা-২৯)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ

হে নবী! তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, কে হারাম করে দিয়েছে আল্লাহ্ তাআলার সে সৌন্দর্য আর জীবিকার সে উত্তম বস্তুগুলো যা তিনি তার বান্দাদের জন্য বের করে দিয়েছেন। (আরাফ-৩২)

وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

আর তারা নিজেরাই বৈরাগ্যবাদকে আবিষ্কার করে নিয়েছে। আমরা তাদের প্রতি অপরিহার্য করেনি, বরং তারাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এটা নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত যেরূপ এ নীতিকে মেনে চলা তাদের উচিৎ ছিল, সেরূপ তারা মেনে চলে নি। (হাদীদ-২৭)

আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুসন্ধান করা ফরয

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَا بْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

যখন তোমাদের নামায শেষ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (আল্লাহ যে রিযিক পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন) তা অনুসন্ধান কর। (জুমআ-১০)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অন্যান্য ফরজের মত হালাল উপার্জনও একটি ফরজ। (বায়হাকী)

সকল নবীরাই রুজি উপার্জন করেছেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ

رَعِىَ الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرِيْطٍ لِاَهْلِ مَكَّةَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি তাদের মত? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল, ভেড়া চরাতাম। (বুখারী)

ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণিত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اويمنعه

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রী করা কারো নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম, চাই সে দিক বা না দিক। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَاَلَ وَعِنْدَهُ مَايُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ

সহাল ইবন হানযালিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায়, অথচ তার নিকট বেঁচে থাকার সম্বল আছে, নিশ্চয়ই সে অধিক জাহান্নামের আগুন সংগ্রহ করছে। (আবু দাউদ)

সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্য

সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্য দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে জান্নাত লাভ।

وَ ابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকালীন ঘর তৈরীতে সচেষ্ট থাক। পৃথিবীতে তোমার অংশ গ্রহণ করতে ভুল কর না। তুমি অন্য মানুষের কল্যাণ কর, যেমনি আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন। পৃথিবীতে বিপর্যয় অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা কর না। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (কাসাস-৭৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

১। অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য আখিরাতের শান্তি অর্জন।

২। সম্পদ দ্বারা পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজন পূরণ।

৩। উপার্জিত সম্পদ দ্বারা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ সাধন।

৪। অর্থ দ্বারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাবে না। অর্থাৎ খারাপ ও অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি

اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ

আমাদের হাতের বানানো জিনিসসমূহের মধ্যে আমরা তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসকল সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা সে সবের মালিক হয়েছে। (ইউনুস-৭১)

اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

সে সম্পদ থেকে তোমরা খরচ কর, যে সম্পদে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী দান করেছেন। (হাদীস-৭)

ধন-সম্পদ উপার্জনে হারাম পন্থা পরিহার

আল্লাহ ও রাসূল যে সব পন্থায় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, তাই হারাম। অবশ্যই তা বর্জন করতে হবে।

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

তিনি (রাসূল) তাদেরকে সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশ দেন, আর অসৎ ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখেন। পবিত্র জিনিসগুলো তাদের জন্য তিনি হালাল এবং অপবিত্র বস্তুগুলো হারাম করে দিয়ে থাকেন। (আরাফ-১৫৭)

وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) হতে বলেছেনঃ দেহের যে অংশ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত শরীরের জন্য দোযখের আগুনই উত্তম। (আহমদ, বায়হাকী)

হারাম-হালাল নির্ধারণের অধিকার কারো নেই

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো হারাম-হালাল নির্ধারণ করার অধিকার নেই। আবার আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার অধিকার আল্লাহর নবীদেরও নেই।

وَ لاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ هٰذَا حَرَامٌ

তোমরা স্বীয় যবান দ্বারা এ মিথ্যা বিধান জারি কর না যে, এটি হালাল এবং এটি হারাম। (নাহ্‌ল-১১৬)

يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

হে নবী! কেন আপনি হারাম করেছেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন। (তাহ্রীম-১)

হারাম উপার্জনের কয়েকটি দিক

১। মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَ مَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِا لاَزْلاَمِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং এমন জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ্ করা হয়েছে। যে সব জন্তু গলায় ফাঁস পড়ে অথবা আঘাত লেগে অথবা উপর থেকে পড়ে বা সংঘর্ষের কারণে মরেছে, বা হিংস্র জন্তুর আঘাথে মরেছে, কিন্তু যা জীবিত পেয়ে যবেহ্ করেছে বা আস্তানায় যবেহ্ করা হয়েছে। পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য সম্পর্কে জেনে নেয়া হারাম করা হয়েছে। এ সকল কাজ ফাসেকী। (মায়েদা-৩)

وَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِىِّ وَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰواوَمُوْكِلَهٗ وَالْوَا شِمَةَ وَ الْمُسْتَوْ شِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ

হুযাইফা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, ও ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ হতে এবং তিনি অভিশাপ দিয়েছেন সুদ গ্রহীতার প্রতি, সুদ দাতার প্রতি, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে দেহে উৎকীর্ণ (নাম বা চিত্র অংকন) করে ও তার ব্যবসা করে এবং ছবি অংকনকারীর প্রতি। (বুখারী)

২। মদ ও জুয়া হারাম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে চায়। তোমরা কি এসব বস্তু থেকে বিরত থাকবে? (মায়েদা-৯১)

وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَ هَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَاوَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ اٰكِلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِىْ لَهُ

আনাস (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) মদের সাথে সম্পর্কিত দশ জনের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেনঃ ১। মদ প্রস্তুতকারী, ২। মদ প্রস্তুতের পরামর্শ দাতা, ৩। মদ পানকারী, ৪। মদ বহনকারী, ৫। যার কাছে মদ বহন করা হয়, ৬। যে মদ পান করায়, ৭। মদ বিক্রেতা, ৮। মদের মূল্য গ্রহণ কারী, ৯। মদ ক্রয়কারী, ১০। যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (তিরমিযী)

৩। বেশ্যা ও পতিতা বৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন

وَ لاَ تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَ سَاءَ سَبِيْلاً

ব্যভিচারের নিকটেও তোমরা যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা এবং খারাপ পথ। (ইসরা-৩২)

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاءَةَ جَلْدَةٍ

ব্যাভিচারী পুরুষ আর ব্যভিচারীণি নারী উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে দোররা লাগাও। (নূর-২০)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেনঃ বিছানা যার, সন্তান তার, আর ব্যভিচারির জন্য পাথর। (বুখারী)

৪। প্রতারণা করে উপার্জন

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

হীন ঠগবাজরা ধ্বংস হোক, যারা লোকদের থেকে গ্রহণ করার সময় পুরাপুরি গ্রহণ করে কিন্তু অন্যকে মেপে ও ওজন করে দেয়ার সময় কম দেয়। (মুতাফফেফিন-৩)

وَ عَنْ وَ اثِلَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَّبِيْعَ شَيْئًا اِلاَّ بَيَّنَ مَا فِيْهِ وَلاَ يَحِلُّ لاَحَدٍ يَّعْلَمُ ذَالِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ

ওয়াসেলা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পণ্যের দোষ ত্রুটি না জানিয়ে বিক্রি করা অবৈধ। দোষ, ত্রুটি জানা থাকা সত্ত্বেও তা বলে না দেয়া বা গোপন করা অবৈধ।

(মুনতাকা)

৫। মজুদদারী করে মূল্য বৃদ্ধি

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহর বিধান লংঘনকারী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহ তার দায়িত্ব হতে মুক্ত।

৬। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ

তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ কর না। (নিসা-২৯)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

(বুখারী, মুসলিম)

৭। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান

وَ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না এবং তা বিচারকের নিকট এজন্য পেশ কর না যে, মানুষের ধন-সম্পদ জেনে শুনে গুনাহের সাথে ভক্ষণ করবে।

(বাকারা-১৮১)

অর্থাৎ বিচারকের দরবারে নিয়ে ঘুষের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ(رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) ঘুষ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের প্রতি লানত করেছেন। (আবু দাউদ)

ঘুষের চোরা গলি বন্ধ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করল। অতঃপর (সুপারিশকৃত ব্যক্তি) তাকে কোন কিছু উপহার দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে সে নিশ্চিতই সুদের দরজাসমূহের মধ্যে কোন একটি মারাত্মক দরজায় প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

৮। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা

وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ

আর যারা আত্মসাৎ করে (জনসাধারণের গচ্ছিত সম্পদ) তারা কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত সম্পদসহ উপস্থিত হবে। আর প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পরিণাম ভোগ করবে।

(আল-ইমরান-১৬১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثِقْلِ النَّبِىِّ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَهْ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) هُوَفِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْغَلَّهَا

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য কারকারা নাম এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন সে জাহান্নামে রয়েছে। লোকেরা (আসল ঘটনা জানার জন্যে) তাকে দেখতে গেল। তারা একটি আবা (ওভার কোট) দেখতে পেল- যা সে আত্মসাৎ করেছিল।

৯। সুদি কারবার হারাম

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর দানকে বৃদ্ধি করেন। (বাকারা-২৭৬)

وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

তিনি সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। (বাকারা-২৭৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ

হে ঈমানদারগণ! সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর যে সুদ তোমাদের পাওনা রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে তার দাবি ছেড়ে দাও। আর যদি তোমরা সুদের দাবি প্রত্যাহার করে নিতে রাজী না হও, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা কবুল করে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন ফেরত পাবার অধিকার রয়েছে। (বাকারা-২৭৮)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اٰكِلَ الرِّبٰوا وَ مُوْكِلَهٗ وَ كَاتِبَهٗ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ

যাবের (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) অভিশাপ দিয়েছেন তাদের প্রতি যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে ও সুদের সাক্ষী দেয়। তিনি বলেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنِظَةَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِيْنَ زَانِيَةً

আব্দুল্লাহ হানতা (রা.) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা খায়, সে ছত্রিশবার যেনার চেয়েও বেশী অপরাধ করল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সুদের পাপের সত্তরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে আপন মায়ের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাযা, বায়হাকী)

১০। আমানতের খেয়ানত

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করে তার নিকট কোন বস্তু আমানত রাখ, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়েছে তার উচিৎ আমানত যথাস্থানে ফেরত দেয়া আর তার প্রভু আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। (বাকারা -২৮৩)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ يَقُوْلُ اَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ وَ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ فَاِنَّهٗ عَارٌ عَلٰى اَهْلِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

উবাদা ইবনে ছামিত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সুই-সূতা (সামান্য জিনিস হলেও) জমা দাও, সাবধান! আত্মসাৎ করো না, কেননা আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুশোচনার কারণ হবে। (নাসাঈ)

১১। এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

যারা এতিমের ধন-সম্পদ জোর-যুলুম করে ভক্ষণ করে, তারা আসলে আগুন দ্বারা নিজেদের উদর পূর্তি করে। অতি শীগগীরই তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। (নেসা-১০)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) مِمَّا أَضْرِبُ يَتِيْمِىْ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِّنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَاثِّلًا مِّنْ مَّالِهِ مَالاً

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমকে কি কারণে মারধর করতে পারি? তিনি বললেন ঃ যে কারণে তুমি তোমার সন্তানদের মারধর করতে পার ঠিক সেসব কারণে তাকে মারধর করতে পার। তার ধন-সম্পদের সাহায্যে তোমার ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখার এবং তার সম্পদ থেকে কিছু তোমার সম্পদের সাথে পুঞ্জিভূত করার চেষ্টা করা তোমার জন্য জায়েয নয়। (তিবরানী)

১২। গান বাজনার পেশা অবলম্বন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মন ভুলানো বাক্যগুলো ও কথাবার্তা খরিদ করে থাকে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। (লোকমান-৬) মন ভুলানো কথাবার্তা দ্বারা নাচ-গান বুঝান হয়েছে।

১৩। অশ্লীলতার প্রসার ঘটে এমন বস্তুর কারবার করা।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

যারা ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার করতে ইচ্ছুক এবং মনে প্রাণে তা পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোরতম শাস্তি রয়েছে। (নূর-১৯)

ব্যক্তি মালিকানার উপর দ্বিমুখী শর্তারোপ

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে তার উপর শর্ত আরোপ করেছে।

১। হালালভাবে উপার্জন করতে হবে

আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় উপার্জন করতে হবে এবং হারাম পথ বর্জন করতে হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে থাক তাহলে পবিত্র বস্তু খাও, যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর। (বাকারা-১৮৯)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَّيَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক-পবিত্র, পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। (মুসলিম)

২। হালাল পথে ব্যয় করা

আল্লাহর নির্দ্ধারিত পথে ব্যয় করতে হবে।

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْ نَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاالنَّاسِ

আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করতে থাক, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, সদ্ব্যবহার কর আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন আর আত্মীয় প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রতিবেশী, সহযোগী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে। আর মোসাফির এবং সে ভৃত্যের সাথে যারা তোমার অধীনে থাকছে। আসলে আল্লাহ তাআলা গর্ব ও অহংকার কারীদেরকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেরা কৃপণতা করে আর অপরকে কৃপণতা করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ গোপন করে রাখে, এমন অকৃতজ্ঞদের জন্য আমি লজ্জাজনক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি। আর সে সকল লোকদেরকেও আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করে থাকে। (নিসা-৩৬-৩৮)

সম্পদ ব্যয় করার সঠিক পন্থা

ইসলামের হালাল ভাবে উপার্জিত সম্পদে নিজের হক ও অসহায় মানুষের হক রয়েছে।

১। উপার্জনকারীর নিজের আত্মীয় স্বজনদের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয়

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে লোকেরা! জ'মীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে, তা থেকে ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পথে অনুগামী হয়ো না, কারণ সে তোমাদের চরম দুশমন। (বাকারা-১৬৮)

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

খাও আর পান কর, কিন্তু সীমা অতিক্রম কর না। কেননা আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আরাফ-৩১)

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَلَكَ صَدْقَةٌ وَ مَا اَطْعَمْتَ وَ لَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَ مَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

মিকদাম ইবনে মা'দী কা'রাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজে যে খাবার খাও, তা তোমার জন্য সদকা, তুমি তোমার সন্তানদের যা খাওয়াও, তাও তোমার জন্যে সদকা, তুমি তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা এবং তুমি তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও, তাও তোমার জন্য সদকা। (বুখারী)

২. অপব্যয় নিষিদ্ধ

وَ لاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

অপব্যয় কর না, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। (ইসরা-২৬)

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

(আল্লাহর নেক বান্দা তারাই) যারা ব্যয়ের বেলায় অহেতুক কোন কিছু করে না, অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও প্রদর্শন করে না, বরং উভয় পথের মাঝপথ দিয়ে চলে। (ফোরকান-৬১)

অপচয়ের দৃষ্টান্ত

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ

তোমাদের একি অবস্থা, সব উচ্চ স্থানে যে অর্থহীন ভাবে স্মৃতি চিহ্ন রূপে ইমারত নির্মাণ করছ? আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে। (শোয়ারা-১২৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) مَرَّبِسَعْدٍ وَ هُوَ يَتَوَضَّاُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَ اِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (স) সা'দের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি অযুতে বেশী পানি ব্যবহার করছেন। হুজুর (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এ অপব্যয় কেন সা'দ! তিনি উত্তরে বললেন, অযুতে বেশী পানি ব্যবহারের মধ্যেও কি অপব্যয় হয়? আল্লাহর রাসূল বললেনঃ হাঁ, তুমি যদি প্রবাহমান নদীর তীরে বসেও অযু কর। (আহমদ, ইবনে মাযা)

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لَهٗ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِاَمْرَاَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ একটি বিছানা পুরুষের জন্যে, একটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থটি (অতিরিক্ত) শয়তানের জন্যে। (মুসনাদে আহমদ)

৩. উপার্জিত সম্পদে সমাজের বঞ্চিত মানুষের অধিকার

উপার্জনকারী নিজের প্রয়োজন পূরণের পর তার নিকট যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে।

وَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের সম্পদে সাওয়ালকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (যাররিয়াত-১৯)

وَ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

(হে নবী!) লোকেরা আপনার নিকট (আল্লাহর পথে) তারা কি ব্যয় করবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করছে, আপনি বলে দিন যে, তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে ব্যয় কর। (বাকারা-২১৯)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ رَاحِلَةً فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِىْ فَضْلٍ

আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আরোহী অবস্থায় তাঁর কাছে আসল, সে কখনও ডান দিকে আবার কখনও বাঁ দিকে মোড় নিত (অর্থাৎ সওয়ারী অকেজো হয়ে যাওয়ায় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল) তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ যার কাছে সওয়ারীর উদ্বৃত্ত পশু আছে, সে যেন তা বাহনহীন ব্যক্তিকে দেয়। আর যার কাছে উদ্বৃত্ত পাথেয় আছে, সে যেন তা পাথেয়হীন ব্যক্তিকে দান করে। (বর্ণনাকারী বলেন) এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করতে থাকলেন। ফলে আমাদের মনে হল, উদ্বৃত্ত জিনিসের উপর আমাদের কারও কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

৪। সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহর নির্দেশিত খাতসমূহ

وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

আল্লাহর মহব্বতে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, পথিক, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদের জন্য ধন-সম্পদ দান করবে, আর মানুষের গোলামী থেকে ভৃত্যদের মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। (বাকারা-১৭৭)

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করতে থাক, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার কর না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন আর আত্মীয় প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রতিবেশী, সহযোগী বন্ধু-বান্ধবের সাথে। আর মুসাফির এবং সে ভৃত্যদের সাথে, যারা তোমার অধীনে থাকছে। (নিসা-৩৬)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَ تُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

মুস'আব ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। সা'দ লক্ষ্য করলেন যে, অন্য লোকদের (গরীবদের) উপর তার একটা প্রাধান্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমরা দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিযিক প্রাপ্ত হয়ে থাক। (বুখারী)

৫, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দান

وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

জিহাদ কর আল্লার পথে তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের জান-প্রাণ দ্বারা এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। (সাফ-১১)

৬. যাকাত ফরয করা হয়েছে

وَ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ

তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। (নূর-৫৬)

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَ لَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِىْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

যাকাত (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়কারী (৪) আর তাদের জন্য, যাদের অন্তকরণ আকৃষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে (৫) এছাড়া দাসদের মুক্তির জন্য (৬) ঋণগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য (৭) আল্লাহর পথে এবং (৮) মুসাফিরদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করা চাই। এ দায়িত্ব-কর্তব্য আল্লাহর তরফ থেকে ফরয করা হয়েছে। (তাওবা-৬০)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَاخَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاًقَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হয়, তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (বুখারী, আহমদ, বায়হাকী)

৭. মীরাস বণ্টনের বিধান

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَا لِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। (নিসা-৭)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتَىٰ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَارْجِعْهُ

নুমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমার পিতা (বশীর) আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি গোলাম আছে, সেটি আমার এ ছেলেকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেকেও এরূপ দান করছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (ছ) বললেন, এ গোলাম তুমি ফিরিয়ে লও। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর নির্ধারিত বন্টনের মধ্যে কারো বেশী-কম করার অধিকার নেই। তাই সকল সন্তানদের অংশ সমান। বেশী করা যাবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّ اِنْ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যতি মৃত্যুকালে ওয়াসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন করে যায়, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমেদ)

জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ

তাদের ধন, সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করে তাদেরকে পাক করুন এবং তাদের সৎ গুণাবলীর উন্মেষ সাধন করুন আর তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করুন। (তাওবা-১০৩)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

আমরা তাদেরকে যখন শাসন-ক্ষমতা দান করি, তখন তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করে সুষমরূপে বন্টন করবে। আর লোকদেরকে সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায়, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (হজ্জ-৪১)

كَيْ لاَ يَكُوْنَ دَوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

সম্পদ এমনভাবে বণ্টন কর, যাতে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। (হাশর-৭)

অর্থাৎ সম্পদ দ্বারা যাতে সমাজের অসহায় মানুষও উপকৃত হতে পারে। আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুধু ধনীরাই উপকৃত হচ্ছে, যেমন ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ وَلِيَّ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ

মা'কাল ইবন ইয়াসার (রঃ) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে বসল, কিন্তু সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমতের জন্য এ রকম চেষ্টা করল না, যা সে নিজের জন্য করে থাকে, তবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিবরানী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ قَدْفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرَدُّ عَلٰى فُقَرَاءِهِمْ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সাদকাহ ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করা হবে। (রাহে আমলঃ জলীল আহসান নদভী)

আল্লাহর পথে খরচের বরকত

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

তোমরা কখনও পুণ্যের উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না স্বীয় প্রিয়বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (আলে-ইমরান-৯২)

وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

ব্যয় করতে থাক, তোমাদের জন্যে তা কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। যারা স্বীয় আত্মাকে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখেছে, তারাই সাফল্য লাভ করতে পারবে। (তাগাবুন-১৬)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা নিজদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হল এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হল আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশটি দানা' হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদারহস্ত বটে এবং সবকিছু জানেন। (বাকারা-২৬১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ يَحْيٰ خَرِيْمِ بْنِ فَاتِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ

আবু ইয়াহিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্যে সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

আল্লাহর পথে খরচ না করার পরিণতি

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّ عَدَّدَهٗ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ

সেসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত, যারা অপরের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করে আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয় এবং গীবত করে বেড়ায়। আর যারা ধন-সম্পদ কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে এবং এ মনে করে জমা করে থাকে যে, তাদের এ সম্পদ তাদের হাতে থাকবে। কখনোই নয়, বরং তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর নিক্ষেপ করা হবে।

(হুমাজাত-৪)

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْ هُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (তাওবা-৩৪)

وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

যারা আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এ ভুলের মধ্যে নিপতিত না থাকে যে, তা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক, বরং তা তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর। যে সম্পদের বেলায় তারা কৃপণতা অবলম্বন করে, সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। (আল-ইমরান-১৮)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلاَّ مَاكَانَ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُوْلُ الاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর।

ব্যবহারিক অর্থনীতি

আল কুরআন মানুষকে অর্থোপার্জনের পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাদের জন্য সম্পদ উৎপাদনের বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছে। যাতে তারা সম্পদ উৎপাদন করে নিজদের কাজে লাগায় এবং অন্যদেরকেও তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়। আল কুরআনের নির্দেশিত সম্পদ উৎপাদনের উৎসগুলোর মধ্যে (ক) জীবজন্তু (খ) গাছপালা (গ) জড় পদার্থ (ঘ) শিল্প (ঙ) পরিবহন ব্যবস্থা এবং (চ) ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রধান।

জীবজন্তু ও মৎস শিকার

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (مائده - ٩٦)

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে, তোমাদেরও মুসাফিরদের উপকারের জন্য। তোমাদের ইহরামকারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক। (মায়েদা ঃ ৯৬)

শিকারই হচ্ছে সম্পদ উপার্জনের সর্ব প্রাচীনতম মাধ্যম। বনে জঙ্গলে পশু শিকার ও সমুদ্র নদী-নালায় মৎস শিকার করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের সময় ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্থলের পশু শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইহরাম শেস হলে পশু শিকার করা বৈধ করা হয়েছে।

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا (مائده - ٢)

যখন তোমরা ইহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। (মায়েদা ঃ ২)

পশু ও পাখী দ্বারা শিকার

قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ (مادوه - ٤)

বলে দিন ঃ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যে সব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ওমন শিকারী জন্তু যে শিকারীকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে। তা যাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।
(মায়েদা ঃ ৪)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَعِىَ الْغَنَمَ (بخارى)

আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নি যিনি ছাগল চরায়নি। (বুখারী)

অর্থাৎ সকল নবীগণই ছাগল চরিয়ে জীবিকা উপার্জন করেছেন।

পশু পালন

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ - وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ (يس ٧٣-٧١)

তারা কি দেখে না তাদের জন্য আমি নিজ হাতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক এবং এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তাদের ভক্ষণ করে। তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকর আদায় করে না ?

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ

যখন তিনি (মুসা) মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। (কাসাস ঃ ২৩)

قَالَ هِىَ عَصَاىَ ج اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى (طه - ١٨)

তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা নিজের মেষ পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই এবং এটা আমার অন্য কাজেও লাগে। (ত্বহা ঃ ১৮)

পশু নিয়ে চিন্তা গবেষণা

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ

(المومنون ٢١)

এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে চিন্তনীয় বিষয় আছে। তাদের দেহ অভ্যন্তর হতে (দুধ) তোমাদেরকেই পান করাই আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আহরণ করে চলাফেরা কর।

মুরগী ও পাখী পালন

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ طَئِرٍ بِجَنَا حَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَا لُكُمْ

(انعام ٣٨)

আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। (আনআম ঃ ৩৮)

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ وَلَحْمِ طَيْرٍمِّمَّا يَشْتَهُوْنَ (الواقعه ٢١-٢٠)

(বেহেস্তে) তারা তাদের পছন্দমত ফল-মূল বেছে নেবে এবং রুচিসম্মত পাখির গোশত নিবে। (ওয়াকেয়া ঃ ২০-২১)

জান্নাতেও প্রিয় খাদ্য হবে পাখির গোশত। দুনিয়ায় মানুষ গোশত, ডিম, পালক, সাজসজ্জার সামগ্রী, প্রদর্শনী এবং শিকারের কাজের জন্য পাখি প্রতিপালিত হয়।

মৌমাছি ও রেশম কীট পালন

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (النحل ٦٩-٦٨)

আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাত্রে বৃক্ষ ও উচু ডালে গৃহ তৈরী কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালন কর্তার পন্থাগুলো অবলম্বন করে চলবে। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (নাহাল ঃ ৬৮-৬৯)

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (فاطر ٣٣)

জান্নাতে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (ফাতির ঃ ৩৩)

গাছপালা জঙ্গল কাটা

মানুষ জীবজন্তু শিকারের মাধ্যমে যেমন সম্পদ আহরণ করে তেমনি জঙ্গলের গাছ-পালা কেটেও অর্থ উপার্জন করেছে।

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُوْنَ

(يسن ٨٠)

যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (ইয়াসিন ঃ ৮০)

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ

(المومنون ٢٠)

আর তুর পর্বতে এক প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি যা হতে যুগপদ উৎপন্ন হয়ে থাকে তৈল ও আহারকারীদের ব্যঞ্জন। (মোমেনুন ঃ ২০)

চারণ ভূমি

জংলের মধ্যে আল্লাহ চারণভূমি সৃষ্টি করেছেন, যেখানে ঘাস ও লতাপাতা জন্মে যা দ্বারা মানুষের খাদ্য, ঔষধ ও পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ (طه ٥٤-٥٣)

তিনি আকশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করেছি। তা হতে তোমরা নিজেরাও খাও এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চড়িয়ে বেড়াও। (ত্বাহা ঃ ৫৩-৫৪)

اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ

(نزعت ٣١)

তিনি এর মধ্য থেকে পানি ও চারণভূমি অবির্ভূত করলেন। এবং পর্বতমালাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তোমাদের ও তোমাদের পশু পালনের উপকরণরূপে। (নাযিয়াত ঃ ৩১-৩৩)

কৃষি ও উদ্যান রচনা

কুরআন কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করলে মনে হয় ইসলামের বিধি বিধানগুলো একটি কৃষি পেশাদার জাতিকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। আজকের বিশ্বেও মানুষের সিংহ ভাগ খাদ্য কৃষির মাধ্যমে লাভ করে থাকে।

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন। আর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। (বাকারা ঃ ২২)

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلاَنَامِ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ص وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ - وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (الرحمن : ١٢-١٠)

তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ, আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধিফুল। (আর রাহমান ঃ ১০-১২)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَامِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْ يَغْرِسُ غَرْسًافَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّاكَانَ لَهُ بِهٖ صَدَقَةٌ (مسلم)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানের ক্ষেত-খামার এবং গাছ-পালার যেসব অংশ পাখি মানুষ বা কোন পশু খেয়ে ফেলে তা সদকা বা দানে পরিণত হয়। (মুসলিম)

সেচ ব্যবস্থা

ফসলের জন্য পানি প্রয়োজন মহান আল্লাহ সে পানির ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্নভাবে যেমন ঃ

১। বৃষ্টি

وَهُوَالَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط (اعراف - ٥٧)

তিনি বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ু রশ্মি পানি পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি ও মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। (আরাফ ঃ ৫৭)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَشَرِيًّا وَالْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (بخارى)

ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, নবী করিম (স) বলেছেন, যে সব জমি বৃষ্টির পানি ও ঝর্নার পানিতে সিক্ত হয় সে জমির উৎপন্ন ফসলের উপর একদশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে, যেসব জমি কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থায় সিক্ত হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের উপরে অর্ধেক যাকাত আদায় করতে হবে। (বুখারী)

২। নদীনালা ঃ

সমুদ্র নদীনালার পানি ফসলের উৎপাদনে সহায়ক।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ (الزمر ٢١)

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন, তারপর তদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। (যুমার ঃ ২১)

৩। নলকূপ ঃ

নলকূপ দ্বারা মাটির নীচের পানি উত্তলন করে কৃষি চাষ করা

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (المومنون - ١٩-١٨)

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি যমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য তাদের প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (মুমিনুন ঃ ১৮-১৯)

কৃষি গবেষণা ঃ

وَهُوَالَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (انعام - ٩٩)

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি, অতঃপর আমি তা থেকে সবুজ ফসল নির্গত করি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যায়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্য যুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর। যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে নির্দশন রয়েছে ঈমাদারদের জন্য। (আনাম ঃ ৯৯)

(গ) জড় পদার্থ

মানুষ মাটির উপর শুধু কৃষি উদ্যানই রচনা করে না এর উপর বাড়ী রাস্তা তৈরী করার জন্য পাথর, চুনা, ইট, লোহা প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে।

খনিজ সম্পদ ঃ

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ (سبا-١٢)

আমি সোলায়মানের জন্য গলিত তামার এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। (সাবা ঃ ১২)

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (حديد - ٢٥)

আমরা আরো উদ্ভাবন করেছি লোহা, তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। (হাদীদ ঃ ২৫)

সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ

وَهُوَالَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْامِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْامِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا (النحل - ١٤)

তিনি সাগরকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। (নাহল ঃ ১৪)

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن - ٢٣)

উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (রাহমান ঃ ২৩)

(ঘ) শিল্প ঃ

কোন বস্তুর রং রূপ এবং গঠন প্রকৃতি বদলে উপকারিতা বৃদ্ধি করার নামই শিল্প কর্ম। হাত দ্বারা পরিবর্তনকে হস্ত শিল্প আর কল-কারখানায় সম্পন্ন করাকে কারখানা শিল্প বলে।

১। জাহাজ নির্মাণ ঃ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا (هود-٣٦)

(নূহ) তুমি আমার নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা (জাহাজ) তৈয়ার কর। (হুদ ঃ ৬৩)

وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ (هود- ٤٢)

আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। (হুদ ঃ ৪২)

২। খনিজ শিল্প ঃ

وَاَلَنَّالَهُ الْحَدِيْدَ - اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ (سبا : ١١)

আমি দাউদের জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর। (সাবা ঃ ১০-১১)

হযরত সুলায়মান (আঃ) কারখানায় যে সব জিনিস তৈরী হত তার উল্লেখ করে কুরআন বলছে।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَايَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ (سبا - ١٣)

তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (সাবা ঃ ১৩)

৩। মৃৎ শিল্প ঃ

কাঁচামাটি দ্বারা তৈরী বস্তু ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) বাল্য জীবনে মাটি দ্বারা খেলনা, পাখি তৈরী করেন।

اَنِّىٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (العمران : ٣٩)

আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। (ইমরান ঃ ৩৯)

কাঁচ শিল্প ঃ

হযরত সোলায়মান (আঃ) যুগে অন্য শিল্পের সাথে কাঁচ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। সোলায়মানের শীশ মহলের বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআন বলছে।

قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ (النمل : ٤٤)

সোলায়মান (আঃ) বলেন বিলকিসকে এ যে, প্রাসাদ, একে মসৃণ করা হয়েছে স্ফটিক ফলকগুলো দ্বারা। (নামল ঃ ৪৪)

ইট তৈরী

فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا (قصص : ٣٨)

ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে বলল, হে হামান! তুমি মাটির উপর চুল্লি জ্বালিয়ে ইট প্রস্তুত কর। আর আমার জন্য একটা খুব উঁচু বালাখানা তৈরী করে দাও। (কাসাস ঃ ৩৮)

৪। চামড়া শিল্প ঃ

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের জন্য তাবুর ব্যবস্থা তোমরা এগুলোকে সফর কালে ও অবস্থানকালে ব্যবহার কর। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (নাহল ঃ ৮০)

৫। রেশম শিল্প ঃ

কুরআনে রেশম শিল্পের উল্লেখ আছে। জান্নাতের লোকদের পোশাক হবে রেশমের।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ (الدهر : ٢١)

তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম। (দাহার ঃ ২১)

وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ (الكهف : ٣١)

এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। (কাহাফ ঃ ৩১)

দুনিয়ার জীবনে রেশমের বস্ত্র মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

৬। অলংকার শিল্প ঃ

ভাল পোষাকের সাথে ভাল অলংকার মহিলাদের প্রয়োজন। জান্নাতে ভাল পোষাকের সাথে সুন্দর অলংকারও থাকবে।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (الحج : ٢٣)

তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তাদ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (হজ্জ ঃ ২৩)

৭। কার্পেট ও আসবাব তৈরী শিল্প ঃ

ঘর সাজাবার আসবাবপত্র। কুরআন জান্নাতবাসীদের আরামপ্রদ অবস্থা বর্ণনা করতে উল্লেখ করেছেন।

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ - وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ - وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ - وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ - (الغاشية : ١٦-١٣)

তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সরংক্ষিত পানপাত্র এবং সারিসারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (গাশিয়া ঃ ১৩-১৬)

৮। জুতা শিল্প ঃ

আল কুরআনে জুতার উল্লেখ আছে ঃ

اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (طه : ١٢)

আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছে। (ত্বহা ঃ ১২)

৯। নির্মাণ শিল্প ঃ

وَبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا (الا عراف : ٧٤)

তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েচেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা তৈরী কর এবং পর্বত পাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ গৃহ নির্মাণ কর। (আরাফ ঃ ৭৪)

১০। যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ শিল্প ঃ

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ (انبيا : ٨٠)

আমি তাকে (দাউদ আঃ) তোমাদের জন্য বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। (আম্বিয়া ঃ ৮০)

(ঙ) পরিবহণ ঃ

মানুষ শারীরিক দিক থেকে দুর্বল তাই নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তু সে বহন করতে অক্ষম তাই

মহান আল্লাহ্ তাদের সম্পদ বহন করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এ পথে অর্থ উপার্জন করছে।

১। বাহন হিসাবে পশু

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (النحل : ٧)

আর এ পশু রাই তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে নিয়ে যায় (দূর-দূরান্তরে) নগরগুলোতে অথচ প্রাণপন পরিশ্রম ব্যতীত তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের পরওয়ার দেগার হচ্ছেন অনুগ্রহ সম্পন্ন ও মেহেরবান। (নাহল ঃ ৭)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ

(النحل : ٨)

তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন যেন তোমরা উহার উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের জীবন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য, তিনি আরও বহু জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই। (নাহল ঃ ৮)

২। জলযান ঃ

মানুষ অধিকাংশ সম্পদ সমুদ্রপথে বহন করে থাকে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(النحل :١٤)

তোমরা দেখছ যে, নৌকা জাহাজ নদী সমুদ্রে বুকে করে চলাচল করে। এসব কিছু এজন্য যে, তোমরা তোমাদের খোদার মহা অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধান করবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। (নাহল ঃ ১৫)

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ- وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَصَرِيْخَ لَهُمْ وَلاَهُمْ يُنْقَذُوْنَ

(يسن : ٤٣-٤١)

তাদের জন্য এটাও একটি নির্দেশ যে আমরা তাদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় সওয়ার করিয়ে দিয়েছি। এবং তাদের জন্য অনুরূপ আরো অনেক বাহন তৈরী করে দিয়েছি যাতে তারা সওয়ার হয়ে থাকে। আমরা চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, কেউই তাদের ফরিয়াদ শোনার থাকবে না এবং কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারে না। (ইয়াসিন ঃ ৪১-৪৩)

স্থলপথ ঃ

আধুনিক যুগে স্থলপথে চলার জন্য সম্পদ বহন করার জন্য বহু পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا

(نوح : ٢٠-١٩)

আল্লাহ ভূতলকে তোমাদের জন্য শয্যার ন্যায় সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা এর মধ্যে উন্মুক্ত পথ-ঘাট দিয়ে চলাচল করতে পার। (নূহ ঃ ১৯-২০)

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (الا نبيا : ١٣)

আর পবর্তমালার মধ্য দিয়ে (বের) করে দিলাম প্রশস্ত (গিরি) পথগুলোকে, যেন তারা গন্তব্যস্থলে যাতায়ত করতে পারে। (আম্বিয়া ঃ ৩১)

আকাশ পথ ঃ

আধুনিক বিশ্বে মানুষ আকাশ পথে চলাচল ও সম্পদ বহন করে বিশ্বের দিকে দিকে চলছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) আকাশ পথে চলাচল করতেন।

فَسَخَّرْنَالَهُ الرِّيحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ (ص : ٣٦)

অতঃপর আমি বাতাসকে তার জন্য নিয়ন্ত্রিত অধীন করে দিলাম। তা চলত তার আদেশ মতে ধীরে ধীরে, যেখানে সে যেতে চাইতো। (ছোয়াদ ঃ ৩৬)

(চ) বাণিজ্য ঃ

কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবন ধারনের প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা যায়ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّااَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের ধন-সম্পদগুলোকে পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য সূত্রে তাতে দোষ নেই। (নিসা ঃ ২৯)

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (لبقره : ٢٧٥)

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। (বাকারা ঃ ২৭৫)

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْكَسَبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ (احمد)

হযরত রাফে বিন খাদীজা (রাঃ) বলেন, একদা জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? তিনি জবাবে বললেন, হাতের কামাই এবং হালাল ব্যসার উপার্জন। (আহমদ)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَابَاعَ وَاِذَا اشْتَرَاى وَاِذَا اقْتَضٰى (بخارى)

হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর যে সহনশীল হন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য আদায়ে তাগাদা করার ক্ষেত্রে। (বোখারী)

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (الترمزى احدراى)

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) বলেছেন সত্যবাদী, আমানতদার বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ও (নবী, ছিদ্দিকও) শহীদগণের দলে থাকবেন। (তিরমিযী, দারেকুতনী, দারমী)

ইসলামী শ্রমনীতি

কাজ করার তাকিদ

وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

মানুষের ভাগ্যে কিছুই আসেনা, শুধু যতটুকু সে চেষ্টা করে থাকে। (নাজম-৪০)

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সৎ কাজ করতে থাক। (আসর) মহান আল্লাহ যেখানেই ঈমানের কথা বলেছেন, সেখানেই কাজের তাকিদ করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ اَنْ يَّرٰى عَبْدَهُ فَارِ غًا مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাকে দেখতে অপছন্দ করেন, যে ইহকাল ও পরকালের কর্ম থেকে বিমুখ থাকে। (মেশকাত)

রিযিক অনুসন্ধানের তাকিদ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

নামায যখন পূর্ণ কর তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধান কর। (জুময়া-১০)

عَنْ مِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرَبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ (ص) كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

মেকদাদ ইবনে মা'দি কারাব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিজের পরিশ্রমের ফলে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করে খেতেন। (বুখারী)

হালাল রুজি উপার্জনের তাকিদ

يَا يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে থাক, তাহলে পবিত্র বস্তু খাও। যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর। (বাকারা-১৮২)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক-পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কোন কিছু কবুল করেন না। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَالْفَرِيْضَةِ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অন্যান্য ফরযের মত হালাল উপার্জনও একটি ফরয। (বায়হাকী)

শ্রমের মর্যাদা

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعٰى

প্রত্যেক ব্যক্তি তার চেষ্টা-সাধনার প্রতিফল লাভ করবে। (ত্বাহা-১৫)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَعِىَ الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرِيْطٍ لاَهْلِ مَكَّةَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (বুখারী)

নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।

উপার্জনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

পুরুষের জন্য সে অংশ, যা তারা উপার্জন করে এবং নারীদের জন্য সে অংশ, যা তারা উপার্জন করে। (নিসা-৩২)

ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি

إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

আমরা আমাদের হাতে তৈরী করা জিনিসগুলো হতে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি। আর এখন তারা এ সবের মালিক। (ইয়াসিন-৭১)

মালিকের অধিকার সংরক্ষণ

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

নিশ্চয়ই সে শ্রমিক উত্তম যে শক্তিশালী ও আমানতদার, বিশ্বস্ত। (কাসাস-২৬)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِيْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন ব্যক্তি এসে আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি তোমার সম্পদ দিবে না। আবার প্রশ্ন করল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি জবাব দিলেন, তুমি শহীদ হয়ে যাবে। পুনঃ প্রশ্ন করল, যদি আমার হাতে সে খুন হয়? তিনি জবাবে বললেন (তোমার প্রতি কিছুই বর্তাবে না) সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করবে।

(হুজরাত-১০)

এক ঃ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইদের অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও, সে যা নিজে খায় এবং তাই পরিধান করতে দাও, সে (মালিক) যা নিজে পরিধান করে।(বুখারী)

অর্থাৎ শুধু মৌখিক ভাই দাবি করলেই চলবে না, বরং বাস্তব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের অধিকার প্রদান করতে হবে।

দুই ঃ সন্তানের মত যত্ন

عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ قَالُوْ ايَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الاُمَّةِ اَكْثَرُ الاُمَمِ مَمْلُوكِيْنَ وَ يَتَامٰى ؟ قَالَ نَعَمْ فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْ لاَدِكُمْ اَوْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّاتَاكُلُوْنَ

আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অধীনস্থ চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমতার বলে খারাব আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একথা আমাদেরকে বলেননি, অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতিমের সংখ্যা বেশী হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ন্যায় আদর যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে। (ইবনে মাযা)

সৌভাগ্যবান মালিক

و عن رافع بن مكيث (رضـ) ان النبى (صـ) قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شوم

হযরত রাফে ইবন মাকীছ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার সৌভাগ্য আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্য। (আবু দাউদ)

নিকৃষ্ট মালিক

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ الَّذِىْ يَاْكُلُ وَ حْدَهُ وَ يَجْلِدُ عَبْدَهُ وَ يَمْنَعُ رَفْدَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ওহে! তোমাদেরকে কি আমি বলে দিব না যে, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? যে একা একা খায়, যে নিজ দাস-দাসীকে মারে, এবং যে নিজের সম্পদ হকদারকে দেয় না। (রাজিন, মেশকাত)

অসদাচারণকারী মালিকের পরিণতি

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (তিরমিযী)

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ

সর্বোত্তম শ্রমিক হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী এবং আমানতদার।

একজন মালিকের দেয়া কাজ শ্রমিকের নিকট আমানত। শ্রমিক সকল শক্তি দ্বারা মালিকের আমানত রক্ষা করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ اِذَا نَصَحَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে মজুরের উপার্জন, যদি সে নিজ মালিকের কাজ সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সাথে সম্পন্ন করে।

(মুসনাদে আহমদ)

শ্রমিকের কাজে দ্বিগুণ সওয়াব

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দাস যখন মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং ঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

(বুখারী, মুসলিম)

যারা কল্যাণ কামনার সাথে মালিকের নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এবং আল্লাহর ইবাদতও সঠিকভাবে পালন করে, তাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। (বুখারী মুসলিম)

যে কাজে ফাঁকি দেয় তার নামায কবুল হয় না।

وَ عَنْ جَرِيْرٍ(رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ(صـ) اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةٌ

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দাস যখন কর্তব্য থেকে পলায়ন করে, তার কোন নামায কবুল হয় না। (মুসলিম)

মালিক-শ্রমিকের যৌথ দায়িত্ব

এক ঃ চুক্তি পালন করা

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। ওয়াদা-চুক্তি সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

(ইসরা-৩৪)

মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই কৃত চুক্তি মেনে চলবে।

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِلاَّ قَالَ لَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَعَهْدَ لَهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ) যখনই কোন উপদেশ দিতেন তখন বলতেনঃ যার নিকট আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই, আর প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই। (বায়হাকী)

দুইঃ কেউ কাউকে ধোঁকা দিবে না

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

হীন ধোঁকাবাজরা ধ্বংস হোক, যারা লোকদের থেকে গ্রহণ করার সময় পুরাপুরি গ্রহণ করে, কিন্তু যখন কাউকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। (মুতাফফেফিন-১)

(অর্থাৎ নিজের পাওনা, অধিকার পুরাপুরি আদায় করে কিন্তু অন্যের পাওনা ও অধিকার আদায় করার ব্যাপারে ধোঁকাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করে)

তিনঃ সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اَيُّمَا وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَ جْهِهِ فِى النَّارِ

মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অতঃপর সে যদি তাদের কল্যাণ স্বার্থের জন্য এমনভাবে চেষ্টা না করে যেমন সে নিজের জন্য চেষ্টা করে থাকে, তবে আল্লাহ তাকে উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিবরানী)

শ্রমিক মালিকের কাজ নিজের কাজের মত সম্পন্ন করবে আর মালিক নিজের মত শ্রমিকদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

চার ঃ সকলেই নিজ স্থানে দায়িত্বশীল

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

মালিক শ্রমিকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আবার শ্রমিক মালিকের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

সরকারের দায়িত্ব

একঃ ইনসাফের সাথে মিমাংসা করা

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

লোকদের মধ্যে যখন কোন বিষয় ফয়সালা করবে তবে ইনসাফের সাথে করবে। (নিসা-৫৮)

দুইঃ মালিক ও শ্রমিকের বিরোধে সমঝোতার চেষ্টা করা

فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

অতঃপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে মীমাংসা, সমঝোতা করে দাও। আর ইনসাফ কর, আল্লাহ্ ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন।
(হুজুরাত-২)

তিনঃ বেকার লোকদের কর্মসংস্থানঃ সরকারের দায়িত্ব

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ (صـ) يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِى بَيْتِكَ شَيْئٌ فَقَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اِئْتِنِى بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَ هُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِيَدِهِ وَ قَالَ مَنْ يَّشْتَرِى هٰذَيْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ فَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اِشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَ اشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُّوْمًا فَأْتِنِىْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) عُوْدًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَ لَا اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَهُ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَّبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْاَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُّدْقِعٍ اَوْلِذِىْ غُرْمٍ مُّفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُّوْجِعٍ

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিতঃ আনসারীদের এক ব্যক্তি নবী করীম (স) এর নিকট সওয়ালে করতে আসলো। নবী তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে

বলল, একটি কম দামী কম্বল আছে, যার এক দিক আমরা গায়ে দেউ আর অপর দিক বিছিয়ে থাকি এবং একটি কাঠের পেয়ালা আছে, যাতে করে আমরা পানি পান করি। হুজুর (স) বললেনঃ উভয়টি আমার নিকট নিয়ে আস। সে উভয়টি তাঁর নিকট নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ (স) উভয়টিকে নিজের হাতে গ্রহণ করে বললেনঃ এ দুইটি জিনিস কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বললঃ আমি উভয়টি এক দেরহামে নিতে পারি। হুজুর (স) দুইবার অথবা তিনবার বললেনঃ এক দেরহামের বেশী কে দিতে পারে? এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ হুজুর আমি দুই দেরহাম নিতে পারি। তিনি উভয়টি তাকেই দিলেন। হুজুর (স) দেরহাম দুইটি নিলেন এবং আনসারীকে দিয়ে বললেনঃ যাও, এক দেরহাম দিয়ে খাদ্য খরিদ কর এবং তা নিজের পরিবারকে দাও, আর অপর দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল খরিদ কর এবং তা আমার নিকট নিয়ে আস। কথামতো সে তা নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ (স) আপন হাতে তাতে কাঠের বাঁট লাগালেন অতপর বললেনঃ যাও, কাঠ কাটতে থাক এবং বিক্রি করতে থাক। খবরদার, আমি যেন পনের দিন তোমাকে এখানে না দেখি। সে ব্যক্তি চলে গেল এবং সে মতে কাঠ কাটতে ও বিক্রি করতে লাগলো। (পনের দিন পর) সে হুজুরের (স) এর নিকট আসলো। তখন সে দশ দেরহামের মালিক। অতঃপর সে এর কিছু দ্বারা বস্ত্র খরিদ করলো এবং কিছু দ্বারা খাদ্য। এ সময় হুজুর (স) বললেনঃ এটা তোমার জন্য সওয়াল করা অপেক্ষা উত্তম। অথচ সওয়াল কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগ স্বরূপ হবে। মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষে সওয়াল করা সংগত নয়। সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, অপমানকর দেনার দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং পীড়াদায়ক রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।

(আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

শ্রমিকের অধিকার

১। সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দেয়া যাবে না।

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

কোন ব্যক্তিকে তার শক্তি-সামর্থের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া যাবে না। (বাকারা-২৩২)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (নিসা-২৮)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُرَيْثٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ قَالَ مَاخَفَّفْتَ عَلٰى خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ اَجْرًا فِىْ مَوَازِيْنِكَ

ইমরান ইবনে হারেস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা কাজের লোকদেরকে যে পরিমাণ হালকা কাজ দিবে, কিয়ামতের দিন তার ওজন সে ভাবে হালকা গ্রহণ করা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

২। শিশু শ্রম নিষিদ্ধ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

কোন মানুষকে আল্লাহ তার শক্তি-সামর্থের অতিরিক্ত কষ্ট দিবেন না। (বাকারা-২৮৬)

عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا

আমার ইবনে শোয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ দেখায় না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

৩। মজুরী নির্ধারণ করা

وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِمَّا عَمِلُوْا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ

প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তার আমল অনুপাতে নিরূপীত হবে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পুরা মাত্রায় প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। তাদের প্রতি কখনও যুলুম করা হবে না। (আহকাফ-১৯)

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى عَنْ اِسْتِجَارَةِ الاَجِيْرِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ

রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, বেতন-ভাতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করার পূর্বে কাজে নিয়োগ করতে। (বায়হাকী)

৪। নিম্নতম মজুরী

নিম্নের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ করতে হবে।

(ক) মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) هُمْ اِخْوَ انُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَ لْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, তারা তোমার ভাই, যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করেছেন, তাদেরকে তাই খেতে দিবে, তোমরা যা নিজেরা খাও, তাদেরকে তাই পরিধান করতে দিবে যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। (বুখারী, মুসলিম)

(খ) পোষ্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যদের ভরণ-পোষণের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। (মেশকাত)

৫। বেতন পরিশোধ নীতি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اُعْطُوا الْاَجِيْرَاَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عِرْقُهٗ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ করে দাও। (ইবনে মাযা)

৬। মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার

মুনাফায় শ্রমিকদেরকে অংশ দিলে শ্রমিকেরা নিজ কাজের মত দায়িত্ব পালন করবে।

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

সম্পদ এমনভাবে বন্টন কর, যেন তা শুধু ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। (হাশর-৭)

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ

যেন তারা তার ফল খেতে পারে, লাভ করতে পারে, যা তাদের হাত দ্বারা সম্পন্ন করেছে। (ইয়াসিন-৩৫)

قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اُعْطُوْا الْعُمَّالَ مِنْ عَمَلِهٖ فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهِ لَا يُخَبُّ

নবী করিম (স) বলেছেন ঃ মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهٗ طَعَامَهٗ ثُمَّ جَاءَ بِهٖ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهٗ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهٗ فَلْيَاْكُلْ فَاِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের খাদেম যদি তোমার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধুম্র তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সংগে বসিয়ে খাওয়াবে, খানা যদি অল্প হয় তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম)

৭। ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

তুমি লোকদের সাথে প্রত্যেক বিষয় পরামর্শ কর। (ইমরান-১৫৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارَكُمْ وَ اَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا

আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন তোমাদের শাসকেরা চরিত্রবান হবে, সম্পদশালী লোকেরা দানশীল হবে এবং পারস্পরিক বিষয় পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন অবশ্যই পৃথিবীর নীচের অংশের চাইতে উপরের অংশ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (তিরমিযী)

শ্রমিকরা ব্যবস্থপানায় অংশ গ্রহণ করলে মালিকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তব ময়দানের অভিজ্ঞতা দ্বারা উত্তম ও বাস্তব ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

৮। ছুটি লাভের অধিকার

وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

তিনি তোমাদেরকে বোঝা হতে মুক্ত করেন এবং শৃংখলে আবদ্ধ লোকদের পরিত্রাণ করে দেন। (আরাফ-১৫৭)

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা নম্রতা আরোপ করতে চান, কঠোরতা ও কাঠিন্য আরোপ করতে ইচ্ছুক নন। (বাকারা-১৮৫)

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ مَا خَفَّفْتَ عَلٰى خَادِمَكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ اَجْرًا فِىْ مَوَازِيْنِكَ

উমর ইবনে হুরাইস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে।

শ্রমিকদের কাজের মধ্যে অবসর ও ছুটির ব্যবস্থা করে দেয়া বড় সওয়াবের কাজ এবং ইসলামের বিধান।

৯। চাকুরির নিরাপত্তা

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।
(শোয়ারা-৩১৫)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ

মন্দের প্রতিফল সে রকমের মন্দ, পরে যে কেউ ক্ষমা করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়। যারা যুলুম করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (صـ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ اَعْفُوْا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীমের (স) নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল। চাকর বাকরকে আমি কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। অতঃপর তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে, তিনি জবাব দিলেন দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে। (আবূ দাউদ)

১০। ওভার টাইম ও বোনাস

فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

তাদেরকে ভাল কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশি দিবেন। (নিসা-১৭৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শক্তি-সামর্থের অতিরিক্ত কাজ তাদের (শ্রমিক) উপর চাপাবে না। যদি কখনও কোন অতিরিক্ত কাজ চাপাতে হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে। (অর্থাৎ অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন-ভাতা বা জনবল দ্বারা সাহায্য কর।) (বুখারী)

১১। সংগঠন করার অধিকার

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরা সে সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে। (আল-ইমরান-১১০)

ইসলামের সকল ইবাদত জামায়াতের সাথে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ইসলাম পছন্দ করে না। সংগঠন ও দলবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে কল্যাণের দিকে সত্যের দিকে ডাকবে, অন্যায় থেকে বিরত রাখবে এবং যে কোন ভাল কাজে সহযোগিতা করবে।

১২। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার

পেশা ভিত্তিক সংগঠনকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে। পেশায় নিয়োজিত লোকদের মর্যাদা, স্বার্থ, নিরাপত্তার ও যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে।

আধুনিক আরবী পরিভাষায় نقيب অর্থ ট্রেড ইউনিয়ন এবং نقبه অর্থ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। আল-কুরআনে সুরা মায়েদার উল্লেখ আছে ঃ

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَ ائِيْلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

আল্লাহ বনী ইসরাইলদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারজন নকীব' (পেশা, ট্রেড ভিত্তিক নেতা) নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বললেন "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ কর এবং তাদের সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি কর ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর তাহলে আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন বাগিচায় বসবাস করতে দিব যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করবে তারা বিভ্রান্ত। (মায়েদা-১২)

বনী ইসলাইলদের মধ্যে সম্ভবতঃ ১২টি পেশা ভিত্তিক দল ছিল এবং প্রত্যেক পেশার লোকদের থেকে একজন করে নেতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। তাদের শক্তি-সামর্থ দ্বারা নবীকে সর্বাত্মক সাহায্য ও আল্লাহর বিধান মেনে চলার পাকা ওয়াদা গ্রহণ করা হয়েছিল। সর্ব যুগেই অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চলে আসছে তবে আল্লাহর বিধান পালন করার মধ্যেই শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তাই আল্লাহ বনী ইসরাইল কাওমের শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে সেদিকে চলার আহবান জানান।

ইসলামী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য

১। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি, তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। (আল-ইমরান-১১০)

২। ভাল-কল্যাণের কাজে সাহায্য ও অন্যায় কাজে সাহায্য না করা

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

তোমরা ভাল ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। আর অন্যায় ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে এক বিন্দু সাহায্য-সহযোগিতা কর না। (মায়েদা-২)

৩। সকলের মধ্যে ইনসাফ সৃষ্টি করা

اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

তোমরা যখন লোকদের মধ্যে ফয়সালা কর তখন অবশ্যই ইনসাফ করবে। (নিসা)

৪। মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা

اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ

সে মহান সত্তা যিনি মানুষের ক্ষুধায় খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কোন মানুষ বা মালিক যাতে অসহায় মানুষের খাদ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে না পারে, সে বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রাখা মুমিনের কর্তব্য।

৫। মানুষের জীবন, মান-মর্যাদা ও ভয় ভীতির নিরাপত্তা

اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

যিনি ক্ষুধায় খাদ্য দান করেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেন। (কুরাইশ)

মানুষের অত্যাচার, যুলুম থেকে অসহায় মানুষকে রক্ষা করা মুমিনের দায়িত্ব।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দও উক্ত পাঁচটি লক্ষ্যে কাজ করলে অসহায় শ্রমজীবি মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব।

৬। অন্যায় ও যুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অধিকার

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

তাদেরকে সংগ্রাম-যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হল, যাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। (হজ্জ-৩৯)

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আর যে সব লোক যুলুমের প্রতিশোধ নিবে, তাদেরকে কোন রূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না। তিরস্কার পাবার যোগ্য সে সব লোক, যারা অন্যদের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে। (সুরা-৪১)

অন্যায় ও যুলুমের প্রতিশোধের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা অপরাধ।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

যে বিদ্রোহী নয়, সীমালংঘনকারী নয়, সে যদি অন্যায় করতে বাধ্য হয় তাহলে তার অপরাধ ধরা যাবে না। (বাকারা)

বিচার ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থা ব্যতীত একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া যায় না। যেখানে কোন রাষ্ট্র আছে সেখানে বিচার ব্যবস্থাও আছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতীত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই, তাদের বিচার ব্যবস্থা যতই ইনসাফপূর্ণ হোক না কেন, দেশের জনগণ তা মানতে বাধ্য নয়। বিচারের রায় বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রীয় শক্তি অপরিহার্য।

আল-কোরআনের বিধান মোতাবেক বিচারক হচ্ছেন মহান আল্লাহ, তাঁরই বিধান ও নির্দেশ মোতাবেক বিচার করা খেলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ

তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার কর। লোকদের খামখেয়ালীর অনুসরণ কর না। (মায়েদা-৪৯)

وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

তাদের সাথে (নবীদের) কিতাব নাযিল করেছি, সত্যতা সহকারে, যেন মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারে। (বাকারা-২১৩)

আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার না করা কুফরী

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে, তোমরা নগণ্য মূল্যে আমার আয়াতসমূহ বিক্রয় করবে না। যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে না, তারা কাফের। (মায়েদা-৪৪)

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাকে তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দিবে, তা মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তার সামনে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিবে। (নিসা-৬৫)

মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজের সিফাতের শপথ করে বলেছেন, যারা নবীর বিচার-ফয়সালা মানতে সংকোচ বোধ করে, তারা কখনও ঈমানদার হতে পারে না। নবীর বিচার-ফয়সালা অস্বীকার করা দূরে থাক, বরং নবীর-ফয়সালায় সন্দেহ পোষণ করলেও সে মোমেন হতে পারে না।

ন্যায় বিচারের নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ সকল নবীদেরকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবীদের অনুসারীরাও এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত।

اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ

তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। (নিসা)

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ

আপনি লোকদেরকে বলে দিন, আমার প্রভু আমাকে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। (মায়েদা-৮)

وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ

তোমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। (শুরা-১৫)

ন্যায় বিচার ফর্মুলা

নিম্নের নিয়ম-নীতি অনুসারে বিচার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হতে হবে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য।

১। কারো প্রতি সহানুভূতি না দেখান

ন্যায় বিচার করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, কারো প্রতি সহানুভূতি না দেখান, সে যেই হোক না কেন। আল্লাহ্ এ নীতি কঠোরভাবে পালন করার জন্য কুরআনে নির্দেশ জারি করেছেন।

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنِ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে ন্যায়নীতি নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের সুবিচার যদি তোমাদের নিজদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ উত্তম। তোমরা নিজদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায় বিচার হতে বিরত থেক না। (আরাফ-২৯)

২। কোন অত্যাচারীকে ভয় করা যাবে না

আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বিচার করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন অত্যাচারীর অত্যাচারকে পরোয়া করা যাবে না।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلاَ تَاْخُذُكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকর কর। আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন অত্যাচারীর অত্যাচার তোমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে না পারে। (ইবনে মাযা)

৩। অপরাধীকে ক্ষমা করার অধিকার কারো নাই

আল্লাহ হচ্ছেন মূল বিচারক। মানুষ তার খলীফা। তার খলীফা হিসেবে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বিচার করবে। মহান আল্লাহ যে অপরাধের ব্যাপারে যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, দুনিয়ার কোন বিচারক তা পরিবর্তন ও ক্ষমা করার সামান্যতম অধিকার রাখে না।

وَ لاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ

আল্লাহর দ্বীনে বিচারের ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন কর না, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখ। (নুর-২)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثْرَ اتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ সম্মানিত লোকদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ক্ষমা হতে পারে না। (আবু দাউদ)

৪। অপরাধ প্রামাণ সাপেক্ষ

কেউ মৌখিকভাবে অভিযোগ করলেই হবে না বরং আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে এবং সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে।

وَ لَوْلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُوْلٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

তারা চারজন সাক্ষী পেশ করল না কেন? তারা যখন সাক্ষী পেশ করতে পারল না, তখন তারাই আল্লাহর নিকট মিথ্যুক। (নুর-১৩)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لَوْيُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوٰهُمْ لاَدَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ اَمْوَا لَهُمْ وَ لٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, যদি লোকদের দাবীর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও সম্পদের দাবিদার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

(কারো জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে না) অতএব দাবিদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে। (মুসলিম)

৫। সন্দেহপূর্ণ শাস্তি অবৈধ

وَ لاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

এমন বিষয়ে জড়িত হবে না যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার নেই। (ইসরা-৩৬)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ يُخْطِئُ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন, যতটুকু সম্ভব মুসলমানকে শরিয়তের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দাও। কেননা ইমাম কাউকে ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুল করে মুক্তি দেয়া উত্তম। (তিরমিযি)

৬। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না।

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى

কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন মানুষের বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু তাই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করেছে।

وَ لاَ يُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْمَةِ اَبِيْهِ وَ لاَ بِجَرِيْمَةِ اَخِيْهِ

নবী করীম (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিই তার পিতার অপরাধে কিংবা তার ভাইয়ের অপরাধে অভিযুক্ত হবে না।

৭। বাদী-বিবাদী বিচারকের নিকট উপস্থিত থাকতে হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ (رضـ) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, নবী করীম (স) ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সামনে বসাতে হবে। (আবু দাউদ, আহমদ)

৮। অপরাধ করতে বাধ্য করলে সে ক্ষমা পাবে

কাউকে অপরাধ করতে বাধ্য করলে সে ক্ষমার যোগ্য।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ

যে বিদ্রোহী নয়, সীমালংঘন কারী নয়, তবুও সে যদি অন্যায় করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না। (বাকারা-১৭৩)

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَنِ

যে ব্যক্তি কারো দ্বারা অন্যায় করতে বাধ্য হয় আর তার দিল যদি ঈমানের উপর স্থিতিশীল থাকে, তাহলে সে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। (নাহল-১০৬)

৯। ভুল বশতঃ অপরাধ করলে সে ক্ষমা পাবে

وَ لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

তোমরা যা ভুল কর, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের দিল যা ইচ্ছায় করে। (আহযাব-৫)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَنِىْ عَنْ اُمَّتِىَ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার জন্য আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ভুলে যাওয়া পাপ এবং তার সে কাজ যা তাকে করতে বাধ্য করেছে এড়িয়ে যাবেন। (ইবনে মাযা)

১০। তিন ব্যক্তি শাস্তি থেকে ক্ষমা পাবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمُبْتَلٰى حَتّٰى يَبْرَأَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَكْبَرَ

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিদ্রিত-জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, পাগল-ভাল না হওয়া পর্যন্ত এবং বালক পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী বলে অভিযুক্ত হবে না। (আবু দাউদ)

বিচারকের প্রকারভেদ

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَا نِ فِى النَّارِ فَاَمَّاالَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَفِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ

হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার, তন্মধ্যে একজন জান্নাত লাভ করবে আর দুজন জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি সত্যকে জেনে তদানুযায়ী বিচার করেছে, সে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে। যে ব্যক্তি সত্যকে জেনে অবিচার করেছে, সে জাহান্নামী হবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা নিয়ে জনগণের বিচার করে, সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ)

সাক্ষীর দায়িত্ব

১। সাক্ষ্য গোপন না করা

যা সত্য তাই সাক্ষ্য প্রদান করা এবং কারো স্বার্থে সাক্ষ্য গোপন রাখা অপরাধ।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তার অপেক্ষা যালেম আর কে হতে পারে, যার দায়িত্বে আল্লাহর নিকট হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে ব্যক্তি তা গোপন করে। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। (বাকারা-১৪০)

২। সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হওয়া

وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا

যখন সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। (বাকারা-২৮২)

কতিপয় অপরাধ ও তার শাস্তি

হত্যার বিচার

কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর বিচার হচ্ছে হত্যার পরিবর্তে হত্যা। অবশ্য যদি যাকে হত্যা করা হয়েছে, তার উত্তরাধীকারীরা বিনিময় নিয়ে ক্ষমা করে দেয় তাহলে হত্যাকারী মুক্তি পেতে পারে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! নর হত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কেসাস গ্রহণ ফরয করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করলে তার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। (হত্যা কারীর বিনিময়ে গোলাম হত্যা করলে হবে না) ক্রীতদাস হত্যা করলে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী হত্যা করলে তার বিনিময়ে সে নারীকেই হত্যা করা হবে। অবশ্য যদি কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় তবে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রক্তপাতের বিধান হওয়া আবশ্যক এবং সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। তার পরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। হে বিবেকবান মানুষ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে। আশা করা যায় যে, তোমরা এ আইন লংঘন করা হতে বিরত থাকবে। (বাকারা ঃ ১৭৮-১৭৯)

উল্লিখিত আয়াতে হত্যার বিচারের বিধি বিধান আলোচনা করা হয়েছে যেমন–

১। হত্যার বিচার হচ্ছে হত্যাকারীকে কেসাস। অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা করা।

২। যে হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করতে হবে, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে হত্যা করা যাবে না যেমন ধনীর পরিবর্তে গরীব, মালিকের পরিবর্তে গোলাম, রাজার পরিবর্তে কোন অসহায় প্রজা, পুরুষের পরিবর্তে নারী হত্যা করা যাবে না।

৩। যাকে হত্যা করা হয়েছে তার উত্তরাধীকারীরা অর্থের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে।

৪। উভয় পক্ষ মীমাংসার সিদ্ধান্তে পৌঁছলে টালবাহানা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫। বিনিময় মূল্য নির্ধারণ না করে প্রচলিত নিয়ম-নীতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

৬। কেসাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, কোন সমাজে যদি হত্যার বিচার হত্যা না থাকে তাহলে সে সমাজে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকে না। তাই মহান আল্লাহ কেসাসকে জীবনদায়িনী শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

জেনার শাস্তি

ইসলামে জেনাকে মারাত্মক অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এতে বংশ বিস্তারে বৈধতা ধ্বংস হয়ে যায়। কোন বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী জেনায় লিপ্ত হলে তাদেরকে রজম করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বলা হয়েছে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী হলে তাদের শাস্তি একশত বেত মারা।

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لاَ تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ব্যাভিচারী পুরুষ ও ব্যাভিচারিণী নারী তাদের প্রত্যেককে একশত দোররা মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর না, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখ। তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় মোমেনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (নুর-২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ زَنٰى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَرَجَمَ وَ كَانَ قَدْ اَحْصَنَ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী (রা.) হতে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট বললেনঃ সে জেনা করেছে, অতঃপর সে নিজের প্রতি নিজেই চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলো (জেনার স্বীকৃতি দিলে) রাসূলুল্লাহ (স) তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলেন, সে ছিল বিবাহিত পুরুষ। (বুখারী)

ব্যাভীচারীর সাক্ষী চারজন

জেনার শাস্তি যেরূপ কঠিন, তার সাক্ষীও সেরূপ সুস্পষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ জেনারত অবস্থায় দেখা চারজন সাক্ষী থাকতে হবে।

وَ الّتِى يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

তোমাদের স্ত্রী লোকদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারের কাজে লিপ্ত হয় তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী গ্রহণ কর। (নেছা-১৫)

চার বিবাহ

ইসলাম জেনা বন্ধ করার জন্য বিবাহ প্রথাকে সহজ করে দিয়েছে এবং একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখার অধিকার প্রদান করেছে।

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ

যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্যে হতে দু'জন, তিনজন ও চারজন বিবাহ করে লও। (নেছা-৩)

জেনার অপরাধের শাস্তি

কেউ যদি কারো প্রতি জেনার অভিযোগ আনে আর তারা যদি চারজন সাক্ষী অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারে অথবা মিথ্যা অভিযোগ করে তাহলে তাদের শাস্তি আশি দোররা।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ

যারা পবিত্র চরিত্র স্ত্রী লোকদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মার এবং কখনও তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে না। (নূর-৪)

পুরুষে পুরুষে যৌনক্রিয়ার শাস্তি

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ وَ مَنْ وَ جَدْ تُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ وَ مَنْ وَ جَدْتُّمُوْهُ وَ قَعَ عَلٰى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْا الْبَهِيْمَةَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যাকে কাওমে লুতের কাজে লিপ্ত পাবে (পুরুষে পুরুষে যৌনক্রিয়া) তাদের উভয়কে হত্যা কর এবং যাকে পশুর সাথে যৌন ক্রিয়া অবস্থায় লিপ্ত পাবে তাকে হত্যা কর আর পশুটিকেও হত্যা কর।

(মুসনাদে আহমদ)

ডাকাত ও সন্ত্রাসের শাস্তি

ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা সমাজের মধ্যে হাঙ্গামা, অশান্তি, বিপর্যয় সৃষ্টি করে এমনকি মানুষকে হত্যা করার মত অস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাই তাদের শাস্তি কঠোর করা হয়েছে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ান হবে অথবা তাদের হস্তপদ সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হল তাদের জন্যে লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু। (মায়েদা-৩৪-৩৬)

ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির দ্বারা সে সব লোক বুঝান হচ্ছে, যারা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুন, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। কোন ডাকাত বা সন্ত্রাসী যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে অর্থাৎ তার আচার-আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সে ভালো হয়ে গেছে, কোন অন্যায় কাজের সাথে জড়িত নয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর তওবা করলে তা গ্রহণীয় হবে না।

চোরের শাস্তি

কেউ চুরি করলে তার শাস্তি কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

চোর পুরুষ হোক বা নারী তাদের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহর পক্ষ হতে শিক্ষামূলক শাস্তি। (মায়েদা-৩৮)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ এক চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে। (বুখারী)

وَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لَا قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ

হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ ফল ও তরকারী চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না। (আহমদ, তিরমিযী)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, সামান্য মূল্যের জিনিসপত্র, তরী-তরকারী ও অভাবের তাড়নায় জীবন রক্ষার জন্যে চুরি করলে তাদের হাত কাটতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন।

اَنَّ السَّارِقَ اِذَاتَابَ سَبَقَتْهُ يَدُهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِنْ لَمْ يَتُبْ سَبَقَتْهُ يَدُهُ اِلَى النَّارِ

(নবী করীম (স) বলেন), যদি চোর তাওবা করে তাহলে তার কর্তিত হাত তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর তাওবা না করলে জাহান্নামী হবে।

মদ্যপায়ীর বিচার

ইসলাম মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ মদ মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিঘ্ন ঘটায় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আজকের বিশ্বের বিজ্ঞানী ও ডাক্তারগণ ইসলামের বিধানের সাথে একমত হয়েছেন যে, মদ, নেশা মানুষের জীবনের জন্য ক্ষতিকর। তাই নেশাজাতীয় বস্তু থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মাদকদ্রব্য, জুয়াখেলা, বেদী স্থাপন ও গণনা শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা তা পরিহার কর। (মায়েদা-৯০)

وَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَااَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে দ্রব্য নেশা সৃষ্টি করে তা পরিমাণে বেশী হোক কম হোক হারাম। (আহমদ)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَ جَلَدَ اَبُوْبَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) মদ্যপায়ীকে খেজুর গাছের ডালা ও জুতা দ্বারা আঘাত করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) চল্লিশ চাবুক লাগিয়েছেন। (বুখারী)

যারা মদ তৈরি করে পাচার করে এবং মদ পান করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে নবী করীম (স) তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন।

فَاِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ

যদি তারা ফিরে না থাকে তাদেরকে হত্যা কর। (মুসনাদে আহমদ)

যারা মদ তৈয়ার করে, পাচার করে এবং মদ পান করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে তাদেরকে প্রথমে সতর্ক করতে হবে, এসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তাকিদ প্রদান করতে হবে, যদি বিরত না থাকে তাহলে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যাদুকরের শাস্তি

যাদুকর যাদুর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়, ভয় দেখায় এবং মানুষের ক্ষতি করে। তাই ইসলাম যাদুকে হারাম ঘোষণা করেছে।

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

তোমরা কি জেনেশুনে যাদু বাক্য শুনতে এসেছ। (নিসা-৩)

হযরত জুন্দুর (রা.) থেকে মওকুফ ও মরফু উভয় ধরনের সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম (স) বলেছেন ঃ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

যাদুকরের সাজা হল তরবারীর আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া। (তিরমিযি)

কুরআন ও বিজ্ঞান

পবিত্র কুরআন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও শাসকের পবিত্রবাণী। আল কুরআনের বিপরীত সকল কথা ও কাজ অনুমান অসত্য ও গোমরাহী। কুরআনে প্রতিটি কথাই সত্য, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন নিজেই সর্বকালের সারা বিশ্বের পণ্ডিতের নিকট এ কেতাব থেকে একটি ভুল খুজে বের করার চ্যালেঞ্জ পেশ করেছে। মহান আল্লাহ আল কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলেছেন। আল কুরআনই সর্ব প্রকার বিজ্ঞানের উৎস। তাই বিজ্ঞানের সত্যকে খুজে পেতে হলে আল কুরআন নিযে চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাতে হবে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যত সত্য আবিষ্কার করেছেন আল কুরআনে তার নির্দেশনা রয়েছে।

দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহাম্মদ এজাজা আল খতিব বলেছেন পবিত্র কুরআনে ২৫০টি আয়াতে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে এবং ৭৫০টি আয়াতে মুমেনদের জন্য বিজ্ঞানচর্চা প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক অনুসন্ধানের আদেশ করা হয়েছে। ত্রিপলীর আল ফাতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ডঃমনতাসেরের মতে, 'ইলম' শব্দের অর্থ বিজ্ঞান।

আল কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞান

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (يونس - ١)

এ হচ্ছে এক অতীব বিজ্ঞময় কিতাবের আয়াতসমূহ

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (يسن -٢)

বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।

আল কুরআন সমস্ত মানবজাতির সত্যের পথ নির্দেশকারী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ (بقره - ١٨٥)

রমযান মাস, যে মাসে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন যা সমগ্র মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দেয়।

কুরআন হচ্ছে মহাজ্ঞানের কিতাব

কুরআনে পাকে মানবজাতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ (الحل - ٦٤)

তোমার প্রতি আমি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا (انعام ١١٥)

আল্লাহর বাণী সত্য ও ইনসাফে পরিপূর্ণ।

তোমার রবের কথা সত্য ও ইনসাফে পরিপূর্ণ।

আল কুরআনের কোন কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ (بقره - ٢)

এ কিতাব এমন যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

সর্বকালের সমগ্র বিশ্বের সকল পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও নেতাদের নিকট আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِ نْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَيَاْ تُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا وَلَقَدْ صَرَّ فْنَالِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا (بنى اسرايل : ٨٩-٨٨)

আপনি বলে দিন যদি মানুষ ও জ্বিন সকলে এ উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এরূপ কুরআন রচনা করবে, তথাপিও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়। আর আমি মানব জাতীর জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি। তথাপিও অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করছে। (বনী ইসরাইল ঃ ৮৮-৮৯)

কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার তাকিদ

اَفَلاَ يَتَدَ بَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ (النساء ٨٢)

তবে কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করো না

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (محمد ٢٤)

তবে কি ইহারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না, না কি অন্তরসমূহের উপর তালা লেগে রয়েছে। (মুহাম্মদ ঃ ৪২)

বিজ্ঞানীদের মূল কাজ হচ্ছে চিন্তা গবেষণা করে মূল সত্য উদঘাটন করা। আর কুরআন চিন্তা গবেষণার উপর তাকিদ প্রদান করেছে।

কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে মূল সত্য ও বাস্তবতা সহজেই উদঘাটন করা যায়। পৃথিবীতে অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তা গবেষণা করে মূল সত্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকের সিদ্ধান্তকে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। তাই মহান আল্লাহ মানব জাতীকে সত্য উদঘাটনের জন্য কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে বলেছে।

কুআনে অনেক চিন্তা, গবেষণা করার অনেক বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (بقره : ١٦٤)

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রি আগমনে এরা জাহাজসমূহ যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পন্যদ্রব্য নিয়ে আর পানিতে, যা আল্লাহ আসমান হতে বর্ষন করেন। অতঃপর সরস ও সতেজ করে উহা দ্বারা যমিনকে। উহা অনুর্বর হওয়ার পর সর্বপ্রকার জীবজন্তু উহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর বায়ু রাশির পরিবর্তনে এবং মেঘমালারর যা আসমান ও যমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে। প্রমান সমূহ আছে সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (বাকারা ঃ ১৬৪)

সৃষ্টি তথ্য

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ এবং তারই পরিকল্পনায় সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (بروج : ١٦)

আল্লাহর যা ইচ্ছা তা সম্পন্ন করেন। (বুরুজ ঃ ১৬)

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (انعام - ٧٣)

তিনি (আল্লাহ) সঠিকভাবে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি কোন কিছু সম্পর্কে বলেন হয়ে যাও, তখন হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য এবং সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব চলছে। (আনআম ঃ ৭৩)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَلْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ ايام (سجده-٤)

আল্লাহ তিনিই যিনি আকাশমণ্ডল ও জমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। (সাজদা ঃ ৪)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ (دوخان-٧)

তিনি আকাশমণ্ডল যমীন ও এতোদভয়ের মধ্যে যা কিছ আছে, প্রতিপালন করেন। যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও। (দোখান ঃ ৭)

বিশ্ব সৃষ্টির মৌল প্রক্রিয়া

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ (حم سجده-١١)

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। (সাজদা ঃ ৭)

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ (انبيا - ٣٠)

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়াছিল ওতোপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না। (আম্বিয়া - ৩০)

আধুনিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার আদিতে আকাশ নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক পৃথক সত্তা ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কনার সমষ্টি। যাকে বলা হয় নীহারিকা। কুরআনের পরিভাষায় (দোখানা)। এ নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গৃহ নক্ষত্র সূর্য ও পৃথিবীতে পরিণত হয়।

শূণ্য থেকে মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

اَوَلاَ يَذْكُرُالاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (مريم : ٦٧)

মানুষ কি স্মরণ করে না যে তাকে আমি সৃষ্টি করেছি যখন তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। (মরিয়ম ঃ ৬৭)

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (يسن : ٨٢)

তিনি (মহান আল্লাহ) যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি শুধু বলেছেন 'হও' ফলে উহা হয়ে যায়। (ইয়াসিন ঃ ৮২)

সৃষ্টি সর্বত্রই রয়েছে জোড়ার খেলা

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَيَعْلَمُوْنَ (يسن : ٣٦)

পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষকে এবং উহারা যা জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (ইয়াসিন ঃ ৩৬)

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে জোড়া যেমন জড়বস্তুর পরমাণুতেও আছে প্রোটনস ও ইলেকট্রনসের জোড়া, জীবকোষের নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটনস ও নিউট্রনসের জোড়া। প্রাণী জগতে আছে পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া, প্রাণী দেহের সর্বপ্রথম কোষ ভ্রনের মধ্যে আছে ক্রোমজমের জোড়া।

আল্লাহর সৃষ্টি অগণিত

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَالْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ- وَلَوْاَنَّ مَا فِى الاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌحَكِيْمٌ (لقمان : ٢٧-٢٦)

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই, আল্লাহ তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসশিত, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (লোকমান ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহর মহাসৃষ্টি মহাশূন্যের মধ্যে অবস্থান করছে

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (رعد - ٢)

আল্লাহ উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা এটা দেখেছ। (রায়াদ ঃ ২)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (لقمن ١٠)

তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছে স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা এটা দেখেছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছে পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছে সর্ব প্রকার জীবজন্তু। (লোকমান ঃ ১০)

আল্লাহর মহাসৃষ্টি ভারসাম্যপূর্ণ ও নিঁখুত

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَاتَرٰى فِى خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَحَسِيْرٌ (الملك ٣.٤)

যিনি সৃষ্টি করেছে স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁৎ দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ক্রটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (মুলক ঃ ৩, ৪.)

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ (يسن - ٤٠)

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, এবং রাত্রের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে। (ইয়াসিন ঃ ৪০)

মানব জাতি সৃষ্টির সেরা

وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا (اسرا - ٧٠)

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চাল চলাচলের বাহন দিয়েছি। উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (বনি ইসরাঈল ঃ ৭০)

মানবজাতি সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (التين ٤)

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে (দৈহিক ও মানসিক) (তীন ঃ ৮)

মানুষকে আল্লাহর খলীফা করে সৃষ্টি করা হয়েছে

وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (البرق - ٣٠)

স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতেছি। (বাকারা ঃ ৩০)

সৃষ্টির সবকিছু মানব জাতির কল্যাণের জন্য

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِى ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الجاثية - ١٢)

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (জাসিয়া -১২)

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ (نحل ١٢)

তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছে রাত্র, দিন, সূর্য্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্র রাজি অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। (নাহাল ঃ ১২)

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (الرحمن ١٤)

মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছে পোড়ামাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে। (আররহমান ঃ ১৪)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (طه ٥٥)

মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং উহা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করা হবে। (ত্বহা ঃ ৫৫)

মানুষ পানি হতে সৃষ্ট

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا (فرقان ٥٤)

তিনি মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। (ফোরকান ঃ ৫৪)

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ (المرسلات ٢٠)

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করি নেই। (-- ঃ ২০)

মানুষের জন্ম পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্র হতে

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (النحل - ٤)

তিনি শুক্র হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (নাহাল ঃ ৪)

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (الدهر - ٢)

আমিত মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে। (দাহার ঃ ২)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

(الطارق - ٦.٧)

তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। যা নির্গত হয় (পুরুষের) মেরুদণ্ড ও (স্ত্রীর) বক্ষের মধ্য হতে। (তারেক ঃ ৬, ৭)

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُونِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ

তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে (১. মাতৃজঠর, ২. জরায়ু, ৩. ঝিল্লির আচ্ছাদন- এই ত্রিবিধ অন্ধকার) পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (যুমার ঃ ৬)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ (المومنون - ١٤-١٢)

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি একে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে শুক্রবৃন্দকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে ঢেকে দেই গোশতের দ্বারা। অবশেষে উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। (মুমিনুন ঃ ১২-১৪)

وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ط وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ (الحج - ٥)

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তাকে শিশুরূপে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনি, পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও তোমাদের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটান হয় এবং কেউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে যা কিছু জানত সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। (হজ্জ ঃ ৫)

মানুষের বংশ বৃদ্ধি

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً (النحل - ٢٧)

আল্লাহ তোমাদের থেকে সৃষ্টি করেছে তোমাদের জোড়া এবং এ জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি। (নাহাল ঃ ৭২)

যৌন শিক্ষা

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ (بقره - ٢٢٣)

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য ক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। (বাকারা-২২৩)

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِىْ الْمَحِيْضِ وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (بقره - ٢٢٢)

তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সংগ বর্জন কর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সগম করবেনা। সুতরঅং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সে ভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ (بقره - ١٨٧)

রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। (বাকারা-১৮৭)

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَفُسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ (بقره -١٩٧)

যারা হজ্জ করার নিয়ত করেছে, সে সময় কোন স্ত্রী মিলন অন্যায় আচারণ ও কলহ বিবাদ নেই। (বাকারা-১৯৭)

প্রাণের উৎপত্তি

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ (نور - ٤٥)

আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। (নূর-৪৫)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبياء - ٣٠)

আমি প্রাণবান সমস্ত কিছু পানী হতে সৃষ্টি করলাম। (আম্বিয়া-৩০)

জীব বিজ্ঞান

উদ্ভিদ জগৎ

هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ (النحل ١١-١٠)

তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষন করেন যা তোমাদের জন্য পানীয় এবং ইহা জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। উহার দ্বারা তোমাদের জন্য মাঠে মাঠে ফসল ফলান- জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর- বানান এবং সকল রকম ফল-মূল জন্মে। (নাহাল-১০-১১)

জন্তু জগৎ

وَالاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (النحل -٥)

তিনি তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে রয়েছে শীত নিবারক উপকরণ, বহু প্রয়োজনীয় সেবা ও খাদ্য। (নাহাল-৫)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (النحل-٨)

তোমাদের ভারী বোঝাসমূহ বহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ সৃষ্টি করেন আর এমন কিছু যা তোমরা জান না। (নাহাল-৮)

জন্তু জগতের সামাজিক বন্ধন

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ (الانعام - ٣٨)

জমিনে বিচরণকারী কোন জানোয়ার নাই। পাখা বিশিষ্ট উড়ন্ত কোন পখি নাই। যারা তোমাদের মত সমাজ (অন্তর্ভুক্ত) নয়। (আন-আম-৩৮)

পৃথিবী

পৃথিবীর জন্ম

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ط قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ (انام - ٧٣)

তিনি (আল্লাহ) যিনি সঠিক ভাবে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি কোন কিছু সম্পর্কে বলেন হয়ে যাও, তখন হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য এবং সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব চলছে। (আনাম-৭৩)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (الحجر-١٩)

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আমি উহাতে প্রত্যেক সকল প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন করে থাকি সামঞ্জস্য সহকারে। (হুজর-১৯)

পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যায়ক্রমে

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (سجد-٤، كهف - ٣٨)

আল্লাহ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও উহার মধ্যে যা আছে সব কিছু ছয় দিনে (কালে) সৃষ্টি করেছেন। (সাজদা-৪, কাহাফ-৩৮)

পৃথিবী গতিশীল এবং আবর্তন করছে নিজ কক্ষপথে

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا (فاطر - ٤١)

আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, স্থির রাখেন যেন এরা কক্ষচ্যুত না হয়ে যায়। (ফাতের ঃ ৪১)

পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে।

আহ্নিক গতি

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর নির্দিষ্ট নিয়মে গড়িয়ে চলে বলেই দিবারাত্র চক্রাকারে আসে এবং নির্দিষ্ট নিয়মে আসে।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ (جمير-٥)

তিনি রাতকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (যুমার ঃ ৫)

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি

এ শক্তি পৃথিবীর উপরিস্থ প্রতিটি জিনিসকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে নেয়।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا

আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণ কারিনী রূপে। (মুরালাত ঃ ২৫)

পৃথিবীর বৎসরকে ১২ মাসে বিভক্তি করন

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (توبه - ٣٦)

নিশ্চয় গণনার মাস আল্লাহর নিকট ১২ মাসদত। (তাওবা ঃ ৩৬)

ভূপৃষ্ঠের নকশা

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا - لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا

(نوح -٢٠، ١٩)

আল্লাহ্ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানার মত সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা উহার মধ্যে উন্মুক্ত পথ-ঘাট দিয়ে চলাচল করতে পার। (নুহ ঃ ১৯-২০)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ - (لقمن - ١٠)

তিনি যমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে না কাঁপে। (লোকমান ঃ ১০)

সমুদ্র

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (النحل -١٤)

তিনিই যিনি সমুদ্রকে অধিনস্থ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশত খেতে পার এবং আহরণ করতে পার অলঙ্কারাদি পরিধানের নিমিত্ত। তোমরা দেখতে পাচ্ছ নৌযানসমূহ তরঙ্গমালাকে কর্ষন করে ফিরছে যাতে তোমরা রহমত (জীবিকা) অনুসন্ধান করতে পার। ওসব এজন্য যে, হয়তো তোমরা (মহান আল্লাহর) শোকর গোজার হবে।
(নাহল ঃ ১৪)

আবহাওয়া বিজ্ঞান

বায়ুমণ্ডল

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ (النور - ٤٣)

তোমরা কি দেখনা আল্লাহ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, তারপর উহার খণ্ডগুলোকে একত্রিত করেন। তোমরা দেখতে পাও এর মধ্য হতে বৃষ্টি ফোঁটা ঝড়তে থাকে। তিনিই প্রেরণ করেন আকাশ পাহাড় হতে শিলা বৃষ্টি বর্ষন করেন। তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত হানেন যাকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখেন। এর বিদ্যুৎচমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়।
(নূর ঃ ৪৩)

ওয়াটার সাইকেল (পানি পরিক্রমা)

সাগরের পানি লোনামুক্ত করে বাস্পকারে আকাশে উত্থিত হয়। সে পানি বৃষ্টি আকারে মাটিতে পড়ে মৃত মাটিকে সজীব করে তোলেকিছু পানি মাটির নীচে রক্ষিত হয় আর কিছু পানি নদী নালা দিয়ে সাগরে পতিত হয়।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ (المومنون-١٨)

আমরা আকশ হতে পানি বর্ষিয়ে থাকি পরিমাণ মত এবং স্থান দেই একে জমিনের বুকে। এবং এটা সরিয়ে নেয়ার ক্ষমতাও রাখি। (আল মুমিনুন ঃ ১৮)

বায়ু মণ্ডলে বিদ্যুৎ

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (الرعد-١٢)

তিনি তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকিয়ে থাকেন। যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির উদ্রেক হয় আর আশাও জাগে। তিনি পানি ভরা মেঘ সঞ্চার করেন। (রায়াদ ঃ ১২)

ছায়া

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا (النحل-٨١)

তিনি নিজ সৃষ্ট বহু জিনিস হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। (নাহাল ঃ ৮১)

জ্যোতি বিজ্ঞান

সৌর জগত

সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও আরও কতিপয় গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে গঠিত আমাদের সৌর জগত। কুরআন পাকে ১১টি গ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

اِذْقَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ (يوسف-٤)

স্মরণ কর ইউসুফ (আঃ) তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা আমি (স্বপ্নযোগে) দেখেছি এগারটি গ্রহ (কাওকাব) সূর্য ও চন্দ্র। আরও দেখেছি এরা সকলে আমার প্রতি সাজদাবনত। (ইউসুফ ঃ ৪)

সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য। বস্তুত সূর্যের প্রভাব বলয়ভুক্ত বলেই এর নাম সৌরজগত। সূর্যকে কেন্দ্রকরেই অবিরাম ঘুরছে ১১টি গ্রহ।

সূর্য

সূর্য একটি তেজস্ক্রিয় ও প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড় ও পৃথিবী থেকে নয় কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস সেখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এত গ্যাস ও জ্বালানী কোথা হতে আসে তা মানুষের চিন্তার বাইরে। সূর্যের মধ্যে ঘন্টায় ২০ লক্ষ মাইল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (نوح - ١٦)

তিনি সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে। (নূহ ঃ ১৬)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً (يونس - ٥)

তিনি সূর্যকে তেজস্ক্রিয় করে সৃষ্টি করেছেন। (ইউনুস ঃ ৫)

সূর্য স্থির নয় চলমান সে ছুটে চলেছে তার কক্ষপথে

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

(يسن ٣٨)

সূর্য ছুটে চলেছে তার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে যা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞাত (আল্লা) কর্তৃক নির্ধারিত। (ইয়াসিন ঃ ৩৮)

আধুনিক বিজ্ঞানীগণ সূর্য্যের গন্তব্য স্থানটির নাম দিয়েছেন 'সোলার এপেক্স' বা সৌর চূড়া। তারা বলে সূর্য তার গোটা সৌরজগতসহ প্রতিদিন ১৫৮৭৫০০ মাইল বেগে তার গন্তব্য স্থলের দিকে চলছে।

সূর্যের কক্ষপথ

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (يسن ٤٠)

(সূর্য, চন্দ্র) প্রত্যেকে ছুটে চলছে নিজ নিজ কক্ষ পথে। (ইয়াসিন ঃ ৪০)

বিজ্ঞানী সেপলী বলেন, সূর্য প্রতিদিন ১২৯৬০০০০০০ মাইল বেগে তার কক্ষ পথে অতিক্রম করে। এবং এ গতিবেগে চলে যে ২৫ কোটি বছরে একবার তার কক্ষপথ অতিক্রম করে।

সূর্যের আয়ুষ্কাল

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِ ى لِاَ جَلٍ مُّسَمًّى

তিনি সূর্য ও চন্দ্রক করেছে নিয়মাধীন। প্রত্যেকে আবর্তন করবে এক নির্ধারিত কাল।

(রাদ ঃ ২, লুকমার ঃ ২৯, ফাতির ঃ ১৩, জুমার ঃ ৫)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (تكبير ١)

যখন সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে। (তাকবীর ঃ ১)

বিজ্ঞানীগণের অভিমত হচ্চে সূর্যের বর্তমান বয়স ৪৫০ কোটি বৎসর এবং সূর্য এখনও তার প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং এ অবস্থায় চলবে আরও ৫৫০ কোটি বৎসর। সূর্যের শেস কত বৎসরে হবে তা বিজ্ঞানীগণ বলতে পারছে না। তবে তাদের মতে সূর্য একদিন নিভে যাবে।

চন্দ্র একটি আলোকিত উপগ্রহ

চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। এটি আলোকিত বস্তু।

هُوَالَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا (يونس.٥)

তিনি সূর্যকে প্রজ্জ্বলিত ও চন্দ্রকে আলোকিত করে সৃষ্টি করেছেন।

চন্দ্রের কক্ষপথ ও গতি

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمن ٤)

সূর্য ও চন্দ্র ছুটে চলেছে নিজ নিজ কক্ষপথে। (আর রহমান ঃ ৫)

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ (انبيا ٣٣)

তিনি সৃষ্টি করেছেন দিবা ও রজনী এবং সূর্য ও চন্দ্র (এদের) প্রত্যেকে ছুটে চলছে নিজ নিজ কক্ষপথে। (আম্বিয়া ঃ ৩৩)

কক্ষপথে চলার সময় চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ (يسن ٤٠)

সূর্য নাগাল পায় না চন্দ্রের এবং রাত গ্রাস করে না দিবসকে এবং প্রত্যেকে ছুটে চলছে নিজ নিজ কক্ষপথে। (ইয়াসিন ঃ ৪০)

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ (يسن ٣٩)

আমি চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি বিভিন্ন স্তর। (ইয়াসিন ঃ ৩৯)

চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্য

وَالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ (يونس ٣)

চন্দ্রকে আলোকিত করা হয়েছে, তিনি চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মানজিল যাতে তোমরা বর্ষ ও কাল হিসাব করতে পার। (ইউনুস ঃ ৩)

চন্দ্রেই মানুষ সর্বাগ্রে পদার্পণ করবে

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (قمر ١)

সময় বেশী দূরে নয় যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে। (কামার ঃ ১)

চন্দ্র বিদীর্ণ হবে আয়াতে ব্যাখ্যা তাফসিরকারগণ করেছেন যে, রাসূল (স) আঙ্গুলির সংকেতে চন্দ্র বিদীর্ণ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীগণের মতে বিদীর্ণ দ্বারা চন্দ্রের বাস্তব রহস্য উদঘাটন বুঝাতে চেয়েছেন।

আকাশ

আকাশ সৃষ্টি প্রক্রিয়া

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ (ذريت ٤٧)

আমি আকাশ সৃষ্টি করেছি নিজ বাহু বলে। (জ্বারিয়াত ঃ ৪৭)

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ (قحف ٦)

তারা কি তাদের উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না আমি কিভাবে সৃষ্টি করেছি এবং সুশোভিত করেছি যার মধ্যে সামান্যতম ফাঁটল নেই। (ক্বাফ্ ঃ ৬)

আকাশ একটি সুরক্ষিত ছাদ

মহাকাশে এত অধিক পরিমাণ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি রয়েছে যার মধ্যে মানুষ ও জীব জন্তুর জীবন মুহূর্তকালের জন্যও নিরাপদ নয় বরং জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা। পৃথিবীর আকাশে এমন সব বস্তু আছে যারা তেজস্ক্রিয়াকে প্রশমিত করে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে তৈরী করেছি। (আম্বীয়া ঃ ৩২)

আকাশের ভারসাম্য

বিজ্ঞানীগণ বলেছেন পরমানুর অভ্যন্তরে নিউট্রনসের সাথে ইলেকট্রনসের ভারসাম্য। বায়ুমণ্ডলে আছে বিভিন্ন বস্তুর ভারসাম্য, সৌর জগতে আছে সূর্যের সাথে গ্রহ; উপগ্রহের ভারসাম্য।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (النباء ١٢)

আমি তোমাদের উপরে সাতটি সুস্থির আকাশ সৃষ্টি করেছি। (নাবা ঃ ১২)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (لقمان ١٠)

তিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। (লোকমান ঃ ১০)

আকাশের সৃষ্টি পর্যায়

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (حم سجده ١١)

অতঃপর আকাশ সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করলেন আর উহা ধুম্রপুঞ্জ ছিল। (হা-মীম সাজদা ঃ১১)

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ (حم سجه - ١٢)

অতঃপর তিনি দুদিনে উহার (ধুম্রবৎ পদার্থকে) সাত আসমানে পরিণত করলেন।

আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্র সৃষ্টি

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِيْ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (الحجر ١٦)

আমি আসমানে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি, দর্শকদের জন্য উহাকে সজ্জিত করেছি। (হজর ঃ ১৬)

আকাশ সীমাহীন

আকাশের সীমা নেই আকাশ অসীম যা বিজ্ঞানীদের বোধগম্যের বাইরে। উর্ধ্বাকাশে রয়েছে অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি। বৈজ্ঞানিকদের অভিমত সমুদ্রের তলদেশে যত বালুকনা রয়েছে উর্ধ্বাকাশে তার চেয়ে বেশী তারকারাজি আছে এবং তা আকারে সূর্য্যের চেয়েও অনেক অনেক বড়। আর এ হচ্ছে প্রথম আকাশ বাকী থেকে যায় আরও ছয়টি আকাশ যার চিন্তা করাও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (ملك ٣)

যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (মূলক ঃ ৩)

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ (الصفت - ٦)

আমি দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। (সাফফাত ঃ ৬)

ফলিত আকাশ বিজ্ঞান

আকাশকে মানুষ কতখানি করায়ত্ত করতে পারবে মহান আল্লাহ কুরআনে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেসবের কতিপয় বিষয় মানুষ ইতিমধ্যে বাস্তবরূপ দিতে সফল হয়েছে। যেমন আকাশ পথে মানুষ ও মালপত্র বহন, মহাশুন্যে, মহাকাশ যান প্রেরণ ও চন্দ্রে অবতরণ।

শূণ্যমণ্ডলে আকাশ যান প্রেরণ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (يسن ٤١)

তাদের জন্য (মানুষের) একটি নিদর্শন তাদের সন্তান বোঝাই করা (আকাশ) যানে শূন্যমণ্ডলে আরোহন করবে। (ইয়াসীন ঃ ৪১)

মানুষ একদিন মহাশূন্য বিজয় করবে

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ (الرحمن ٣٣)

হে জ্বিন ও মানুষ যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম কর। কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত অতিক্রম করতে পারবে না। (আর রহমান ঃ ৩৩)

অর্থাৎ শক্তি সামর্থ ও কলাকৌশল আয়ত্ত না করা পর্যন্ত মহাকাশ অতিক্রম করতে পারবে না। আজকের বিশ্বে মানুষ মহাকাশে পরিভ্রমণ ও অনুসন্ধানের জন্য মহাকাশ যান তৈরী করেছে এবং বিভিন্ন রকম কলাকৌশল উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে।

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞানের সফলতার কারণে আজকের বিশ্বে বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর সফলতা যেমন আকাশ যানের ব্যবহার, চাঁদে পদার্পণ, নূতন আবিষ্কারের জন্য মহাকাশ যান প্রেরণ, শৈল্য চিকিৎসার জন্য লেসার বীমের ব্যবহার, কৃত্রিম ডি. এন. তৈরী প্রভৃতি।

মানুষের প্রতিটি কৃতকর্ম লিখে রাখা হচ্ছে এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ (يسن - ١٢)

আমি মৃতকে জীবিত করব, মানুষ যেসব আমল (মৃত্যুর) পূর্বে পাঠাতে থকে এবং যা পশ্চাতে ফেলে যায়। আমি প্রতিটি ঘটনা একটি স্পষ্ট ফলকে সংরক্ষণ করি। (ইয়াসিন ঃ ১২)

মানুষ সক্ষম হচ্ছে যে কোন জিনিসের ছবিকে ধরে রাখতে 'মানুষের কথাকে গ্রামোফোনে রেকর্ড এবং ক্যাসেট করে সংরক্ষণ করছে। বিজ্ঞানীদের মত মানুষের কথা নষ্ট হয়ে যায় নি বরং ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে।

মানুষের হাত পা কথা বলবে

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আমি আজ তাদের মুখে মোহর এটে দিব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ দেবে। (ইয়াসিন ঃ ৬৫)

মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের ছবি তোলা হৃদপিণ্ডের গতি এবং শারীরিক জীবনী শক্তির পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

জ্ঞান দ্বারা পদার্থকে মুহূর্তে দূরবর্তীস্থানে স্থানান্তরিত করা যায়

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ - نمل - ٤٠)

যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, আমি উহাকে আপনার চক্ষুর পলক পড়বার পূর্বেই আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি। (নমল ঃ ৪০)

আজকের বিশ্বে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মাইক্রোওয়েভে ইথারে কম্পন সৃষ্টি করে দূর দূরান্তে শব্দ প্রেরণ করছে। একই পদ্ধতিতে ছবিও প্রেরণ করা হচ্ছে টেলিভিশনে। হযত একদিন মানুষ নিজকে লক্ষ লক্ষ মাইদূরে মুহূর্তের মধ্যে প্রেরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রতিটি বস্তু, ঘটনা এবং মানুষের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

পবিত্র ও মহান তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণ কক্ষমতা (সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিটি বিষয়ের) তোমাদের সকলকে তারি দিকে ফিরে যেতে হবে। (ইয়াসিন ঃ ৮৩)

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় এত কোটি কোটি জীব জন্তু এবং পতঙ্গ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, এসবের মৃতদেহগুলো যাচ্ছে কোথায়। বায়ুমণ্ডলে প্রতি এক ঘটফুট পরিমিত স্থানে প্রতি ঘণ্টায় কোটি কোটি জীবাণু জন্ম আসে কোথেকে আর এদের মৃত দহেগুলো যাচ্ছেই বা কোথায়? চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মন বলে, আসেও আল্লাহর কাছ থেকে, যায়ও আল্লাহর কাছে। নচেৎ এক মূহুর্তের মধ্যে বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে যেত এবং সকল মানুষ ও জীবজন্তু মারা যেত। আল কুরআনের ঘোষণাঃ

قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (بقره - ١٥٦)

তারা বলে আমরাও আল্লাহর আয়ত্তে আর আমরা সকলে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (বাকারা ঃ ১৫৬)

কৃষি বিজ্ঞান

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ - وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (الحجر - ٢١-٢٠)

আমি তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নয় তাদের জন্যও। আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং তা আমি প্রয়োজন মোতাবেক সরবরাহ করি। (হিজর ঃ ২০-২১)

খাদ্যের উৎস

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (النمل - ٦٣)

তিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন। (নমল ঃ ৬৩)

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (فاطر - ٣)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা আছে কি? যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন। (ফাতের ঃ ৩)

উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় জীবিকার উৎস আকাশ ও পৃথিবী। গাছপালা আকাশ থেকে গ্রহণ করে কার্বন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সূর্যের আলো আর মাটি থেকে গ্রহণ করে, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি।

খাদ্যোৎপাদন গবেষণা সাপেক্ষ

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَا تِهَا فِى اَرْبَعَةِ اَيَّام سَوَاءً لِلسَّا ئِلِيْنَ

তিনি চার দিনে পৃথিবীতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমানভাবে সকলের জন্য যারা এ নিয়ে অনুসন্ধান করেন। (হামীম সাজদা ঃ ১০)

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَاى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাধ্যানুপাতে ফল লাভ করতে পারে। (জামিয়া ঃ ২২)

আল্লাহ কিভাবে খাদ্য উৎপন্ন করেন

এ বিষয় কুআনে পাকে অনেক আয়াত আছে এখানে দু একটি পেশ করছি।

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَ خْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَكُمْ

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে, তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য উৎপন্ন করেন ফলমূলাদি। (বাকারা ঃ ২২)

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَابِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْئٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করে তাদ্বারা উদগত করেন সর্বপ্রকারের উদ্ভিদের চারা অতঃপর তা থেকে উৎপন্ন করেন সবুজপাতা। পরে তা থেকে উৎপন্ন করেন ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। (আন আম-৯৯)

আল্লাহ কিভাবে মেঘ সৃষ্টি করেন

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

তিনি আল্লাহ যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন। ফলে তা মেঘগুলোকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর একে আল্লাহর যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও এ থেকে নির্গত হয় বারিধারা। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা পৌছে দেন। তখন তারা আনন্দ করতে থাকে। (রূম ঃ ৪৮)

বৃষ্টি মাটির দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ

বৃষ্টিপাত মাটিতে সৃষ্ট আবর্জনা (দোষ-ত্রুটি) ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণ কর তা ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়। (রায়াদ ঃ ১৭)

মিষ্টি পানি নিয়ে গবেষণা

اَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ

তোমরা যে পানি পান কর সে সম্বন্ধে কখনও চিন্তা-ভাবনা করে দেখছ কি? তোমরা একে মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি আনি? আমি ইচ্ছা করলেতো তা লবনাক্তও করতে পারি। এরপরেও কি তোমরা শোকর আদায় করবে না? (ওযাকিয়া ঃ ৬৮-৭০)

বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা

هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًاوَطَمَعًا

তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, যাতে আশংকা, আশা উভয়ই রয়েছে। (রাদ ঃ ১২)

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং তা বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে আসে। আর এ নাইট্রেট হচ্ছে উদ্ভিদ জগতের প্রধান খাদ্য। আজকের বিশ্বে বিদ্যুৎ হচ্ছে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি যা পানি থেকে উৎপাদন হচ্ছে।

বীজ নিয়ে গবেষণা

اَفَرَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করেছ কি? তোমরা কি একে অঙ্কুরিক কর না আমি অঙ্কুরিত করি। (ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৪)

বায়ু ও পানির সংস্পর্শে বীজ কিভাবে অঙ্কুরিত হয় সে ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বিচিত্র ধরনের ফল, বৈসাদৃশ্য নিয়ে গবেষণা

يُسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِى ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

বাগানের প্রতিটি গাছে সিঞ্চিত করা হয় একই পানি অথচ গুনের ও সাদের দিক থেকে এদের কতককে অন্য কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (রাদ ঃ ৪)

ফলের বিভিন্নতার সূত্র ধনের জন্য নিয়েছে আজকের জেনেটিক্স বিজ্ঞান, যার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত ও অধিক ফলন যুক্ত ফল ফলাদি।

প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান

মাটির নীচে অতীত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ফেরাউনের মৃত দেহ মানুষের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত আছে।

ফেরাউনের লাশ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

আজ আমি তোমার (ফেরাউনের) লাশকে চড়াভূমিতে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্য নিদর্শনের বস্তু হয়ে যাও। (ইউনুস ঃ ৯২)

১৯১৪ সালে নীলনদের এক চড়াভূমির নীচ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ফেরাউনের মৃতদেহ। বর্তমানে সে মৃতদেহ প্রদর্শিত হচ্ছে গ্রেট বৃটেনের যাদুঘরে। লাশ সনাক্ত করেছেন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ।

নূহ (আঃ) নৌকা

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমার তত্ত্বাবধানে নৌকা চলতে ছিল, এসব প্রতিফল ছিল তাদের জন্য যারা কুফরি করেছে। আর আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য একে রেখে দিলাম, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (কমর ঃ ১৫)

কিছুদিন পূর্বে জুদি পর্বতে আবিষ্কৃত হয়েছে সে নৌকা ধ্বংসাবশেষ। আবিষ্কার করেছেন রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ।

মাটির নীচে বহু সমৃদ্ধনগরীরর ধ্বংশাবশেষ

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ

অতঃপর আমি সে (কাওমে লূৎ) জনপদের উর্ধ্বস্থ ভাগকে (উল্টিয়ে) অধস্থ করে দিলাম। এবং তাদের উপর কঙ্কর প্রস্তুরসমূহ বর্ষণ করতে লাগলাম। এ ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য। আর এ জনপদগুলোর ধ্বংসস্তুপ মহাসড়কের পাশেই আজ অবধি বিদ্যমান আছে। (হিজর ঃ ৭৪-৭৭)

পাহাড় কেটে বসবাসের ঘর তৈরী

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

তারা (হিজরের অধিবাসীরা) পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত, যেন নিরাপদে থাকতে পারে। অতঃপর প্রাতঃকালে বিকট শব্দ এসে তাদের আক্রমণ করল। (হিজর ঃ ৮২, ৮৩)

কবিরা গুনাহসমূহ

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا

তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমরা তোমাদের (অন্যায়) গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।
(নিসা-৩১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রিওয়ায়াতে বলেছেনঃ কবীরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেমগণ গননা করে ৭০টি পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশি পেয়েছেন। ইমাম আযযাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের থেকে কবিরা গুনাহের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. আল্লাহর সাথে শিরক

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়, বড় জুলুম। (লোকমান-১৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءَ

আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা গুনাহ মাফ করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। (নেসা–৪৮)

২. মানুষ হত্যা

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ـ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম। যেখানে সে চিরদিন থাকবে। (নিসা-৯৩)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِىْ الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

যে ব্যক্তি কোন হত্যার বিনিময় ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করলো। (মায়েদা-৩২)

৩. যাদু

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنَ و لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

সোলায়মান (আ.) কুফরি কাজ করেনি বরং শয়তানরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। (বাকারা-১০২)

৪. সূদের আদান প্রদান

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا ـ

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। (বাকারা-২৭৫)

وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَكِلَ الرِّبٰا وَمُؤْكِلَهٗ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهٗ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় ও এর হিসাব রক্ষককেও নবী করিম (স) লানত করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

৫. ইয়াতিমের প্রতি জুলুম করা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ঢুকায় না। অচিরেই তারা জাহান্নামে জ্বলবে। (নিসা-১০)

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন

জিহাদের ময়দান থেকে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া কবিরা গুনাহ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন সৈন্য-বাহিনীরূপে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদের মোকাবেলা করা হতে কখনও পশ্চাদমুখী হবে না। এরূপ অবস্থায় যে পশ্চাদমুখী হয় যুদ্ধ কৌশল হিসাবে কিংবা অপর বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে এটা করা হলে অন্য কথা, অন্যথায় সে নিশ্চয়ই খোদার গযবে পতিত হবে এবং তার প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহান্নাম, যা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। (আনফাল-১৫-১৬)

৭. সতী নারীর প্রতি অপবাদ রটনা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না সাদাসিধা ও মুমেন স্ত্রী লোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে। আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে। (নূর-২৩)

নবী করীম (স) এর একটি হাদীসে উল্লেখিত ৭টি কবীরা গুনাহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَات قَالُوْا يَارَسُولَ اللّٰه وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰه والسِّحْرُ وقَتْلُ النَّفسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بالْحَقِّ وَاَكَلُ الرِّبٰوا واَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে দূরে থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ ১। আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করা ২। যাদু করা ৩। আইনের বিধান ব্যতীত কাউকে হত্যা করা। ৪। সূদ আদান প্রদান করা ৫। অন্যায় ভাবে এতিমের সম্পদ ভোগ করা ৬। জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭। ঈমানদার নির্দোষ, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী-মুসলিম)

৮. নামাযে শিথিলতা প্রদর্শন

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِم سَاهُوْنَ

ধ্বংস সে সব নামাযীদের জন্য, যারা নিজদের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়। অর্থাৎ নামাযের ব্যাপারে অমনযোগী ও উদাসীনতা দেখায়। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, শিথিলতা কি? তিনি বললেনঃ নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা। (বিস্তারিত নামায অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৯. যাকাত আদায় না করা

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অতি পীড়া দায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না। (তাওবা-৩৪) (বিস্তারিত যাকাত অধ্যায় দেখুন)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَامَالُكَ اَنَاكَنْزُكَ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সে ধন-সম্পদ বিষধর সর্পে পরিণত হবে। যার মাথার উপর, থাকবে দুটো কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় ঝুলে দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী)

১০. বিনা ওযরে ফরয রোজা ভংগ করা

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

যে ব্যক্তি এ মাসটিতে (রমজান মাসে) উপস্থিত থাকবে, সে যেন অবশ্যই এ মাসের রোযা রাখে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে লোক রোগ-অসুখ, শরীয়ত সম্মত ওজর ছাড়া রমজান মাসের একটি রোযাও ত্যাগ করবে, সে যদি উহার পরিবর্তে সারা জীবন রোযা রাখে তা হলেও সে যা হারিয়েছে তা কখনও পরিপূরণ হবে না।(তিরমিযি, ইবনে মাযা)

১১. হজ্জ পালন না করা

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ

তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ আল্লাহর জন্য পালন কর। (বাকারা-২৯৬)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (صـ) هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَ لَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُم بِمُسْلِمِيْنَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ ـ

হাসান (রা.) হতে বর্ণিত। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নেই, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সমাপন করছে না, তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়। (মুনতাকা)

১২. আত্মহত্যা করা

وَلاَ تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর না। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান। আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ী ও জুলুমের সাথে এ কাজ করবে, তাকে আমি আগুনে নিক্ষেপ করব। এ কাজ আল্লাহর পক্ষে সহজ। (নিসা-২৯-৩০)

১৩. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ـ

আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি আপন পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার। (আনকাবুত-৮)

وَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْروبْنِ الْعَاصْ (رضـ) عَنْ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ اَلْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عَقُوْقِ الْوَالِدَيْنَ وَ قَتَلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কবিরা গুনা হল,ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা। (বুখারী)

১৪. রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

فَهَل عَسَيْتُم اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامِكُم اُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ

তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা অধিক কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি উল্টোদিকে যাও তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে। এসব লোকদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন। (মুহাম্মদ -২৩)

وَ عَن اَبِىْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْن مُطْعِمِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفَيَانُ فِى رِوَايَتِهِ يَعْنِى قَاطِعَ رَحِمٍ -

মুহাম্মদ জুবাইর ইবনে মুতেম (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। সুফিয়ান এক রিওয়ায়াতে বলেনঃ সম্পর্ক ছিন্ন অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (বুখারী-মুসলিম)

১৫. জেনা করা

وَلاَ تَقْرَبُوْاالزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيْلاً

তোমরা জেনার নিকটেও যেওনা, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (বনি ইসরাইল-৩২)

যে সব কাজ মানুষকে জেনার দিকে আকৃষ্ট করে, সে সব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ زَنٰى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فَرَجِمَ وَ كَانَ قَداَحْصَنَ -

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। আসলাম বংশের একজন লোক রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট এসে বললেন যে, সে জেনা করেছে, নিজের প্রতি নিজেই চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যার) নির্দেশ দিলেন। সে ছিল বিবাহিত পুরুষ। (বুখারী)

১৬. সমকাম

إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ـ

তোমরা (কাওমে লূৎ)-এর যৌন আকাংখা নিয়ে পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রমকারী। (আরাফ-৮১)

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। (আরাফ-৮৪)

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ مَنْ وَجَدَ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَ قَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী কমীর (স) বলেছেনঃ যাকে কাওমে লূতের কাজের মধ্যে পাবে (পুরুষে পুরুষে যৌন ক্রিয়া) তাদের উভয়কে হত্যা কর এবং যাকে পশুর সাথে যৌন ক্রিয়া অবস্থায় পাবে তাকে হত্যা কর এবং পশুটিকেও হত্যা কর। (আহমদ)

১৭. আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যা বলা

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখমন্ডলে কাল দাগ দেখবেন। (যুমার-৬০) হাসান বসরী বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হচ্ছে তারাই, যারা বলেঃ আমার ইচ্ছা হলে অমুক কাজ করবো, না হলে করবো না। এতে আমাদের কোন শাস্তি হবে না। (কিতাবুল কাবায়ের)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صـ) يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

আকওয়ার পুত্র সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি যা বলিনি, তা আমার ওপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে, সে যেন আগুনে তার স্থান ঠিক করে নিল। (বুখারী)

১৮. শাসকদের যুলুম এবং তার সমর্থন ও সহযোগিতা করা

مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا

যে যুলুম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দান করব। অতঃপর তাকে তার আল্লাহর দিকে ফিরায়ে আনা হবে। আর তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দিবেন। (কাহাফ-৮৭)

وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

তোমরা কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করো না, মেনে চলো না। (আহ্যাব -৪৮)

قَالَ النَّبِيُّ (صـ) مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি, শাসক, তিনি যদি তাদের সাথে প্রতারণা করেন এবং খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যান। তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী-মুসলিম)

১৯. অহংকার করা

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরায়ে কথা বল না আর যমিনের ওপর অহংকার করে চলা-ফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী-দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। (লোকমান-১৮)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فِى حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسَهُ مُرَجِّلٌ رَاْسَهُ يَخْتَالُ فِى مِشْيَتِهِ اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ (অতীত কালে) কোন এক লোক মূল্যবান পোশাক পরে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। মাথায় সিঁথি কেটে ও চালচলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিল। আচানক আল্লাহ্ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে জমিনের নিচে তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী -মুসলিম)

২০. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

اِجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

তোমরা মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর। (আলহজ্জ-৩০)

وَ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا ـ

আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেনঃ

আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান থেকে বসে বললেনঃ সাবধান, আর মিথ্যা কথা বলবা না। তিনি একথা বারবার বলতে থাকলেন। (বুখারী-মুসলিম)

২১. মদ্যপান করা ২২. ও জুয়া খেলা

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! শরাব, জুয়া, মূর্তি ও শুভাশুভ নির্ধারণে তীর শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা হতে বিরত থাক। সম্ভবতঃ তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (মায়েদা-৯০)

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) فِى الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهُ ـ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মদের সাথে, সম্পর্কিত দশজনের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন (১) মদ প্রস্তুতকারক (২) মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা (৩) মদ পানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার নিকট মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য গ্রহণকারী (৯) মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (তিরমিযি-ইবনে মাজা)

নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ কেউ যদি এরূপ প্রস্তাব দেয় যে, এস তোমার সাথে জুয়া খেলব, তবে তার (গুনাহ মাফের জন্য) সদকা করা উচিৎ। (বুখারী) জুয়া সম্পর্কে কথা বললেই যদি গুনাহ হয় তাহলে জুয়া খেললে তার কি পরিণতি হতে পারে ভেবে দেখুন?

২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

কোন নবীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত জিনিস সাথে নিয়ে হাজির হবে। (আল-ইমরান-১৬১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যাকে আমরা কর্মচারী নিযুক্ত করি এবং তার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেই, সে যদি তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ হবে। (আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقْلِ النَّبِيِّ (صـ) رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْ كَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) লটবহর পাহারা দেয়ার কাজে কারকারা নামে এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করলেন। সে মারা গেলে নবী (স) বললেনঃ সে দোযখে আছে। লোকেরা ঘটনা জানার জন্য গেল এবং একটি আবা দেখতে পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল। (বুখারী)

২৪. চুরি করা

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ

চোর পুরুষ হোক বা নারী তাদের হাত কেটে দাও, এটা হল তাদের কর্মফল ও আল্লাহর পক্ষ হতে শিক্ষামূলক শাস্তি। আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। (মায়েদা-৩৮)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ اِلاَّ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ চোরের হাত কাটা যাবেনা, যতক্ষণ না চুরির পরিমাণ মূল্য দীনারের একচতুর্থাংশ না হয়।

২৫. ডাকাতি করা

اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْيُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلاَفٍ اَو يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হল হত্যা, কিংবা শূলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এ হল তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহা শাস্তি। (মায়েদা-৩৩)

ইসলামী ফিক্‌হবিদদের মতে যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির দ্বারা সেসব লোক বুঝান হয়েছে, যারা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুন, ডাকাতি, সন্ত্রাস, সম্পদ লুণ্ঠন ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

২৬. মিথ্যা শপথ করা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ

خَلَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজদের শপথ সামান্য মূল্যের (পার্থিব স্বার্থে) বিনিময়ে বিক্রি করে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি রয়েছে। (ইমরান-৭৭)

وَ عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ مَنْ اَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

আবু উমামা ইয়াস ইবনে সালাবা আল হারেসী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল; আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দিবেন এবং বেহেশত হারাম করে দিবেন। (মুসলিম)

২৭. যুলুম ও অত্যাচার করা

لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে। (বাকারা-২৭৯)

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلاَ شَفِيْعٍ يُّطَاعُ

যালেমদের কোন দরদী বন্ধু হবে না, না এমন কোন শাফায়াত কারী হবে, যার কথা মেনে নেয়া হবে। (আল মুমেন-১৮)

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الاَرْضِ ظُلْمًا فَانَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

সাইদ ইবনে যায়েদ (রা,) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি কারো সামান্য জমিও অন্যায় ভাবে দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। (বুখারী-মুসলিম)

২৮. জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করা

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অভিযুক্ত শুধু তারাই, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (আশশূরা-৪২)

নবী করীম (স) বলেছেনঃ অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ)

২৯. হারাম উপার্জন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে অবৈধভাবে ভোগ কর না। (নিসা-২৯)

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُحْتِ كَانَتِ النَّارُ اُوْلٰى بِهٖ

যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে দেহের মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে, তা বেহেশতে প্রবেশ করবেনা। হারাম খাদ্যে গঠিত শরীরের জন্য দোযখের আগুনই সমীচিন। (আহমদ-বায়হাকী)

৩০. মিথ্যা কথা বলা

وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। কেননা তারা মিথ্যাবাদী। (বাকারা-১০)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّى يَوْمًا وَّ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَاتَعَالْ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهُ (صـ) مَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ اَرَدتُّ اَنْ اُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَمَا اِنَّكِ لَوْلَمْ تُعطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذْبَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা.) বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে একটি বস্তু দিব। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি তাকে কি দিতে চাও? সে জবাব দিল, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, তুমি যদি তাকে দিবার জন্য ডেকে না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা কথা লিপি বদ্ধ হয়ে যেত। (আবু দাউদ)

৩১. অন্যায় বিচার করা

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না, তারা কাফের। (মায়েদা-৪৪)

وَ عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) الْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاِثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ

عَرَفَ الحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَ رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِى الحُكْمِ فَهُوَفِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ

বুরাইদা বারীদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিচারক তিন প্রকার। তম্মধ্যে একজন জান্নাত লাভ করবে। আর দুজন জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি সত্য জেনে তদানুযায়ী বিচার করছে, সে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে, যে ব্যক্তি সত্যকে যেনে অন্যায় ফয়সালা দিবে, সে জাহান্নামী হবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা নিয়ে জনগণের বিচার করে, সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ-ইবনে মাযা)

৩২. ঘুষ দেয়া-নেয়া

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা পারস্পরিক ধন সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভোগ কর না। আর বিচারকের সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে পেশ কর না যে, তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ জেনেও অন্যায়ভাবে ভোগ করবে। (বাকারা-১৮৮)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষদাতা উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত।

৩৩. পোষাক পরিচ্ছদে নারী পুরুষ একে অপরের অনুসরণ করা

عَن اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নারীদের বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের প্রতি লানত করেছেন। (বুখারী)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبَسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبِسُ لِبَسَةَ الرَّجُلِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীদেরকে। (আবু দাউদ)

৩৪. অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةَ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ

যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার করুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে। (নূর-১৯)

وَ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِى مُعَافِى اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَ اَنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ اَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يَصْبِحُ وَ قَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ يَا فَلاَنُ عَمِلْتُ البَارِحَةُ كَذَا،كَذَا وَ قَد بَاتَ يَسْتُرَهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার সকল উম্মত ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু নিজের দোষ প্রকাশকারী ক্ষমার যোগ্য নয়। সে ব্যক্তি যে, রাত্রে পাপ কাজ করে, সকাল বেলা লোকদের কাছে বলে দেয়, আমি গতরাত্রে এসব কাজ করেছি, আল্লাহ তার যে সব পাপ কাজ গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহ রাত্রে যে সব ব্যাপার গোপন রেখেছেন, সকালবেলা সে সব প্রকাশ করে দেয়। (বুখারী-মুসলিম)

৩৫. ওজনে কম দেয়া

وَ اَقِيْمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

সুবিচারের সাথে ওজন কর এবং ওজনে ঘাটতি করো না। (আর রহমান-৯)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لاَصْحَابِ المكيَالِ وَالْمِيْزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنَ هلَكَتْ فِيْهِ الاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ওজন ও পরিমাপ কারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ তোমাদের উপর এমন দুটো দায়িত্ব রয়েছে, যার অপব্যবহারের কারণে তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। (তিরমিযী)

৩৬. ওয়াদা খেলাফ করা

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً

ওয়াদা বা চুক্তি পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা বা চুক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে। (বনি ইসরাইল-৩৪)

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْروبْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَا فِقًا خَالِصًا اِذَااُوْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মোনাফেক। আমানত রাখলে খেয়ানত করে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা বা চুক্তি করতে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া বাধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। (বুখারী মুসলিম)

খুবজাজ বলেনঃ আল্লাহ্ যা কিছু করতে আদেশ করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই ওয়াদার অন্তর্ভূক্ত। কেননা এসব পালনে প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ। (কিতাবুল কাবায়ের)

৩৭. মানুষের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা

وَ لاَ تَجَسَّسُوا

তোমরা কারো গোপন দোষ খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দাগিরি কর না। (সূরা হুজুরাত-১২)

وَ عَنْ مَعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْسَدْتَهُمْ اَوْ كِدْتَ اَنْ تُفْسِدَهُمْ

মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) কে আমি বলতে শুনেছি, তুমি যদি মুসলমানের গোপন দোষ খুঁজতে লেগে যাও তবে তুমি তাদেরকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। অথবা তাদেরকে ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলার উপক্রম করবে। (আবু দাউদ)

৩৮. ধোঁকা ও প্রতারণা

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

ধ্বংস হীন ও ঠকবাজদের, যারা লোকদের থেকে গ্রহণ করার সময় পুরাপুরি গ্রহণ করে, কিন্তু ওজন বা পরিমাপ করে দেয়ার সময় কমিয়ে দেয়। (মুতাফফিফিন-১)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমার উম্মত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (মুসলিম)

৩৯. অপচয় ও কৃপণতা অবলম্বন করা

وَ لاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطِيْنَ

তোমরা অপচয় ও অপব্যয় করনা। অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই। (আসরা-২৬)

و عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) مَرَّ بِسَعْدٍ وَ هُوَ يَتَوَضَّا فَقَالَ مَاهٰذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِى الْوَضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَ اِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) সা'আদ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি ওযুতে বেশি বেশি পানি ব্যবহার করছেন। হুজুর (স) বললেনঃ এ অপব্যয় কেন সা'আদ? সা'আদ বললেন, ওযুতেও কি অপব্যয় হয়? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যদি প্রবাহমান নদীর তীরেও বসে ওযু কর। (আহমদ - ইবনে মাযা)

وَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِالصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَ لاَ بَخِيْلٌ وَلاَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও খারাপ স্বভাবের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী)

৪০. পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়া

فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا

তুমি পিতা-মাতাকে উহ! পর্যন্ত বলবে না ; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। (ইসরা-২৩)

عَنْ سَعَدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرَ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে নিজের বাপ বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিজের পিতার পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করনা। যে ব্যক্তি পিতার পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করে, সে কুফরী করল। (বুখারী-মুসলিম)

৪১. রেশমী বস্ত্র ও সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ (صـ) نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِى اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ هِىَ لَكُم فِى الْاٰخِرَةِ

হুজাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স) আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِى اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

উম্মে সালমা (রা.) হতে বণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে দোযখের আগুন ভর্তি করে। (বুখারী-মুসলিম)

৪২. দান করে খোঁটা দেয়া

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالاذَى

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদের দান-খয়রাত কে খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে ধ্বংস করে দিও না। (বাকারা-২৬৪)

وَ عَنْ اَبِيْ ذرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُوْذَرٍ خَابُوْا وَ خَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبَ

আবু যার (রা.) নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) এ কথা তিনবার বললেন। আবূ যর (রা.) বললেন তারা ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, হে আল্লাহর রাসূল, কে তারা? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি পরিধানের কাপড় ঝুলায়, দান করে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয় করে। (বুখারী)

৪৩. মুসলমানকে উৎপীড়ন করা, কষ্ট দেয়া

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الموْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُبِيْنًا

যে সব লোক মুমিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা বড় একটা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। (আহজাব-৫৮)

وَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যার জিব্বা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই মুসলমান। আর যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে, সে প্রকৃত মুহাজির। (বুখারী-মুসলিম)

৪৪. চোগলখোরী বা পরোক্ষ নিন্দা করা

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

নিশ্চিত ধ্বংস এমন ব্যক্তিদের জন্য, যারা লোকদেরকে গালাগালি করে এবং (পিছনে) দোষ প্রচার করে বেড়ায়। (হুমাজাহ-১০)

وَ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেনা। (বুখারী-মুসলিম)

৪৫. মৃতের জন্য ও বিপদে বিলাপ করা

وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপেটাঘাত করবে, বুকের কাপড় ছিড়ে মাতম করবে এবং জাহিলী যুগের মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলবে, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ نِيحَ عَلَيْهِ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মৃতের জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। (বুখারী-মুসলিম)

৪৬. জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা

وَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمَخَارِقِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ

কাবীছাহ ইবনে মুখারীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ রেখা টেনে, কোন কিছু দেখে এবং পাখি হাকিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় খোদাদ্রোহিতামূলক কাজ। (আবু দাউদ)

৪৭. ছবি আঁকা

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا اَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক চিত্রকরের স্থান হবে জাহান্নামে। প্রত্যেক চিত্রকরের প্রতিটি ছবির পরিবর্তে একজন করে লোক নিযুক্ত করা হবে। এরা দোযখের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দিতে থাকবে। (বুখারী-মুসলিম)

৪৮. কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া

وَ عَن اَبِى الدَّرْدَاء (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَكُوْنُ اللَّعَانِيْنَ شَفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু দরদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ অত্যধিক অভিসম্পাৎকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে পারবে না এবং সাক্ষীও হতে পারবে না। (মুসিলম)

৪৯. মুসলমানকে গালী দেয়া

وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালমন্দ করা ফাসেকী আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী-মুসলিম)

৫০. বিদ্রোহ ও বাড়াবাড়ি করা

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

তিরস্কার পাবারযোগ্য সে সব লোক যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে। (শুরা-৪২)

৫১. অন্যায় কাজে সাহায্য করা

فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ

আমি কখনও যালেমের সাহায্যকারী হবো না। (কাছাস-১৭)

وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সাহায্য কর না। (মায়েদা)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مِن اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ وَ ذِمَّةِ رَسُوْلِهِ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি যালেমকে এজন্য সাহায্য করল যে বাতিলের দ্বারা সত্যকে পরাজিত করে দিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হেফাজত হতে বিচ্ছিন্ন। (তিবরানী)

عَنْ اَوْسِ بْنِ شَرَحْبِيْلَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ مَّشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلاَمِ

আওস ইবনে শুরাহবিল হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অত্যাচারীকে জেনেও সাহায্য ও শক্তি যোগায়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। (মিশকাত)

৫২. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট পৌছে দাও।

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعلَمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত কর না আল্লাহ ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত কর না নিজদের পারস্পরিক আমানত জেনে-শুনে। (আনফাল-২৭)

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِلاَّ قَالَ لاَ اِيمَانَ لِمَن لاَّ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَّعَهْدَ لَهُ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখনই রাসূলুল্লাহ (স) উপদেশ দিতেন তখনই বলতেনঃ যার আমানত নেই তার ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর নিকট দ্বীন নেই। (বায়হাকী)

وَ عَنْ خَوْلَةَ الاَنْصَارِيَّةِ (رضـ) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللّٰه بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ

খাওলা আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পদ অধিকার ছাড়া ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য রয়েছে দোযখের আগুন। (বুখারী)

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেনঃ নামায, ওযু, গোসল, ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহৃত দাড়িপাল্লা সবই আমানত। আর গচ্ছিত সম্পদ সবচেয়ে বড় আমানত।"

৫৩. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তাদের সাথে উত্তম পন্থায় জীবন যাপন কর। (নিসা-১৯)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম, ঈমানের দিক থেকে সেই পরিপূর্ণ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ভাল লোক, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী)

عَن اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَتَهُ اِلَى فِراشِهِ فَلَم تَاتِه فَبَاتَ غَضبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا المَلاَئِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না, স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তাকে লানত করতে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

৫৪. উত্তরাধিকারীর জন্য অবৈধ ওসিয়ত

عَن اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مَنْ قَطَعَ مِيْرَثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারকে ন্যায্য অধিকার (অংশ) থেকে বঞ্চিত করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাযা)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اَنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ والمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰه سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায়, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।
(মুসনাদে আহমদ)

৫৫. রিয়া

রিয়া হচ্ছে অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

ধ্বংস সে নামাজীদের জন্য যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়। যারা লোক দেখানো কাজ করে। (মাউন-৪-৬)

عَن شَدَّاد بْنِ اَوْس قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ مَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে রোযা রাখল, সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে দান করল, সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমদ)

৫৬. দাম্ভিকতা প্রদর্শনার্থে টাখ্নুর নীচ পর্যন্ত পোশাক পরা

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অহংকার বশতঃ তার তহবন্দ বা পাজামা ঝুলিয়ে দেয়।
(বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِى (صـ) قَالَ مَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দুই টাখনুর নীচে তহবন্দ যে পরিমান স্থান ঢেকে রাখবে, তা জাহান্নামে যাবে। (বুখারী)

৫৭. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ وَاللّٰه لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰه لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, বলা হল হে আল্লাহর রাসূল (স) সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰه انَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ كَثْرَةً صَلاَتِهَا وَ صِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِى جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِىْ النَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। একজন লোক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, অমুক স্ত্রী লোক বেশি বেশি নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং দান-খয়রাত করে, কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে জাহান্নামী হবে। (মেশকাত)

৫৮. দুর্বল শ্রেণী, শ্রমিক, চাকর ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীন, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।

(শোয়ারা-২১৫)

وَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ سَيِّىءُ المَلَكَةِ

আবুবকর ছিদ্দিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (তিরমিযী)

وَ عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) قَالَ اَلاَانَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الَّذِىْ يَأكُلُ وَ حْدَهُ وَ يَجْلِدُ عَبْدَهُ وَ يَمْنَعُ رِفْدَهُ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ওহে! আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে খবর দিব না? যে একা একা খায়, যে নিজ দাস-দাসীকে মারে এবং যে নিজের সম্পদ হকদারকে দেয় না। (রাযীন - মিশকাত)

عَن سُهَيْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهرَهُ بِبَطْنِه قَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَ اتْرُكُوْهَا صَالِحَةً

সুহাইল ইবনে হানযালা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (স) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বললেনঃ এ নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। সুস্থ-সবল অবস্থায় এর উপর আরোহণ কর এবং একে সুস্থ সবল থাকতেই ছেড়ে দাও। (আবু দাউদ)

৫৯. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া

وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দাস (শ্রমিক) যখন মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং ঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত পালন করে থাকে। তখন দ্বিগুণ ছওয়াব দেয়া হবে তাকে। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ جَرِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةٌ

যারির (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দাস যখন পলায়ন করে তার কোন নামাজই কবুল হয় না। (মুসলিম)

৬০. দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমরা যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও সে সব লোকদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের লানত। (বাকারা-১৫৯)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে দ্বীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِيْ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ইলমের সাহায্যে মহান আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করা যায়, সে ইলম যে ব্যক্তি কেবল মাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও লাভ করতে পারবেনা। (আবু দাউদ)

৬১. অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেয়া

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِا لْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَ َخَذَهَا بِكَذَا وَ كَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُوَ عَلٰى غَيْرِ ذَالِكَ وَ رَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকদের সাথে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হলঃ ১। যে ব্যক্তির নিকট বিস্তীর্ন প্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, কিন্তু সে তা পথিককে ব্যবহার করতে দেয় না। ২। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির নিকট তার পন্য বিক্রি করতে গিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, আমি এগুলো এত এত দামে খরিদ করেছি, ক্রেতা তা বিশ্বাস করল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। ৩। আর যে ব্যক্তি নেতার নিকট শুধু মাত্র পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য শপথ গ্রহণ করল। নেতা যখন তাকে কিছু দেয়, সে নেতার অনুগত থাকে আর না দিলে অনুগত থাকে না। (বুখারী-মুসলিম)

৬২. তাকদীর অস্বীকার করা

عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَ قَعَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِيْ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِيْ فَقَالَ لَوْاَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهِ وَ اَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَ لَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ اَنْ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ اَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَ لَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ

ইবনুদ্দায়লামী হতে বর্ণিত। আমি উবাই ইবনে কা'বের নিকট উপস্থিত হলাম ও বললামঃ তকদীর সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আপনি সে সম্পর্কে কিছু বলুন, সম্ভবত আল্লাহ আমার মন হতে এ সংশয় দূর করে দিবেন। তিনি বললেনঃ শোন, আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টিকে আযাবে নিক্ষেপ করেন তবে তাতে আল্লাহ যালিম হবেন না। আর তিনি যদি এ সমস্তকেই রহমত দানে ধন্য করে দেন, তবে তাঁর এ রহমত তাদের আমল অপেক্ষা অনেক ভাল হবে। তোমরা যদি ওহোদের পাহাড়

সমান স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, যতক্ষন না তুমি তকদীরকে বিশ্বাস করবে এবং তোমাদের এ পাকা আকীদা হবে যে, যা কিছু তোমার ওপর আসছে, তা হতে তুমি কোন ক্রমেই রেহাই পেতে পার না। আর যে অবস্থা তোমার উপর আসবার নয়, তা তোমার উপর আসতে পারে না। তোমরা তার বিপরীতে ধারনা নিয়ে যদি মৃত্যু মুখে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নামী হবে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

৬৩. বিনা কারণে জামায়াত ত্যাগ করা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ تَبَاعَهُ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে ওযর ব্যতিত মসজিদে না গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে, তার নামায কবুল হবে না। লোকেরা বললো ওযর কি? তিনি বললেন, ভয় ও রোগ। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لَوْلاَ مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَةِ اَقَمْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِى يُحَرِّقُوْنَ مَا فِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যদি ঘরে নারী ও শিশু না থাকত তাহলে আমি এশার জামাত কায়েম করে আমার যুবকদেরকে নির্দেশ দিতাম তারা যেন ঘরে যা আছে সব আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়। (আহমদ)

৬৪. আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো নামে যবাই করা

وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهُ لَفِسْقٌ

যে সব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না যবেহ করার সময় সেগুলো থেকে ভক্ষণ করনা, এটা গুরুতর পাপ। (আনআম-১২১)

وَ اَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

কিছু সংখ্যক জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারনা বশতঃ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (আনাম-১৩৮)

عَنْ عَلِىٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ ১। আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন যে পিতা-মাতাকে লানত করে ২। আল্লাহ লানত করেছেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করে ৩। আল্লাহ লানত করছেন যে বেদায়াতী লোকদেরকে আশ্রয় দেয় এবং ৪। আল্লাহ লানত করেছেন যে যমিনের সীমানা পরিবর্তন করে ফেলে। (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ)

৬৫. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

اِنَّهُ لاَ يَيْاَسُ مِنَ الرَّوْحِ اللّٰهِ الاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত হতে কাফির ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না। (ইউসুফ -৮৭)

وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ

নিজের খোদার রহমত হতে তো কেবল গোমরাহ লোকেরাই নিরাশ হয়ে যায়।

(আল হিজর-৫৬)

৬৬. আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে গাফেল হওয়া

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ مُبْلِسُوْنَ- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমরা তাদের জন্য সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। (অর্থাৎ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দিলাম) অতপর তারা সম্পদের জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তখন আমরা আকস্মিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হল। অতঃপর যালেমদের মূলোৎপাটন করা হল। সকল প্রশংসা সারাজাহানের প্রতিপালকের জন্য।

(আনআম-৪৪-৪৫)

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স)-কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লহর রাসূল বলেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছেঃ

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالْيَاْسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ وَالْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ

১। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ২। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ৩। এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করা।

৬৭. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন সে সব লোকদের ওপর, যারা আমার সাহাবাদেরকে গালি দেয়। (তিবরানী)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যারা আমার সাহাবাদেরকে গালি দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ, ফিরেশতা ও সকল মানুষ লানত করে। (তিবরানী)

৬৮. তালাক প্রাপ্তা নারীর তাহলীল

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে (তালাক প্রাপ্তা নারীকে) হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করে উভয়কে আল্লাহ লানত করেন। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাযা) অর্থাৎ বিনা সহবাসের তালাক দেয়ার শর্তে বিয়ে করে, যাতে তালাক প্রাপ্তা নারী তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়।

৬৯. মুসলমানকে ফাসেক বলা

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُبِيْنًا

যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের বিনা কারণে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজদের মাথায় উঠিয়ে নেয়। (আহযাব-৫৮)

وَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানদেরকে গালমন্দ করা ফাসেকী, আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

وَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ اَوِالْكُفْرِ اِلاَّ اِرْتَدَّتْ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছেনঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে যেন ফাসেক অথবা কাফের না বলে। কেননা সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে, তবে এ অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে এসে চাপে। (বুখারী)

৭০. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় দুশমনদের কাছে ফাঁস করা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَتُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ

মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, তা অস্বীকার করছে। (মুমতাহেনা-১)

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

যে সব কাজ করলে ব্যক্তি চরিত্র ধ্বংস হয়, অন্য মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হয়, সমাজ, রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়, মহান আল্লাহ সে সব কাজ বান্দার জন্য নিষেধও হারাম করে দিয়েছেন। তার মধ্যে কোন কাজ কবীরা গুনাহ, আর কোন কাজ সগীরা গোনাহ। সগীরা গুনাহ বারবার করলে তাও কবীরা গুনায় পরিণত হয়।

নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে কঠোর সাবধান বানী

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَن تُصِيْبَهُمْ فِتنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُم عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত যে, তারা কোন ফেতনায় জড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা তাদের উপর পীড়াদায়ক আযাব আপতিত হতে পারে। (নূর-৬৬)

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ -

নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও বড় কঠিন। (বুরুজ-১২)

وَ كَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّك اِذَا اَخَذَ القُرٰى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

তোমার প্রভু যখন কোন যালেম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনটিই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও পীড়াদায়ক। (হুদ-১০২)

وَعَن اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَ غَيْرَةَ اللّٰهِ اَنْ يَاْتِيَ الْمَرْءُ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হল, তিনি যা হারাম ঘোষণা করেছেন, মানুষ যখন তা করে, অর্থাৎ মানুষ যখন অন্যায় কাজ করে তখন আল্লাহর মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।

(বুখারী-মুসলিম)

১. হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

وَ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَ مُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ

হযরত আবু জোহায়ফা (রা.) বলেনঃ নবী করীম (স) রক্তের মূল্য, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ব্যভিচারের বিনিময় গ্রহণে নিষেধ করেছেন। তিনি সূদ গ্রহীতা ও দাতার প্রতি, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে দেহে (নাম বা চিত্র) উৎকীর্ণ করে ও তার ব্যবসা করে এবং ছবি অংকন কারীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী)

وَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ -

হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ও বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য গ্রহণে বিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

২. গানের মূল্য গ্রহণ নিষেধ

وَمِنَ النَّاسِ مِن يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে, মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে।
(লোকমান)

আরবের কাফের লোকেরা রাসূলের দাওয়াত থেকে লোকদেরকে ফিরাবার জন্য গল্প-গানের চর্চা শুরু করেছিল ও গায়িকা দ্বারা নাচ-গানের ব্যবস্থা করল।

وَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْ هُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَ ثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ -

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করনা এবং মেয়েদেরকে গান শিক্ষা দিওনা, তার মূল্য হারাম। (আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাযা)

৩. মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, দেবীর নামে জবাইকৃত জন্তু হারাম

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ -

অবশ্যই হারাম করা হয়েছে তোমাদের প্রতি মৃত দেহ, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং এমন জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে। (বাকারা-১৭২)

وَ عَن جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ عَامُ الفَتْحِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالاَصْنَامِ -

হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ বিক্রী, মৃত্যু প্রাণী, শুকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম)

৪. রাজাধিরাজ বলা নিষেধ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء

বলুন! সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে চান রাজ্য দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেয়। (আলে-ইমরান-২৬)

রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ। তাই আল্লাহ ব্যতীত কোন রাজা-বাদশা ও রাষ্ট্রপ্রধানকে এ উপাধিতে ভূষিত করা যায় না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَـالَ اِنَّ اَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে শাহানশার মত রাজাধিরাজ নাম গ্রহণ করে। (বুখারী-মুসলিম)

৫. ফাসেক ব্যক্তিকে নেতা বলা নিষেধ

وَ لاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ -

তোমরা কাফের ও মুনাফেক লোকদের (নেতৃত্ব) অনুসরণ করে চল না। (আহযাব)

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَقُوْلُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهُ اِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ اَسْخَطْتُم رَبَّكُم عَزَّوَجَلَّ -

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুনাফিক লোকদেরকে সাইয়েদ (নেতা) বলে সম্বোধন করো না। কেননা সে যদি সাইয়েদও হয়, তবুও তাকে সাইয়েদ বলে তোমাদের মহান রবকে অসন্তুষ্ট করো না। (আবু দাউদ)

৬. মুসলমানদেরকে কাফের বলা নিষেধ

وَ عَن اَبِى ذَرٍّ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْقَالَ عَدُوٌّ اللّٰهِ وَ لَيْسَ كَذَالِكَ اِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ -

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছেনঃ কেউ যদি কাউকে কাফের বলে সম্বোধন করে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকে অথচ সে তা নয়, তবে কাফের কথাটা কথকের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী-মুসলিম)

৭. গীবত হারাম

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدَكُم اَن يَّاْكُلَ لَحَمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيْمُ -

তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা অবশ্যই এটাকে ঘৃণা করবে। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা কবুলকারী এবং দয়াময়। (হুজুরাত-১২)

وَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ ـ

আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল। কে সর্বোত্তম মুসলমান? তিনি বললেনঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

৮. গীবত শুনা হারাম

وَ اِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ ـ

যখন গীবত করতে শুনবে তাকে বাধা দিবে বা তা করা থেকে বিরত থাকবে। (কাসাস–৫৫)

وَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযি)

৯. কখন গীবত করা যায়

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً اَسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِىِّ (صـ) فَقَالَ ائْذَنُوْالَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ـ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স) এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেনঃ তাকে অনুমতি দাও। এই ব্যক্তি নিজের বংশের মধ্যে খুবই নিকৃষ্ট লোক। এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী বিপর্যয় ও সংশয় সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েজ প্রমাণ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَا اَظُنُّ فَلاَ نًا وَ فَلاَ نًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنَنَا شَيْئًا ـ

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। (বুখারী)

লাইস ইবনে সাদ বলেন, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মুনাফিক ছিল।

১০. ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা খারাপ

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ـ

আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, এতে যদিও বিক্রি বেশি হয়, কিন্তু বরকত ধ্বংস হয়ে যায়। (মুসলিম)

১১. আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يُسْئَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلاَّ الْجَنَّةُ ـ

যাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়। (আবু দাউদ)

১২. সৃষ্টির নামে শপথ করা নিষেধ

সৃষ্টির কোন কিছুর নামে শপথ করা কঠোরভাবে নিষেধ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْلِيَصْمُتْ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে কিংবা চুপ থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু আমানতের বিশ্বস্ততা উল্লেখ করে শপথ করল, সে আমাদের দলর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

১৩. হিংসা করা হারাম

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ

তারা কি অন্য লোকদের প্রতি শুধু এজন্য হিংসা পোষণ করেযে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন? (নিসা-৫৪)

অর্থাৎ আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তার ধ্বংস কামনা করাই হিংসা।

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনি ভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনিভাবে আগুন শুকনা কাঠ জ্বালিয়ে দেয়। (আবু দাউদ)

১৪। খারাপ ধারণা পোষণ নিষেধ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ -

হে ঈমানদারগণ! অধিক খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, কোন কোন ধারণা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (হুজুরাত-১২)

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। (বুখারী-মুসলিম)

১৫. সারাদিন চুপ করে থাকা নিষেধ

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) لاَيُتْمَ بَعْدَاِحْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ -

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে একথাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি। তিনি বলেছেনঃ বালেগ হলে পরে আর কেউ ইয়াতিম থাকে না এবং কেহ রাত পর্যন্ত অনর্থক নীরব থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। (আবু দাউদ)

আল্লামা খাত্তাবী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ সারাদিন কথা না বলে চুপ থাকা জাহেলী যুগে একটি ইবাদত বলে গণ্য হত, কিন্তু ইসলাম এরূপ করতে নিষেধ করেছে।

১৬. মহামারী এলাকা থেকে পলায়ন কিংবা বাইরে থেকে প্রবেশ করা নিষেধ

وَلاَ تُلْقُوابِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ -

নিজদের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। (বাকারা-১৯৫)

وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِاَرْضٍ فَلاَتَدْخُلُوْهَا وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَ اَنْتُم فِيْهَا فَلاَتَخْرُجُوْا مِنْهَا -

উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তোমরা সেখানে আছ, তাহলে তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসো না। (বুখারী-মুসলিম)

১৭. কুরআন শরীফ নিয়ে কাফেরদের এলাকায় সফর করা নিষেধ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ يُسَافِرَ بِا الْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছ) কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রুদের দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

১৮. জাফরান রং এর কাপড় পুরুষের জন্য হারাম

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ (صـ) اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম (স) পুরুষদেরকে জাফরান দ্বারা রং করা পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

১৯. অমুসলিমদের অনুসরণ করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ـ

যাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা বাম হাত দ্বারা পানাহার করনা। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে। (মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা খিযাব ব্যবহার করে না। অতএব তোমরা এর উল্টা কর। (বুখারী-মুসলিম)

২০. কালো খিযাব ব্যবহার করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اُتِىَ بِاَبِى قُحَافَةَ (رضـ) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ رَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) غَيِّرُوْا هٰذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ـ

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু বকর ছিদ্দিক (রা.)-এর পিতা আবু কোহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলের নিকট হাযির করা হল। তার দাড়ি ও মাথার চুল 'সাগাসা' নামক ঘাসের মত সাদা ছিল। নবী করিম (স) বললেনঃ চুলের এই রং কিছু দিয়ে পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বিরত থাক। (মুসলিম)

২১. মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা নিষেধ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) عَنِ الْقَزَعِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মাথার চুলের কিছু অংশ মণ্ডন করে কিছু অংশ রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

২২. মহিলাদের মস্তক মুণ্ডন নিষেধ

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا ـ

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) নারীদেরকে তাদের মাথা মুড়াতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ)

২৩. পরচুলা লাগানো, উল্কি অংকন ও দাঁত চিকন করা হারাম

لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لاَ تَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا وَ لاُضِلَّنَّهُمْ وَلاَمَنِّيَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الاَنْعٰمِ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه ـ

যার উপর রয়েছে আল্লাহর লা'নত। (এই শয়তান আল্লাহকে) বলেছিলঃ আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব। আমি তাদেরকে গোমরাহ করব, আমি তাদেরকে নানারূপ আশা-আকাংখায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব আর তারা জীব-জন্তুর কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব, আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক পথে না চালিয়ে তাতে রদ-বদল করবে। (নিসা-১১৮)

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) পরচুলা ব্যবহার কারিণী, তা প্রস্তুত কারিণী, উল্কী অংকন কারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায়, তাদের সবাইকে লা'নত করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সব মেয়ে শরীরে উল্কি এঁকে নেয় আর যারা এঁকে দেয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী এবং চোখের বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়নকারিণীদের আল্লাহ লানত করেছেন।

২৪. এক পায়ে জুতা ও মুজা পরে চলা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَمْشِ اَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى اَن يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ـ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।
(আবু দাউদ)

২৫. কানে কানে পরামর্শ নিষেধ

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

কানে কানে পরামর্শ শয়তানের কাজ। (মুজাদালা-১০) অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে পরামর্শ করা, গোপন বৈঠক করা শয়তানের কাজ।

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِذَاكَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِى اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যখন তিনজন লোক একসাথে থাকবে, তখন যেন একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দুজন কানে কানে পরামর্শ না করে। (কারণ তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পেতে পারে) (বুখারী-মুসলিম)

২৬. গোলামকে মারা নিষেধ

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَّهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ اَوْلَطَمَهُ فَاِنَّ كَفَّارَتَهُ اَنْ يُعْتِقَهُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কোন লোক যদি তার ক্রীতদাসকে বিনা অপরাধে মারধর করে অথবা তার মুখে চপেটাঘাত করে তবে তার কাফফারা হল, সে ঐ ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দেবে। (মুসলিম)

২৭. পশুকে কষ্ট দেয়া নিষেধ

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ تُضْرَبَ الْبَهَائِمُ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন কোন পশুকে কষ্ট দিয়ে মারতে।

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وَسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِىْ وَسَمَهُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) এর সামনে দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। গাধাটির মুখে দাগানোর চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এটিকে দাগ দিয়েছে তার প্রতি আল্লাহর লানত। (মুসলিম)

২৮. কারো কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ـ

যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (নুর-১৯)

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَ يَبْتَلِيْكَ ـ

ওয়াসেলা ইবনে আশকা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের ভাইদের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে ঐ বিপদে ফেলবেন। (তিরমিযি)

২৯. মানুষকে বংশের খোঁটা দেয়া নিষেধ

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে দুটি বস্তু থাকলে তা তার কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বংশের খোঁটা দেয়া এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।

৩০. মুসলমানকে অবজ্ঞা করা নিষেধ

يَااَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٍ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ পুরুষদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে না। কেননা হতে পারে তাদের মধ্যে উত্তম লোক আছে। আর না মহিলারা মহিলাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। কেননা হতে পারে তাদের মধ্যে উত্তম মহিলা আছে। নিজেরা নিজদের প্রতি শ্লেষ বাক্য নিক্ষেপ কর না। একে অপরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরূপ আচরণ থেকে তাওবা করে বিরত থাকেনা, তারাই যালেম। (হুজুরাত-১১)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بِحَسْبِ امْرِىٍّ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। (মুসলিম)

وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেছেন যে, যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

৩১. কোন প্রাণী আগুনে পোড়ান নিষেধ

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَ رَاىَ النَّبِىُّ (صـ) قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهٖ ؟ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهٗ لاَ يَنْبَغِى اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) একটি পিপড়ার বাসা দেখতে পেলেন যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে? উত্তরে বললাম আমরা নবী (স) বললেনঃ আগুনের প্রভূ ছাড়া অন্যকারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া সাজে না (অধিকার নেই)। (আবু দাউদ)

৩২. পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ ও সম্পর্ক ছেদ নিষেধ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (মায়েদা-৫৪)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথীরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু পরস্পরের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহশীল। (আল ফাতাহ-৩৯)

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا و لاَ تَحَاسَدُوْا و لاَ تَدَابَرُوْا وَ لاَ تُقَاطِعُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ـ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর হিংসা-বি... শক্রতা পোষণ করো না, দেখা সাক্ষাৎ বর্জন করো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে বসবাস কর। কোন মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন থাকা বৈধ নয়। (বুখারী-মুসলিম)

৩৩. ক্রোধান্বিত না হওয়া

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

(তারা ঈমানদার) যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবে আল্লাহর পথে খরচ করে, ক্রোধ দমন করে আর মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদেরকে ভালবাসেন।(আল ইমরান-১২৪)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ (صـ) اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী করীম (স)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার উপদেশ করার জন্য অনরোধ করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ তুমি ক্রোধান্বিত হয়ো না। (বুখারী)

৩৪. ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রেখে ঘুমানো নিষেধ

وَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّلَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوْهَا ـ

আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আগুন তোমাদের শত্রু, তাই যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে ফেলবে। (বুখারী-মুসলিম)

৩৫. ভান করা নিষেধ

قُلْ مَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ـ

(হে নবী) তাদেরকে বলুনঃ দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সাদ-৮৬)

কথা ও কাজে কৃত্রিমভাবে এমন ভাব ফুটিয়ে তোলা যা বাস্তবে নয়।

وَ عَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفُ ـ

উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে ভান বা কৃত্রিম লৌকিকতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী)

৩৬. শুভ বা অশুভ হওয়ার আকীদা পোষণ করা নিষেধ

وَ عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) كَانَ لا يَتَطَيَّرُ ـ

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) কোন কিছুকে অশূভ বা কুলক্ষণ মনে করতেন না।

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَعَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ ـ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ছোয়াছে ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে আমি 'ফাল' পছন্দ করি। লোকেরা বলল 'ফাল' কি? তিনি বললেনঃ ভাল কথা। (বুখারী-মুসলিম)

৩৭. কুকুর পোষা নিষেধ

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْمَا شِيَةٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি শিকার অথবা গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পোষবে; তার ভাল কাজের নেকী থেকে দৈনিক দুই কিরাত নেকী কমে যাবে। (বুখারী-মুসলিম)

৩৮. ঘন্টা বাঁধা হারাম

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ ঘন্টা শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (মুসলিম)

৩৯. মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ الْبُصَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মসজিদের ভিতর থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। আর এর জরিমানা হল তা পুঁতে ফেলা (পরিষ্কার করা) (বুখারী-মুসলিম)

৪০. মসজিদে ঝগড়া করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, হারানো বস্তু খোজা নিষেধ

وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ اَوِيُنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ

আমর ইবনে শু'আইব পিতা থেকে, পিতা দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো বস্তু খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-তিরমিযি)

৪১. দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ النَّبِىُّ(صـ) مَنْ اَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَيَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ بَنُوْ اٰدَمَ ـ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ য ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন অথবা গো-রসুন খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। কেন যে সব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়। (বুখারী-মুসলিম)

৪২. জুমআর খোতবার সময় দুই হাঁটু পেটের সাথে মিলিয়ে বসা নিষেধ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسِ الْجُهَنِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) نَهٰى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالامَامُ يَخْطُبُ -

মু'আয ইবনে আনাস আল-জুহানী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) খুতবার সময় পেটের সাথে দুই হাঁটু মিলিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (কেননা এভাবে বসলে ঘুম আসে, ফলে খোতবার প্রতি খেয়াল থাকে না)। (আবু দাউদ-তিরমিযি)

৪৩. এশা নামাজের পরে কথা বলা মাকরুহ

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا -

আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (স) এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। (বুখারী-মুসলিম)

৪৪. ইমামের পূর্বে রুকু সিদজা থেকে মাথা উঠান নিষেধ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ اَمَا يَخْشٰى اَحَدُكُم اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَن يَجْعَلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে রুকু ও সিজদা থেকে মাথা উঠাবে, তখন কি এ ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দিবেন অথবা তার আকৃতি গাধার মত করে দিবেন।(বুখারী-মুসলিম)

৪৫. নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরুহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ نُهِىَ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلَاةِ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

৪৬. পেটে ক্ষুধা, পেশাব পায়খানা চেপে নামায পড়া মাকরুহ

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لاَ صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, খাবার হাজির হলে তা রেখে নামায পড়বে না। অনুরূপ ভাবে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে নামায পড়বে না। (মুসলিম)

৪৭. নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকান নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) عَنِ الْالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاتِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ ـ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে নামাযের মধ্যে তাকান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ এটা শয়তানের একটি ছোবল। সে বান্দার নামায থেকে এভাবে ছোবল মেরে কিছু অংশ অপহরণ করে। (বুখারী)

৪৮. কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ

عَنْ اَبِى مَرْثَدٍ كُنَّارِ بْنِ الْحُصَيْنِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا ـ

আবু মারসাদ কুন্নার ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং কবরের ওপর বসবে না। (মুসলিম)

৪৯. একামতের পর ছুন্নত পড়া নিষেধ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যখন নামাজের জন্য একামত দেয়া হয়, তখন ফরজ নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম)

৫০. ধনী ব্যক্তি ঋণ আদায়ে টালবাহানা করা হারাম

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُم اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا ـ

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাবতীয় আমানত তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দাও।

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পাওনা আদায়ের ব্যাপারে ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলুম। (বুখারী-মুসলিম)

৫১. উপঢৌকন-ছদকা দিয়ে ফিরিয়ে নেয়া ঘৃণিত

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ الَّذِى يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِى قَيْئِهِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উপহার দিয়ে পুনরায় ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যা বমি করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। (বুখারী-মুসলিম)

৫২. মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথা বন্ধ রাখা নিষেধ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই। অতএব ভাইদের সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে দাও। (হুজুরাত-১০)

وَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنَّ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَ يُعْرِضُ هٰذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَاءُ بِالسَّلاَمِ ـ

আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। এভাবে যে তারা উভয় যখন মুখোমুখি হয়, তখন একজন এগিয়ে, যায় কিন্তু অন্য জন এড়িয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে সেই উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকল এবং মারা গেল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী-মুসলিম)

৫৩. মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া হারাম

وَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تَسُبُّوْا الاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ـ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা মৃতদেরকে গালি দেবে না, কেননা তারা যা কিছু করেছে, তার ফলাফলের কাছে পৌঁছে গেছে। (বুখারী)

৫৪. কৃপণতা অবলম্বন করা নিষেধ

وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى و كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى

যে কৃপণতা অবলম্বন করল (আল্লাহর প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ অস্বীকার করল। (আল লাইল-৮)

سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْابِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করেছে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় রশি হয়ে দাঁড়াবে। (আল ইমরান-১৮০)

وَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَ سُوْءُ الْخُلُقِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দুটো স্বভাব মোমেন লোকদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা, কৃপণতা ও বদ স্বভাব।

وَ عَنْ اَبِى بَكْرِ نِالصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ يَدخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও খারাপ স্বভাবের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযি)

৫৫. পর নারীর প্রতি তাকান হারাম

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْامِنْ اَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

(হে নবী!) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাজত করে। (নূর-৩০)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَ مَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও জানেন। (গাফের-১৯)

وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةَ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِالْمَرْأَةِ وَ لاَ يُفْضِىْ الرَّجُلُ اِلٰى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلٰى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ـ

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন পুরুষ লোক কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দুজন পুরুষ একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দুজন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

পুরুষের সতর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা এবং মহিলাদের সতর হচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা।

وَ عَنْ جَرِيْرٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) عَنْ نَظْرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ ـ

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে আন। (মুসলিম)

৫৬. পর স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত হারাম

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার বাহির থেকে চাও। (আহযাব-৫৩)

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ اَحَدَكُمْ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্ত্রী লোকের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মহরেম থাকলে ভিন্ন কথা। (বুখারী-মুসলিম)

وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পর নারীর সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাক। একজন বলল, দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে কি মত? তিনি বললেন দেবর মৃত্যুর মত ভয়ংকর। (দেবর বলতে বুঝায় স্বামীর ভাই, ভাতিজা ও চাচাত ভাই।) (বুখারী-মুসলিম)

৫৭. কোন ব্যক্তির সামনে প্রশংসা করা মাকরূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। (ফাতেহা)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ (صـ) رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَ يُطْرِيْهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

আবু মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (স) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে তার প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করছিল। তিনি বললেনঃ তোমরা ধ্বংস করলে অথবা তোমরা ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। (বুখারী-মুসলিম)

ـمَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِقْدَادِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ)
ل اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ ـ

হাম্মাম ইবনে হারেস মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন তোমরা কাউকে মুখের উপর প্রশংসা করতে দেখ, তখন তাদের মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ কর। (মুসলিম)

৫৮. বিনা কারণে সুগন্ধি ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَيَرُدُّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়, কেননা তা ওজনে হালকা এবং সুগন্ধিতে সুরভিত। (মুসলিম)

৫৯. আযানের পর নামজ না পড়ে মসজিদে থেকে বের হওয়া মাকরূহ

عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) فِى الْمَسْجِدِ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِىْ فَاَتْبَعَهُ اَبُوْهُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ

আবু শা'সা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমরা আবু হুরাইরাসহ (রা.) মসজিদে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে মুয়াযযিন আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। আবু হুরাইরা তাকে অনুসরণ করল, অবশেষে লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। তখন আবু হুরাইরা বললেনঃ এ লোকটি আবুল কাসেম-এর নাফর মানী করল (হুজুর (স) এর কথার অবাধ্যতা করল)

৬০. শহরবাসী গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়া নিষেধ

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ ـ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) শহরের লোককে গ্রাম্য লোকদের জিনিস বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন; যদিও সে তার আপন ভাই হয়। (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আব্বাস (রা.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দালালী করে গ্রামবাসীকে ঠকান।

৬১. পুরুষের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন
রের অংশে অন্য কোন নারীর অনাবৃত দেহের সাথে না লাগায়।
র্য স্বামীর সামনে এরূপ বর্ণনা না করে; যেন সে তাকে দেখছে।
(বুখারী, মুসলিম)

ষিত একথা বলা নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ ~~خبثت~~
نَفْسِيْ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের সম্পর্কে একথা না বলে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গিয়েছে। বরং বলতে পার আমার আত্মা মলিন হয়ে গিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

৬৩. কথার মধ্যে জটিল বাক্য প্রয়োগ মাকরূহ

وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ -

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম, সেই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সেই সর্বাপেক্ষা আমার নিকটতম হবে। আর তোমাদের মধ্যে যে সব লোক বাচাল, দুর্বোধ্য ভাষায় এবং অহংকারের সাথে কথা বলেন তারা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন তারা আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে। (তিরমিযি)

৬৪. আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছা মিলান নিষেধ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ (صـ) قَالَ لا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ شَاءَ فَلاَنٌ وَ لٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ شَاءَ فَلاَنٌ

হুযাইফা ইবনে ইয়ামেন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা কোন কথা এভাবে বলনা যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চায় সে ভাবে হবে। বরং এভাবে বল, আল্লাহর ইচ্ছা অতঃপর অমুকের ইচ্ছা। (আবু দাউদ)

৬৫, নামায রত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত নিষেধ

عَنْ اَبِى الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا

عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الرَّاوِيْ لاَ اَدْرِيْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -

আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে ছাম্মাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত এতে তার কি পরিমাণ গুনা হয়, তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে কল্যাণ কর মনে করত। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) কি চল্লিশ মাস না চল্লিশ দিন না চল্লিশ বৎসরের কথা বলেছেন, তা আমার মনে নেই। (বুখারী, মুসলিম)

৬৬. জুম'আর দিনে রোযা ও রাতে ইবাদত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الاَيَّامِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ রাত সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র জুম'আর রাতকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কর না। আবার দিন সমূহের মধ্যে শুধু মাত্র জুম'আর দিনকে নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট কর না। তবে তোমাদের কারো রোযা যদি জুম'আর দিনে পড়ে যায় তাহলে ভিন্নকথা। (মুসলিম)

জুমার দিনের সাথে অন্য দিন মিলিয়ে রোযা রাখতে হবে।

৬৭. সাওম বিসাল বা লাগাতর রোযা রাখা নিষেধ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ

আবু হুরাইরা (রা.) ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সাওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। (সাওমে বিসাল পাহানার না করে উপর্যপুরি কয়েকদিন রোজা রাখা।) (বুখারী, মুসলিম)

৬৮. কবরের উপর বসা হারাম

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصُ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যদি কোন লোক জ্বলন্ত আঙ্গারের উপর বসে এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে চামড়ায় লেগে যায়; তবুও তার জন্য কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

৬৯. ক্রীতদাস মনিবের নিকট থেকে পলায়ন নিষেধ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ (مسلم) وَ فِيْ رِوَايَةٍ فَقَدْ كَفَرَ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার নামায কবুল হয়না। অন্য বর্ণনায় আছে, তখন সে কুফরি করে।

৭০. রাস্তায়, গাছের ছায়ায় পায়খানা করা নিষেধ

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اتَّقُوْا الَّلاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ الَّذِى يَتَخَلّٰى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِى ظِلِّهِمْ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ দুইটি অভিশাপ আনয়নকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে দুটি বস্তু কি? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের যাতায়াত পথে অথবা গাছের ছায়ায় (রাস্তায় ও ফলের গাছের ছায়ায়) পায়খানা করে। (মুসলিম)

৭১. বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ -

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

৭২. যামানা বা কাল কে গালী দেয়া নিষেধ

وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلَّاحَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرِ -

অবিশ্বাসীরা বলে, শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা এখানে মরি ও বাঁচি। যামানা-কাল ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। (জাসিয়া)

وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِيْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرِ وَ اَنَا دَهْرٌ اُقَلِّبُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ এরশাদ করেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, কারণ তারা যামানা (কালকে) গালি দেয়। অথচ আমিই হচ্ছি যামানা। আমিই যামানার রাত দিনকে পরিবর্তন করি।

৭৩. বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰه يَاتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَ تَاتِىْ بِالْعَذَابِ فَاذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَ سَلُوْاللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছিঃ বাতাস আল্লাহর একটি রহমত। তা কখনও কল্যাণ ও অনুগ্রহ বয়ে আনে, আবার কখনও আযাব নিয়ে আসে। অতএব তোমরা বাতাস দেখলে গালি দেবে না, ববং আল্লাহর কাছে তা থেকে কল্যাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা কর এবং অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। (আবু দাউদ)

৭৪. জ্বরকে গালি দেওয়া নিষেধ

عَن جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) دَخَلَ عَلٰى اُمِّ السَّائِبِ اَوْ اُمِّ لْمُسَيِّبِ فَقَالَ مَالَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ اَوْ يَا اُمَّ الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفِيْنَ؟ قَالَتِ الْحُمّٰى لاَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لاَ تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تَذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ـ

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়াবের কাছে গিয়ে বললেনঃ হে উম্মুল সায়েব অথবা হে উম্মুল মুসাইয়াব, তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁপছ কেন? সে বলল, জ্বর হয়েছে তাই। আল্লাহ যেন জ্বরের ভাল না করেন। তিনি বললেনঃ জ্বরকে গালি দিও না, কেননা, জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ সমূহ দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়। (মুসলিম)

৭৫. মোরগকে গালি দেয়া মাকরূহ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لاَ تَسُبُّوْا الدِّيْكَ فَاِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ ـ

যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা মোরগকে গালী দিও না, মোরগ নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। (আবু দাউদ)

৭৬. তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে বলা নিষেধ

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ

তোমরা (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিজিক নিহিত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। (ওয়াকেয়া-৮২)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي اَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَل تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوكَبِ وامَّامَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِيْ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ـ

যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান পোষণ করেছে আর একাংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী আর তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও তারকার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

৭৭. কথা ও কাজের অমিল করা নিষেধ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ, এমন কথা তোমরা কেন বল, যা বাস্তবে কর না? আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা যা বল তা বাস্তবে কর না। (সফ-২)

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ـ

তোমরা লোকদেরকে যে কাজ করার নির্দেশ দাও, তা তোমরা নিজেরা করতে ভুলে যাও।
(বাকারা-৪৪)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَ يَعْمَلُ بِالْجُوْرِ ـ

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ এ উম্মতের মধ্যে ঐ সমস্ত মোনাফেক লোকদের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, যারা বিজ্ঞ জনের মত কথা বলে আর অত্যাচারীর মত কাজ করে। (বায়হাকী)

عَنْ اَنَسٍ (رض) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ

يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ ـ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমি মে'রাজের রাত্রে কিছু লোক দেখেছি যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল, এসব লোক কারা? তিনি বললেন, আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা, যারা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিত এবং নিজেরা সে কাজ করতে ভুলে যেত। (মেশকাত)

৭৮. যালেমের সাহায্য করা নিষেধ

فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ـ

আমি কখনও যালেমের সাহায্যকারী হবে না। (কাসাস-১৭)

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সাহায্য কর না। (মায়েদা)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهٖ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهٖ ـ

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যালেমকে এজন্য সাহায্য করল যে, বাতিলের দ্বারা সত্যকে পরাজিত করে দিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হেফাজত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। (তিব্‌রানী)

৭৯. অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ নিষেধ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ কর না। (বাকারা-৩০)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যুলুম করে এক বিঘত জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তর জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৮০. ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা না করা অপরাধ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

তারা (মোমেনেরা) লোকদের অপরাধ ক্ষমাকারী। (আল ইমরান–১৩)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلٰى اَخِيْهِ فَلَمْ يَعْتَذِرْهُ اَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِصَاحِبِ مَكْسٍ -

হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য কোন মুসলমান ভাইর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, যদি সে ক্ষমা না করে অথবা গ্রহণ না করে, তা হলে তার অপরাধ অত্যাচারী কর আদায়কারীর মত। (বায়হাকী)

৮১. অপরের জন্য পাপে লিপ্ত হওয়া নিষেধ

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

কিয়াতের ময়দানে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন কাজে আসবে না, না তোমাদের মা সন্তান সন্ততি। সেদিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন করে দিবেন। আর তিনিই তোমাদের কাজ-কর্মের পরিদর্শক। (মুসতাহেনা-৩)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ -

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট, যে অপরের পার্থিব উন্নতির জন্য নিজের পরকাল ধ্বংস করে।

৮২. পরস্পর ঝগড়া করা নিষেধ

وَ لاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ -

তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ কর না। এতে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। (আন-ফাল–৪৬)

عَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) انَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ

যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, আরব দ্বীপে মুসলমানরা তার ইবাদত করবে, তবে মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম)

৮৩. বিজাতির অনুসরণ করা নিষেধ

وَ انَّ هٰذَاصِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ -

আমার এ পথ সরল ও সোজা। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর। এ ছাড়া অন্য রাস্তায় চলো না, তাহলে তোমরা সঠিক রাস্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। (আন আম–১৫৩)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

৮৪. পক্ষপাতিত্ব করা নিষেধ

فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى

ইনসাফ কর যদিও নিজের আত্মীয় হোক না কেন?

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَّ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ

জুবাইর ইবনে মুতয়েম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয় যে মানুষকে পক্ষপাতিত্বের দিকে ডাকে। যে ব্যক্তি পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে সেও আমার উম্মত নয়। আর যে ব্যক্তি পক্ষপাত অবস্থায় মারা যায়, সেও আমার উম্মত নয়।

৮৫. কবরকে মসজিদ বানানো নিষেধ

وَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صـ) يَقُوْلُ اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَفَلاَتَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ ـ

জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ সাবধান, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের ও নেক্ লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদের অবশ্যই তা হতে নিষেধ করছি। (মুসলিম)

৮৬. কবরে বাতি জ্বালান নিষেধ

وَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) زَائِرَاتِ الْقُبُوْرَ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُوْجَ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (স) কবর জিয়ারাতকারী নারী, ঐসব লোক, যারা কবরকে মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়, তাদের প্রতি লানত করেছেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

৮৭. কবর পাকা করা নিষেধ

وَ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرَ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يَّقْعُدَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهِ ـ

যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কবরকে শক্ত করে বানাতে, তার উপর নির্মাণ কাজ করতে, বসতে এবং তার উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

৮৮. জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ

وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِالْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدُالْحَرَامُ و مَسْجِدِىْ هٰذَا وَ الْمَسْجِدُ الاَقْصٰى ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা সফরের কষ্ট করবে না তবে তিনটি স্থানের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করতে পার (১) মসজিদে হারাম (২) আমার এই মসজিদ এবং (৩) মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস। (বুখারী, মসুলিম)

গুনাহ্ মার্জনার উপায়

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (নিসা-১০৬)

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِاللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

যদি কেউ কোন অপরাধের কাজ কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। (নিসা-১১০)

وَالَّذِيْنَ اِذاَ فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْاَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

তাদের দ্বারা যদি কোন খারাপ কাজ হয়ে যায় অথবা নিজদের উপর যুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরন করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া গোনাহ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এসব লোক জেনে-শুনে খারাপ কাজ বার বার করে না। (আল ইমরান-১৩৫)

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُمْ وَ لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَيَغْفِرَلَهُمْ ـ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যদি গুনাহ না করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সরিয়ে দিতেন। অতঃপর এক জাতিকে পাঠাতেন, যারা গোনাহ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

وَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) يَقُوْلُ قَالَ اللّٰه تَعَالٰى يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَ رَجُوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَ لاَ اُبَالِىْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ لَوبَلَغَتَ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَ لاَاُبَالِىْ يَااِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْاَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لاَ تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً -

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাক এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গোনাহ মাফ করতে থাকব। তা তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশি যত বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়াই করব না। হে আদম সন্তান, যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী পরিমাণ গুনাহসহ হাজির হও আর আমার সাথে কাউকে শরিক না করে থাক তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাব। (তিরমিযি)

وَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللّٰه (صـ) فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِمِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি, একই বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (স) একশবার এ দোয়াটি পড়েছেন।

আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ و بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰه واتُوْبُ اِلَيْه

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) মৃত্যুর পূর্বে অধিক সংখ্যায় এ দোয়া পড়তেনঃ আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি। (বুখারী, মুসলিম)

মোনাফেকের চরিত্র ও কার্যক্রম

১. ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم غَيرَ الَّذِى تَقُولُ ـ

তারা বলে, তোমাদের কথার আনুগত্য করব। কিন্তু তোমাদের নিকট থেকে তারা যখন চলে যায়, তখন তোমাদের কথার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে থাকে। (নিসা-৮১)

২. আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ অমান্য করে

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ يَتَنَا جَوْنَ بِالاِثْمِ والعُدْوَانِ و مَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ ـ

তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তাই তারা করে। আর পাপের কাজ, যুলুম-অত্যাচার ও রাসূলের নাফরমানীর বিষয়ে গোপন পরামর্শ ও কানা-ঘুষা করে। (মুজাদেলা-৮)

৩. ইসলামের বিধান সংশোধন ও পরিবর্তনযোগ্য মনে করে

قَالُو اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ـ

তারা বলে আমরাও সংস্কার, সংশোধন ও কল্যাণমূলক কাজ করে থাকি। (বাকারা-১১) অর্থাৎ আল্লাহ্ রাসূলের বিধান বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া রচিত পদ্ধতিকে নিরাপদ ও কল্যাণকর মনে করে।

৪. মানুষের মনে ইসলামের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে

وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ و اكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

আহলে কেতাবদের একটি দল বলে যে, মুমিনদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, তার প্রতি সকাল বেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যা বেলা তাকে অস্বীকার কর। তাহলে হয়তো অন্যান্য লোক তা থেকে বিরত থাকবে। (আল ইমরান-৭২)

৫. ইসলামের শত্রুদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

তারা মুমিনগণকে বাদ দিয়ে কাফেরদের সাথে আন্তরিকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে থাকে। (নিসা-১৩৯)

৬. ফিতনা -ফাসাদ ও ঝগড়াকে উৎসাহিত করে

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ـ

যখন কোন ফিতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখনই তারা তাতে লাফিয়ে পড়ে। (নিসা-৯১)

৭. ভিতর ও বাহির বৈষম্য দৃশ্য

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

ওরা এমন কথা বলে থাকে, যা ওদের অন্তরে নেই। (ফাতাহ-১১)

৮. সুযোগবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ -

যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে, সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ করতে পার, তখন ওরা বলবে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? (নিসা-১৪০)

মুনাফেক দ্বীন ইসলামের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা হতে বের হয়ে যায়। নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধান পালন করতে রাজী নয়।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -

মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা বলে যে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়। (বাকারা-৪)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُوْ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَ نَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَ جْهِهٖ ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

মানুষের মধ্যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-দ্বন্ধে জড়িত হয়ে, এক প্রান্তে যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় (বিপর্যয়ে পতিত হয়ে) পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় (ফাসেকী ও কুফরীর দিকে) ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি। (হজ্জ-১১)

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

তারা (মুনাফেক) আল্লাহ ও ঈমানাদার লোকদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা (এরূপ করে) নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (বাকারা-৯)

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْاكَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ

যখন তাদেরকে বলা হয় অন্যান্যরা যে ভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সে ভাবে ঈমান গ্রহণ কর। তখন তারা বলে আমরা কি বোকাদের মত ঈমান গ্রহণ করব। (বাকারা-১৩)

(অর্থাৎ মুনাফেকরা নিজদেরকে বুদ্ধিমান মনে করে আর সত্যিকার ঈমানদারদেরকে বোকা মনে করে)

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ـ

তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তার শয়তান লোকদের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে আছি- আমরা (মুসলমানদের) সাথে উপহাস করছি। (বাকারা-১৪)

قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ـ

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনকে অপছন্দ করে, তারা বলে, কতিপয় ব্যাপারে আমরা তোমাদের কথা মত চলব। (মুহাম্মদ -৩৬)

অর্থাৎ মুনাফেক লোকেরা ইসলামের বিরোধী শক্তির কথা মেনে চলার আশ্বাস প্রদান করে।

৯. বিপদের সময় দ্বীনের উপর অটল থাকাকে নির্বুদ্ধিতা মনে করে

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ ـ

যখন ওদেরকে বলা হয় যে, মুমিনগন যেরূপ দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছে তোমরাও তদ্রুপ ঈমান গ্রহণ কর। তখন তারা বলে যে, বে-ওকুফ ও নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে, আমরাও কি তদ্রূপ ঈমান আনব। (বাকারা-১৩)

১০. ঈমানদারদের বিপদে খুশী হয় এবং উন্নতিতে হিংসা বেড়ে যায়

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ـ

তোমরা যদি সুখ- সমৃদ্ধি লাভ কর, তবে ওদের মনে দুঃখ, ক্ষোভ ও হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। আর তোমাদের বিপদ-আপদে ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তারা আনন্দ লাভ করে। (আলে ইমরান-১৩০)

১১. মুসলমানদের গোপন বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করে দেয়

وَ اِذَا جَاءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ـ

আর যখন তাদের কাছে কোন শান্তি নিরাপত্তা ও ভয়ভীতি মূলক খবর পৌছে। তখন তারা উহাকে সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচার করতে থাকে। (নিসা-৮৩)

১২. ইসলামের শত্রুদের সাহায্যের ওয়াদা করে

وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ـ

তোমাদের সাথে যদি (মুসলমানদের) যুদ্ধ হয়, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। (হাশর-১১)

১৩. কাফেরদের কাছে সম্মানপ্রার্থী হয়

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

তারা কি ঐ সকল কাফেরদের নিকট মান-সম্মান অনুসন্ধান করছে। (নিসা-১৩৯)

১৪. তাগুতের নিকট বিচার ও শাসন চায়

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ ـ

তারা শয়তানী শক্তির নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, শাসন ক্ষমতা চায়।

১৫. স্বার্থের অনুকূলে ইসলামের বিধান মেনে চলে, অন্যথায় বর্জন করে

وَاِذَا دُعُـوْا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُـوْلِه لِيَـحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَـرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ

ওদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা ও মীমাংসা করার জন্য যখন আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তাদের একটি গ্রুপ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর ওরা যদি কোন স্বার্থ পেয়ে যায় তখন অনুগত হয়ে রাসূল (স) কাছে চলে আসে। (নূর-৪৯)

১৬. সত্য প্রকাশ হওয়ার পরেও আত্মপূজার কারণে পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে

اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ ـ

যখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার কথা বলা হয়, তখন মান-সম্মানের চিন্তা তাদেরকে পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। (বাকারা-২০৬)

১৭. বংশীয় মর্যাদা ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ـ

এরা বলে আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সম্মানিত ও শক্তিশালী লোকেরা নিচু, ইতর, অভদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দিবে। (মুনাফেকুন-৮)

১৮. তাকওয়া, পরহেজগারী ও তাওবার কোন গুরুত্ব দেয় না

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْارُؤُسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ـ

তাদেরকে যখন বলা হয় যে, এস! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল মাগফিরাত কামনা করবেন এবং ক্ষমা-প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি দেখবেন, গর্ব-অহংকারের সাথে তারা ফিরে যাচ্ছে। (মুনাফেকুন-৫)

১৯. কুরআনের বর্ণনা থেকে দোষ ত্রুটি আবিষ্কার করে

وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكٰفِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَاللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً

যাদের অন্তরে নেফাকীর ব্যাধি আছে এবং যারা কাফের তারা বলে যে, এ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্ কি বুঝাতে চান? (মুদাচ্ছের-১৩২)

২০. নামায ও আযান নিয়ে বিদ্রূপ করে

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ـ

যখন তোমরা নামাজের জন্য ডাক, তখন তারা এটাকে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে। (মায়েদা-৮৫)

২১. আল্লাহ, রাসূল ও তার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে

قُلْ اَبِا للّٰهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ـ

(হে নবী!) আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, ওরা কি আল্লাহ তা'আলাকে তার আয়াত এবং রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে। (তাওবা-৬৫)

২২. দান-খয়রাতের ব্যাপারে অপবাদ রটায়

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ـ

মুমিনদের দান-খয়রাত সম্পর্কে যারা অপবাদ রটিয়ে থাকে, আর যারা নিজদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা ঠাট্টা করে (তাদের পরিণতি খুবই খারাপ) অর্থাৎ ধনীদের দানকে রিয়া প্রদর্শনী বলে প্রচার করে আর গরীব মুসলমানের দান নিয়ে উপহাস করে বেড়ায়। (তাওবা-৭৯)

২৩. মনের অনিচ্ছায় ও অখুশীতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে

وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ ـ

মনের অনিচ্ছায় ওরা দান-খয়রাত করে থাকে। (তাওবা-৫৪)

২৪. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে ধন-সম্পদ পেলে দান করবে কিন্তু পরে কৃপণতা অবলম্বন করে

فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ ـ

অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বীয় নেয়ামত দান করেন, তখন তারা কৃপণতা আরম্ভ করে দেয়। (তাওবা-৭৬)

২৫. আল্লাহর পথে খরচকে অনর্থক ব্যয় মনে করে

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا

কতিপয় বেদুঈন আল্লাহর পথের ব্যয়কে বোঝা ও অনর্থক মনে করে। (তাওবা-৯৮)

২৬. ধনীদেরকে গরীবের সাহায্য হতে বিরত রাখে

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ـ

ওরা হচ্ছে সে লোক যারা বলে থাকে যে, আল্লাহর নবীর সাহাবাগণকে সাহায্য কর না, তাহলে ওরা বিগড়ে যাবে। (মুনাফেকুন-৭)

২৭. বিপদের সময় ঈমান থেকে দূরে সরে যায়

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُاللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُنِ اطْمَأَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে; ইবাদত করে থাকে, সুতরাং যদি উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয় তখন তারা নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর ফিতনা বা বিপদ-আপদের মধ্যে নিপতিত হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (হজ্জ-১১)

২৮। মানুষকে ন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে

يَأْمُرُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ ـ

ওরা খারাপ, অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। (তাওবা-৬৭)

২৯. মিথ্যা ওয়াদা করে

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ـ

তাদের অন্তরে মুনাফেকী স্থাপন করে নিয়েছে এবং তা চলতে থাকবে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলে। (তাওবা-৭৭)

৩০. নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যা কসম করে

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহর নামের কসমকে নিজদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। আল্লাহর পথ থেকে ফিরে থাকে। (আল মুনাফেকুন-২)

৩১. অন্যায়, পাপ কাজে ঝাপিয়ে পড়ে

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তাদের মধ্যে আপনি অনেককেই দেখতে পাবেন যে, গুনাহর কাজ ও যুলুম-অত্যাচারের কাজে লাফিয়ে পড়ে। (মায়েদা-৬২)

৩২. চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতার কাজের প্রসার ঘটায়

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা ও দুশ্চরিত্রমূলক কাজের চর্চা ও প্রসারতাকে পছন্দ করে থাকে। (নূর-১৯)

৩৩. নেক কাজ দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি করতে চায়

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَ تَفْرِيْقًا ـ

আর যারা মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য, কাফের বানাবার জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মসজিদে জেরার নির্মান করেছিল। (তাওবা-১০৭)

৩৪. যে কোন বিপদকে নিজের জন্য ভাবে

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

প্রত্যেক হাঙ্গামা ও গন্ডগোলকে নিজদের বিরুদ্ধে মনে করে থাকে। (মুনাফেকুন-৭)

৩৫. ইসলামের শত্রুদের সাথে চাটুকারিতা মুলক সম্পর্ক বজায় রাখে

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ـ

যাদের অন্তরে নেফাকী রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তারা দৌড়ে গিয়ে ইসলামের শত্রুদের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং তাদেরকে বলছে যে, আমরা তোমাদের দ্বারা কোন বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত না হই তাই ভয় করছি। (মায়েদা-৫২)

৩৬. মুনাফেক লোক ভীরু ও কাপুরুষ হয়

وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ـ

কিন্তু এরা হচ্ছে একটি ভীরু ও কাপুরুষ সম্প্রদায়। (তাওবা-৫৬)

৩৭. দ্বীনকে গভীর ভাবে বুঝতে চায় না

وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ ـ

কিন্তু মুনাফেকরা তার (দ্বীনের) মূল তত্ত্ব বুঝে না, উপলব্ধি করে না। (মুনাফেকুন-৭)

৩৮। মিথ্যা প্রশংসা পেতে চায়

يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

যে কাজ তারা করে নি, সে কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক, তাই তারা পছন্দ করে থাকে। (ইমরান-১৮৮)

৩৯. নিজদের মুসলমান হওয়াকে ইসলামের প্রতি অনুগ্রহ মনে করে

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا

তারা মুসলমান হয়ে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করছে বলে ভেবে থাকে ও প্রচার করে বেড়ায়। (হুজুরাত-১৭)

৪০. নামাযকে বোঝা মনে করে এবং লোক দেখান নামায পড়ে

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُنَ النَّاسَ ـ

তারা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য অন্তর জ্বালা নিয়ে কাহিল অবস্থায় নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে। (নিসা-১৪২)

৪১. ইসলামের সহজ কাজ করতে অভ্যস্ত এবং কঠিন কাজ থেকে ফিরে থাকে

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ و اٰتُوْا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

এমন লোকদেরকে কি আপনি দেখেননি? যাদেরকে বলা হয় হাত গুটিয়ে রাখতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে থাক? কিন্তু যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল। (নিসা-৭৭)

অর্থাৎ চুপ চাপ থেকে নামায পড়া ও যাকাত আদায় করতে তাদের আপত্তি ছিলনা কিন্তু যখনই জিহাদের আয়াত নাযিল হল তাতে তাদের আপত্তি দেখা দিল।

৪২. জিহাদের নাম শুনলেই অন্তর কেঁপে উঠে

رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ

যাদের অন্তরে নিফাকীর রোগ আছে, তাদেরকে দেখবেন যে, ওরা আপনার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেরকম চেয়ে থাকে মৃত্যু জ্বালায় নিপতিত অজ্ঞান ব্যক্তিরা। (মুহাম্মদ-২০)

৪৩. জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে

وَ اِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُوْلُوْا الطَّوْلِ مِنْهُمْ

যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রাসূলের সাথে জিহাদের আহবান জানিয়ে কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যের ধনী লোকেরা ছুটির অনুমতি প্রার্থনা করে। (তাওবা-৮৬)

৪৪. যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য বাহানা পেশ করে

قَالُوْا لَوْنَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ

তারা বলে যে, আমরা যদি যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত থাকতাম বা তার প্রয়োজন অনুভব করতাম, তবে তোমাদের সহচর অবশ্যই হতাম। (আল ইমরান-১৬৭)

৪৫. অন্যকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে

وَ قَالُوْا لاَ تَنْفِرُوْا فِيْ الْحَرِّ ـ

তারা লোকদেরকে এই বলে জেহাদ থেকে বিরত রাখে যে এ তীব্র গরমে যুদ্ধের জন্য বের হবে না। (তাওবা-৮১)

৪৬. জাতীয় ও ইসলামের স্বার্থ না দেখে জিহাদের ময়দানে নিজের প্রাণ রক্ষার চিন্তা করে

وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

আর একটি দল নিজদের প্রাণের চিন্তায় ব্যাকুল ছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলী ধারনার ন্যায় অন্যায় ধারণা পোষণ করছিল। (আল ইমরান-১৫৪)

৪৭. তারা মনে করে মুসলমান হলে আল্লাহ সব বিপদ ঠেকাবে, তাই কখনো বিপদে পড়লে আল্লাহর প্রতি সংশয় সৃষ্টি হয়

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا ـ

যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত তারা এবং মোনাফেকরা বলতো যে, আল্লাহ এবং তার রাসুল আমাদেরকে যে ওয়াদা করেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোঁকাবাজী ছাড়া কিছু নয়। (আযহাব-১২)

৪৮. জিহাদের ময়দান থেকে পালাবার বাহানা করে

وَ اِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَ يَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا ـ

তাদের মধ্যে একটি গ্রুপ যখন বলল হে মদীনাবাসীরা, তোমাদের কোন ঠিকানা নাই। তোমরা ফিরে চল, তাদের মধ্যে আর একটি গ্রুপ নবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করে বলল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, দেখা শুনার কোন লোক নেই। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়, তারা শুধু যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাবার জন্য এসব ওজর-আপত্তি পেশ করছে। (আহযাব-১৩)

৪৯. জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে দুঃখিত না হয়ে খুব খুশি হয়

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِم خِلاَفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহর রাসূলের পশ্চাতে যারা ঘরে রয়ে গিয়েছিল তারা সেজন্য খুবই খুশী অনুভব করছে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাকে অপছন্দ করছে। (তাওবা-৮১)

৫০ যুদ্ধে শাহাদত বরণকে নিরর্থক মনে করে

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا

যারা নিজেরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে রয়েছে এবং যুদ্ধে যে সব ভাই- বেরাদর মারা গেছে, তাদের সম্পর্কে বলে যে, তারা যদি আমাদের কথা মানত তবে মারা যেত না।(আল ইমরান-১৬৮)

৫১. ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করাকে ধোকা মনে করে

اِذ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِدِيْنُهُمْ

মোনাফেক এবং যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত, তারা যখন বলবে এদের দ্বীন এদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। (আনফাল-৪৯)

৫২. দ্বীনের কাজে স্বার্থ পেলে এবং সহজ হলে আগ্রহ দেখায়

لَو كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَأَتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ـ

যদি নিকটে কোথাও গনিমতের মাল হত এবং পথের সফর সহজ হত, তবে তারা তোমাদের পিছনে পিছনে আসত। কিন্তু এ পথ তাদের নিকট খুবই কঠিন অনুভব হচ্ছে। (তাওবা-৪২)

৫৩. বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে বাহিনীর মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَازَادُوْكُم الاَّ خَبَلاَ وَّلاَ اَوْضَعُوا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ـ

যদিও তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে যায়, তবে তারা শুধু কুটিলতাই সৃষ্টি করে, আর তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।(তাওবা-৪৭)

৫৪. ক্ষমতার সুযোগ পেলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

তোমরা কি আশা করে আছে যে, তোমরা যদি রাজ ক্ষমতায় সমাসীন হও, তবে আল্লাহর যমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (মুহাম্মদ-২২)

৫৫. জিহাদের ভয়ে ঘরে চুপটি মেরে বসে থাকে কিন্তু গনীমতের সম্পদের জন্য লম্বা কথা বলে

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ

আর যখন ভয় ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন সম্পদ লাভের আশায় লম্বা লম্বা কথা বলে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে থাকে। (আহযাব-১৯)

৫৬. গনীমতের সম্পদ আকাংখামাফিক না পেলে দোষারোপ করা

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ ـ

তাদের মধ্যে কতিপয় লোক যাকাত ও সদকা বন্টনের ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারোপ করে থাকে। সুতরাং তার থেকে যদি তাদেরকে দেয়া হয়, হবে তারা খুশীতে বাগ-বাগ হয়ে যায়। আর না দেয়া হলে গোশ্বায় ফুলতে থাকে। (তাওবা-৫৮)

৫৭. মুসলমান ও ইসলামের শত্রু উভয় থেকে সুযোগ গ্রহণ করে

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

তোমরা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ কর, তখন তারা বলবে যে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেররা সাফল্য লাভ করে তখন বলবে, আমরা কি তোমাদেরকে কাবুতে পেয়েছিলাম না? এবং তোমাদেরকে কি মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করি নি? (নিসা-১৪১)

৫৮. অনৈসলামিক রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে খুশী মনে বসবাস করা

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَا كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا -

যারা নিজদের উপর যুলুম করছে, ফেরেশতারা তাদের জান নেয়ার সময় জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? জবাবে তারা বলবে, আমরা পরাধীন ও দুর্বল অবস্থায় খোদার যমিনে ছিলাম। তখন ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না, তোমরা সেখানে হিজরত করলে না কেন? (নিসা-৯৭)

৫৯. কুরআনের মজলিস থেকে দূরে সরে থাকে

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا

যখন কুরআনের কোন সুরা নাযিল হয়, তখন ওরা একে অপরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে কেউ তাদেরকে দেখছে কি না? তার পর ধীরে ধীরে সরে পড়ে। (তাওবা-১২৭)

৬০. কুরআনের উপদেশ গুরুত্বহীন মনে করে তাই কুরআনের বিধানের বিপরীত চলে

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ

ওদের হল কি যে, তারা নসীহত ও উপদেশ হতে ঘাড় ঘুরিয়ে চলে যায়। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন ওরা পলায়নপর গাধার ন্যায়। (মুদ্দাসের-৪৯)

৬১. হারাম উপার্জনের জন্য ঝাপ দিয়ে পড়ে

وتَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ

আপনি দেখবেন যে তাদের মধ্যে বহু লোকই পাপ-যুলুম-অত্যাচার করা ও হারাম খাবার লাভের জন্য ঝাপ দিয়ে পড়ে। (মায়েদা-৬২)

৬২. ওয়াদাখেলাফী অভ্যাসে পরিণত হয়

اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

যখন কোন ওয়াদা করে, তা খেলাফ করে।

৬৩. আমানতের খেয়ানত করে

اِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ ـ

যখন তাদের কাছে কোন বস্তু আমানত রাখা হয়, তখন তার খেয়ানত করে।

৬৪. ঝগড়া-কলহের সময় অশ্লীল ভাষায় কথা বলে

اَذَاخَاصَمَ فَجَرَ ـ

ঝগড়া-বিবাদের সময় গালি-গালাজ করে।

৬৫. কথা বার্তায় মিথ্যা বলে

اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ ـ

যখন কথা বার্তা বলে তখন মিথ্যা বলে থাকে।

৬৬. পেটের ও হালুয়া রুটির চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়

هَمَّ الْمُنَافِقِ بَطْنَهُ

মুনাফেক লোকেরা পেটের হালুয়া রুটির চিন্তায় মগ্ন থাকে।

৬৭। দ্বীনের সাহায্য কারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الاَنْصَارِ ـ

মুনাফেকদের নিদর্শন আনসারদের (দ্বীনের সাহায্যকারীদের) প্রতি ঈর্ষা ও শত্রুতা পোষণ করা।

মোনাফেক বনাম গুনাহ্গার

মোনাফেকরা তাদের অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহর নিকট লজ্জিত হয় না। তাওবা করে না, বরং গর্বিত হয়ে এটাকে তাদের বুদ্ধির চুতরতা মনে করে। আর গুনাহগার যারা তারা অন্যায় কাজ করলে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহর নিকট লজ্জিত হয়ে তাওবা করে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। তাই গুনাহগারের পাপ মোচন করার ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন, কিন্তু মুনাফেকদের অন্যায় আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَ اَصْلَحُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আর নফসের প্রবল আবেগ-উচ্ছ্বাসের মুখে পড়ে যাদের থেকে গুনাহ্র কাজ হয়ে পড়ে, আর যারা গুনাহ্ করার পর নিজেরা তাওবা করেছে এবং সংশোধিত হয়েছে, এমন লোকদের বেলায় নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু অতঃপর অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন এবং করুণা দান করবেন। (নাহ্ল-১১৯)

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوابِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ اٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ -

আর ঐ সকল মোনাফেক ব্যতীত জিহাদে এমন কতিপয় লোক ঘরে বসে রয়েছিল, যারা নিজদের অপরাধকে পূর্ণ লজ্জানুভূতি নিয়ে স্বীকার করেছিল। তাদের জীবনের কর্ম-ইতিহাস কিছু ভালও আছে আর কিছু খারাপও আছে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা এদের তওবা কবুল করে নিবেন। (তাওবা-১০২)

স মা প্ত

পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪২৩, এলিফেন্ট রোড, আল ফালাহ বিল্ডিং
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৪১৯১৫, ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬
e-mail : professors_pub@yhaoo.com